প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল'র

বডি অব এভিডেন্স

অনুবাদ: বশীর বারহান

প্রখ্যাত এক লেখিকা খুন হলেন বীভৎসভাবে। তদন্তে নিয়োজিত কে স্কারপেট্টা এই হত্যারহস্যের জট খুলতে নামলে বেরিয়ে আসতে লাগলো নিহত লেখিকার অতীত, প্রকাশ হতে লাগলো অনেক গোপন কথা। কিন্তু খুনি কে—স্কারপেট্টা যখন রহস্যের জট প্রায় খুলতে যাবেন বুঝতে পারলেন খুনি তার পিছু নিয়েছে। তারপর...

প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েলের অবিস্মরণীয় চরিত্র কে স্কারপেট্টার অসাধারণ একটি থৃলার *বডি অব এভিডেন্স*।

'নাটকীয়তা আর রোমাঞ্চকর...প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল দক্ষ হাতে লিখেছেন প্লটটি'

— *নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ*

'পাঠককে ফরেনসিক ক্রাইম ল্যাবে নিয়ে যাবে এই বইটি...চমৎকার প্লট, অনেকগুলো স্তর আর সুন্দর কাহিনী বিন্যাস'

— *ওয়াশিংটন পোস্ট বুকওয়ার্ল্ড*

'সুখপাঠ্য একটি বই...লেখিকার ক্লিনিক্যাল প্রসিডিউরগুলো বাস্তব এবং নিখুঁত'

— *দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল*

'নিঃসন্দেহে বলা যায় কে স্কারপেট্টার পরবর্তী উপন্যাসটির জন্যে পাঠক অপেক্ষা করবে '

— *বাল্টিমোর সান*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পুরো নাম প্যাট্রিসিয়া ক্যারোল ড্যানিয়েলস, জন্ম ১৯৫৬ সালে আমেরিকার মায়ামি রাজ্যের ফ্লোরিডায়। বিখ্যাত লেখিকা হ্যারিয়েট বিচার স্টোয়ির বংশধর তিনি। মেডিকেল এক্সামিনার ডাক্তার কে স্কারপেট্টা চরিত্রের জন্যে বেশি পরিচিত এই লেখিকা লেখালেখির আগে ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন। ২০০২ সালে কুখ্যাত খুনি *জ্যাক দা রিপার*-এর অমীমাংসিত রহস্য সমাধানে সক্ষম হন।

প্রখ্যাত লেখিকা রুথ বেলের উৎসাহে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন এবং প্রথম উপন্যাসেই সফলতার মুখ দেখেন। তার সৃষ্ট চরিত্র কে স্কারপেট্টাকে নিয়ে বার বারই তাকে লিখতে হয়। *বডি অব এভিডেন্স* এরকমই একটি উপন্যাস যেখানে একজন প্রখ্যাত লেখিকার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে হয় স্কারপেট্টাকে।

বর্তমানে ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে বসবাস করছেন এবং জনপ্রিয় আমেরিকান টিভি সিরিজ *সিএসআই*'র স্ক্রিপ্ট লেখায় ব্যস্ত আছেন তিনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল'র

বডি অব এভিডেন্স

অনুবাদ : বশীর বারহান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বডি অব এভিডেন্স

মূল : প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল

অনুবাদ : বশীর বারহান

BODY OF EVIDENCE

copyright©2008 by Patricia Cornwell

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৯ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সম্পাদিত, মুদ্রণ ঢাকা প্রিন্টিং প্রেস, ২৪, শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০, গ্রাফিক্স ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : তিথী

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রাককথন

১৩, আগস্ট
কি-ওয়েস্ট
প্রিয় এস,

ইতিমধ্যে ত্রিশদিন পার হয়ে গেছে, সূর্যের সেই তেজ এখন আর নেই—মৃদুমন্দ বাতাসও বইতে শুরু করেছে। আমি যথেষ্ট চিন্তা করছি। সত্যিকার অর্থেই চিন্তা করছি, সুতরাং এগুলোকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেবার কোনো অবকাশ নেই।

প্রায় বিকেলে লুইয়ের বারান্দায় ব'সে লিখি, আর সাথে সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করি। আছড়ে পড়া সাগরের পানি বালি আচ্ছাদিত সৈকতের ওপর পান্নার মতো সবুজ নক্সা এঁকে দেয়া সাগরের গাঢ় নীল রঙের অবশ্য কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। সাদা ধোঁয়ার মতো পেঁজা পেঁজা মেঘ সমস্ত আকাশ ঢেকে রাখে। সাগরে সাঁতার কাটতে আসা মানুষের গুঞ্জন কিংবা শৈলশিরার বাইরে সেইলবোটের নোঙর করার শব্দগুলো মৃদুমন্দ বাতাস ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আমার বসে থাকা বারান্দা ঝড়ো হাওয়ায় ভরে ওঠে। সাধারণত শেষ বিকেলেই এমনটা ঘটে। আমি অবশ্য টেবিলেই বসে থাকি—বৃষ্টির গন্ধ নেবার চেষ্টা করি আর সাগর তরঙ্গের বিচিত্র খেলা দেখি। কখনও কখনও সাগরটাকে অত্যন্ত শান্ত মনে হয়, আর ঠিক সেই সময় চারদিকে সূর্য তার আলো ছড়াতে থাকে।

এখানে আমাকে বিরক্ত করার মতো কেউ নেই। ইতিমধ্যে জুলুর মতো আমিও রেস্টুরেন্ট পরিবারের একজন সদস্য হয়ে উঠেছি, ঠিক যেনো পথ হারানো বেড়ালদের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে শান্তভাবে সামান্য উচ্ছিষ্টের জন্যে অপেক্ষায় থাকা। লুইয়ের চারপেয়ে পোষ্যটা যেকোনো মানুষের চাইতেও ভালো খেতে পারে। প্রকৃতি তার সৃষ্টির জন্যে বেশ আরামপ্রদ একটা ব্যবস্থাই ক'রে দিয়েছে। এইসব দিনগুলো নিয়ে আমার মোটেও কোনো অভিযোগ নেই।

আমার যতো অভিযোগ রাতগুলো নিয়ে। রাতগুলো আমাকে আতঙ্কিত ক'রে তোলে।

অন্ধকার দেয়ালের ফাঁটল গলিয়ে আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। একইভাবে আমার চারপাশে এক ধরণের ভয়ের জাল তৈরি করে। মনের বিরুদ্ধে হলেও আমি তখন জনাকীর্ণ ওল্ড টাউনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে থাকি। কীট-পতঙ্গের যেমন অজানা কোনো আকর্ষণে আলোর দিকে ছুটে যায়—তেমনি আমিও অজানা কোনো এক আকর্ষণে কোলাহলপূর্ণ এক বার থেকে আরেক বারে ঘুরে বেড়াই। ওয়াল্ট এবং পিজে, আমার এই নিশাচর বদঅভ্যেসটাকে আরও বেশি ক'রে

উস্কে দিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে বাড়িতে এসে প্রথম উপস্থিত হয় ওয়াল্ট। সন্ধ্যা নামতেই ওকে উপস্থিত হতে দেখা যায়। এর অবশ্য কারণও আছে। কারণটা হচ্ছে—ম্যালরি স্কোয়ারে ওর সিলভার জুয়েলারির দোকানটা অন্ধকার নামার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বিয়ারের বোতল খুলে পিজে'র জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। এরপর আমরা বেরিয়ে পড়ি। একটার পর একটা বার-এ ঘুরতে থাকি। সাধারণত স্লপি জো'তে এসে আমাদের এই ভ্রমণ শেষ হয়। আমাদের উৎসাহের কোনো ঘাটতি নেই। বিশেষত সব বিষয় নিয়ে ওদের উৎসাহটা একটু বেশিমাত্রায়। আমার প্রতি ওদের ভালোবাসাও অফুরন্ত। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাই, মৃত্যু ছাড়া বোধহয় ওরা সবকিছুই করতে পারে আমার জন্যে।

মানুষগুলোর রোগাটে-পাণ্ডুর দেহ। আমি হৃদয় দিয়ে এদের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারি। এইড্স নামক রোগটা এই ছোট্ট দ্বীপটাতে হলোকাস্টের মতো আতংক ছড়িয়ে দিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে বাড়িতে একা একা ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে না। আমি সম্ভবত তাদের প্রত্যেককে বাঁচাতে পারি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পর জানালার কাঁচের ওপর প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পাই—ভেবে অবাক হই, এটা কীভাবে সম্ভব!

প্রত্যেকবারই সময় আমি টেলিফোনের শব্দ শুনতে পাই। পেছন ফিরে থাকার সময় মনে হয় কেউ যেনো আমার পেছন দিকে হাটছে। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ক্লোজেট, পর্দার পেছনে এবং বিছানার নিচে খুব ভালোভাবে দেখে নিই, আদৌ ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। তরপর দরজার সাথে চেয়ারটা ভালোভাবে ঠেকা দিয়ে রাখি, যেনো দরজা ঠেলে কেউ ঢোকার সময় শব্দ হয়।

হে ঈশ্বর, আমি মোটেও বাড়ি ফিরে যেতে চাই না।

বেরাইল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৩ সেপ্টেম্বর
কি-ওয়েস্ট

প্রিয় এম,

গতদিন লুইয়ে ব্রেন্ট এসে জানালো যে, আমার ফোন এসেছে। আমি আঁতকে উঠলাম। ভেতরে গিয়ে লং ডিস্ট্যান্সের কলটাতে সাড়া দিলাম। কিন্তু খানিকক্ষণ কথা বলার পরই লাইনটা কেটে গেলো।

আমার নিজের অবস্থা বুঝতে পারলাম। আমি বোধহয় পাগল হতে চলেছি। ও সম্ভবত কিছু একটা বলে আমার ভয়ের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমি কোথায় অবস্থান করছি, এটা জানা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব আমাকে খুঁজে খুঁজে এখানে চলে আসাও সেদিক থেকে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এখানকার একজন ওয়েটারের নাম স্টু। সম্প্রতি ও উত্তরের এক বন্ধুর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সম্ভবত ওর বন্ধুই কল করেছিলো। আর লাইনটা মোটেও ভালো ছিলো না।

ও 'স্টু' নামটা 'স্ট্র'-এর মতো ক'রে উচ্চারণ করছিলো। আমি জবাব দিতেই লাইনটা কেটে যায়।

আমার ইচ্ছে, আমার ডাক নামটা কখনই কাউকে জানাবো না। আমি বেরাইল। আমি স্ট্র। আমি ভীত একজন।

বইটা এখনো আমার শেষ করা হয় নি। কিন্তু পকেটের টাকা একেবারে শেষ হয়ে এসেছে আর আবহাওয়াও ক্রমশ পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। আজ সকালেও চারদিক অন্ধকারে ঢেকে ছিলো আর সাথে সাথে প্রচণ্ড দমকা বাতাস। আমি বাসাতেই ব'সে থাকলাম। কারণ আমি যদি লুইয়ে কাজ করার চেষ্টা করতাম, তাহলে পৃষ্ঠাগুলো সমুদ্রের পানিতে গিয়ে পড়তো। স্ট্রিটলাইটগুলো মিটমিট ক'রে জ্বলছে। ঝড়ো হাওয়ার তাণ্ডবে পাম গাছগুলোকে বহু কষ্টে নিজেদেরকে সোজা ক'রে রাখতে হচ্ছে। পাতাগুলো এমনভাবে নড়ছে, মনে হতে পারে যেনো ছাতা খোলা আর বন্ধ করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, জানালার বাইরে এসে পৃথিবীটা গুমরে গুমরে কাঁদছে। বৃষ্টির ছাট এসে যখন জানালার ওপর আঘাত করছে, তখন মনে হচ্ছে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে কি-ওয়েস্ট দখল ক'রে নেবার উদ্দেশ্যে।

আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। দ্বীপটার জন্যে আমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগবে। পি.জি এবং ওয়াল্টের জন্যেও আমার খারাপ লাগবে। ওরা সবসময় আমাকে নিরাপদে থাকতে সাহায্য করেছে। রিচমন্ডে ফিরে গিয়ে আমি যে আসলে কী করবো তা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হচ্ছি ঠিকই, তবে আদৌ যে কোথায় গিয়ে পৌছাবো এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

বেরাইল

অধ্যায় ১

কি-ওয়েস্ট থেকে ফিরে আসা চিঠিগুলো ম্যানিলা ফোল্ডারে ঢুকিয়ে আমি একটা সার্জিক্যাল গ্লাভসের প্যাকেট বের ক'রে প্যাকেটটা আমার কালো মেডিকেল ব্যাগের ভেতর গুছিয়ে নিলাম। এরপর এক তলার মর্গে এসে ঢুকে পড়লাম এলিভেটর দিয়ে নামার জন্যে।

খানিক আগে মোছার কারণে হলওয়ের টাইলস্‌গুলো ভ্যাপসা হয়ে আছে। কাজ নেই বলে শব ব্যবচ্ছেদের সুটটাতে তালা লাগানো। এলিভেটর থেকে আড়াআড়িভাবে এগোলেই স্টেইনলেস স্টিলের রেফ্রিজারেটর। রেফ্রিজারেটরের বিশালাকৃতির দরজাটা খোলা মাত্র প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ঝাপ্টা এসে লাগলো শরীরে। গোড়ালিতে বেঁধে রাখা ব্যাগ না দেখেই আমি খুব সহজেই গার্নিটা চিনে নিতে পারলাম। দেখলাম সাদা চাদরের নিচ দিয়ে সরু একজোড়া পা বেরিয়ে আছে। বলা চলে বেরাইল ম্যাডিসনের শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি আমার জানা।

ধূসর-নীলচে চোখ জোড়া অর্ধ নির্লিপ্ত চোখের পাতার ভেতর ঘোলাটে দেখাচ্ছে। গালের ওপর গভীর ক্ষতের কারণে চেহারাটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে আছে। বেশির ভাগ ক্ষতই তার গালের বামপাশ জুড়ে। স্পাইনাল কর্ডের ঠিক প্রান্তসীমায় ছুরির আঘাতে ঘাড়টা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—সাথে ঘাড়ের বেশ খানিক মাংস বেরিয়ে এসেছে। বাম বুক আর স্তনের পাশ জুড়ে নয়টা ছুরির আঘাতের চিহ্ন। বোতাম ঘরের লাল ক্ষতগুলোর সবই আড়াআড়ি। গভীর ক্ষতগুলো যেনো মেপে মেপে করা হয়েছে—একটার পর একটা। আর এগুলো চামড়ার অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। সহজেই বোঝা যায় প্রচণ্ড আক্ষেপে এই আঘাতগুলো করা হয়েছে। কনুঁইয়ের ওপরকার এবং হাতের আঘাতগুলোর গভীরতা এক চতুর্থাংশ থেকে চার ইঞ্চি পর্যন্ত। দৈর্ঘ্যে প্রায় সবই আধ-ইঞ্চি। পেছনের দু'টো আঘাত বাদেও গলার ওপর একটা মারাত্মক আঘাত, এই আঘাতের কারণে কণ্ঠনালীটা প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে শরীরের আঘাতের সংখ্যা সাতাশ। মহিলা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করার কারণেই সম্ভবত ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে এতোগুলো আঘাত করা হয়েছে।

আমার কোনো ছবি কিংবা বডি ডায়াগ্রামের প্রয়োজন নেই। চোখ বন্ধ করলেই দিব্যি আমি বেরাইল ম্যাডিসনের চেহারা দেখতে পাই। চোখ বন্ধ করেও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করতে পারি কী নৃশংসভাবে আঘাতের পর আঘাত ক'রে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মহিলার বাম ফুসফুসে মোট চারটা গভীর ক্ষত। ঘাড়ের দুই প্রধান ধমনী প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মহাধমনী, ফুসফুসের ধমনী, হৃদপিণ্ড এবং এর ঝিল্লির প্রত্যেক অংশেই হত্যাকারীর ছুরি গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। এতোগুলো আঘাতের যেকোনো একটাই তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে যথেষ্ট হতে পারতো। পাগল খুনি আসলে বোধহয় তাকে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ রেখে যেতে চায় নি।

BanglaBook.org

বিষয়টা নিয়ে নিজের মতো ভাবতে থাকলাম। কেউ একজন তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিলো। ফলে তাকে বাধ্য হয়েই কি-ওয়েস্টে পালিয়ে যেতে হয়। বেরাইল ম্যাডিসনের মৃত্যু আতংক সহ্য করার মতো ক্ষমতা ছিলো না।

মৃত্যু হোক এমন ইচ্ছে তার মোটেও ছিলো না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রাতে রিচমন্ডে ফিরে আসার সাথে সাথেই এই করুণ পরিণতি নেমে আসে।

তুমি তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলে কেন? আরে, কে তোমাকে খুনিকে ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্যে বলেছিলো?

কাগজ-পত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে রেফ্রিজারেটরের পেছনে দেয়ালের কাছে গারনির ওপর শুইয়ে রাখা অন্যান্য হতভাগ্যদের লাশগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। আগামী কাল বেরাইল ম্যাডিসনের দেহ দাহ করা হবে। দাহের পর ছাইগুলো ছড়িয়ে দেয়া হবে ক্যালিফোর্নিয়ার পথের কাছে। আগামী মাসে বেরাইল ম্যাডিসন চৌত্রিশে পা দিতেন। তার কোনো আত্মীয় নেই—কোনো নিকট আত্মীয়ই আজ আর এই পৃথিবীতে বেঁচে নেই। যতোটুকু জানা গেছে, তার এক সৎবোন রয়েছে। ওই সৎবোন এখন ফ্রেসনো'তে বসবাস করছে। শব-ব্যবচ্ছেদ ঘরের বিশালাকৃতির দরজাটা নিচ্ছিদ্রভাবে বন্ধ হয়ে গেলো।

চিফ মেডিকেল এক্সামিনারের অফিসের সামনের গাড়িপার্কিং এলাকায় উপস্থিত হতেই আমার পায়ের নিচে এক ধরণের উষ্ণতা অনুভব করলাম। কাছের কোনো রেল লাইন থেকে ট্রেনের হুইসেলের শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। পেছনে সূর্যের উষ্ণ পরশ অনুভব করলাম।

পেছনের দরজা হঠাৎ হা হয়ে খুলে গেলো। মর্গের অন্যতম এক সহকারী ওই দরজা পথে বেরিয়ে এলো বাইরে।

"এই যে, ডাঃ স্কারপেট্টা, আপনি কি ব্যাংকের সময় মেনে চলছেন নাকি?" ও প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

এখন সাড়ে চারটের খানিক বেশি। সত্যিকার অর্থে আমি ছ'টার কাছাকাছি অফিস থেকে বের হই।

"কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে আমার গাড়িতে আসতে পারেন?" সাথে সাথেই ও আমাকে প্রস্তাব দিলো।

"ধন্যবাদ, ইতিমধ্যে আমি একটা রাইড পেয়ে গেছি," আমি জবাব দিলাম।

আমার জন্ম মায়ামি'তে। গ্রীষ্মের সময় বেরাইল কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে, আর আমি তা জানবো না, এমন জায়গা এই পৃথিবীতে খুব কমই আছে। যখন আমি চোখ বন্ধ করি, তখনও কি-ওয়েস্টের রঙ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি দেখতে পাই উজ্জ্বল সবুজ আর নীল রঙ। আর চক্চকে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য ঈশ্বর কাছে আর সবাইকেই মুগ্ধ করবে। বেরাইল ম্যাডিসন ওরকম একটা জায়গা ছেড়ে হয়তো আর কখনোই ফিরে আসতেন না।

BanglaBook.org

কালো চকচকে কাঁচের মতো ঝকঝকে নতুন একটা এলটিডি ক্রাউন ভিক্টোরিয়া ধীর গতিতে পার্কিংলটে এসে ঢুকলো। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই খুলে গেলো নতুন ফোর্ড গাড়িটার দরজাটা। "তুমি কি বাস, নাকি অন্য কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছো?" আমার বিস্ময় ভরা চেহারা আয়নায় প্রতিবিম্বিত হলো। কথাটা বলে লেফট্যান্যান্ট পিট মেরিনো আমার দিকে একটু বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালো।

"আমি খুশি হয়েছি," চমৎকারভাবে ভেলভেটে সাজানো গাড়ির ভেতরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আমি বললাম।

"আমার পদোন্নতি হতে চলেছে।" মেরিনো ইঞ্জিনটা চালু করলেন। "খারাপ নয়, কি বলো?"

বছরখানেক কলুর বলদের মতো খেটে আর বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার পর বলা চলে মেরিনো এখন পায়ের নিচে যেনো মাটি খুঁজে পেয়েছে।

ড্যাশবোর্ডের ভেতরটা হাতড়ে সিগারেট বের ক'রে আনলাম। "তোমার বাবল লাইট কিংবা অন্তত ইলেকট্রিক রেজারটা চালু করতে পারো কি?"

"হায় ঈশ্বর," ও অভিযোগের সুরে বললো। "কোন্ শয়তান জানি আমার লাইটারটা মেরে দিয়েছে। গাড়ি ধোবার সময় কাজটা করেছে। আমি বলতে চাইছিলাম, গাড়িটা মাত্র একদিন আগে পেয়েছি। কথাটা তুমি বিশ্বাস করো? মেয়েটাকে আমি গাড়িতে তুলেছিলাম, বুঝলে? ওই ঘটনার পর, ভাবলাম গাড়িটা ভালোভাবে পরিষ্কার ক'রে নেবার প্রয়োজন। ব্রাশ করার সময় গাড়ির এ্যান্টেনাটা ভেঙে গেলো। এতে অবশ্য কি আর এসে যায়..."

মেরিনোর কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার মা'র কথা মনে পড়ে যায়।

"...এরপর থেকে আমি আর কোনোভাবেই লাইটারটা খুঁজে পাচ্ছি না।" ও খানিকক্ষণ থামলো এরপর নিজের পকেট এমনকি আমার পার্স হাতড়ে দেখলো আদৌ কোনো ম্যাচ পাওয়া যায় কিনা।

"ওহে চিফ, তুমি তাহলে একটু ধূমপান করার সুযোগ পেতে যাচ্ছো," সন্তুষ্টচিত্তে কথাটা বলে মেরিনো একটা 'বিক' লাইটার আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো।

"আমি," বিড়বিড় করলাম। "আগামী কাল।"

যে রাতে বেরাইল ম্যাডিসন খুন হন, সে রাতে আমি ওপেরায় গিয়েছিলাম। এরপর অনেকক্ষণ সময় কাটে একটা ইংলিশ পাব-এ। ওসময় আমার সাথে ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। দুর্ভাগ্যবশত তখন আমার সাথে পেজার ছিলো না। এ কারণেই পুলিশ আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে নি। তারা আমার ডেপুটি চিফকে ঘটনাস্থলেও ডেকে নিয়ে যায়। তা না হলে নিহত লেখিকার বাড়িতে আমি প্রথমবারের মতো যেতাম।

BanglaBook.org

উইন্ডসর ফার্মের লোকবসতি মোটেও সামান্য নয়। এদের মধ্যে থেকে কেউই আশা করতে পারে নি এই অভিজাত এলাকার কোনো এক বাড়িতে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এখানকার প্রতিটা বাড়িই বেশ বড়ো আকারের। প্রধান রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে দূরে অবস্থিত প্রতি বাড়ির সামনে পেছনে অনেকখানি ক'রে গাছপালায় ছাওয়া খোলা জায়গা। প্রত্যেক বাড়িতেই আছে স্বয়ংক্রিয় বার্গলার এ্যালার্ম। কেন্দ্রিয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা থাকার কারণে কোনো বাড়ির জানালা আর খোলার প্রয়োজন হয় না। অর্থ মানুষকে অমরত্ব দান করতে পারে না ঠিকই, কিন্তু কিছুটা হলেও নিরাপত্তা দিতে পারে নিঃসন্দেহে। উইন্ডসর ফার্ম এলাকা থেকে ইতিপূর্বে আমি হত্যার আর কোনো ঘটনার কথা শুনতে পাই নি।

"নিঃসন্দেহে কোথাও তার অনেক টাকা জমানো আছে," লাল বাতির সামনে মেরিনো গাড়ি দাঁড় করানোর পর আমি বললাম।

সাদা ধবধবে চুলের এক বৃদ্ধা, তার মাল্টা জাতের সাদা কুকুরটা নিয়ে হেটে যাওয়ার সময় আমাদের দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো। ঘন ঘাস দেখে সেদিকে ছুটে গেলো কুকুরটা। ওখানেই ওটা তার প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিলো।

"কী বিশালাকৃতির প্রয়োজনহীন মসৃন বীচি," কুকুরসহ মহিলা সরে যেতেই ও মন্তব্য করলো। "কুকুরের ওরকম দেখলেই কেমন ঘেন্না লাগে। ওগুলোর শয়তানী ভরা বিশালাকৃতির মাথা, আর যেখানেই সুযোগ পাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে মুততে লেগে যাবে।"

"কোনো কোনো মানুষ অতি সামান্য কারণেই সঙ্গ কামনা করে," আমি বললাম।

"হ্যা," একটু থেমে ও আমার খানিক আগের মন্তব্যটা তুলে নিলো। "বেরাইল ম্যাডিসনের নিঃসন্দেহে অনেক টাকা ছিলো, কিন্তু এর সবই সে নিজের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছিলো। তাছাড়াও যা কিছু সঞ্চয় ছিলো, তার সবই হয়তো কি-ওয়েস্টে সরিয়ে নিয়েছিলো। আমরা এখনো তার কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখছি।"

"সবকিছুই কি আর এর থেকে জানা সম্ভব হবে?"

"বিষয়টাকে এভাবে বিবেচনা করলে বোধহয় ভুল হবে," সে মন্তব্য করলো। "এভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, তিনি মধ্যম সারির জনপ্রিয় লেখিকা ছিলেন—তবে প্রচারটা তার চাইতে একটু বেশিই হয়েছে। অনেকগুলো ছদ্মনাম নিয়ে তিনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতেন। এ্যাডিয়ার ওয়াইল্ডস, এমিলি স্ট্র্যাটন, এডিথ-মন্টিগো অনেক নামই ব্যবহার করেছেন লেখার সময়।"

স্ট্র্যাটন ছাড়া অন্য কোনো নাম অবশ্য তেমন জনপ্রিয়তা পায় নি। আমি বললাম, "তার মধ্যনাম হচ্ছে স্ট্র।"

"সেটা তো আছেই, তাছাড়াও তার চুল স্বর্ণাভ রঙের।"

বেরাইলের চুল মধুর মতো স্বর্ণাভ রঙের। সূর্যের আলোয় ওই চুল সোনার মতো চকচক করতো। সবসময় ধোপদুরস্ত থাকতে পছন্দ করতেন। তার জীবনের একমাত্র যে ছবি আমি দেখেছি, তাও আবার সেটা ড্রাইভিং লাইসেন্সে।

BanglaBook.org

"যখন আমি তার সৎবোনের সাথে কথা বলি," মেরিনো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো, "জানতে পারি, শুধুমাত্র কাছের মানুষেরাই তাকে স্ট্র নামে ডাকতো। কি-ওয়েস্টের যে লোকের কাছেই চিঠি লিখে থকুন না কেন সে তার ডাক নামটা জানতো। এরকমই ধারণা পেয়েছি আমি।" মেরিনো ব্যাকভিউ মিররটা ঠিক ক'রে নিলো। "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ও চিঠিগুলোর জেরক্স কপি করেছিলো কেন? এই কারণটার পেছনেই আঠার মতো আমাদের লেগে থাকতে হবে। আমি বলতে চাইছিলাম, তুমি কতোজন লোককে জানো, যারা নিজেদের লেখা ব্যক্তিগত চিঠি ফটোকপি ক'রে রাখে?"

"তুমি ইঙ্গিত দিয়েছিলে, ওই মহিলা নথিপত্র সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করতে পছন্দ করতেন।" আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"ঠিকই বলেছি, এটাও আমার একটা চিন্তার বিষয়। গুপ্তঘাতক নিশ্চয়ই তাকে মাসখানেক ধরে ভয় দেখিয়ে আসছিলো। ও কি করেছিলো? ও কি বলেছিলো? কিছুই আমরা জানি না। কারণ এ সম্পর্কে বেরাইল ওই লোকের ফোনের কোনো টেপ কিংবা কোনো তথ্যই লিখে রেখে যায় নি। মহিলা নিজের চিঠির ফটোকপি করেছেন ঠিকই, অথচ একজন তাকে হুমকি দিয়ে ভীত ক'রে তুলছে সে বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তুমিই বলো, এটা কি কোনো বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তিনি?"

"আমরা যেভাবে চিন্তা করছি, সবাই যে একইভাবে চিন্তা করবে, তার তো কোনো মানে নেই।"

"ভালো, কিন্তু কিছু মানুষ আছে, যারা চিন্তা করার চেষ্টাও করে না। এর কারণও আছে। এরা এমন কিছুর ভেতর নিজেদের জড়িয়ে ফেলে যে, অন্য কেউ সেটা জানুক তা তারা মোটেও প্রকাশ করতে চায় না।" সে তার যুক্তি প্রদর্শন করলো।

বেশ অনেকটা পথ গাড়ি চালানোর পর মেরিনো একটা গ্যারাজের দরজার সামনে গাড়ি দাঁড় করালো। ঘাসগুলো অতিরিক্তভাবে বেড়ে উঠেছে আর তা বাতাসে এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে। গ্যারাজের পাশের দেয়ালে আটকানো একটা মেইল-বক্স। মেইল-বক্সের পাশে একটা সাইনবোর্ডের ওপর লেখা : বিক্রয় হইবে।

"ওই মহিলার বাহন এই গ্যারাজের ভেতরেই রয়েছে," মেরিনো এমনভাবে বললো, যেনো সে অনেক কিছু উদ্ধার ক'রে ফেলেছে। "একটা কালো রঙের চমৎকার হোন্ডা একর্ড এক্স মডেলের গাড়ি। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করলে চমকপ্রদ কিছু পেলে পেয়েও যেতে পারো।"

আমরা ড্রাইভওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলাম। পেছন দিকে আর কাঁধের ওপর তেরছাভাবে পড়া সূর্যের আলো মৃদু পরশ বুলিয়ে দিতে লাগলো। তবে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। পাতার মৃদু খস্ খস্ আওয়াজ শরতের আগমনী বার্তা ঘোষণা করছে। আমি খুব ধীরে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম। হঠাৎই খুব ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে।

বেরাইলের বাড়ি একেবারে আন্তর্জাতিক মানের সাজানো, আধুনিক এবং সাধারণের মধ্যেও রুচির ছোঁয়া লেগে আছে। আড়াআড়িভাবে বিশালাকৃতির জানালাগুলোর পাশের থামগুলোর সাথে যেনো ঝুলে আছে। বাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

মনে হতে পারে কোনো জাহাজের নিচের খোলা ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে ফিল্ড স্টোন এবং ধূসর রঙের চকচকে কাঠ।

নিঃসন্দেহে কোনো সৌখিন দম্পতি নিজের পছন্দমাফিক বাড়িটা তৈরি করেছিলেন—বড় বড় ঘর, উচু সিলিং নিঃসন্দেহে প্রচুর খরচ সাপেক্ষ এবং প্রচুর জায়গা নষ্ট করেছে। উইন্ডহ্যাম ড্রাইভের একেবারে শেষপ্রান্তে বেরাইলের বাড়িটা। সম্ভবত এ কারণেই অনেক দেরিতেও তার বাড়ি থেকে কোনো চিৎকারের শব্দ কিংবা কাউকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখে নি। বাড়ির দু'পাশের দেয়াল ওক্ আর পাইন কাঠে মোড়ানো। জানালার ভারি পর্দাও বেরাইলকে তার প্রতিবেশিদের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিলো। বাড়ির পেছন দিকটা ঘন ঝোঁপঝাঁড় আর এবরোখেবরো পাথরে ভর্তি হয়ে আছে। এর মাঝে মাঝে সব দুর্ভেদ্য গাছের সারি।

"ধ্যাত। আমি বাজি ধরে বলতে পারি মহিলার হরিণ ছিলো," আমরা পেছন আশেপাশে ঘুরে দেখার সময় মেরিনো বললো। "কিছু একটা, তাই না? তুমি যদি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও, তাহলে পৃথিবীটাকে তোমার নিজের বলেই মনে হবে। বাইরের পরিবেশ বরফে আচ্ছাদিত থাকলে, দৃষ্টি প্রতারণা করতে পারে। আমি নিজে কিছু এরকম একটা পরিবেশ আঁকড়ে থাকতে পছন্দই করবো। শীতের সময় ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকলে বোধহয় না খুব বেশি বিরক্তিকর মনে হবে। বাইরের ওই ঘন গাছপালার সারির দিকে তাকিয়ে দেখো। ধনী হওয়াটা দারুণ ব্যাপার ব'লেই মনে হচ্ছে।"

"বিশেষ ক'রে তুমি যদি এগুলো উপভোগ করার জন্যে বেঁচে থাকো তো।"

"এই সত্যকে অবশ্য আমি অস্বীকার করছি না," মেরিনো সমর্থন জানালো।

পড়ে থাকা গাছের পাতাগুলো পশ্চিমা বাতাসে আমাদের জুতোর কাছে হুটোপুটি খাচ্ছে। ঘড়ের সামনের দরজাটা একেবারে কংক্রিটের প্যাটিও বরাবর। আমি পিপহোলের দিকে তাকালাম। মনে হলো যেনো এক চোখের পিপহোল পলকহীনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মেরিনো সিগারেটের পুড়ে যাওয়া শেষ অংশটুকু টোকা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিলে ওটা ঘাসের কাছে গিয়ে পড়লো। জ্যাকেটের চেইন সম্পূর্ণভাবে আঁটকে রাখার কারণে মেরিনোর মেদবহুল ভুড়িটা বেল্ট ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। খাটো হাতার সাদা জামার কলারের কাছে সম্পূর্ণ খোলা। ফলে তার বুকের সাথে আঁটকানো হোলস্টার খুব সহজেই সবার নজরে পড়ছে।

মেরিনো হলুদ ট্যাগ লাগানো একটা চাবি বের ক'রে ওই চাবিটা দিয়ে ডেডবোল্ট লকটা খুললো। তার হাতের দিকে তাকালাম। বিশেষত তার হাতের বিশালাকৃতি আমাকে মুগ্ধ করলো। টানটান বাদামী মসৃণ চামড়া। হাত দুটো বেসবল খেলার ব্যাটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চিন্তা ক'রে দেখলাম মেরিনো কখনোই ডেন্টিস্ট কিংবা মিউজিশিয়ান হতে পারবে না। তার প্রথম পঞ্চাশ বছর কোথায় কেটেছে আমি ঠিক জানি না। ধূসর চুল আর ফ্যাকাশে চেহারা কেমন ক'রে যেনো তার সুটের রঙের সাথে মিশে গেছে। তার মতো বিশালদেহী পুলিশ অফিসার যে কোনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে।

BanglaBook.org

বাড়ির ভেতরকার আয়তাকৃতির খোলা অংশটুকুতে এসে দাঁড়ালাম আমরা। কাজ শুরুর আগে দু'জনেই নিজ নিজ গ্লাভস জোড়া হাতে গলিয়ে নিলাম। ঘরের ভেতর ভ্যাপসা এক ধরণের গন্ধ। সাথে ধুলার গন্ধও নাকে এসে লাগছে। দীর্ঘদিন বন্ধ পড়ে থাকলে ঘরের ভেতর এধরণের গন্ধ হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। যদিও রিচমন্ড পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আইডেন্টিফিকেশন ইউনিট বা আই.ডি বিভাগ এই স্থানটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত ক'রে গেছে। অগ্রগতি বলতে তেমন কোনো কিছুই ঘটে নি। মেরিনো আমাকে জানালো, দু'রাত আগে বেরাইলের মৃতদেহ যখন এখানে পড়েছিলো, তখনও ঘরটা একই রকম দেখেছে সে। দরজা লাগিয়ে ঘরের লাইটগুলো মেরিনো জ্বালিয়ে দিলো।

"তোমার মতো সবকিছু দেখে নাও," ওর গলা প্রতিধ্বনিত হলো, "বেরাইল নিজেই খুনিকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিলো। কারণ খুনির জোর ক'রে বাড়ির ভেতর ঢোকার প্রমাণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া ঢোকার মতো যে কয়টা পথ আছে, তার প্রত্যেকটাতেই বার্গলার এ্যালার্ম লাগানো আছে।" তার বক্তব্য পেশ করার সাথে সাথে দরজার সাথে লাগানো সাদা রঙের বোতামগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করলো আমাকে। "এখন অবশ্য এগুলো অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে এর সবই কার্যকর অবস্থায় ছিলো। রক্ত হিম করা হত্যাকাণ্ডের সময় এগুলো কার্যকর ছিলো বলেই বেরাইলের মৃতদেহ আমরা খুব সহজে খুঁজে বের করতে পেরেছিলাম।"

মেরিনো আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে, হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পর এ্যালার্ম বেজে ওঠে। রাত এগারোটার খানিকবাদে এ্যালার্ম বেজে উঠলেও বলা চলে কেউই এদিকে নজর দেয় নি। প্রায় আধঘণ্টা এ্যালার্ম বেজে চলার পর একজন প্রতিবেশী ৯১১-এ ফোন ক'রে এ বিষয়ে পুলিশকে প্রথমে জানায়। সাথে সাথে একটা টহল ইউনিট এখানে ছুটে আসে। পুলিশ অফিসার দেখতে পায় দরজা আধ ভেজানোভাবে আঁটকানো। মিনিট খানেকের ভেতর পুলিশ অফিসার রেডিও'তে যোগাযোগ ক'রে আরো সাহায্যকারী ডেকে পাঠায়।

লিভিংরুম খানিকটা অবিন্যস্ত, কাঁচের কফি টেবিলটা দেয়ালের এক পাশে ঠেলে সরানো। ম্যাগাজিন, একটা ক্রিস্টালের এ্যাসট্রে, আর্ট ডেকোরেশন, ফুলদানী ঘরের ভেতর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে। হালকা নীল রঙের চামড়ার উইং-চেয়ার উল্টে পড়ে রয়েছে। সোফার নক্সার সাথে মেলানো কুশনগুলো সোফার কাছেই গড়াগড়ি খাচ্ছে। দরজার বামপাশের সাদা দেয়ালের বেশ অনেকটা অংশে কালচে রঙের দাগ পড়েছে। লাল রক্ত শুকিয়ে এই দু'দিনে এরকম রঙ ধারণ করেছে।

"ওর এ্যালার্মটার কি টাইম-ডিলে ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"নিশ্চয়ই। তুমি দরজা খোলার পনেরো সেকেন্ডের ভেতর এ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না কোডওয়ার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত ওটা বেজেই চলবে।"

BanglaBook.org

"তাহলে মহিলা নিশ্চয়ই এই দরজা খুলে এ্যালার্মটা বন্ধ করতে চেয়েছিলো, লোকটাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিলো এবং এ্যালার্ম রিসেট করার সময়ও লোকটা এখানেই ছিলো। নয় তো লোকটা বেরিয়ে যাবার সময় কখনোই এ্যালার্ম বন্ধ থাকার কথা ছিলো না। বিষয়টা নিঃসন্দেহে বেশ চমকপ্রদ।"

"হ্যা," মেরিনো জবাব দিলো, "হ্যা, একেবারে গুয়ের মতো চমকপ্রদ।"

আমরা ঘরের যেখানে দাঁড়িয়ে, তার কাছেই কফির টেবিলটা উল্টে পড়ে আছে। টেবিলের কাঁচ ভেঙে একেবারে কুচিকুচি হয়ে গেছে। মেঝের ওপর যে ম্যাগাজিনগুলো পড়ে আছে, তার সবই সংবাদ এবং সাহিত্য সংক্রান্ত জার্নাল—সবগুলোই মাস কয়েকের পুরাতন।

"তুমি কি কোনো সাম্প্রতিক সংবাদপত্র কিংবা ম্যাগাজিন দেখতে পেলে?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে। "বেরাইল যদি স্থানীয় কোথাও থেকে এগুলো কিনে থাকে তাহলে বিষয়টা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। প্লেন থেকে নামার পর চেকিং শেষে ও হয়তো অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারে।"

আমি দেখলাম ওর চোয়ালের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠেছে। কোন্ কাজ কোন্ভাবে করতে হবে সেটা মেরিনোকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেই ও ক্ষেপে ওঠে।

ও বললো, "উপরতলার ওর শোবার ঘরের বৃফকেস এবং ব্যাগের কাছে এধরণের অনেকগুলো জিনিস রয়েছে। একটা *মায়ামি হেরাল্ড* আর কিছু আছে যাকে বলা হয় *কিনোটার*। এর সবই রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত ম্যাগাজিন। ওগুলোর সবই কি-ওয়েস্টের ম্যাগাজিন। তাহলে কি ও ওখানে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলো? দুটো ম্যাগাজিনই সোমবার প্রকাশিত হয়। অবশ্যই সে ওগুলো ওখান থেকে কিনেছিলো, নয়তো এমনও হতে পারে রিচমন্ডে ফেরার পথে এয়ারপোর্ট থেকে কিনে নিয়েছিলো।"

"ওর রিয়েলটর কী বলছে, তা জানার আমার বেশ আগ্রহ..."

"ওই রিয়েলটর আসলে তেমন কিছুই বলতে পারে নি।" মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললো। "বেরাইল কোথায় গিয়েছে, সে সম্পর্কে সে কিছুই জানতো না। বেরাইল চলে যাবার পর তার বাড়িতে রিয়েলটরকে একবারই দেখা গেছে। এক তরুণ দম্পতি বাড়িটা কেনার আগ্রহ দেখিয়েছিলো। কিন্তু বাড়িটার অতিরিক্ত দাম চাওয়া হয়েছিলো। বেরাইল তিন লাখ ডলার চেয়েছিলো।" মেরিনো আশপাশে একটু দেখে নিলো। চেহারা দেখে কোনো কারণে মনে হলো সে বিরক্ত। "অনুমান করছি কারো সাথে হয়তো চুক্তি হয়েছিলো।"

"কি-ওয়েস্ট থেকে ফিরে এসে এয়ারপোর্ট থেকে সেদিন রাতে বেরাইল বাড়ি ফেরার জন্যে ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলো।" ওর কথার সাথে তাল মিলিয়ে আমি মন্তব্য করলাম।

মেরিনো একটা সিগারেট বের ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে নিলো। "ফায়ারের কাছের দরজার পাশের ছোটো টেবিলের ভেতর আমি একটা রশিদ পেয়েছি। ইতিমধ্যে ড্রাইভারকেও খুঁজে বের করা গেছে। ব্যাটার নাম উদ্রো হানেল। মাথা ভর্তি গোবর। ব্যাটা বললো যে, ও নাকি এয়ারপোর্টে ক্যাব নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। বেরাইল তাকে

BanglaBook.org

ডেকে নেয়। তখন সময় আনুমানিক রাত আটটা। তাছাড়া মুষলধারায় বৃষ্টিও পড়ছিলো। আনুমানিক চল্লিশ মিনিট পর ওই ড্রাইভার তাকে এই বাড়িতে পৌঁছে দেয়। টিপস্‌সহ বেরাইল ড্রাইভারকে ছাব্বিশ ডলার পরিশোধ করে। বেরাইলকে নামিয়ে দিয়ে উড্রো এয়ারপোর্টে ফিরে আসে এবং আরেকজন যাত্রীকে নিয়ে অন্য গন্তব্যে চলে যায়।"

"তুমি কি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, উড্রো যা বলেছে সত্য বলেছে?"

"এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এটা যেমন সত্য, ওর কথাগুলোও তেমনই সত্য।" সিগারেটটা আঙুলে নিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর দু'আঙুলে ফিল্টারটাকে একটু মুঁচড়ে নিলো। "গল্পের সত্যতা আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই ক'রে নিয়েছি। উড্রো আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেছে। মহিলাকে ও স্পর্শ করার সুযোগ পায় নি। কারণ হাতে তার মোটেও সময় ছিলো না।"

দরজার দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখলাম। এ ধরণের খুনে, খুনীর পোশাকে রক্তে মাখামাখি হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। পোশাকে যদি রক্ত মেখেই থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই ওই পোশাকে দ্বিতীয় যাত্রী নেবার জন্যে উড্রো এয়ারপোর্টে ফিরে যেতে পারতো না।

"বেরাইল বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকার সুযোগ পায় নি।" আমি বললাম। "বাড়িতে প্রবেশ করেছে আনুমানিক ন'টার সময়। আর প্রতিবেশী এ্যালার্ম শুনতে পেয়েছে এগারোটার সময়। এটা প্রায় আধঘণ্টা বেজে চলেছিলো। এর অর্থ দাঁড়ায় খুনী আনুমানিক সাড়ে দশটার সময় এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।"

"হ্যাঁ," মেরিনো জবাব দিলো। "আমাকে শুধু ওই বিষয়টা খুব ক'রে ভাবাচ্ছে। ওই চিঠিগুলো। ওগুলো সে মোটেও হাতছাড়া করতে চায় নি। ও নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিলো নিরাপদে থাকার ইচ্ছে নিয়েই। এমনকি তার পয়েন্ট থৃ-এইট-জিরো পিস্তলটা কিচেন কাউন্টারে রাখা ছিলো। কিচেনে গেলে তোমাকে সেটা দেখাতে পারবো। এরপরই খুন! ডোরবেল কি বেজেছিলো, নাকি বাজে নি? এরপরের ঘটনা তো তুমি জানো। আগন্তুককে বেরাইল নিজে থেকেই ঢুকতে দিয়েছিলো, এবং আগন্তুকের সামনেই বার্গলার বেলটা সে রিসেট করে। এর থেকে একটা বিষয়েই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, বেরাইল আগন্তুককে বেশ ভালোভাবেই চিনতো।"

"বহিরাগত কারো বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারটাকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে রাজি নই," আমি বললাম। "সহজ-সরল কেউ হলে মহিলা তাকে বিশ্বাস করবে, আবার অন্য কোনো কারণেও কাউকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিতে পারে সে।"

"ওই রকম সময়?" আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে চোখ নাচিয়ে প্রশ্নটা করলো, তাতে মনে হলো সে সমস্ত ঘরটার ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে নিলো। "কি? আগন্তুক রাত দশটার সময় ম্যাগাজিন বিক্রি করতে এসেছিলো এখানে, নাকি মজার কোনো কৌতুক শোনাতে?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। আমি জানি না।

হলওয়ে'তে যাওয়ার খোলা দরজা পথের কাছে এসে দাঁড়ালাম। "এখানেই প্রথম রক্তপাত ঘটেছে।" শুকনো রক্ত মাখানো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললো মেরিনো। "এখানেই তাকে আঘাত করা হয়েছিলো। প্রথম আঘাত। আমি সহজেই বুঝতে

BanglaBook.org

পারছি, নরক যন্ত্রণা থেকে ও ছুটে পালানোর চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু খুনী একের পর এক আঘাত করতে থাকে।"

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো বেরাইলের ছুরির আঘাতে জর্জরিত মুখ, বাহু আর হাত।

"আমার অনুমান," মেরিনো আবার বলতে শুরু করলো, "একই সাথে তার বাম বাহু, পেছন দিক কিংবা মুখে খুনী আঘাত করলো কিভাবে? প্রথম রক্তের দাগ লেগেছে দেয়ালে। এ থেকে বুঝা যায় খুনী অন্ততপক্ষে একবার আঘাত করেছিলো সে সময়। আর সেক্ষেত্রে ছুরিতে রক্ত মেখে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। পুণরায় আঘাতের পর নিশ্চয়ই বেরাইল দেয়ালে ছিটকে গিয়ে পড়ে।"

দেয়ালের দাগটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির, আনুমানিক ছয় মিলিমিটার ব্যসের দাগটা। আর সেটা বাম দিককার দরজার চৌকাঠের দিকে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেছে। রক্তের ধারা আনুমানিক দশ ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। খুনী স্কোয়াশ খেলোয়াড়ের মতো খুব জোরে আঘাত করেছিলো। আমি অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলাম। এ ধরণের অপরাধ শুধু মনে রাগের উদ্রেকই করে না, তার চাইতেও ভিন্ন ধরণের অনুভূতি জাগায় মনে। *কেন সে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিলো?*

"ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো জিনিসগুলো দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, যা ঘটার এখানেই ঘটেছে।" দরজা থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মেরিনো বললো। "এখান থেকে খুনী সামনের দিকে দৌড়ে যায় এবং আবারো বেরাইলকে আঘাত করে। ছুরিটা তার দেহে সম্পূর্ণভাবে ঢুকে যাওয়ায় ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, আর এর কিছুটা দেয়ারে গিয়ে লাগে। দাগ দেখলেই বুঝতে পারবে, সেটা এখান থেকে শুরু হয়েছে।" ইঙ্গিত করে মেরিনো সবচেয়ে বড় রক্তের ফোঁটার দাগটা আমাকে দেখিয়ে দিলো। রক্তের দাগটা ওর মাথা বরাবর। "এরপর দেয়াল বেয়ে রক্ত নিচের দিকে নেমে গেছে, আর তা এসে থেমেছে মেঝে থেকে খানিকটা ওপরে।" ও থামলো। দৃষ্টি দেখে বুঝলাম মেরিনো আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে। "তুমি বেরাইলকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছো। কি মনে হয়েছে তোমার? খুনী কি বাম হাতে কাজ করে, নাকি ডান হাতে?"

পুলিশ মাত্রই এই বিষয়টা জানতে চাইবে। আমি যতোই তাদেরকে বলি না কেন এটা একেবারে সহজ একটা অনুমান মাত্র, তবুও জানতে চাইবে তারা।

"গড়িয়ে পড়া রক্তের দাগ দেখে আমার পক্ষে এই মুহূর্তে কিছুই বলা সম্ভব নয়।" আমি তাকে বললাম। এরই ভেতর আমার গলাটা শুকিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে এর ভেতর গলা আর মুখের ভেতর ধুলো জমা হয়েছে। "ওই মহিলার কতোটা কাছে এবং কোন্‌খানে খুনী দাঁড়িয়েছিলো সেটার ওপর বিষয়টা নির্ভর করছে। যদি বুকের আঘাতগুলোর কথা চিন্তা করো, তাহলে বলবো, সেগুলো বাম দিক থেকে ডান দিকে বেঁকে গেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে ধরে নিতে হবে খুনী বাম হাতে কাজ করে। কিন্তু এটাও সত্য, বিষয়টা নির্ভর করবে খুনী কোথায় দাঁড়িয়ে শিকারকে আঘাত করছে তার ওপর।"

BanglaBook.org

"আমি শুধু চিন্তা করছি, বেরাইল আত্মরক্ষার জন্যে যে আঘাতগুলো প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলো তার প্রত্যেকটা আঘাতই লেগেছে বুকের বাম পাশে। তুমি নিশ্চয়ই জানো আত্মরক্ষার জন্যে বেরাইল দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলো। খুনী বাম দিক থেকে না এগিয়ে ডান দিক থেকে এগুয়েছিলো। আমি অবাক হচ্ছি, বাম হাতে কাজ করলে, খুনী কেন ডান দিক থেকে এগুয়েছিলো?"

"এর সবকিছুই নির্ভর করে শিকার এবং খুনী এই দু'জনের মধ্যকার দূরত্ব এবং দু'জনের দাঁড়ানোর ভঙ্গির ওপর।" বিষয়টা আরেকবার ব্যাখ্যা করলাম তাকে।

"হু," মেরিনো একটু বিড়বিড় করলো। "সবকিছুই কোনো না কোনো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।"

খোলা দরজা পথে সরাসরি তাকালে শক্ত কাঠের মেঝে চোখে পড়ে। আমাদের বাম পাশ দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত প্রায় দশ ফুট পথে রক্ত ছড়িয়ে আছে। বেরাইল এই পথে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করেছিলো। শারীরিক আঘাতের যন্ত্রণার চাইতে তার আতংক এবং ভয় কোনো অংশে কম কষ্টের ছিলো না। সিঁড়ির প্রায় প্রতিটা ধাপের বামপাশের দেয়ালে আহত আঙুলের ছাপ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ভারসাম্য রক্ষা করতেই তাকে দেয়াল ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়েছিলো।

মেঝে, দেয়াল এবং সিলিংয়ের কালো ছোপ ছোপ দাগ। বেরাইল উপর তলার হল রুম পর্যন্ত ছুটে যেতে পেরেছিলো। দোতলার হলরুমে ঢুকে বেরাইল কোণায় গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলো। এই অংশটুকুতেই সবচেয়ে বেশি রক্ত লেগে আছে। খুনী বেরাইলকে হল রুম থেকে একেবারে তার শোবার ঘর পর্যন্ত তাড়া ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো। খুনীকে এগিয়ে আসতে দেখে কুইন-সাইজ বিছানার ওপর উঠে বসে সে। এরকম পরিস্থিতিতে বেরাইল হয় তার বৃফকেস খুনীর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলো অথবা ওরকমই কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিলো। বৃফকেসটা যে বিছানার ওপরই ছিলো সে বিষয়ে নিশ্চিত। দরজায় ধাক্কা দেবার সাথে সাথে বেরাইল ওটা হয়তো ছুঁড়ে মেরেছিলো। পুলিশ বৃফকেসটা কার্পেটের ওপর পড়ে থাকতে দেখে—খোলা এবং তাবুর মতো উল্টানো অবস্থায়। কাগজপত্রগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। কাগজপত্রের সাথে ওই চিঠিগুলোর ফটোকপিও ছিলো।

"এখানে আর কোন্ কোন্ কাগজ দেখেছিলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"রিসিপ্ট, একজোড়া টুরিস্ট গাইড, ক্রুশিয়ারসহ একটা রাস্তার ম্যাপ," মেরিনো জবাব দিলো। "তুমি যদি বলো, তাহলে তোমাকে একটা কপি দিতে পারি।"

"যদি দাও তাহলে খুবই ভালো হয়," আমি বললাম।

"ওই ড্রেসারের ভেতর একতাড়া টাইপ করা কাগজও পাওয়া গেছে।" নতুন সূত্র প্রদান করলো মেরিনো। "সম্ভবত ওগুলো সে কি-ওয়েস্টে থাকতেই টাইপ করেছিলো। প্রতিটি লেখার মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে অসংখ্য নোট উল্লেখ করেছে বেরাইল।

BanglaBook.org

কাগজগুলো তেমন মূল্যবান কিছু নয়। কিছু কাগজ একেবারে নোংরা-মলিন আর কিছুতে তার নিজস্ব মন্তব্য।"

বেরাইলের খাটের ওপর শুধুই ম্যাট্রেস পাতা। ম্যাট্রেসের ওপর কোনো চাদর পাতা নেই। ম্যাট্রেসে রক্তের দাগ কালচে হয়ে আছে। চাদর ল্যাবে পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে। বেরাইলের ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটে। মোটর-কন্ট্রোল ক্ষমতা লোপ পেয়ে দূর্বল হতে থাকে। বেরাইল হল রুমে ফিরে যেতে চেয়েছিলো। সেখানেই ও কার্পেটের ওপর পড়ে যায়। পুলিশের তোলা ফটো থেকে আমি তেমনই দেখেছি। কার্পেটের ওপর রক্তের দাগ বাদেও মেঝের ওপর রক্ত মাখা আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়। বেরাইল হামাগুড়ি দিয়ে গেস্টরুমের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত গেস্টরুমের বাথরুম পর্যন্ত এগুতে পেরেছিলো। এরপর আর তার এগুনো হয় নি—ওখানেই মৃত্যু ঘটে তার।

"আমি," মেরিনো আবার বলতে শুরু করলো। "আমি চিন্তা করছি এটা কোনো মজার বিষয় নয় যে, সে তাকে অনুসরণ করছিলো। সে সম্ভবত বেরাইলকে জড়িয়ে ধরেছিলো, লিভিংরুম থেকে তাড়া ক'রে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। বেরাইলের রক্ত, চিৎকার আর বাঁচার আকুতি দেখেশুনে খুনী সম্ভবত হেসেছিলো। এখানেই তার করুণ পরিণতি ঘটে। নিষ্ঠুরভাবে সবকিছু ঘটে যায়। এর ভেতর কোনো কৌতুক নেই। খুনী এখানেই সবকিছু শেষ করেছে।"

ঘরটা একেবারে নিরস। হলুদ রঙে সাজানো ঘরটা দেখে জানুয়ারি মাসের ম্লান সূর্যালোকের মতো মনে হতে পারে। জোড়া বিছানার কাছকার শক্ত কাঠের মেঝের ওপর কালো দাগ। সাদা রঙ করা দেয়ালেও কালো আঁচড়ের দাগ। দেয়ালের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে কালো দাগের সৃষ্টি হয়েছে। ছবিতে আমি এমনই দেখেছিলাম। দেয়ালের সামনে বেরাইলের মৃতদেহ পড়ে আছে—দু'পা ফাঁক করা, হাত দুটো মাথার উপরে তোলা, মুখটা তার জানালার পর্দার দিকে ফেরানো। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র বেরাইল। যখন আমি ছবিগুলো প্রথম পরীক্ষা করছিলাম, তখন কোনোভাবেই বুঝতে পারছিলাম না সে কেমন দেখতে ছিলো। এমনকি আমি তার চুলের রঙও বুঝতে পারি নি। যা কিছু দেখছিলাম সবই লাল। পুলিশ তার মৃতদেহের কাছ থেকে একজোড়া খাকি রঙের রক্তমাখা স্ল্যাক উদ্ধার করেছে। পরনের ব্লাউজ কিংবা অন্যান্য অন্তর্বাস খুঁজে পাওয়া যায় নি।

"যে ক্যাব ড্রাইভারের কথা বললে উড্রো না জানি কী নাম ছিলো—ও কি মনে করতে পেরেছে এয়ারপোর্ট থেকে বেরাইলকে গাড়িতে তোলার সময় তার পরনে কী রঙের পোশাক ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তখন চারদিকে বেশ অন্ধকার ছিলো," মেরিনো জবাব দিলো। "নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে নি। তবে যতোদূর ওর মনে পড়ে বেরাইলের পরনে ছিলো প্যান্ট এবং জ্যাকেট। আমরা জানি, যখন আক্রমণ করা হয়েছিলো, তখন ওর পরনে প্যান্টই ছিলো। খাকি রঙের একটা প্যান্ট আমরা এখান থেকে উদ্ধার করি। ওর বেডরুমের

BanglaBook.org

চেয়ারের সাথে ঝুলানো একটা জ্যাকেটও পাওয়া গেছে প্যান্টের সাথে রঙ মেলানো এবং একই ডিজাইনের। আমার ধারণা বেরাইল বাড়ি ফিরে কাপড় বদলের সুযোগ পায় নি, শুধু জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের উপর ঝুলিয়ে রাখে। এগুলো বাদে বেরাইল যা কিছুই পরে থাকুক—ব্লাউজ, অন্তর্বাস—খুনী তার সবই সাথে ক'রে নিয়ে গেছে।"

"সুভেনুর হিসেবে," আমি মনে মনে ভাবলাম।

যেখানে বেরাইলের মৃতদেহ পড়েছিলো, সেই গাঢ় মেঝের দিকে মেরিনো এগিয়ে গেলো।

মেরিনো বললো, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি, খুনী বেরাইলকে তাড়া ক'রে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলো। এরপর তার পরনের কাপড়গুলো খুলে ফেলে। ধর্ষণ করে অথবা ধর্ষণের চেষ্টা করে। এরপর তাকে ছুরিকাহত ক'রে শেষ আঘাতটা করে তার মাথায়। তার করুণ পরিণতি দেখে আমার ঘৃণা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করার দেখছি না।" বেরাইলের ফিজিক্যাল এভিডেন্স রিকভারি কিট-এর প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললো যে, পরীক্ষায় কোনো বীর্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। "এখনই ধরে নেয়া যেতে পারে চুল থেকেও ডি.এন.এ পরীক্ষায় আমরা কিছু খুঁজে পাবো না।"

"যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা খুনীর কোনো রক্তের নমুনা খুঁজে পাচ্ছি," আমি জবাব দিলাম, "হয়তো ডি.এন.এ-এর কথা আমাদের ভুলে থাকতে হবে।"

"এবং আমরা কোনো চুলও খুঁজে পাই নি," ও বললো।

বাড়িটা অত্যন্ত শান্ত। এতোটা শান্ত যে, নিজেদের প্রতিধ্বনিত শব্দ শুনে নিজেদেরই ভয় পেতে হয়। প্রত্যেকটা স্থানে, যে দিকেই আমার দৃষ্টি যাচ্ছে, সেদিকেই আমি রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছি। মনের ভেতর গেঁথে যাওয়া দৃশ্যগুলো আবারো মনে পড়ে যেতে লাগলো   ছুরির আঘাত, গভীর খাঁজ, ছুরির আঘাতে প্রায় দ্বিখণ্ডিত গলা যেনো হা ক'রে থাকা ভয়াল কোনো মুখ। আমি হল রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। ফুসফুসে ধুলো ঢুকে শিরশির করছে। এখানে নিঃশ্বাস নেয়া আসলেই কঠিন।

আমি বললাম, "বেরাইলের অস্ত্র কোথায় দেখেছো, আমাকে দেখাও।"

ঘটনার রাতে পুলিশ যখন এখানে আসে তখনই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের পাশের কিচেন কাউন্টারে বেরাইলের পয়েন্ট ৩৮০ রিভলভারটা দেখতে পায়। রিভলভারে গুলি ভর্তি থাকলেও সেফটি অন ছিলো। ল্যাবের পরীক্ষা ছাড়া জানা যাবে না ওটা তার কিনা।

"বিছানার পাশের টেবিলের ড্রয়ারে গুলির বাক্স রাখা আছে," মেরিনো বললো। "সম্ভবত ওখানেও রিভলভারটা রাখা হতো। আমার ধারনা, বেরাইল তার ব্যাগ উপর তলায় নিয়ে গিয়েছিলো এবং ব্যাগ থেকে বেশিরভাগ কাপড় বের ক'রে বাথরুম হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে সুটকেসটা বেডরুমের ক্লোজেটে ঢুকিয়ে রাখে। এর থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, বেরাইল তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বের করার সুযোগ পেয়েছিলো। তোমার কি মনে হয়, নিহত হওয়ার আগে ও সবগুলো ঘর পরীক্ষা ক'রে দেখার সুযোগ পেয়েছিলো?"

BanglaBook.org

"আমি জানি। এই ধারণা আমার আগেই হয়েছে," তার বক্তব্যকে সমর্থন জানালাম আমি।

মেরিনো কিচেনের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। "সুতরাং হালকা কিছু খাবারের জন্যেই ও কিচেনে এসেছিলো।"

"হালকা কিছু খাবার কথা চিন্তা করেছিলো বটে, কিন্তু কিছুই খায় নি," আমি মন্তব্য করলাম। "বেরাইলের গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ পঞ্চাশ মি.মি, অথবা দুই আউন্সের কিছু কম পরিমাণ ব্যবহার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ও যাই কিছু খাক না কেন, মারা যাবার সময় হজম হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো অথবা প্রায় হজম হয়ে যাওয়ার কথা। এরই মধ্যে তাকে আক্রমণ করা হয়। মানসিক চাপ কিংবা ভয়ের কারণে হজম প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যদি এমন হয়, সে কেবল মাত্র খাওয়া শেষ করেছে আর তখনই খুনী ঘরে প্রবেশ করেছে, তাহলে পাকস্থলিতে খাবার হজম নাও হতে পারে।"

"যাইহোক এ নিয়ে এতো ভেবে কোনো লাভ হবে না," রিফ্রিজারেটরের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললো মেরিনো। রিফ্রিজারেটরের দরজা খুলে ধরলো সে।

রিফ্রিজারেটরের ভেতর আমরা দেখতে পেলাম একটা শুকিয়ে যাওয়া লেবু, দু'টুকরো মাখন, হ্যাভার্টি ব্র্যান্ডের বড় এক টুকরো পনির, আচার এবং এক বোতল টনিক ওয়াটার। ফৃজ চেম্বারে নীচের চাইতে সামান্য বেশি কিছু জিনিস থাকলেও খুব বেশি কিছু নেই। কয়েক প্যাকেট কিচেন ব্রেস্ট, লে মেনুস, এবং মাংস। আমার কিচেনটা কেমন, আমি তা জানি। এই কিচেনে বেশ অস্বস্তি অনুভব করলাম। জানালার ধূসর পর্দার সামনে ধুলা ভেসে বেড়াতে দেখলাম। পর্দার নিচেই সিঙ্ক। ড্রেইনবোর্ড এবং সিঙ্ক সম্পূর্ণ খালি আর শুকনো। ব্যবহার্য জিনিসপত্র গুলোর সবই আধুনিক, দেখে মনে হচ্ছে এর কিছুই ব্যবহার করা হয় নি।

"আমার আরেকটা ধারণা হচ্ছে, বেরাইল এখানে পান করতে এসেছিলো," একটু ভেবে নিয়ে বললো মেরিনো।

"বেরাইলের অ্যালকোহোল টেস্টিং নেগেটিভ এসেছে," আমি বললাম।

"এর মানে এই নয় যে, তার পান করার ইচ্ছেই হয় নি।"

মেরিনো সিঙ্কের উপরকার একটা কেবিনেট খুললো। তিনটা তাকের এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও খালি নেই *ড্যাম ড্যানিয়েল'স্, সিভাস্ রিগ্যাল, ট্রিলকুরে,* লিকার এবং একই ধরণের পানীয় আমার নজর কাড়লো। সামনের *কগন্যাক্*-এর উপর তাকে একটা হাইতিয়ান *বারব্যানকোর্ট রুহম্*-এর বোতল—পনেরো বছরের পুরাতন। সহজেই অনুমান, এই পানীয় কতোটা মূল্যবান হতে পারে।

গ্লাভস্ পরা হাতে বোতলটা বের ক'রে কাউন্টারের ওপর রাখলাম। বোতলে কোনো স্টৃপ স্ট্যাম্প খুঁজে পেলাম না। তাছাড়া গোল্ড ক্যাপের পাশ ঘিরে জড়ানো সিলও খোলা দেখতে পেলাম।

"আমার ধারণা, মনে হয় না সে এটা এখান থেকে কিনেছিলো," মেরিনোকে বললাম। "আমার ধারণা এটা সে মায়ামি, কি-ওয়েস্ট থেকে জোগাড় করেছে।"

"তুমি তাহলে বলতে চাইছো ফ্লোরিডা থেকে ফিরেই সে এটা কিনেছে?"

"এরকম সম্ভাবনাই বেশি। বলার অপেক্ষা রাখে না, বেরাইলের মদের ব্যাপারে পাণ্ডিত্য তুলনাহীন। কোনো মদের সাথেই *বায়ব্যানকোর্ট*-এর তুলনা করা যাবে না।"

"হু, বুঝলাম, এখন থেকে তাহলে আমি তোমাকে 'মদ বিশেষজ্ঞ' বলেই ডাকা শুরু করবো।"

বারব্যানকোর্ট-এর বোতলে একটুও ধুলো লেগে নেই। অথচ এর আশপাশের অন্যান্য বোতলে প্রচুর ধুলো জমে আছে।

"এর থেকেই ওর কিচেনে যাওয়ার কারণ অনুধাবন করা যায়," আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। "সম্ভবত সে নিচ তলায় নেমে এসেছিলো *রাম*-এর বোতলটা নেবার উদ্দেশ্যে। হয়তো সে নাইট কাপ খোলার চেষ্টা করেছে যখন তখনই খুনী দরজায় এসে উপস্থিত হয়।"

"হ্যা, কিন্তু এটা মেলানো যাচ্ছে না, সে জিনিসটা কাউন্টারের ওপর না রেখে কেবিনেটের ভেতর রাখলো কেন? নিশ্চয়ই সে দরজার কাছ থেকে জবাব পেয়েছিলো, নয় কি? এখন পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে বেরাইল তার এখানে কারো আসার প্রত্যাশা করছিলো। আগন্তুক তার পরিচিতই ছিলো। সে অনেক ধরণের মদ জোগাড় ক'রে রেখেছে, তাই না? শুধুই একা ব'সে ব'সে পান করার জন্যে? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার যা মনে হয়, মাঝে মাঝেই সে আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করতো। লোকজনের আনাগোনা এখানে নিয়মিতই ছিলো। জঘন্য! সম্ভবত, সঙ্গ দিতে আসা মানুষটা 'এম' হতে পারে—সেই 'এম' যাকে কি-ওয়েস্ট থেকে বেরাইল চিঠিগুলো লিখেছিলো। সে রাতে হয়তো তাকেই আশা করছিলো বেরাইল।"

"তুমি তাহলে ধারণা করতে চাইছো, 'এম' খুনী হলেও হতে পারে?"

"তুমি কি একবারো ধারণা করো নি?"

মেরিনোর ক্রমশ প্রতিদ্বন্দ্বিসুলভ আচরণ আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ ও সিগারেটটা না জ্বালানোর কারণেও এক ধরণের অস্বস্তি লাগছে আমার।

"আমি সবগুলো সম্ভাব্যতাকে নাকচ ক'রে দিতে পারি," আমি জবাব দিলাম। "উদাহরণস্বরূপ বলতে চাই, সে কারোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো না। সে কিচেনে নেমেছিলো নিজের জন্যে রাম ঢেলে নেবার জন্যে। সে হয়তো একা ব'সেই পান করতে চেয়েছিলো। কোনো কারণে সে ভীত ছিলো, আর সে কারণে তার অটোমেটিক কিচেন কাউন্টারে রেখেছিলো প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে। মাঝে মাঝেই সে চমকে উঠছিলো, আর এমন সময়ই ডোরবেল বেজে ওঠে, অথবা কেউ দরজায় নক করে..."

"ঠিক," মেরিনো মাঝ পথেই থামিয়ে দিলো আমাকে। "হ্যা, সে মাঝে মাঝেই চমকে উঠছিলো, স্নায়ুবিক উত্তেজনায় ভুগছিলো। তাই যদি হয়, তাহলে রিভলভারটা কিচেনে ফেলে রেখেই দরজা খোলার জন্যে ছুটে গেলো কেন?"

"ওকি চর্চা করতো?"

"চর্চা?" মেরিনো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো। "কিসের চর্চা?"

BanglaBook.org

"শুটিং।"

"আরে...আমি জানি না..."

"যদি গুলি ছুড়তেই না জানে, তাহলে নিজের একটা অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক স্বস্তি কখনোই সে অনুভব করবে না, তবুও আত্মরক্ষার তাগিদে সেটা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। কিছু মহিলা তাদের পকেটবুকের সাথে মরিচের গুঁড়োর স্প্রে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা অপমানিত হয় কিন্তু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ওটা ব্যবহারের কথা মনেও আসে না। এর কারণ হচ্ছে, এভাবে আত্মরক্ষার কৌশল তাদের সহজাত নয়। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, বার বার আত্মরক্ষা করার জন্যে এটা ব্যবহার ক'রে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না তারা।"

"আমি জানি না..."

আমি জানতাম। আমার একটা পয়েন্ট ৩৮ রুগার ছিলো। গুলি ভর্তি থাকলে নিঃসন্দেহে ভয়ংকর অস্ত্র একটা। অর্থ দিয়ে মারাত্মক সবকিছুই কেনা সম্ভব। মাসে কয়েকবারই ওটা নিয়ে আমি চর্চা করেছি। ভালোভাবে চালাতে না পারলেও ওটা কাছে থাকলে বেশ স্বস্তি বোধ করতাম। বিশেষত যখন আমি একা থাকতাম।

এখানে কিছু একটা আছে। লিভিং রুমের কিছু বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। লিভিং রুমের ফায়ারপ্লেসের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পিতলের স্ট্যান্ডের ওপর সাজানো দেখতে পেয়েছি। বেরাইল ওই ঘরে আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু পোকার কিংবা শোভেল থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নি। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার তাগিদ তার মনে একবারো আসে নি। তার মনে শুধু এসেছে দৌড়াতে হবে—তা সেটা উপর তলায় হোক কিংবা কি-ওয়েস্টে।

আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম, "মেরিনো, বেরাইল সম্ভবত অস্ত্রটা সাথে নিতে চেয়েছিলো। সে ভীত হয়ে পড়েছিলো, কী করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না। ডোরবেলের শব্দ বা দরজায় নক্ করার শব্দ শুনে বেরাইল লিভিংরুমে এগিয়ে যায় এবং পিপ-হোল দিয়ে তাকিয়ে দেখে বাইরে কে এসেছে। বাইরে দাঁড়ানো ব্যক্তি তার পরিচিত হওয়ার কারণেই সে দরজা খুলে দেয়। অস্ত্রের কথা সে সম্পূর্ণভুলে যায়।"

"অথবা, এমনো হতে পারে, সে যাকে আশা করছিলো সে-ই এসেছিলো," আগের কথারই পুণরাবৃত্তি করলো মেরিনো।

"এর সবকিছুই ঘটতে পারে। এটাও ঠিক কেউ একজন ঠিকই জানতে পেরেছিলো বেরাইল শহরে ফিরেছে।"

"আগে থেকেও জানতে পারে," মেরিনো বললো।

"এবং সেই মানুষটা 'এম'ও হতে পারে," *রাম*-এর বোতলটা সেলফের তাকে ফিরিয়ে রাখতে রাখতে বললাম আমি। মেরিনো অবশ্য এরকম উত্তরই আশা করেছিলো।

"হাউজি। এখন সংখ্যাগুলো মেলানো অনেক সহজ হবে, তাই নয় কি?"

আমি কেবিনেটের দরজাটা বন্ধ করলাম। "মেরিনো, মাস খানেক হলো ওকে হুমকি দেয়া হচ্ছিলো। এ ক'দিন ও আতংকের ভেতর ছিলো। তার কাছের বন্ধু এমন

BanglaBook.org

করছিলো তা আমি ভাবতেও পারি না। আর বেরাইলের তাকে সন্দেহ হবে না, এমনটাও অস্বাভাবিক।"

ঘড়ি দেখার মতো এক নজর আমার দিকে তাকিয়ে মেরিনো পকেট থেকে আরেকটা চাবি বের করলো। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না বেরাইল আগন্তুককে নিজ থেকেই দরজা খুলে দিয়েছিলো। কিন্তু যে কেউ বুঝতে পারবে, যাকে বেরাইল বিশ্বাস করেছিলো, সেই মানুষটাই এই নৃশংস কাজটা ক'রে গেছে। কেন তাকে বেরাইল ভেতরে আসতে দিয়েছিলো? প্রশ্নটা আমার মাথা থেকে সহজে দূর হবে না।

এই বাড়ি থেকে উপরে আচ্ছাদিত সেতুর মতো রাস্তা দিয়ে গ্যারাজে প্রবেশ করা যায়। সূর্য এখন গাছের আড়ালে চলে গেছে।

"আমি তোমাকে নতুন একটা তথ্য দিতে যাচ্ছি," দরজার তালা খুলতে খুলতে মেরিনো বললো। "তোমাকে এখানে ডাকার আগে আমি আরেকবার এখানে এসেছিলাম। এমনও হতে পারে ওই শুয়োরের বাচ্চা এই পথেই প্রবেশ করেছিলো। কিন্তু তার অবশ্য কোনো প্রমাণ নেই।" মেরিনো কাঁধ তুললো। বিশাল কাঁধ নাচিয়ে হয়তো সে আমার ওপর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছে। "ফ্লোরিডায় রওনা হওয়ার সময় বেরাইল নিশ্চয়ই এখানে ছিলো না। এই বালের চাবিটা খুঁজে পেতে আমাদের বেশ সময় লেগেছে।"

এতো সুবিন্যস্ত গ্যারাজ আমি কমই দেখেছি। ড্রাগনের চামড়ার মতো নক্সাকাটা অত্যাধিক দামী মার্বেল পাথর দিয়ে গ্যারাজের দেয়ালটা সাজানো হয়েছে।

"গ্যারাজ কি এতোটা সাজানো-গুছানো হতে পারে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এটা তো গ্যারাজের দরজা বলেই মনে হচ্ছে, নয় কি?" মেরিনো পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করলো। "নিজের বাহনকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্যে এমন জায়গারও দরকার পড়ে, হুহ্?"

গ্যারাজের ভেতর একটুও বাতাস নেই, সাথে ধুলোর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, কিন্তু একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। ঘর মোছার রেইক আর ঝাড়ুটা এক কোণায় দাঁড় করিয়ে রাখা। এখানে এই দুইটা জিনিস বাদে অন্য কিছু নেই। সাধারণত অন্যান্য গ্যারাজে ঘাস কাটার যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি রাখা থাকে। এই গ্যারাজকে শুধুমাত্র কার ডিলারের শো-রুমের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। কালো হোন্ডা ব্র্যান্ডের গাড়িটা ঠিকমাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখা। গাড়িটা এতো ঝকঝকে পরিষ্কার যে, মনে হবে বুঝি সেটা একবারো ব্যবহার করা হয় নি।

মেরিনো চাবি ঘুরিয়ে ড্রাইভিং দরজাটা খুললো।

"এখানে। আমার অতিথি সম্ভবত এখানেই ছিলো," ও বললো।

মুহূর্তে আইভরি রঙের নরম চামড়ার গদির ওপর আমার দৃষ্টি নিবন্ধ হলো।

মেরিনো গাড়ি থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, "ওখানেই গিয়ে বসো, ঠিক আছে? এই গাড়ির চমৎকারিত্ব উপভোগ করো সাজ-সজ্জাগুলো দেখে কী মনে হয় আমাকে বলো।"

BanglaBook.org

"তুমি কি এটাকে চালু করতে দেবে?"

মেরিনো আমার হাতে চাবি ধরিয়ে দিলো।

"তাহলে তুমি দয়া ক'রে গ্যারাজের দরজাটাও একটু খুলে দাও। আমাদের প্রাণস্পন্দন থেমে যাক, এটা নিশ্চয়ই আমরা কেউই চাইবো না।"

চারদিকে একটু নজর বুলিয়ে ও ডান দিক্কার বাটনটা আর একই সাথে দরজার ক্ষতিগ্রস্ত অংশটুকু পরীক্ষা করলো।

প্রথমবারের মতো গাড়িটা চালু করলাম। মৃদু গর্জন ক'রে গাড়িটা চালু হলো। দেখলাম রেডিও আর এয়ারকন্ডিশন আগে থেকেই অন করা আছে। গ্যাস ট্যাংক এক চতুর্থাংশ পরিমাণ পূর্ণ। ওডোমিটারে দেখা যাচ্ছে, গাড়িটা সাত হাজার মাইলও চালানো হয় নি, উপরের সানরুফ্ খানিকটা খুলে রাখা হয়েছে। ড্যাশ-এ ড্রাই-ক্লিনার্সের একটা রশিদ। এগারো জুলাই বৃহস্পতিবার, বেরাইল একটা স্কার্ট এবং সুট-জ্যাকেট ড্রাই-ক্লিনার্সের কাছে দিয়েছিলো পরিষ্কার করার জন্যে। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায়, ওই কাপড়গুলো আর বেরাইলের তোলা হয় নি। প্যাসেঞ্জার সিটের ওপর পড়ে আছে একটা মুদি দোকানের রশিদ। রশিদটা সে গ্রহণ করেছে বারো জুলাই, সকাল দশটা চল্লিশে। দোকান থেকে তেমন কিছু কিনে নি বেরাইল—লেটুস পাতা, টমেটো, শশা, মাংসের কিমা, চিজ, ওরেঞ্জ জুস এবং এক রোল মিন্ট। দশ ডলারের চেক প্রদান করেছিলো বেরাইল। তার ভেতর বিল হয়েছিলো নয় ডলার তেরো সেন্ট।

মুদির দোকানের রশিদের সাথে ফিনফিনে কাগজের সাদা খাম। ভেতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। এর পাশেই পড়ে আছে রে-বোন কোম্পানীর সানগ্লাসের খাপ—তবে এটাও খালি।

পেছনের সিটে পড়ে আছে একটা উইম্বলডন টেনিস র‍্যাকেট এবং ভাঁজ করা সাদা তোয়ালে। তোয়ালের বোর্ডারে নীল ছোটো অক্ষরে লেখা 'ওয়েস্টউড্ রেকেট ক্লাব।' উপরতলার বেরাইলের ক্লোজেটে লাল ভিনাইল টট্ ব্যাগের ওপর একই নাম ছাপানো দেখেছিলাম।

মেরিনো শেষ পর্যন্ত তার নাটুকেপনা বজায় রাখতে চায়। আমি জানি যে, ও আগে থেকেই এগুলো দেখে রেখেছে এবং সার্বিক অবস্থা মেলানোর জন্যেই এগুলো আমাকে দেখাতে চাইছে। ওগুলো নিশ্চয়ই কোনো এভিডেন্স নয়। খুনী কখনোই বোধহয় গ্যারাজের ভেতর ঢুকে নি। মেরিনো আমার প্রতি এক ধরণের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। যখন আমরা প্রথম এ বাড়িতে পা রেখেছি, তখন থেকেই ও আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে। আমাকে খুঁচিয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করানোটা বোধহয় ওর এক ধরণের অভ্যেস।

ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। দরজাটা ঠেলে দিতেই মৃদু শব্দে ওটা লেগে গেলো।

বাঁকা চোখে মেরিনো আমার দিকে তাকালো।

"কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে," বললাম ওকে।

"ক'রে ফেলো।"

"ওয়েস্টউড নিঃসন্দেহে খুবই ব্যয়বহুল ক্লাব। ওকি ওখানকার মেম্বার ছিলো?"

BanglaBook.org

ছোটো ক'রে মাথা ঝাঁকালো মেরিনো।

"তুমি কি খুঁজে বের করতে পেরেছো, কবে শেষবার সে কোর্টে গিয়েছিলো?"

"শুক্রবার, বারো জুলাই, সকাল ন'টায়। কিছুক্ষণ সে ওখানে অনুশীলন করেছিলো, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সপ্তাহে একবার সে খেলা শিখতে যেতো খেলার আগ্রহ তার এ পর্যন্তই ছিলো।"

"যতোটুকু মনে পড়ে ও রিচমন্ড ছেড়েছিলো শনিবার সকাল, তেরো জুলাই। ঘণ্টা কয়েক বাদে দুপুরে গিয়ে পৌঁছে মায়ামিতে।"

আবারো মাথা ঝাঁকালো মেরিনো।

"সুতরাং প্রথমে সে ক্লাবে অনুশীলন করে, তারপর সোজা চলে যায় মুদির দোকানে। এরপর সম্ভবত সে ব্যাংকে গিয়েছিলো। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, দোকানে যাওয়ার খানিক বাদেই তাকে শহর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যদি সে আগে থেকেই জানতো পরদিন তাকে শহর ছাড়তে হবে, তাহলে আর দোকানে যাওয়ার ঝামেলায় যেতো না। যা কিছু সে কিনেছিলো, তা নিশ্চয়ই একদিনে খেয়ে শেষ করতে পারতো না। তাছাড়া রিফ্রিজারেটরে সে কোনো খাবারও রেখে যায় নি। স্বাভাবিকভাবেই তাহলে ধারণা ক'রে নিতে পারি, মাংসের কিমা, চিজ এবং সম্ভবত মিন্ট বাদে আর সমস্ত খাবারই ফেলে দিয়েছিলো।"

"সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না," নিরস কণ্ঠে জবাব দিলো মেরিনো।

"বেরাইল সানগ্লাসের খাপসহ অন্যান্য জিনিস গাড়ির সিটের ওপর ফেলে রেখেছিলো," পূর্বের কথার খেই ধরে আমি বলতে লাগলাম। "তাছাড়া গাড়ির রেডিও এবং এয়ারকন্ডিশন অন করা ছিলো, সানরুফও অর্ধেক খোলা অবস্থায় দেখেছি। দেখে মনে হবে, ও গাড়ি নিয়ে বেরুবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, আর তখনই কোনো কারণে সানগ্লাস নিয়ে ঘরে ছুটে যেতে হয়। আমাকে বিস্মিত করছে যে, এমন কী খবর পেয়েছিলো, যার কারণে..."

"হ্যা, আমিও তোমার সাথে একমত যে, এমনই ঘটেছে। এদিকে এসে গাড়িটা দেখো—বিশেষ ক'রে প্যাসেঞ্জার ডোরটা লক্ষ্য করো।"

ওর কথা মতো ঘুরে গিয়ে দরজাটা দেখলাম।

দেখলাম, এতোক্ষণের আমার ভাবনাগুলো মার্বেলের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো। ধারালো কোনো কিছু দিয়ে চকচকে কালো রঙের দরজার হ্যান্ডেলের ওপর আঁচড় কেটে লেখা—বেরাইল। নামের চারদিক ঘিরে একটা হার্ট আঁকা।

"কেউ এই কাজটা চুপিচুপি সেরেছে, তাই নয় কি?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"সম্ভবত গাড়িটা ক্লাবের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখার সময় কেউ একজন এভাবে আঁচড় কেটে নামটা লিখে রেখেছিলো অথবা মুদির দোকানের সামনে গাড়িটার থাকার সময়েও কেউ এমন করতে পারে," আমি আমার যুক্তি প্রদর্শন করলাম, "আমার ধারণা ওই লোকটাকে কেউ না কেউ দেখে থাকবেই।"

BanglaBook.org

"কিন্তু, এটা কেউ তো আগেও ক'রে থাকতে পারে," মেরিনো একটুক্ষণ থামলো। "তুমিই বা কবে শেষবার তোমার প্যাসেঞ্জার কবে শেষবার তোমার প্যাসেঞ্জার ডোরের দিকে তাকিয়েছো, স্মরণ করতে পারবে?"

এটা একদিন আগেও হতে পারে, কিংবা এক সপ্তাহ আগেও হতে পারে।

"বেরাইল কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলো," শেষ পর্যন্ত ও সিগারেটটা জ্বালালো। "খুব বেশি কিছু কেনে নি।" ও ক্ষুধার্তের মতো সিগারেটটাতে গভীরভাবে একটা টান দিলো। "এবং সম্ভবত একটা ব্যাগেই তার সবকিছু এঁটে গিয়েছিলো, ঠিক বলছি কিনা? যখন আমার স্ত্রী এক অথবা দুই ব্যাগ জিনিস কেনে, সেগুলো সাধারণত সামনের ফ্লোর ম্যাটে রাখে, মাঝে মাঝে সিটের ওপরও রাখে। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে বেরাইল প্যাসেঞ্জার সিটে বসেছিলো এবং জিনিসগুলো তার পাশের সিটে রেখেছিলো। তখনই সে লক্ষ্য করে পেইন্টের ওপর আঁচড় কেটে লেখা তার নামটা। সম্ভবত, ঠিকই বুঝে নিয়েছিলো নামটা ওদিনই লেখা হয়েছে। এমনো হতে পারে, কিছুই ধারণা করে নি। তাতে কিছু যায় আসে না। হঠাৎই হয়তো তার খেয়াল হয় গাড়ি থেকে দিকে রওনা হয়, নয়তো ব্যাংকে রওনা হয় টাকা তোলার উদ্দেশ্যে। টিকেট বুক ক'রে ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে রিচমন্ড ত্যাগ করে।"

তাকে অনুসরণ করে আমি গ্যারাজের বাইরে বেরিয়ে এসে তার গাড়িতে ফিরে গেলাম। দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসছে। ক্রমেই বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। ও যখন গাড়ির ইঞ্জিনটা চালু করলো তখন আমি পাশের জানালা দিয়ে বেরাইলের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কোণা থেকে বাড়িটা আবছা ছায়ার মতো মনে হলো। ইতিমধ্যে বাড়ির জানালাগুলো কালো হয়ে গেছে। হঠাৎই বারান্দা এবং লিভিংরুমে আলো জ্বলে উঠলো।

"অদ্ভুত," মেরিনো বিড়বিড় ক'রে বললো।

"এটা কি ফাঁদ নাকি আশার আলো?"

"টাইমার," ওর কৌতুহলের জবাবে বললাম আমি।

"ঠাট্টা কোরো না।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

বড় রাস্তাটা ধরে বাড়ি ফেরার পথে রিচমন্ডের আকাশে পূর্ণবৃত্তাকার চাঁদ দেখতে পেলাম। খুনের জট এখন পর্যন্ত একটুও খোলা সম্ভব হয় নি, বরং তা আরো জটিলভাবে পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, না জানি কতোবার আমার ডোর বেলটা বেজেছে। নিজের বাড়িটা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, কারণ ক্যান্ডি অত্যন্ত পছন্দের। যদিও আমার নিজের কোনো সন্তান নেই যারা ওই ক্যান্ডিগুলোর সদ্ব্যবহার করবে। এখনো বাড়িতে আমার বারোটা চকোলেটের প্যাকেট পড়ে আছে। এর একটাও এখন পর্যন্ত খোলা হয় নি।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সাথে সাথে টেলিফোনটা বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পেলাম। এ্যান্সার মেশিন চালু হওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে আমি ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিলাম। প্রথম দিকে কণ্ঠস্বরটা আমার একেবারে অপরিচিত মনে হলো, আর পরক্ষণেই কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরে আঁতকে উঠলাম।

"কে? আমি মার্ক। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তুমি তাহলে বাড়িতে ফিরেছো..."

মার্ক জেমস্ এমনভাবে চেঁচিয়ে কথা বলছে, যেনো সে তেলের ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। টেলিফোনে আমি গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনতে পেলাম।

"তুমি কোথায়?" কিছু বলার মতো খুঁজে না পেয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে। এটাও বুঝতে পারলাম, আমি ভীত গলায় কথা বলছি।

"পচানব্বই মাইল বেগে, রিচমন্ড থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে ছুটে চলেছি।"

আমি বিছানার কোণায় গিয়ে বসলাম।

"একটা ফোন বুথে দাঁড়িয়ে কথা কথা বলছি," নিজেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো সে। "তোমার বাড়ির লোকেশনটা আমার দরকার।" আরেকবার যানবাহনের তুমুল শব্দ ছাপিয়ে বলতে শুরু করলো। "আমি তোমাকে দেখতে চাই, কে। সমস্ত সপ্তাহ আমি ওয়াশিংটন ডিসি'তে কাটিয়েছি। সেই বিকেল থেকে তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। শেষে একটা গাড়িও ভাড়া ক'রে ফেলেছি। বুঝতে পারলে?"

আমি বুঝতে পারলাম না কী বলবো।

"ধরে নাও আমরা একসাথে বসে পান করবো," লোকটা বললো, এই লোকটাই এক সময় আমার মনে আঘাত দিয়েছিলো। "ডাউনটাউনের 'রেডিসন'-এ কাল সকালের জন্যে আমি একটা রিজার্ভেশন রেখেছি। ওখানে তোমার সাথে খানিকক্ষণ কাটিয়ে শিকাগো রওনা হবো। আমি শুধু চিন্তা করছি...আসলে আমি ওখানে বসে তোমার সাথে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মার্ক আমার সাথে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

"ঠিক আছে, কে?" আবার সে প্রশ্ন করলো আমাকে।

BanglaBook.org

না, কিছুই ঠিক নেই। যদিও আমি বললাম, "অবশ্যই মার্ক। তোমার সাথে দেখা করতে পারলে আমার ভালোই লাগবে।"

মার্ককে আমার বাড়ির অবস্থানটা জানিয়ে দিয়ে আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। সারাদিনের ধকলের পর এতোক্ষণে একটু নিজের প্রতি নজর দেবার সুযোগ পেলাম। ল'স্কুলে পড়ার পর থেকে আমাদের দু'জনের জীবনেই কমপক্ষে পনেরো বছর চলে গেছে। আমার একসময় সোনালী চুল থাকলেও এখন তা ধূসর হয়ে আসছে। মার্কের সাথে শেষ সাক্ষাতের পর আসলে অনেক বছরই কেটে গেছে। আমার চোখ জোড়াও বোধহয় ঘোলা হয়ে এসেছে, আগের সেই নীল রঙ আর নেই। পক্ষপাতহীন আয়নাটা আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার হারানো যৌবন আর ফিরে আসবে না। ফেশ্ লিফট নামক কৃত্রিম পদ্ধতিতে কুঁচকে যাওয়া চামড়া হয়তো খানিকটা সজীব করা যায়, এটুকুই। আমার স্মৃতিতে, মার্ক একজন চব্বিশ বছরের তরুণই রয়ে গেছে—শেষবার যখন তাকে দেখি, তেমনই মনে হয়েছে আমার।

মার্ক এখনো ভালো গাড়ি চালাতে পারে। মাত্র পয়তাল্লিশ মিনিটেরও কম সময়ের ভেতর ও আমার বাড়িতে এসে হাজির হলো। আমি সামনের দরজাটা খুলে দেখলাম ও ভাড়া করা স্টারলিং গাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে। যেমন ভেবেছিলাম, মার্ক তেমনই আছে—হালকা-পাতলা শরীর। তার হাটার ভঙ্গিতে এক ধরণের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস রয়েছে, চটপটে তার পদক্ষেপ। আমাকে দেখে মার্ক একটু হাসলো। দ্রুত আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আমরা ফয়ারে ফিরে এলাম। কী বলে কথা শুরু করাটা ঠিক হবে, প্রথমে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

"তোমার কি এখনো স্কচ্ পছন্দ?" শেষে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"ওটা আর পরিবর্তন করি নি," কথাটা বলে ও আমার পেছন পেছন কিচেনে এসে ঢুকলো।

গ্লেনফিডিখ বার-এর কথা আমার স্মরণে আনতে পারলাম। মার্কের পান প্রক্রিয়ার সাথে আমি পরিচিত। প্রথমে বরফ এবং লেমনেড একসাথে মিশিয়ে মিশ্রণের মতো তৈরি ক'রে নিতে হবে। আমার কিচেনে যাওয়া লক্ষ্য করলো মার্ক। আমি টেবিলের ওপর পানীয়গুলো এনে সাজিয়ে রাখলাম। ছোটো ছোটো চুমুকে সে পান শুরু করলো। গ্লাসের ভেতর ধীরে ধীরে বরফের টুকরো গলে যেতে লাগলো। আমি বেশ খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম—তার চেহারায়, উঁচু চোয়াল এবং স্বচ্ছ ধূসর চোখ জোড়া লক্ষ্য করলাম। তার কালো চুলের রঙ বদলাতে শুরু করেছে।

আমার দৃষ্টি পরিবর্তন ক'রে গ্লাসের ওপর নিবদ্ধ করলাম, দেখলাম কীভাবে গ্লাসের ভেতর বরফের টুকরোগুলো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। "আমি যতোটুকু শুনেছি, তুমি শিকাগো'র একটা ফার্মের সাথে যুক্ত আছো।"

মার্ক চেয়ারে হেলান দিয়ে সরাসরি আমার দিকে তাকালো। "আপিল বিভাগেরই বেশিরভাগ কাজ করছি। মাঝে মাঝে ট্রায়াল ওয়ার্কও করতে হয়। আবার মাঝে মঝে ডাইসনারের পেছনেও ছুটতে হয়। এভাবেই আমি জেনেছি যে, তুমি এই রিচমন্ডে।"

BanglaBook.org

ডাইসনার হচ্ছে শিকাগোর চিফ মেডিকেল এক্সামিনার। একটা মিটিংয়ে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। তাছাড়া আমরা উভয়েই অনেকগুলো কমিটির সদস্য। ও একবারো বলেনি যে, মার্ক জেমস তার সহকারী। তাহলে মার্ক জেমসের সাথে কাজ করেছি সেটাই বা সে জানলো কী ভাবে, এটা আসলেই একটা রহস্য।

"আমি আসলে একটু ভুল ক'রে ফেলেছি। তাকে বলে ফেলেছি যে, ল'স্কুল থেকেই তুমি আমার পরিচিত। এখন সমস্যা হয়েছে, যখনই কোনো জটিল সমস্যা এসে হাজির হয়, তখনই সে আমাকে খোঁচাতে শুরু করে তোমার সাহায্য কামনা করার জন্যে।" আমার চিন্তার কথা বুঝতে পেরেই হয়তো বিষয়টা ব্যাখ্যা করলো।

ওর কথার নির্ভরযোগ্যতা আছে। ডাইসনার একগুঁয়ে ছাগলের মতোই অভদ্র একজন মানুষ। প্রতিদ্বন্দ্বি এ্যাটর্নির কাউকেই সে পছন্দ করে না।

মার্ক বলছিলো, "বেশিরভাগ ফরেনসিক প্যাথলজিস্টদের মতোই সে প্রো-প্রসিউকিউশন। আমি একজন অভিযুক্ত খুনিকে প্রতিনিধিত্ব করছি, আমি হলাম সেই মন্দলোক। ডাইসনার আমাকে খোঁজার একটা কারণ বের ক'রে নেবে, আর কথার ছলে আমাকে সে বলে দেবে তুমি যে টেস্ট জার্নাল আর্টিকেলটা ছাপিয়েছো সেটা এবং যে ভয়ঙ্কর কেসে তুমি কাজ করেছো সেটার কথা। ডা: স্কারপেট্টা, বিখ্যাত চিফ স্কারপেট্টা।" সে হেসে উঠলো কিন্তু তার চোখ দুটো একটুও হাসলো না।

"আমার মনে হয় না তোমার ওই কথাটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। আমরা প্রসিকিউটরের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রে থাকি এই কথাটা বোধহয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়," আমি বললাম। "বিষয়টা ওরকম মনে হতে পারে। কারণ, প্রমাণ যদি সবসময় স্বপক্ষেই থাকে, তাহলে সে কেস মনে হয় না কোনো দিনও কোর্টে উঠতো।"

"এটা কীভাবে ঘটে তা জানি, কে," মার্ক অত্যন্ত ধীরশান্ত কণ্ঠে বললো। "আমি জানি তুমি কি দেখেছো। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম, তাহলে আমিও হয়তো ওই জানোয়ারগুলোকে পুঁড়িয়ে মারতে চাইতাম।"

"হ্যা, আমি কী দেখেছি, তুমি তা জানো মার্ক," আমি বলতে শুরু করলাম। এটা সেই পুরাতন যুক্তির কথা। যদিও আমি এটা বিশ্বাস করি না। ও এখানে এসেছে পনেরো মিনিটও হয় নি। আমরা ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছি, আসলে কোথা থেকে আমাদের শুরু করতে হবে। মাঝে মাঝে আমাদের জঘন্য সব বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয়। আমি ইতিমধ্যে নিজেকে একজন মেডিকেল ডিটেকটিভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে পেরেছি। জর্জটাউনে মার্কের সাথে ল'স্কুলেও আমার পড়াশুনার সুযোগ ঘটেছে। এ পেশায় এসে আমাকে অনেক কিছুই দেখতে হয়েছে—সমাজের অন্ধকার দিক, নৃশংসতা, একের পর মানুষের যন্ত্রণা। গ্লাভস হাতে পরে সেই হাত দিয়ে ক্ষত আর মৃতদেহ নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। মার্ক বুদ্ধিমান। ও একজন নাম করা আইনজীবি হতে চলেছে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ তার বাবা এবং দাদা উভয়েই নামকরা আইনজীবি ছিলেন। আমি একজন ক্যাথলিক, অন্যদিকে মার্ক প্রোটেস্ট্যান্ট। আমি ইতালিয়ান এবং প্রিন্স চালর্সের মতো এ্যাংলো। খুব গরীব ঘরে জন্ম নিয়ে আমাকে

BanglaBook.org

আজ এ পর্যায়ে উঠে আসতে হয়েছে, আর মার্ক, বোস্টনের অত্যন্ত বিত্তশালী পরিবারে জন্ম নিয়ে এ পর্যায়ে এসেছে।

"তুমি একটুও পাল্টাও নি, কে," ও বললো। "শুধু একটু রুক্ষ্ম আর কঠিন স্বভাবের হয়ে উঠেছো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কোর্টের ব্যাপারগুলো তুমি মোটেও পছন্দ করো না।"

"আমার মনে হয় না, আমি কঠিন স্বভাবের।"

"আমি তোমার সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে এগুলো বলি নি। আমি বলতে চাইছিলাম, তোমাকে আতঙ্কিত মনে হচ্ছে কোনো কারণে।" মার্ক কিচেনের দিকে এক নজর তাকালো। "একই সঙ্গে মনে হচ্ছে তোমার পেশায় তুমি অত্যন্ত সফল হয়েছো। কে, তুমি কি এতে সুখি?"

"ভার্জিনিয়া আমার পছন্দের জায়গা," ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললাম। "আমার একমাত্র অসুবিধা ছিলো শীতকালটা নিয়ে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওই ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে তোমার আরো অনেক বড়সড় অভিযোগ রয়েছে। বছরের ছয় মাসই শিকাগোতে তুমি কাটাও কিভাবে?"

"সত্যি বলতে কি, খুব যে শান্তিতে কাটাই তা কখনোই বলবো না। তোমার কাছে খারাপ লাগারই কথা। আর যাইহোক, ওই শহর মায়ামির মতো গ্রীষ্মপ্রধান শহর নয় যে, সারা বছর ফুলেফুলে ভরে থাকবে।" মার্ক মদের গ্লাসে চুমুক দিলো। "তুমি তো বিয়ে করো নি।"

"করেছিলাম।"

"হুম্।" মার্ক স্মৃতি হাতড়ে কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। "টনি নামের কেউ একজন...হ্যা, মনে করতে পারছি, টনি...বেনেডেত্তি, তাই না? আমাদের তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়।"

সত্যিকার অর্থে আমি একটু অবাকই হলাম। কারণ আমার ধারণা ছিলো মার্কের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। "অনেক দিন হলো আমাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে," আমি বললাম।

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত," মার্ক শান্ত গলায় বললো।

আমার মদের গ্লাসটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালাম।

"পছন্দের কাউকে খুঁজে পাচ্ছো না?" মার্ক জিজ্ঞেস করলো।

"এখন পর্যন্ত পাই নি, পছন্দের অথবা সেই জাতীয় কাউকে।"

মার্ক সচরাচর যেভাবে হাসে না, এবারো সে আমার কথা শুনে হাসলো না। "বছর দুয়েক আগে আমি প্রায় বিয়ে করেই ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হলো না। সত্যি ক'রে বলতে হলে বলতে হয়, শেষ মুহূর্তে আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম।"

আমার কাছে এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, ও কখনোই বিয়ে করবে না। মনে হয় আমার মন যাচাই করার এটাও ওর আরেকটা প্রক্রিয়া।

BanglaBook.org

"জেনেট মারা যাওয়ার পরই এমন হলো।" একটু ইতস্তত ক'রে বললো ও। "আমি বিয়ে করেছিলাম।"

"জেনেট?"

মার্ক গ্লাসে আরেকটু বরফ মিশিয়ে নিলো। "ওর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো জর্জটাউন থেকে পিটার্সবুর্গে থেকে ফেরার পরই। আমাদের ফার্মে ও ছিলো একজন ট্যাক্স-লইয়ার।"

আমি মার্ককে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করলাম। ও অনেকটাই পাল্টে গেছে। ওর সম্পর্কে খানিক আগে যে ধারণা করেছিলাম, তা সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। আমি আর এ বিষয়ে নতুনভাবে কিছু বলার চেষ্টা করলাম না।

"একটা গাড়ি দুর্ঘটনা," মার্ক ব্যাখ্যা করলো। "শনিবার রাতের ঘটনা। ও পপকর্ন কিনতে বের হয়েছিলো। আমরা দু'জন একসাথেই ছিলাম। ব'সে ব'সে লেট-নাইট মুভি দেখছিলাম। একজন মাতাল ড্রাইভার ওর লেইনে এসে গাড়িটাকে ধাক্কা মারে। এমনকি ওই মাতাল তার গাড়ির হেডলাইটটা পর্যন্ত অন করে রাখে নি।"

"হায় ঈশ্বর! আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত মার্ক," আমি বললাম। "সত্যিই মর্মান্তিক ঘটনা।"

"প্রায় আট বছর আগের ঘটনা।"

"কোনো ছেলেপুলে আছে?" শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

ও মাথা নাড়লো।

খানিকক্ষণ আমরা কোনো কথাই বলতে পারলাম না।

"ওয়াশিংটন ডিসি'তে একটা অফিস খোলার ইচ্ছে আছে," আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও বললো।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

"এমনও হতে পারে ডিসি'র অন্য কোনো জায়গায় অফিসটা খুলবো। আমাদের পেশা আসলে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। শত শত লইয়ার এবং লইয়ার ফার্ম নিউইয়র্ক, আটলান্টা হিউস্টনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।"

"তুমি কবে নাগাদ সেটেল করতে চাইছো?" শান্তকণ্ঠে ওকে প্রশ্ন করলাম আমি।

"সম্ভবত, বছরের প্রথম দিকে হতে পারে।"

"তুমি কি একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছো?"

"শিকাগোতে আমি অতিষ্ট হয়ে উঠেছি, কে, আমার আসলে পরিবর্তন দরকার। তোমাকে জানানো দরকার—এই জন্যেই আমার এখানে আসা, বলা যেতে পারে এটাই প্রধান কারণ। আমি আসলে ওখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাই নি। কিছু কিছু বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত ছিলাম। আমি ইচ্ছে করলে উত্তর ভার্জিনিয়ায় থাকতে পারতাম। উত্তর ভার্জিনিয়ায় তোমার একটা অফিস আছে। বাড়তি সময়ে আমরা একে অন্যকে সঙ্গ দিতে পারতাম—রেস্টুরেন্টে একসাথে ব'সে খেতে পারতাম। অথবা এমন কোনো দিনে একসাথে থিয়েটারে নাটক উপভোগ করতে পারতাম। আমি অবশ্য তেমন চাই নি।"

BanglaBook.org

আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, কেনেডি সেন্টারে আমরা বসে আছি। আর তিন সারি সামনে ব'সে আছে মার্ক, তার পাশে বসা কম বয়সী সুন্দরী প্রেমিকা। প্রেমিকার কানের কাছে মুখ এনে প্রেমালাপ করছে সে। পুরাতন সেই মানসিক যন্ত্রণাটা আমি আবারো অনুভব করলাম। আমি জানি মানসিক যন্ত্রণাই একসময় শারীরিক যন্ত্রণায় রূপ নেবে। মার্ক আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি হবে না। কিন্তু তার উপর আমার সমস্ত আবেগ নিবদ্ধ ছিলো।

"এটাই আমার প্রধান কারণ হতে পারতো," একই কথার পুণরাবৃত্তি করলো মার্ক। এতোক্ষণে উকিল সাহেব আসল জবাবদিহি প্রদানের চেষ্টা করলো। "কিন্তু আরো কিছু আছে আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই।"

আমি কোনো কথা বললাম না। চুপ থাকলাম।

"এই রিচমন্ডে দু'রাত আগে এক মহিলা খুন হয়েছে। মহিলার নাম বেরাইল ম্যাডিসন..."

ওর মুখের ওপর আমার দৃষ্টি আঁটকে গেলো।

"ওয়াশিংটন ডিসি'র হোটেলে যখন আমি অবস্থান করছিলাম, আমাকে বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। আমি বিষয়টা নিয়ে তোমার সাথে একটু আলোচনা করতে চাই—"

"এই বিষয়টা তোমার মাথা ব্যথার কারণ হলো কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "তুমি কি তাকে চিনতে?"

"না চেনার মতোই। তার সাথে আমার একবারই আলাপ হয়েছিলো, গত শীতে নিউইয়র্কে। আমাদের অফিস ওখানে বিনোদন আইন নিয়ে কাজ করেছিলো। বেরাইল সম্ভবত প্রকাশনা সংক্রান্ত কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলো। একটা বইয়ের চুক্তি তার বাতিল হয়ে যায়। বেরাইল ওরনডোর্ফ এবং বার্জারের কাছে সাহায্য কামনা করে। নিউইয়র্কে আমি সেদিনই উপস্থিত হই। এই কাজে সাহায্য করার জন্যে নিয়োগ দেয়া হয় স্পারাচিনো নামের একজন আইনজীবিকে। ওই স্পারাচিনো ওদের সাথে আমাকেও রাতের খাবারের জন্যে এলগোনকুইন হোটেলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো।"

"তুমি কি মনে করো, ওই চুক্তি বাতিলের সাথে হত্যার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? তাহলে তোমার আমার সাথে নয়, পুলিশের সাথে কথা বলা উচিত," খানিকটা ক্ষিপ্ত হয়েই বললাম কথাটা।

"কে," সাথে সাথেই জবাব দিলো মার্ক। "আমার ফার্ম মোটেও জানে না আমি তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি, বুঝলে? গতকাল বার্জার যখন আমাকে ডেকে পাঠায়, তখনই আমি ধরে নিয়েছিলাম, কিছু একটা ঘটেছে, বুঝতে পারছো? কথা প্রসঙ্গে বার্জার বেরাইলের খুন হওয়ার প্রসঙ্গটা উল্লেখ করে। বার্জার আমাকে স্থানীয় পত্রিকাগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখতে বলে, যদি কিছু খুঁজে বের করতে পারি আর কি।"

"বুঝতে পারলাম। তো, সবকিছু পর্যালোচনা ক'রে কি বের করলে তোমার প্রাক্তন—" আমার ঘাড়ের কাছে অন্য ধরণের একটা অনুভূতি বয়ে গেলো। *প্রাক্তন, কি?*

BanglaBook.org

"বিষয়টা ঠিক এরকম নয়।" দ্রুত প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো মার্ক। "আমি তোমাকে নিয়েই চিন্তা করছিলাম। বার্জার তোমাকে ফোন করার আগে, আমিই ফোন করতে চেয়েছি, যেহেতু বেরাইল কিছুটা হলেও আমার চেনা। দু'দিন ফোন নিয়ে ব'সে ছিলাম তোমার সাথে কথা বলবো বলে, কিন্তু আমার কাছে নাম্বার নেই ব'লে করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান থেকে তোমার নাম্বার জোগাড় করতে হয়েছে। কিন্তু আমি নিজে এই কাজ করতে আসি নি। বেরাইলও সম্ভবত ও বিষয়ে আমাকে খোলামেলা কিছুই বলে নি। সবকিছুর পরও বিষয়টার সাথে আমি জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি। তবে তুমি যেভাবে চিন্তা করছো, বিষয়টা তেমন নয়..."

সত্যিকার অর্থে, এতো বিস্তারিত কিছু শোনার আগ্রহ আমার নেই। বিষয়টা আমাকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে বলেই হয়তো বিস্তারিতভাবে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চাইছি। "যদি তোমার ফার্ম বেরাইলের খুনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েই থাকে, তাহলে তার কারণ কি? অথবা বলবো, কোন্ বিষয়ে তারা আগ্রহী?"

ও একটুক্ষণ কী যেনো ভাবলো। "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার ফার্মের আগ্রহ প্রকাশের কোনো আইনগত বৈধতা আছে কিনা। সম্ভবত এটা একেবারে ব্যক্তিগত, একদিক থেকে বলা চলে ভয়ংকরও। আমাদের ভেতর এক ধরণের দুঃখ কাজ করছে, কারণ একসময় সে জীবন্ত অবস্থায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো। আমি তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাতে চাই যে, আট বছর আগে বাতিল হয়ে যাওয়া একটা চুক্তি নিয়ে সে খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছিলো। বিষয়টা নিঃসন্দেহে জটিল ব'লে মনে হবে তোমার কাছে। ব্যাপারটা ক্যারি হারপারের সাথে।"

"ঔপন্যাসিক?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে, "সেই ক্যারি হারপার?"

"তুমি ঠিকই ধারণা করেছো," মার্ক বললো, "ও ওখান থেকে বেশি দূরে বাস করে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গাছ লাগানোর আন্দোলনের নাম দেয়া হয়েছিলো "সাংস্কৃতিক কুঞ্জ বিথিকা। এর সূত্রপাত ঘটেছিলো জেমস নদীর তীর ঘেঁষে উইলিয়ামসবুর্গ নামক স্থানে। হারপার ওখানেই থাকে।"

আমি স্মৃতি হাতড়ে বের করার চেষ্টা করলাম, হারপারের কোন বইটা আমি পড়েছি। ওর লেখা একটা বই প্রকাশ হয়েছিলো। বিশ বছর আগে বইটা পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে। সাধুদের মতো নিঃসঙ্গ জীবনযাপন ছিলো তার। সম্ভবত তার বোনের সঙ্গে থাকতেন। নাকি তার খালা? তার ব্যক্তি জীবনকে ঘিরে অনেক রহস্য আছে। কখনোই তার সাক্ষাৎকার প্রকাশ হতে দেন নি। আর এ কারণে তিনি সবসময় রিপোর্টারদের এড়িয়ে চলেছেন। এ কারণে তার সম্পর্কে মানুষের কৌতুহল আরো বেড়ে যায়।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

"আমার মনে হচ্ছে তুমি কথা বলতে ভুলে গেছো," মার্ক বললো।

"জিহ্বার কাছে কথাগুলো আমার আঁটকে আছে। যথাসময়ে ঠিকই বেরিয়ে আসবে।"

"এ সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি। টিনএজার বয়সে হারপারের সাথে বেরাইলের কিছুটা রোমান্টিক সম্পর্ক ছিলো। তখন বেরাইল বছর বিশেকের এক তরুণী। দিন কয়েক বাদে বেরাইল হারপার এবং তার বোনের সাথে একই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। বেরাইল ছিলো উচ্চাকাঙ্খী লেখক। কিন্তু হারপার মোটেও তেমন ইচ্ছে মনের ভেতর লালন করতেন না। তার আশ্রিত হয়ে বেড়াইল মাত্র বাইশ বছর বয়সে প্রথম বই প্রকাশ করেন। আপাতদৃষ্টিতে রোমান্টিক কাহিনী নিয়েই তার প্রথম বই। তবে এটা প্রকাশের সময় স্ট্র্যাটন নামটা ব্যবহার করেছিলেন বেরাইল। এমনকি হারপার বেরাইলের বইয়ের কভার জ্যাকেটে একটা ভূমিকা পর্যন্ত লিখেছিলেন। স্বতস্ফূর্তভাবেই তিনি নতুন লেখিকার জন্যে এই মন্তব্য উল্লেখ করেছিলেন। বিষয়টা দেখে স্বাভাবিকভাবে অনেকেরই ভুরু কুঁচকে গিয়েছিলো, হয়তো এর প্রধান কারণ ছিলো, এই বইয়ের যতোটা না ছিলো সাহিত্যিক মূল্য, তার চাইতে অনেক বেশি ছিলো বাণিজ্যিক মূল্য। এ কারণে বিরাগভাজন ব্যক্তিরা বছরখানেক হারপারের কোনো মন্তব্য বা মন্ত ব্যকে প্রায় এড়িয়েই চলেছে।"

"এর সাথে তার চুক্তি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি?"

মার্ক খানিকটা গোমড়া মুখে বললো, "হারপার সম্ভবত কমবয়সী মেয়েদের সাহায্য ক'রে নিজেকে তাদের সামনে হিরো হিসেবে প্রকাশ করার চেষ্টা করতো। কিন্তু আমি বলবো, ও ছিলো পুরোদস্তর একজন হারামি প্রকৃতির মানুষ। বেরাইলের বইটা প্রকাশ হওয়ার আগে হারপার তার কাছ থেকে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এই চুক্তির শর্ত হচ্ছে, হারপার এবং তার বোন জীবিত থাকা অস্থায় বেরাইল তাদের সম্পর্কে কিছুই লিখতে পারবে না। হারপারের বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি আর তার বোনের বয়স আরো খানিকটা বেশি।"

"তবে বেরাইল নিশ্চয়ই সে চেষ্টাও করেছিলো," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু হারপারকে বাদ দিলে বইটা আর বিক্রি হতো না।"

"তুমি একেবারে ঠিক বলেছো।"

"ও ছদ্মনাম ব্যবহার করতে গেলো কেন, তুমি কি মনে করো হারপারের সাথে চুক্তির এটাও একটা অংশ ছিলো?"

"আমি তো তাই মনে করি। আমার ধারণা, হারপার চেয়েছিলো বেরাইল তার গোপনীয়তা রক্ষা করুক। তার সাহিত্য প্রতিভাকে সে স্বীকৃতি দিলেও পৃথিবীর সবার কাছ থেকে তাকে আড়াল ক'রে রাখতে চাইতেন। বেরাইল ম্যাডিসন নামটা তেমনভাবে পরিচিত ছিলো না, এমনকি তার উপন্যাসগুলো আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও।"

"আমি ধারণা করতে পারি, চুক্তি বাতিল করার যথেষ্ট ন্যায্যতা ছিলো তার, কিন্তু ওরনডোর্ফ এ্যান্ড বাজার এর সাথে বিতর্কে জড়াতে গেলো কেন?"

মদের গ্লাসে আরেকবার সে চুমুক দিলো। "তুমি ভালোভাবেই জানো, ও কখনোই আমার ক্লায়েন্ট ছিলো না। সুতরাং বিস্তারিত কিছুই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, তাকে নিঃশ্বেষ ক'রে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু

BanglaBook.org

একটা লিখতে চেয়েছিলো। তার কিছু অংশ হয়তো তুমি এর মধ্যে জানতে পেরেছো। এর পাশাপাশি বেরাইল বেশ ঝামেলার ভেতর ছিলো। কয়েকজন তাকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলো, এমনকি নিগৃহীত করার চেষ্টাও করছিলো..."

"কবে থেকে?"

"গত শীতের সময় থেকে। ও সময় আমি ওর সাথে একটা লাঞ্চ পার্টিতে অংশ নিয়েছিলাম। যতোদূর মনে পড়ে, সেটা ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ হতে পারে।"

"তুমি বলে যাও।"

"বেরাইল কোনোভাবেই ধারণা করতে পারে নি, কে তাকে হুমকি দিচ্ছে। এটা শুরু হয়েছিলো, যখন থেকে সে বর্তমান লেখাটাতে হাত দিয়েছিলো তখন থেকে। আগামী লেখার বিষয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেও এমন ঘটতে পারে। আমি এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"কপিরাইট নিয়ে এতো হৈ-চৈ করার সাহস তাকে কে জোগালো?"

"কীভাবে কী করেছে, আমি তার সবকিছু জানি না।" মার্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। "কিন্তু স্পারচিনো হারপারকে ভদ্রভাবে সতর্ক ক'রে দেবার চেষ্টা করে। স্পারচিনো তাকে জানিয়ে দেয় যে, মীমাংসা করার এখনো তার সময় রয়েছে। ইচ্ছে করলেই সে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। আর সেটা করলে কাজটা নির্বিঘ্নে শেষ হতে পারে—অন্যভাবে বলতে গেলে, হারপারের এই বিষয়ের ওপর বিধি-নিষেধের ক্ষমতা বোধহয় ততোটা ছিলোও না। তবে এটাও ঠিক, হারপার হচ্ছে একটা শুয়োরের বাচ্চা, সুতরাং তার এই হারামিপনা পত্রিকায় প্রকাশ ক'রে দিতে স্পারচিনোর ষাট মিনিট সময়ও লাগার কথা ছিলো না। হারপারের ভেতর কেন জানি একধরণের অন্ধবিশ্বাস জন্মেছিলো, বেরাইলকে যেভাবেই হোক কব্জা ক'রে ফেলতে পারবে সে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বেরাইলের কাছে মোটেও খুব বেশি বিষয়-সম্পত্তি ছিলো না। হারপারের নদীর মতো সহায়-সম্পত্তির সাথে তুলনা করলে বেরাইলের সম্পদের পরিমাণ এক বালতির বেশি কোনোভাবেই হবে না। সম্পদ বলতে তার একটা বিষয়কেই ধরে নেয়া যেতে পারে, আর তা হলো তার ভক্তপাঠক। তার বই কেনার জন্যে অসংখ্য পাঠক বইয়ের দোকানগুলোতে ভীড় যে করেছে তা কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না। আপাত বিচারে দেখা যায়, হারপার আসলে কোনোভাবেই লাভবান হতে পারতো না।"

"কিন্তু হারপার তো প্রকাশনার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে নি?" আমি প্রশ্ন করলাম তাকে।

"যা না ঘটেছে তার চাইতে পাবলিসিটিই হয়েছে বেশি। হয়তো তার ধারণা জন্মেছিলো প্রেসকে বন্ধ করতে পারলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে সমর্থন জানাবে।"

"অথচ বেরাইল এখন মৃত।" অ্যাসট্রেতে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটার দিকে আমি তাকিয়ে থাকলাম। আমি সাময়িকভাবে ধরে নিচ্ছি, বইটা তার এখনো শেষ ক'রে ওঠা হয় নি। সেদিক থেকে হারপারের ভয়ের কোনো কারণ থাকার

BanglaBook.org

কথা নয়। বিষয়টা কি তোমরা ভেবে দেখেছো মার্ক? ওই খুনের সাথে হারপারও যুক্ত থাকতে পারে, তেমনই কি মনে করছো?"

"আমি শুধু তোমাকে পেছনের ঘটনা বললাম," ও বললো।

ওই স্বচ্ছ চোখ জোড়ায় মার্ক আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। মাঝে মাঝে ওই চোখের ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য ব'লে মনে হয়। ফলে এ কারণে আমি অস্বস্তিই বোধ করি।

"তুমি এ বিষয়ে কি ভাবছো?" ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

সত্যিকার অর্থে আমি কী চিন্তা করছি, তা মার্ককে বলতে পারলাম না। মার্কের এই কথা শুনে বলা চলে আমি কিছুটা বিভ্রান্ত। বেরাইল তার ক্লায়েন্ট, এটা অবশ্য কোনো ব্যাপার নয়। মার্ক আইন পেশার সাধারণ নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত। ল-ফার্মের একজন সদস্য হিসেবে, ফার্মের অন্য সদস্যদের আইনী সহায়তা প্রদান করা তার কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়ম থেকে ও বেশ খানিকটা সরে এসেছে। খুঁতখুঁতে স্বভাবের মার্ক জেমসের সাথে বিষয়টাকে আমি কোনোভাবেই মেলাতে পারছি না।

"আমার মনে হয় তুমি মেরিনোর সাথে কথা বললে ভালো করবে। এই কেসে মেরিনো হেড ইনভেসটিগেটর হিসেবে কাজ করছে," আমি বললাম তাকে। "অথবা, এমনও হতে পারে, তুমি আমাকে যা যা বললে তার সবই আমি তাকে খুলে বলতে পারি। তেমন বুঝলে, সে তোমাদের ফার্মে গিয়ে আরও বিস্তারিত জেনে আসতে পারে।"

"ভালো। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

খানিকক্ষণের জন্যে আমরা একেবারে চুপচাপ ব'সে থাকলাম।

"ও কি পছন্দ করতো?" গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম।

"আমি তোমাকে বলেছিই, ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে একবারই। তবে মনে রাখার মতো একজন মহিলা। তার ভেতর প্রচুর কর্মস্পৃহা দেখতে পেয়েছি আমি। তবে রসবোধ তার যথেষ্ট ভালো। একই সাথে আকর্ষণীয়া। সেদিন বেরাইল সাদা ধবধবে পোশাক পরেছিলো। শীত ঋতুর কথা চিন্তা করেই হয়তো সে পোশাক নির্বাচন করেছিলো। আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, অন্যের সাথে নিজের কীভাবে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হয় মহিলা তা ভালোভাবেই জানতেন। মনে হয় না বেরাইল সহজে কারো হাতে ধরা দেবার পাত্রী ছিলো। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে পান করতে পারতো ওই লেখিকা, অন্তত সেদিন লাঞ্চের সময় প্রচুর পরিমাণ পান করেছিলো। একই সাথে তিনটা ককটেইল। দিনের ওই মধ্যভাগে এতো পরিমাণে পান করাটাকে আমার কাছে অতিরিক্ত বলেই মনে হয়েছে। যদিও বিষয়টাকে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরা যায় না। তাকে আমার কোনো কারণে ভীত এবং চিন্তিত মনে হয়েছে। তার ধারণা জন্মেছিলো অরনডর্ফ এ্যান্ড বার্জার-এর ওপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। আমি নিশ্চিত, এই সমস্যাগুলোর সমাধানের নিশ্চয়তা হারপার নিশ্চয়ই তাকে দিয়েছিলো।"

"ও কি পান করেছিলো?"

BanglaBook.org

"ক্ষমা করবে, কী বললে ঠিক বুঝতে পারলাম না!"

"তিনটা ককটেইলের কথা বললে। ওগুলো কী ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

রান্নাঘরের দিকে ও ভ্রু কুঁচকে তাকালো। "আরে, আমি তো সেটা জানি না, কে। ওই মদের নাম জানা, না জানাতে কি কিছু আসে যায়?"

"কিছু এসে যায় কিনা আমিও ঠিক জানি না," বেরাইলের মদের কেবিনেটের কথা স্মরণ ক'রে আমি তাকে বললাম। "তাকে কে ভয় দেখাচ্ছে, সে সম্পর্কে কি কোনো ধারণা পেয়েছিলে তার কাছ থেকে? অর্থাৎ তোমার কাছে কি তেমন কিছু বলেছিলো?"

"হ্যা, স্পারচিনো সেগুলোর সম্পর্কে বলেছিলো। আমি যতোটুকু জানি, তার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত টেলিফোন আসা শুরু হয় স্বাভাবিক নিয়মেই। সব সময় একই কণ্ঠস্বর, এই কণ্ঠস্বরের একটাও পরিচিত নয়। বেরাইল আমাকে তেমনই বলেছিলো। আরো বোধহয় কিছু ঘটনা ঘটেছিলো। ও ঠিক কি বলেছিলো, আমার এখন আর স্মরণে আসছে না। তুমি জানো, ওসব আমি অনেক দিন আগে শুনেছিলাম।"

"এই ঘটনাগুলোর কোনো রেকর্ড কি ও রেখেছিলো?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"আমি ঠিক বলতে পারছি না।"

"এবং সেও জানতো না কে এগুলো করছে অথবা কেন এমন করছে?"

"তেমন ধারণাই পেয়েছিলাম আমি।" মার্ক আরাম ক'রে চেয়ারে হেলান দিলো। দেখলাম, ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাতের ঘর ছুঁইছুঁই করছে।

মার্ক দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই একটা প্রশ্ন এসে আমার মাথায় নাড়া দিলো। "স্পারচিনো," আমি বললাম। "স্পারাচিনোর প্রথম নামটা বলতে পারবে?"

"রবার্ট," জবাব দিলো মার্ক।

"ও বোধহয় সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে 'এম' অক্ষরটা কখনো ব্যবহার করতো না, করতো কি?"

"না," অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো মার্ক।

স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে ক্ষণিকের জন্যে এ ধরণের নীরবতা নেমে এলো ঘরের ভেতর।

"সাবধানে গাড়ি চালাবে।"

"গুডনাইট, কে," একটু ইতস্তত ক'রে বললো ও।

সম্ভবত এটা আমার কল্পনা কিন্তু হঠাৎ কেন যেনো মনে হলো ও আমাকে চুমু দেবার জন্যে এগিয়ে আসবে। এরপর ও সপ্রতিভভাবে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। আমি ঘরে ফিরে এলাম, আর সাথে সাথে শুনতে পেলাম ওর গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে।

BanglaBook.org

* * *

একরাশ ঝামেলা আর বিরক্তির ভেতর দিয়ে আমাদের সকাল শুরু হলো। কর্মক্ষেত্রে আসার পরই আমাদের জানানো হলো, অটোপ্সি করার জন্যে মর্গে পাঁচটা মৃতদেহ

পড়ে আছে। এর ভেতর একটা 'ফ্লোটার' অথবা বলা যেতে পারে নদী থেকে উদ্ধার করা গলিত লাশ। এই লাশের ভবিষ্যত নিয়ে যে কমবেশি সবাই চিন্তিত তা অন্যদের মুখ দেখেই বুঝা যায়। রিচমন্ড থেকে পাঠানো হয়েছে দুটো গুলিবিদ্ধ লাশ। এর একটা অবশ্য জন মার্শাল কোর্ট হাউজে আগেই ব্যবচ্ছেদ ক'রে নিয়েছি। এরপর লাঞ্চ সেরে নিতে একজন সহকারী ছাত্রকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে ফিরে এলাম। এতোক্ষণের প্রচণ্ড ঝামেলার কারণে একবারো মার্কের কথা আমার মনে আসে নি। যতো না মার্ককে আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছি তার চাইতেও অনেক বেশি চেষ্টা করেছি তাকে মনের ভেতর স্থান দিতে। ও সাহসী, আবার বলবো জেদী স্বভাবেরও। প্রায় এক বছর তার সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলো। তবুও বলবো আগের দেখা সেই মার্ককে আর এখনকার মার্ককে কোনোভাবে মেলাতে পারি না।

বিকেলের পূর্ব পর্যন্ত মেরিনোকে ফোন করার মোটেও অবসর পেলাম না আমি।

"এখনই তোমাকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম," আমি কিছু বলার আগেই ও কথাটা বলে ফেললো। আমি বিস্তারিততে গেলাম না, সামান্য কথায় আমি তার সাথে দেখা করার প্রস্তাব দিলাম। "আমি এখন বেরুতে যাচ্ছি। তুমি কি বেনটনের অফিসে ঘণ্টাখানেক অথবা ঘণ্টা দেড়েক পর আমার সাথে দেখা করতে পারো?"

"কি বিষয়ে, জানতে পারি," এখন আমার মনে হলো, ফোন করার আসল কারণই তাকে জানানো হয় নি।

"আমার হাতে বেরাইলের একটা রিপোর্ট এসেছে। ধরে নাও ওখানে গেলে রিপোর্টটা তোমার হাতে পেতে পারো।"

ও টেলিফোনটা রেখে দিলো, যেমন সে সবসময় ক'রে থাকে। এমনকি গুডবাই বলার ভদ্রতাটুকুও সে দেখালো না।

নির্দিষ্ট সময়ে, ইস্ট গ্রেস স্ট্রটের রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে এমন এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালাম যেখানে থেকে ইচ্ছে করলেই পায়ে হেঁটে অফিসটাতে পৌঁছতে পারি। অত্যাধুনিক দশ তলার বিল্ডিংটা অনেকটা লাইটহাউসের মতো দাঁড়িয়ে আছে একগাদা অ্যান্টিকসের দোকান আর বেশ কিছু রেস্টুরেন্টের ভিড়ে। রেস্টুরেন্টগুলো আহামরি তেমন কিছু নয়। এগুলোর পাশের সাইডওয়ার্ক ধরে স্রোতের মতো মানুষ এগিয়ে চলেছে।

লবিতে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিলো। এরপর এলিভেটরে চেপে পাঁচতলায় উঠে এলাম। হলরুমের একেবারে শেষপ্রান্তে নেমপ্লেটবিহীন একটা কাঠের দরজা। রিচমন্ডের আঞ্চলিক এফবিআই অফিস শহরের এমন স্থানে, যেখানে কঠোর নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব। এখানে যারা কর্মরত প্রত্যেকেই তারা সাদা পোশাকের গোয়েন্দা। এক তরুণ কাউন্টারে বসে আছে। কাউন্টারের দেয়ালের কারণে তার অর্ধেকটা ঢেকে আছে। টেলিফোনে কথা বলতে বলতে ও আমার দিকে এক পলক তাকালো। মাউথপিসের ওপর হাত রেখে ও আমায় ভুরুর ইশারায় বুঝানোর চেষ্টা করলো আমাকে সে কোনো সাহায্য করতে পারে কিনা। এখানে আসার কারণ তাকে আমি উল্লেখ করলাম। ও আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বসাতে ইশারা করলো।

BanglaBook.org

লবিটা বেশ ছোটোখাটো। বিশেষত এটা পুরুষদের বসার জন্যেই। সমস্ত ফার্নিচার আপদমস্তক গাঢ় নীল রঙের চামড়ায় মোড়ানো। কফি টেবিলের ওপর সাজানো খেলাধুলা বিষয়ক বিভিন্ন ম্যাগাজিন। দেয়ালের একটা প্যানেল বোর্ডে অপরাধী বিষয়ক এফবিআই এর পরিচালকদের নামের তালিকা, কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের কারণে পাওয়া বিভিন্ন পুরস্কার। একটা পিতলের ফলকে কয়েকজনের নাম খোঁদাই করা। এফবিআই-এর যে সব সদস্যের বিভিন্ন এ্যাকশনে মৃত্যু ঘটেছে তাদের নামই এই ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে। যথোপযুক্ত কারণেই শুধুমাত্র বহিরাগতদের জন্যে দরজাটা খোলা হয়। মার্জিত পোশাক এবং সানগ্লাস পরিহিত দীর্ঘদেহী কয়েকজন আমার দিকে না তাকিয়েই কোন্ পথে এগুতে হবে তা দেখিয়ে দিলো।

সকলের মধ্যে বেন্টন ওয়েলসি সম্ভবত একেবারে ভিন্ন ধাঁচে গড়া। কিন্তু বছর খানেকেরও বেশি হবে, তাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ক'রে আসছি। বেন্টন চটপটে এবং কর্মদক্ষ। এমনকি যখন তিনি বসে থাকেন, তখনও তাকে অন্যরকম মনে হয়। সাধারণত তিনি গাঢ় রঙের ট্রাউজারের সাথে সাদা রঙের জামা পরেন। তিনি সবসময় সরু টাই ব্যবহার করেন, আর সেই টাইয়ের নটও বাঁধা থাকে বেশ যত্ন সহকারে। কালো হোলস্টার তার বেল্টের সাথে আটকানো থাকে, সেটাও দৈর্ঘ্যে মাত্র দশ মিলিমিটার। অবশ্য অফিসের ভেতর থাকাকালীন সময়ে এই হোলস্টার তার বেল্টের সাথে দেখা যায় না। ওয়েসলির ভেতর আমি কখনো কোনো পরিবর্তন দেখি নি। তিনি সবসময় ধোপদুরস্ত এবং যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, তিনি একজন সুদর্শন ব্যক্তি। কিন্তু সবকিছুর সাথে তারা আধপাকা ধূসর চুল কখনোই আমাকে অবাক করে না।

"তোমাকে বসিয়ে রাখার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কে," একটু হেসে দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি।

তার হাত মেলানোর ভেতর ভিন্ন ধরণের আত্মপ্রত্যয় রয়েছে।

"মেরিনো এখানেই আছে," তিনি বললেন। "কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই।"

বেন্টন ওয়েসলি দরজাটা ভিড়িয়ে দিলেন। জনশূন্য হলরুমে ধরে তার পেছন পেছন আমি এগিয়ে গেলাম। তার ছোট অফিসে বসিয়ে রেখে বেন্টন কফি আনার জন্যে বেরিয়ে গেলেন।

"গতরাতে শেষ পর্যন্ত কম্পিউটার এসে পৌছেছে," মেরিনো বললো। নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ আরাম ক'রে বসে আছে। ঝকঝকে নতুন একটা পয়েন্ট ৩৫৭ রিভলভার পরীক্ষা ক'রে দেখছে।

"কম্পিউটার? কি কম্পিউটার?" আমি কি সিগারেটের কথা ভুলে গেছি? না। পার্সের নিচে ওটা ঠিকই আছে।

"হেডকোয়ার্টারের কথা বলছি। সময় নিয়ে তালগোল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যাইহোক, ওই অঘটনের ওপর একটা হার্ডকপি গতরাতে হাতে পেয়েছি। চমকপ্রদ সব তথ্য। অন্তত: তেমনই মনে হয়েছে আমার কাছে।"

BanglaBook.org

"বেরাইল?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"এটা দেখতে পারো।" ওয়েসলির ডেস্কের ওপর রিভলভারটা এগিয়ে দিলো। "চমৎকার জিনিস। গত সপ্তাহে টাম্পা বে'তে পুলিশ চিফের কনভেনশনে বানচোতটা পুরস্কার হিসেবে এটা পেয়েছে। অথচ দেখো, আমি নিজে লটারিতে দুই ডলারও জিততে পারি নি!"

আমার মনোযোগ অবশ্য অন্য দিকে। ওয়েসলির টেবিলটা বিভিন্ন জিনিসে ভরে আছে : টেলিফোন মেসেজ, রিপোর্ট, ভিডিওটেপস্ এবং পেটমোটা অনেকগুলো ম্যানিলা খাম। আর সবকিছুর সাথে অসংখ্য ছবি। আমি অবাক হলাম, কতো বিচিত্র সব অপরাধ নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয়। বুককেস বরাবর একটা শো-কেসে ভয়ালদর্শনের সব অস্ত্র সাজানো; একটা তরবারি, পিতলের তৈরি কৃত্রিম হাতের থাবা, একটা জিপ গান, আফ্রিকান কুঠার—শিকারের অস্ত্র থেকে শুরু করে, নাম না জানা ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন উপহার। অবশ্যই তা ভয়াল দর্শনের সব অস্ত্র। একটা বহু পুরাতন ছবি। মেরিন কর্প-এর হেলিকপ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে উইলিয়াম ওয়েবস্টারের সাথে ওয়েসলি হাত মেলাচ্ছেন। ইতোপূর্বে একবারো ধারণা করতে পারি নি ওয়েসলির স্ত্রী এবং তিনটা সন্তান রয়েছে। এফবি আই এজেন্টের আয় প্রত্যেক সদস্যের এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। তা হচ্ছে তাদের ব্যক্তিজীবনকে পৃথিবীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা। বিশেষত শয়তান চরিত্রের লোকদের নিয়ে কাজ করতে হয় বলে ভয়ংকর এই মানুষগুলো থেকে নিজেদের সাবধানে রাখতে পারে। ওয়েসলি হচ্ছেন এর জ্বলন্তদৃষ্টান্ত। ছবিগুলো পরীক্ষা ক'রে তিনি বুঝতে পেরেছেন খুনি কতোটা নৃশংস হতে পারে। আর তা বুঝতে পেরে প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যেই হয়তো বিষয়টা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এখন তিনি চার্লস্ ম্যানসন আর টেড কনডি'র সাথে সরাসরি বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় বসতে চান।

মেরিনো তার কোলের ওপর থেকে পাতলা কাগজের একটা পুলিশ রিপোর্ট হাতে তুলে নিলো। মূলত ওটা নিয়েছে সে আমার জন্যেই। রিপোর্টের বক্তব্য মেরিনো পড়ে শোনালো।

"যারা এ সম্পর্কে আগে কিছু জানে না তাদের জন্যে বলছি," ও বললো, "তিনটার ভেতর এটা অন্যতম। রেকর্ড আকারে আমরা তিনটা রিপোর্ট পেয়েছি। এর প্রথমটা এগারো মার্চ, সোমবার সকাল সাড়ে ন'টায়। বেরাইল ম্যাডিসন সন্ধ্যার দিকে ৯১১ নাম্বারে ফোন ক'রে অনুরোধ জানায়, একটা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্যে যেনো কোনো পুলিশ অফিসারকে তার বাড়িতে পাঠানো হয়। এই ফোন কল ছিলো তাদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। কিছুটা তারা এর প্রতি গুরুত্ব কমই দিয়েছিলো। অবশ্য তার কারণও ছিলো। ওই সময় রাস্তার অবস্থা ছিলো খুবই খারাপ। পুলিশের পক্ষে পরদিন সকালে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। উহ্, তুমি নিশ্চয়ই জিম রিডকে চেনো। ডিপার্টমেন্টে পাঁচবছর যাবত রয়েছে।" উৎসুক দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো।

BanglaBook.org

আমি মাথা নাড়লাম। আমি আসলে রিড নামের কাউকে চিনি না।

মেরিনো রিপোর্টের প্রতি আবারো মনোযোগ দিলো। "রিপোর্ট পড়ে যতোটুকু জানা যাচ্ছে, বেরাইল অভিযোগ করে যে, রোববার রাতের আগে আনুমানিক আটটা পনেরোর দিকে একটা ফোন কল রিসিভ করে। ওই ফোন কলে তাকে একধরণের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ফোনে সেটা ছিলো একটা পুরুষ কণ্ঠ। যতোদুর সম্ভব সাদা চামড়ার কেউ তাকে ফোন করেছিলো। ফোনের কথোপকথন ছিলো অনেকটা এরকম 'বেরাইল, আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি আমাকে ঠিকই মিস করছো। কিন্তু, আমি সবসময়ই তোমার ওপর নজর রাখছি। তুমি অবশ্য মোটেও আমাকে দেখতে পারছো না। আমি তোমাকে দেখছি। তুমি যতোই দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করো না কেন, কোথাও তুমি লুকোতে পারবে না।' অভিযোগে বেরাইল আরো উল্লেখ করে, যে লোকটা তাকে ফোন করেছিলো, সে নাকি বেরাইলকে একটা সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্রে সকাল সাতটা এগারো মিনিটে সংবাদপত্র কিনতে দেখেছে। সত্যতা প্রমাণ করতে ওই ব্যক্তি বেরাইলের পোশাকের বর্ণনা পর্যন্ত দেয়। ওর পরনে ছিলো একটা লাল রঙের ওয়ার্ম-আপ সুট এবং সে সময় এর স্বপক্ষে জানায় যে, আসলেই সে রবিবার সকাল সাতটা এগারো মিনিটের সময় রোজমাউন্ট এভিনিউর দিকে রওনা হয়, এবং গাড়ি থামিয়ে ভেনডার মেশিন থেকে একটা *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকা কেনে। টেলিফোনের অনাহুত ব্যক্তি তার পোশাকের যেরকম বর্ণনা দেয়, বেরাইলের কাছ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। তবে সে কোনো স্টোরে প্রবেশ করে নি অথবা ওই এলাকায় চোখে পড়ার মতো কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পায় নি। তার চিন্তিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, ওই ব্যক্তি তার সবকিছুই জানতো এবং অবশ্যই তাকে অনুসরণ ক'রে আসছিলো। তার বক্তব্য অনুসারে, যদি কোনোভাবে সে বুঝতে পারতো, কেউ তাকে অনুসরণ করছে, তাহলে নিশ্চয়ই এজাহার করতো।"

মেরিনো রিপোর্টের দ্বিতীয় পাতা উল্টালো। রিপোর্টের এটাই গুরুত্বপূর্ণ অংশ "এই রিপোর্ট পড়ে জানা যাচ্ছে যে, মিস ম্যাডিসন ফোনের ওই লোকের সাথে সত্যিকার অর্থে কী কী আলোচনা করেছিলো তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে চায় নি। যখন সে প্রশ্নের সম্মুখিন হয় তখনই সে এজাহার করার তাগিদ অনুভব করে। অনাহুত এই ব্যক্তিকে সে জঘন্য বলে গালি দেয় এবং পোশাকের প্রসঙ্গ উঠতেই সে ফোন রেখে দেয়।"

ফটোকপি করা কাগজগুলো মেরিনো ওয়েসলির ডেস্কের কোণার দিকে রেখে দিলো।

"রিড নামের ওই অফিসার তাকে কি উপদেশ দিয়েছিলো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"সাধারণত যেমন দিয়ে থাকে," মেরিনো বললো। "তাকে দ্রুত এজাহারের পরামর্শ দেয়। কোনো ফোন আসার সাথে সাথে, তারিখ, সময় এবং কোন্ বিষয়ে ফোন এসেছিলো তা লিখে রাখার পরামর্শ দেয়, সবসময় ভালোভাবে দরজা বন্ধ ক'রে রাখার পরামর্শও তাকে দেয়া হয়। সম্ভবত অ্যালার্ম লাগানোর পরামর্শও দেয় সে। তাছাড়া অফিসার তাকে পরামর্শ দেয়, যখনই কোনো গাড়িকে সন্দেহজনক মনে হবে, তখনই যেনো তার নাম্বার প্লেট লিখে রাখে এবং পুলিশকে দ্রুত জানিয়ে দেয়।"

BanglaBook.org

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বেরাইলের সাথে মার্কের লাঞ্চের ঘটনাটা আমি স্মরণ করলাম। "এগারো মার্চ, প্রথম যেদিন তাকে ভয় দেখানো হয়েছিলো, সে বিষয়ে বেরাইল কি কোনো তথ্য প্রদান করেছিলো?"

রিপোর্টটা হাতে তুলে নিতে নিতে এর জবাব ওয়েসলিই দিলেন, "অবশ্যই না।" তিনি একটা কাগজ মেলে ধরলেন। "এই রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, বছরের প্রথম দিক থেকে তাকে এভাবে বিরক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানের এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত সে পুলিশকে কিছুই জানায় নি। এ থেকে মনে হয়, আগের কলগুলো অনিয়মিতভাবে আসতো। দশ মার্চ, রবিবার রাতে আসা ফোন কলটার ব্যাপারেই সে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।"

"আগে ফোন করা ওই লোক আর এই লোক কি একই ব্যক্তি হতে পারে?" আমি মেরিনোকে প্রশ্ন করলাম।

"তার ধারণায় দু'জনের গলা একই রকম," ও জবাব দিলো। একজন সাদা চামড়ার কোনো পুরুষ মানুষের কণ্ঠ। শান্ত এবং স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে। এ ধরণের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সে মোটেও পরিচিত নয় অথবা পারতপক্ষে মনে করতে পারছিলো না।"

মেরিনো দ্বিতীয় রিপোর্টটা হাতে তুলে নিলো বেরাইল রিড নামের ওই অফিসারের পেজার নাম্বারে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা আঠারো মিনিটে কল করে। বেরাইল তাকে জানায়, রিডের সাথে তার দেখা হওয়া প্রয়োজন। কল পাওয়ার পর রিড তার বাড়িতে আটটার খানিকবাদে গিয়ে পৌঁছে। এই রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে, রিড তাকে খুব আপসেট দেখেছিলো। সে রিডের কাছে অভিযোগ করে যে, তাকে পেজ করার খানিক আগেই নাকি একইভাবে ফোনে ভয় দেখানো হয়েছিলো। ওই একই কণ্ঠস্বর, ইতিপূর্বে যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেছিলো, খানিক আগের ওই টেলিফোন কলের প্রসঙ্গেও ছিলো একই। রিডের মতে এই ম্যাসেজ ছিলো দশ মার্চের তথ্যের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।"

মেরিনো রিপোর্টটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে লাগলো। রিপোর্টের একটা শব্দও সে বাদ দিলো না। " 'বেরাইল, আমি জানি তুমি আমাকে খুব মিস্ করছো। খুব দ্রুত আমি তোমার কাছে চলে আসবো। তুমি কোথায় থাকো তা আমার খুব ভালোভাবেই জানা আছে—শুধু তাই নয়, তোমার প্রত্যেকটা বিষয়ই আমার জানা। তুমি দৌড়ে পালাতে পারবে হয়তো, কিন্তু তুমি কোথাও লুকোতে পারবে না।' সে আরো জানায় যে, বেরাইল কালো রঙের একটা নতুন গাড়ি কিনেছে। ওই ব্যক্তি, ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক ক'রে রাখার সময় তার গাড়ির অ্যান্টেনা ভেঙে ফেলে। অভিযোগে জানানো হয়, সত্যিকার অর্থেই গাড়িটা ড্রাইভওয়েতে পার্ক ক'রে রাখার সময়, আগের রাতে কে বা কারা তার গাড়ির অ্যান্টেনাটা ভেঙে ফেলে। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টা তার নজরে আসে। সম্পূর্ণ ভাঙা বললে ভুল হবে, অ্যান্টেনা গাড়ির সাথেই আটকানো ছিলো বটে, তবে তা দুমড়ে-মুচড়ে বাঁকিয়ে ফেলা হয়। জিনিসটা একেবারে কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ওই অফিসার সাথে সাথে বাইরে গিয়ে সত্যিকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখে এবং সত্যতা খুঁজে পায়।"

BanglaBook.org

"এমন পরিস্থিতিতে রিড নামের ওই অফিসার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে?" আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

মেরিনো রিপোর্টের দ্বিতীয় পাতা উল্টিয়ে পড়তে শুরু করলো, "ওই অফিসার তাকে গাড়িটা গ্যারাজের ভেতর রাখার পরামর্শ দেয়। বেরাইল তাকে জানায় যে, সে গাড়ি রাখার জন্যে কখনো গ্যারাজ ব্যবহার করে না। বরং একটা অফিসে গাড়িটা সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেয় বেরাইল। এরপর তাকে পরামর্শ দেয়া হয়, প্রতিবেশীদের মধ্যে কারও বাড়িতে কোনো অপরিচিত গাড়ি আসা-যাওয়া করছে কিনা, অথবা তার নিজের এলাকাতেও কোনো অবাঞ্ছিত গাড়ি প্রবেশ করছে কিনা, সেটাও যেনো লক্ষ্য রাখা হয়। রিড এই রিপোর্টে আরো উল্লেখ করে যে, কীভাবে একটা অস্ত্র সে পেতে পারে, নিয়মটা সে জানতে চাইছিলো।"

"এতোটুকুই?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "নিজের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে রিড তাকে কী পরামর্শ দিয়েছে। রিপোর্টে কি রিড কিছু উল্লেখ করেছে?"

"না। রিড শুধুমাত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোই রিপোর্টে উল্লেখ করেছে "অ্যান্টেনা ভেঙে ফেলার বিষয়টা। তাকে অত্যন্ত ভীত মনে হচ্ছিলো এবং এক পর্যায়ে ওই অফিসারের সাথে সে দুর্ব্যবহারও করে।" মেরিনো আমার দিকে তাকালো। "ব্যাখ্যা ক'রে বলতে গেলে, রিড ওই মহিলার কথা মোটেও বিশ্বাস করে নি। সম্ভবত অ্যান্টেনাটা বেরাইল নিজেই ভেঙেছিলো। একইভাবে ভয় দেখানোর গল্পটা বানানোও তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।"

"হায়, ঈশ্বর," খানিকটা বিরক্ত হয়েই আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম।

"আরে, তোমার কি ধারণা আছে প্রতিদিন এ ধরণের কতোগুলো ফোন বিভিন্নভাবে একেকজন পেয়ে থাকে? বিশেষত মেয়েদের এভাবে প্রায় সময় উত্যক্ত করা হয়, কাছে পেলে এদের জবাই ক'রে ফেলা হবে, বিবস্ত্র ক'রে ফেলা হবে, অথবা তাদের ধর্ষণ করা হবে। অবশ্য কারও কারও ওপর এধরণের ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটে যায়। মাথার স্ক্রু ঢিলা কিছু ব্যক্তি আছে, তারা নিজেদের জাহির করার কোনো পথ খুঁজে না পেয়েই এমন করে..."

আমি জানি যে এগুলো হচ্ছে গল্পের-ঔপন্যাসের ভিত্তিহীন বাক্য আর সংলাপ। অসুস্থ আর মানসিক ভারসাম্যহীনদের কাজকর্ম। চর্বিত-চর্চিত এই কাহিনীগুলো মানুষকে মারাত্মকভাবে অসুস্থ ক'রে তুলতে পারে, এমনকি বাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। এর ফলে নৃশংস হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। আসলে আমার মেরিনোর বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন নেই।

"বলে যাও," আমি বললাম। "এরপর কি ঘটলো?"

মেরিনো দ্বিতীয় রিপোর্টটা ওয়েসলির ডেস্কের ওপর রেখে তৃতীয় রিপোর্টটা হাতে তুলে নিলো। "বেরাইল এরপর ছয় জুলাই, শনিবার সকাল এগারোটা পনেরোয় আবারো রিডকে ডেকে পাঠায়। কিন্তু ফোন করার সাথে সাথে রিড তার বাড়িতে উপস্থিত হতে না পারলেও, বিকাল চারটার সময় তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। রিড ওখানে গিয়ে তাকে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত এবং হতাশ অবস্থায় দেখতে পায়..."

BanglaBook.org

"আমার ধারণাও এরকমই," সংক্ষেপে জবাব দিলাম আমি। "মহিলাকে হতাশ হয়ে পাঁচটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে ওই অফিসারের জন্যে।"

"এই ক্ষেত্রে"—মেরিনো আমার মন্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলো। বরং রিপোর্টের প্রতিটা বাক্য সে একে একে পড়ে যেতে লাগলো—"মিস ম্যাডিসন একই কারণে রিডকে ডেকে পাঠায়। একইভাবে তাকে সকাল এগারোটার দিকে ফোনে উত্যক্ত করার চেষ্টা করে। টেলিফোনে তাকে বলা হয়, 'তুমি কি এখনো আমাকে মিস করছো? খুব দ্রুত, বেরাইল খুব দ্রুত আমাদের দেখা হবে। গত রাতে তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তোমাকে পেলাম না। তুমি কি হেয়ার ড্রেসারের কাছে গিয়েছিলে? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' এরকম পরিস্থিতিতে মিস ম্যাডিসন ক্ষেপে ওঠে। ফোনের লোকটাকে বিরক্ত না করারও অনুরোধ জানায়। তার পরিচয় এবং কেন এভাবে তাকে বিরক্ত করা হচ্ছে, তার কারণ জানতে চায়। কিন্তু ওই লোক তার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেয় নি এবং সাথে সাথে টেলিফোন রেখে দেয়। বেরাইল রিডকে জানায়, গতরাতে সত্যই সে বাইরে বেরিয়েছিলো, অর্থাৎ ওই লোকের বক্তব্য হুবহু মিলে যায়। পুলিশ অফিসার বেরাইলকে প্রশ্ন করে কোথায় সে গিয়েছিলো। এই প্রশ্ন শুনে তাকে বেশ বিব্রত মনে হয়। সংক্ষিপ্ত জবাবে শুধু সে জানায় যে, প্রয়োজনীয় কোনো কাজে তাকে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিলো।"

"মানসিক চাপ কমানোর জন্যে অফিসার রিড এ সময় তাকে কি বলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বাঁকা চোখে মেরিনো আমার দিকে তাকালো। "ওই অফিসার মিস ম্যাডিসনকে পরামর্শ দেয়, সে যেনো পাহারার জন্যে একটা কুকুর জোগাড় ক'রে আনে, অবশ্য এর জবাবে মহিলা জানায় তা সম্ভব নয়। কারণ, কুকুরের প্রতি তার এলার্জি আছে।"

ওয়েসলি একটা ফাইল ফোল্ডার খুললেন। "কে, তোমাদেরকে বিষয়টা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। আমাদের কাছে একটা বিষয় আলোর মতো পরিষ্কার যে, খুব জঘন্য একটা হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে রিডের প্রসঙ্গ আসছে সবার শেষে। খোলা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করার চেষ্টা করো। এই কমবয়সী মহিলা একা একাই থাকতো। স্বাভাবিকভাবে হয়তো তর ভেতর হিস্টেরিয়া আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো। তারপরও সে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে সে রিডের পেজার নাম্বারে পেইজ করেছে। রিডও তার দায়িত্ব খুব দ্রুতই পালন করার চেষ্টা করেছে, অন্তত যতোটা দ্রুত তার পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু যখনই তাকে কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে, তখনই জবাবগুলো সে এড়িয়ে গেছে। এই ব্যাপারে সে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে নি। কোনো অফিসারই যে ভবিষ্যৎবক্তা নয়, তা তো তুমি স্বীকার করবে।"

"যদি ওই জায়গায় আমি হতাম," মেরিনো রাজ্য জয় করার মতো করে বললো, "আমি বিষয়টাকে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করতাম। আমার সন্দেহ, এই মহিলা প্রচণ্ড একাকিত্বের ভেতর ছিলো। স্বাভাবিকভাবেই সে সকলের নজর কাড়তে চাইছিলো। এভাবে মনে হতে থাকে তার পেছনে কেউ লেগে আছে। অথবা এমনও হতে পারে ওই

BanglaBook.org

মহিলা কারও দ্বারা প্ররোচিত হয়েই এ ধরণের কাজ করছিলো। নাটকটা কীভাবে সাজাতে হবে, ওই লোকই সব সাজিয়ে দিয়েছে।"

"ঠিক," মেরিনোর কথায় মন্তব্য করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

"এমনো হতে পারে তার স্বামী কিংবা তার ছেলে-বন্ধু তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিলো। তুমি তেমনভাবেই চিন্তা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরাইলের ঠিকই মৃত্যু ঘটেছে।"

"সম্ভবত," তিক্ত কণ্ঠে বললো মেরিনো। "কিন্তু এটা যদি তার স্বামী হয়ে থাকে—কখনো না কখনো তার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতোই—এটা আমার নিশ্চিত ধারণা। আর তেমন হলে নিশ্চয়ই বিচার-বিবেচনা করে ব্যবস্থা করার দিতাম।"

"ওরা যে কাগজগুলো পাঠিয়েছে, তার মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যেতো না।" নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, আমি ক্ষেপে গিয়ে বললাম। এই এক বছরে আমি প্রায় আধ ডজন মহিলার ময়নাতদন্ত করি নি। এর পেছনে শুধু একটাই কারণ ছিলো—এদের প্রত্যেককেই তাদের স্বামী অথবা ছেলে-বন্ধুরা অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে, অথচ সময় থাকতে পুলিশ একটু সতর্ক হলেই কিন্তু এদের রক্ষা করা যেতো।

দীর্ঘক্ষণ নিরবতার পর আমি ওয়েসলিকে একটা প্রশ্ন করলাম। "তার ফোন লাইনে আঁড়িপাতা হয়েছিলো কি? এ বিষয়ে আমি কিন্তু কোনো তথ্য পাই নি।"

"সেটা পেলেও বোধহয় খুব একটা লাভ হতো না," তিনি জবাব দিলেন, ফোনে আঁড়িপাতা অথবা কোনো ট্র্যাপ করা কোনোটাই সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে ফোন কোম্পানি ফোন কলের দীর্ঘ তালিকা চেয়ে বসে। তাদের চাহিদা পূরণ করা শুধু কষ্টকরই নয়, মারাত্মক ঝামেলার কাজও বটে।"

"ওই মহিলা কোনো জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাতে পারে নি?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ওয়েসলি। "কে মিস ম্যাডিসন অনেক ফোন পেয়েছিলো। সংখ্যায় তা অনেক। এর ভেতর থেকেই কিছু কল ছিলো ও ধরণের। ভালোভাবে রেকর্ড করা না থাকলে, তোমার ট্র্যাপের কথা ভুলে যেতে হবে।"

"সবগুলো প্রমাণ দেখে মনে হয়," মেরিনো বললো। "বেরাইল সম্ভবত মাসে একটা অথবা দুটোর বেশি কল পায় নি। এবং আমি নিশ্চিত যে, ওগুলোর রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করে নি। অথবা, আমরা সেগুলো খুঁজে পাই নি। এমনও হতে পারে ঠিকভাবে সে রেকর্ড করতে পারে নি।"

"হায় ঈশ্বর।" আমি বিড়বিড় করলাম। "কেউ তোমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে, আর অন্য সবাইকে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে মহা-সম্মেলন ডাকতে বলা হচ্ছে।"

ওয়েসলি এ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করলেন না।

মেরিনো নাক টানার শব্দ করলো। "ডাক্তার সাহেব, এটাকে তুমি তোমার জায়গার সাথে তুলনা করতে পারো। এমন কোনো ওষুধ নেই যা দিয়ে রোগ সারানো যাবে। আমরা কোনো কাজের মানুষ নই হয়তো, কিন্তু পরিষ্কার করার কর্মী হিসেবে আমরা মোটেও ফেলনা নই। যতোক্ষণ পর্যন্ত না কিছু ঘটতে যাচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা

BanglaBook.org

কিছুই করতে পারি না—আবার এর পক্ষে বড়ো ধরণের যুক্তিও থাকতে হয়। মৃতদেহের কথাই ধরা যাক।"

"বেরাইলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণ ছিলো আশা করি," আমি জবাব দিলাম। "এই রিপোর্টটা দেখো। অফিসার রিড যা যা তাকে করতে বলেছিলো, তার সবই সে করেছিলো। তাকে বলা হয়েছিলো গাড়িটা গ্যারাজের ভেতর পার্ক ক'রে রাখার জন্যে। রিডের উপদেশ মাফিক সে সেটাই করেছিলো। এমনকি গাড়িটা রাখার জন্য অফিসও ব্যবহার করতে চেয়েছিলো। রিড তাকে বলেছিলো একটা অস্ত্র জোগাড় করতে, বেরাইল প্রায় সাথে সাথেই সেটা জোগাড় করেছিলো। খুনী তাকে দিয়ে ফোন করার সাথে সাথেই সে রিডকে ডেকে পাঠিয়েছিলো—একঘণ্টা পর কিংবা একদিন পর ফোন ক'রে জানায় নি।"

কি-ওয়েস্ট থেকে পাঠানো চিঠির ফটোকপিগুলো ওয়েসলি তার টেবিলের ওপর বিছিয়ে ধরলেন। ঘটনার সারসংক্ষেপ এবং রিপোর্টের কপিগুলোও তিনি এক জায়গায় করলেন। দেখলাম তার হাতের কাছেই পড়ে আছে পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা বেশ কিছু ছবি। এর কিছু মহিলার ঘরের ছবি, অন্যগুলো উপর তলায় পড়ে থাকা তার মৃতদেহের ছবি। জিনিসগুলো তিনি নিশ্চুপভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখলাম ধীরে ধীরে তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠছে। মুখভঙ্গিতেই তিনি বলে দিলেন, এখন কাজে নামার সময় হয়ে এসেছে। যুক্তি-তর্ক এতোক্ষণ যথেষ্ট দেখানো হয়েছে। পুলিশ কী করতে পারতো অথবা কী করতে পারবে না, তা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সামনে একটাই কাজ, খুনীকে বের করতে হবে।

"আমাকে যে বিষয়টা খোচাচ্ছে," নতুন ক'রে ওয়েসলি বলতে শুরু করলেন, "সেটা হলো এর ভেতর কি মেন্টাল ওরিয়েন্টেশনের কোনো বিষয় রয়েছে? ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, তাকে একের পর এক হুমকি প্রদানের ব্যাপারটা সাইকোপ্যাথিক মেন্টালিটির ব্যাপারও হতে পারে। কোনো এক ব্যক্তি তার পিছু লেগে আছে এবং মাসখানেক হলো তাকে খুন করার হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলো। এমন একজন মানুষ পেছনে লেগেছিলো, যে দূর থেকেই তার সমস্ত গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলো। প্রশ্নের অবকাশ থাকে না, বেরাইলকে এভাবে উত্যক্ত করতে পেরে ওই খুনী এক ধরণের আনন্দের স্বাদ অনুভব করছিলো—একে একধরণের ফ্যান্টাসিও বলা যেতে পারে। যদিও এটা ছিলো তার পূর্ব প্রস্তুতি। ওই খুনী সবকিছু খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলো। যখন বেরাইল হতাশ হয়ে শহর ছাড়ার প্রস্তুতি নেয়, খুনী ঠিক সেই মুহূর্তে তার জঘন্য কাজটা চরিতার্থ করে। সম্ভবত ওই লোকটার সন্দেহ হয়েছিলো বেরাইল চিরস্থায়ীভাবে শহর ছাড়ছে। ফলে খুনী আর অপেক্ষা করে নি, বেরাইল বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই হত্যা করে বসে।"

"বেরাইল অবশেষে লোকটাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো," মন্তব্য করলো মেরিনো।

ওয়েসলি মনোযোগ দিয়েই ছবিগুলো দেখছেন। "আমি প্রচুর ক্রোধের বর্হিপ্রকাশ দেখেছি, এই ক্রোধ একবারে আসে না, ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে। দেখে মনে হচ্ছে খুনীর এই ক্রোধ সরাসরি বেরাইলের ওপরই ছিলো। বিশেষত তার মুখ যেভাবে বিকৃত

BanglaBoi.org

ক'রে ফেলা হয়েছে, সবকিছু এটাই প্রমাণ করে।" তিনি তর্জনি দিয়ে একটা ছবির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি। সাধারণত যৌন বিকারগ্রস্থ খুনীরা কখনো শিকারের মুখ বিকৃত করে না। বেরাইল অসমাজিক স্বভাবের মহিলা ছিলেন। অর্থাৎ বলতে গেলে, খুনীর কাছে বেরাইলের মুখের কোনো মূল্য ছিলো না। খুনী মহিলার শরীরের যে স্পর্শকাতর অংশগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছে, তা হলো স্তন এবং গোপনাঙ্গ..." ওয়েসলি কথা থামিয়ে চারদিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিলেন। "বেরাইল হত্যাকাণ্ডের পরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তার মুখ কেটে বিকৃত ক'রে ফেলা, অতিরিক্ত ছুরিকাঘাত, এর থেকে মিলে যায় খুনী তার পরিচিত ছিলো, হয়তো খুব বেশিই পরিচিত। হয়তো কারও সাথে তার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিলো। বিষয়টা ওই ব্যক্তি সামনাসামনি প্রকাশ করে নি, কিন্তু দূর থেকে ঠিকই তার ওপর নজর রেখে আসছিলো। কিংবা ওর পেছনে আঠার মতো লেগে থাকার চেষ্টা করছিলো ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কোনোভাবেই এই খুনের সাথে মেলানো যাবে না। আমাদের ধরেই নিতে হবে অনাহুত কেউ একজনই তাকে হত্যা করেছে।"

পুরস্কার হিসেবে পাওয়া ওয়েসলির পয়েন্ট ৩৫৭ রিভলভারটা নিয়ে মেরিনো খেলা করলো খানিকক্ষণ। রিভলভারের নলটার দিকে তাকিয়ে সে বললো, "তুমি আমার মন্তব্য শুনতে চাও? আমার ধারণা খুনী ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভ করেছিলো। তুমি জানো, যদি কেউ ঈশ্বরের নিয়মানুসারে নিজেদের চালিত করে, তাকে ঈশ্বর কখনো হতাশ করেন না। বেরাইল শহরে থেকে গিয়ে নিয়ম ভঙ্গ করেছে। অন্যদিকে বাড়ির সামনে 'বিক্রয় হইবে' এই বিজ্ঞাপন টাঙ্গিয়েও বড় ধরণের ভুল করেছে। তামাশা নয়। তুমি নিয়ম ভঙ্গ করেছো, তার ফলাফলও লাভ করেছো।"

"আপনি ওই খুনীর চরিত্রকে কিভাবে চিত্রিত করবেন?" ওয়েসলিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সাদা চামড়ার, বয়স মধ্য বিশ থেকে মধ্য ত্রিশের মধ্যে। চটপটে স্বভাবের। সম্ভবত বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্য এবং পিতার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এমনো হতে পারে ছেলেবেলায় সে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো—দৈহিকভাবে মানসিকভাবে, অথবা উভয় ধরণের তবে এর অর্থ এমনও নয় যে, সে একা একা থাকতো। সম্ভবত সে বিবাহিতই ছিলো কারণ সমাজের সাথে কীভাবে তাল মিলিয়ে চলতে হয়, সেটা সে ভালোভাবেই জানতো। সে দ্বৈত জীবনধারায় নিজেকে পরিচালিত করতো। এই সুন্দর পৃথিবীকেও ভালোবেসেছে এরপর আবার অন্ধকার জগতে পা রেখেছে সে। নিঃসন্দেহে সে জঘন্য চরিত্রের মানুষ ছিলো।"

"উঃ," বিড়বিড় ক'রে বললো মেরিনো, "হাজার চেষ্টাতেও এর অর্ধেকটাও আমি বলতে পারতাম না।"

ওয়েসলি শ্রাগ করলেন। "হয়তো আমি শুধুই ফাঁকা গুলির আওয়াজ করছি বৎস। এই মুহূর্তে নির্ভুলভাবে আমি কিছুই গুছিয়ে আনতে পারি নি। সবকিছু হারিয়ে এখনো হয়তো সে বাড়িতেই বসে আছে, নিজেকে সাধু প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, প্রতিদিন তার প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসা করছে, অথবা হয়তো কোথাও সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।

BanglaBook.org

জঘন্য, হয়তো দেখা যাবে, ও ডাউনটাউনের কোনো নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। ওই প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত জানে যে, তার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। মানসিক দিক দিয়েও সে সম্পূর্ণ সুস্থ। মনে রাখতে হবে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। মনে রাখতে হবে, সে বেরাইলকে সবসময় রাতের বেলায় ফোন করেছে। একদিনই শুধু শনিবার দিনের বেলা ফোন করেছিলো। হিসেব করলে দেখা যাবে, ফোন করার সময় বেরাইল বাড়িতেই ছিলো। খুনী সে দিক থেকে ভাগ্যবান কিনা জানি না, তবে আমার মতে ওই ব্যক্তি নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে এবং তার উইকএ্যান্ড আছে।"

"যদি না সে কাজে থাকার সময় বেরাইলকে ফোন ক'রে থাকে," মেরিনো বললো।

"সে সম্ভাবনাও অবশ্য থাকতে পারে," ওয়েসলি তাকে সমর্থন জানালেন।

"তার বয়স কি রকম হতে পারে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আপনি নিশ্চয়ই মনে করছেন না তার বয়স আপনার চাইতেও বেশি হবে?"

"এমন ধারণা করাটা বোধহয় অস্বাভাবিকই হবে," ওয়েসলি বললেন। "কিন্তু সবকিছুই আবার সম্ভব।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে দেখলাম তখন সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি তাদের বেরাইল সম্পর্কে মার্ক যা যা বলেছিলো তার সবই খুলে বললাম—চুক্তি ভঙ্গ এবং ক্যারি হারপারের সাথে তার রহস্যময় সম্পর্কের কথা। যখন আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ওয়েসলি এবং মেরিনো উভয়েই আমার দিকে উৎসুক্য দৃষ্টিতে তাকালো। একটা বিষয়, শিকাগোর ওই ল-ইয়ারের মধ্যরাতে তাড়াহুড়ো ক'রে তার বাড়িতে যায়াটা নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অন্যদিকে আমি তাদের চিন্তার রেখাটাকে ভিন্নদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মেরিনো এবং ওয়েসলির চিন্তাকে মনে হয় না ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে পারলাম। তারা এখনো এই বিষয়টা নিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে যে, শুধুমাত্র যৌন নিগ্রহের কারণেই এই খুন সংঘটিত হয়েছে

"উইলিয়ামসবুর্গে আমার একজন ঘনিষ্ঠ পুলিশ বন্ধু আছে," মেরিনো মন্তব্য করলো। "ও আমাকে বলেছে, হারপার আসলেই গর্তে ঢুকে থাকা একজন মানুষ। একজন নির্জনবাসী সন্ন্যাসী। একটা রোলস্ রয়েস নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারো সাথে কোনো কথা বলে না। নদীর পাশে প্রাসাদের মতো এক বাড়ি। তার ভেতর কেউ কখনো ঢুকতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি। তাছাড়া ব্যাটার অতীত সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা যায় নি।"

"ওর বয়স খুব বেশি নয়," মেরিনোর কথার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করলাম। "পঞ্চাশের খানিক বেশি হবে ওর বয়স। কিন্তু হ্যা, নিজেকে গুটিয়ে রাখার স্বভাব আছে তার। আমি যতোটুকু জানি, বোনের সাথে ও থাকে।"

"ওগুলো অনেক আগের কথা," ওয়েসলি মন্তব্য করলেন। তাকে বেশ উত্তেজিতও মনে হলো। "কিন্তু বৎস, তোমরা এর পেছনে ছুটছো কেন? মনে হয় না এতে কোনো লাভ হবে। হারপার সম্ভবত ধারণা করেছিলো 'এম' অক্ষর দিয়ে সম্বোধন করা লোকটাকে তার সম্পর্কে হয়তো কিছু লিখে গেছে বেরাইল। নিশ্চিতভাবে 'এম' অক্ষরে

BanglaBook.org

ওই মানুষটা তার পরিচিত, হতে পারে সে তার বন্ধু অথবা প্রেমিক। কেউ একজন এর পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলো। যেখান থেকেই হোক আমাদেরও এর পরিচয় খুঁজে বের করতে হবে।"

মেরিনোর বিষয়টা পছন্দ হলো না। "আমি যতোটুকু শুনেছি ততোটুকুই জানি," ও বললো। "হারপার নিশ্চয়ই এ বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে আসবে না। আমিও তাকে কোনো রকম চাপ প্রয়োগ ক'রে কথা আদায় করতে পারবো না। আমার মনে হয় না হারপার বেরাইলের কোনো ক্ষতি করার কথা চিন্তা করেছে, এমনকি তার মোটিভ থাকলেও, সম্ভবত সে কাজটা করে নি। যদি করতেই চাইতো, তাহলে নয়-দশ মাস তার পেছনে লেগে থাকার কী প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া হারপারের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই বেরাইলের পরিচিত। ফোন করার পর নিঃসন্দেহে তার কণ্ঠস্বর চিনে ফেলার কথা বেরাইলের।"

"হারপার এ কাজে কাউকে নিয়োজিতও তো করতে পারে," ওয়েসলি বললেন।

"ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে, আমরা এক সপ্তাহ পরেই, তার মাথার পেছনে সুন্দর একটা গুলির চিহ্ন দেখতে পেতাম," মেরিনো মন্তব্য করলো। "বেশিরভাগ হিটম্যান শিকারের পেছনে ওভাবে থাকে না, ফোন ক'রে উত্যক্ত করে না, হত্যা করতে ছুরি ব্যবহার করে না, কিংবা শিকারকে ধর্ষণও করে না।"

"বেশিরভাগ হিটম্যান তা অবশ্য করে না," ওয়েসলি সমর্থন জানালেন। "কিন্তু আমরা এখনো নিশ্চিত নই, আদৌ তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিলো কিনা। কারণ, মৃতদেহে কোনো বীর্যের নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় নি।" ওয়েসলি আঁড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাকে সমর্থন জানালাম। "ব্যাটা হয়তো তখন দৈহিক ভাবে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু এটাও ভাবতে হবে, যেভাবে অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে এবং তার দেহ যেভাবে পড়ে থাকতে দেখা গেছে তাতে মনে হয় তাকে যৌন নিগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিলো। যদিও তা করা হয় নি। এর সবকিছু নির্ভর করছে, কাকে একাজে নিয়োজিত করা হয়েছিলো তার ওপর। অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য বা কি ছিলো। ধরা যাক, বেরাইলকে যদি গুলি ক'রে হত্যা করা হতো, তাহলে পুলিশ অবশ্যই হারপারের নামটাই প্রথমে চিন্তা করতো। কিন্তু তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একজন সেক্সুয়াল স্যাডিস্ট এবং সাইকোপ্যাথ কাজটা করেছে। এক্ষেত্রে হারপারের নাম কারও মনেই আসার কথা নয়।"

মেরিনো বুক কেসের দিকে মুখ ফেরালো। তার বাদামী চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। খুব ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত চোখ জোড়া ও আমার ওপরে নিবদ্ধ করলো। "বেরাইল যে বইটা লিখেছিলো, তার সম্পর্কে কি কিছু জানো?"

"আমি যেটা সম্পর্কে জানি, সেটা একটা আত্মজীবনী এবং সম্ভবত তা ছিলো হারপারের জন্যে এক ধরণের হুমকি স্বরূপ।" আমি বললাম।

"তাহলে কি-ওয়েস্টে বসে ও কি লিখছিলো?"

"আমিও সে বিষয় নিয়েই চিন্তা করছি। এ বিষয়ে এখনো আমি নিশ্চিত হতে পারি নি," আমি বললাম।

BanglaBook.org

মেরিনো একটু ইতস্তত করলো। "ভালো, আমার যদিও বলতে খারাপ লাগছে, তার বাড়ির ভেতর কিন্তু এ ধরণের কিছু খুঁজে পাই নি।"

মেরিনোর কথা শুনে ওয়েসলি একটু অবাক হলেন। "কিন্তু তার বেডরুমে পাওয়া পাণ্ডুলিপি?"

"ও, হ্যা।" মেরিনো তার সিগারেট নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। "আকস্মিকভাবে ওটা আমার হাতে এসেছে। আরেকটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সিভিল ওয়ার এবং রোমান্টিক বিষয় নিয়ে লেখা। নিশ্চিত যে, অন্য কোনো বিষয় এতে লেখা হয় নি।"

"এতে কোনো নাম অথবা তারিখের উল্লেখ ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না। এমন কিছু খুঁজে পাই নি যার কারণে ওটার পেছনে লেগে থাকা যায়।" মেরিনো তার হাতের তালুটা চোখের সামনে মেলে ধরে আঙুলগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো। "মার্জিনে অনেকগুলো নোট লেখা আছে। প্রায় দশ পৃষ্ঠা সে একটানা লিখে গেছে।"

"আমাদের উচিত হবে দ্বিতীয়বার তার সমস্ত কাগজপত্র এবং কম্পিউটার ডিস্ক পরীক্ষা ক'রে দেখা। দেখতে হবে, আদৌ সেখানে আত্মজীবনীর কোনো পাণ্ডুলিপি আছে কিনা," ওয়েসলি বললেন। "আমাদের আরো খুঁজে বের করতে হবে, তার সাহিত্য বিষয়ক এজেন্ট কারা অথবা এডিটর হিসেবে কে কাজ করছে। কি-ওয়েস্ট থেকে ফিরে আসার আগে নিশ্চয়ই সে কারও কাছে তার পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলো। আমাদের নিশ্চিত হতে ডাক মারফত কারও কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলো, নাকি সাথে করেই সেটা এনেছিলো। যদি সাথে ক'রে নিয়ে আসে, আর এখন তা গায়েব হয়ে যায়, তালে সেটা চিন্তারই বিষয়।"

ঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে ওয়েসলি তার চেয়ারটা পেছন দিকে ঠেলে সরালো। আকস্মিকভাবে ঘোষণা করলো, "পাঁচ মিনিটের ভেতর আমাকে আরেকজনের সাথে দেখা করতে হবে।" ওয়েসলি আমাদেরকে লবি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

মেরিনো কী চিন্তা করছে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার সাথে সাথে ও গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এলো।

"তোমার সবসময় চোখ খোলা রাখা উচিত।" অতীতে যেমন সে আমাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছে, আবারো সে নতুনভাবে তা করার চেষ্টা করলো। "অনেক মেয়ে আছে, ওই বিষয় নিয়ে কখনোই তারা চিন্তা করে না। আমি ওই মেয়েদের দেখেছি, একা একাই হেটে যাচ্ছে। ওদের মাথায় কখনো ওই ভুল ধারণা আসে না যে, ওদের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে অথবা তাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে। এবং যখন তুমি গাড়িতে চাপতে যাবে প্রথমেই চাবিটা বের করতে হবে, আর স্বাভাবিকভাবেই ওটার দিকে তাকাতে হবে। ঠিক কিনা? তুমি অবাক হবে, অনেক মেয়েই তা করে না। তুমি যদি একা একা গাড়ি চালাও এবং যদি কখনো মনে হয়, কেউ তোমাকে অনুসরণ করছে, তাহলে তুমি কি করবে?"

আমি তার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলাম না।

BanglaBook.org

"তোমার উচিত হবে কাছের কোনো ফায়ার স্টেশনে উপস্থিত হওয়া, ঠিক কিনা? কেন? কারণ সেখানে সবসময়ই কেউ না কেউ উপস্থিত থাকে। এমনকি বড়দিনের ছুটিতেও রাত দুটোর সময় কাউকে না কাউকে ওখানে পেয়ে যাবে তুমি। ওটাই হচ্ছে প্রথম নিরাপদ জায়গা, যেখানে তুমি সহজে নিজেকে লুকাতে পারবে।"

ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে গাড়ি দাঁড় করানোর পর চাবি নাড়াচাড়া করার সময় জিনিসটা আমার নজরে পড়লো উইপার রেডের নিচে সাদা আয়তাকার একটা কাগজ। বুঝলাম, নিজেকে তাহলে আমি এখনো মোটেও পাল্টাতে পারি নি? ঘোড়ার ডিম!

"ওরা সব জায়গাতেই আছে," মেরিনো আগের মতোই বকবক ক'রে যেতে লাগলো। "বাড়ি ফেরার সময় তুমি ওদের দেখতে পারো, অথবা কেনাকাটা করার সময়ও ওরা তোমার পিছু নিতে পারে।"

তীর্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আমি দ্রুত রাস্তাটা পেরিয়ে গেলাম।

"এই যে," এখন আমরা গাড়িতে চাপছিলাম তখন বলছিলো, "আমার সাথে কখনো মেজাজ দেখাতে যাবে না, বুঝলে? একদিক থেকে তুমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারো। এর কারণ, অনেকটা দেবদূতের মতো আমার মতো একজন সবসময় তোমার পাশে পাশে থেকে তোমাকে আগলে রেখেছি।"

পনেরো মিনিট আগেই মিটারের সময় ফুরিয়ে গেছে। উইন্ডশিল্ড থেকে পুলিশের দেয়া টিকেটটা ভাঁজ ক'রে ওর শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম।

"যখন তুমি হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবে," আমি বললাম, "দয়া ক'রে এটা একটু দেখবে।"

ও আমার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

প্রায় দশ ব্লক এগিয়ে একটা খালি জায়গা দেখে আমি গাড়ি দাঁড় করালাম। লাল রঙে 'মেডিক্যাল এক্সিমিনার' লেখা নেমপ্লেটটা আমার সরকারী গাড়িটায় আটকে দিলাম। ট্রাফিক পুলিশ সম্ভবত কোনো কিছু ভালোভাবে লক্ষ্য করে না। মাস কয়েক আগে ওদেরই একজন দিনে দুপুরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। অথচ আমি তখন ডাউনটাউনের একটা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত।

পাকা মেঝের ওপর দিয়ে দ্রুত পা ফেলে আমি একটা কাঁচের দরজার সামনে এসে দরজা ঠেলে প্রবেশ করলাম পাবলিক লাইব্রেরির মূল ভবনে। এখানে সবাই নিঃশব্দে পড়ায় ব্যস্ত। কাঠের টেবিলের স্তূপ হয়ে আছে একগাদা বই। এখানে ঢুকলে ছেলেবেলাতেও আমার একই রকম অনুভূতি হতো। বিশাল ঘরের অর্ধেকটা পেরিয়ে আমি মাইক্রোফিশে মেশিনটার কাছে গিয়ে পৌছে একে একে সমস্ত তালিকা খুঁজতে লাগলাম। বেরাইল ম্যাডিসনের বিভিন্ন ছদ্মনাম এবং বইয়ের নামের তালিকা খুঁজে বের করতে গিয়ে আমাকে গলদঘর্ম হতে হলো। এরপর খুঁজতে লাগলাম সাম্প্রতিক বই, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সিভিল ওয়ার নিয়ে লেখা বই এবং সেগুলোর প্রকাশকদের নামের তালিকা। খুঁজতে খুঁজতে এডিথ মন্টিগো নামটা নজরে এলো। বইটা প্রকাশ হয়েছে প্রায় বছর দেড়েক আগে। সম্ভবত সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য এবং মার্কের কথাই ঠিক। গত দশ বছরে বেরাইলের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ছয়টা। এর একটার নামও আমার জানা ছিলো না।

এরপর আমি সাময়িকীগুলো দেখতে লাগলাম। কিছুই পাওয়া গেলো না। বেরাইল শুধু বই-ই লিখেছে। এর বাইরে কোথাও সে কিছু লেখে নি। এমনকি সাময়িকীগুলোতে তার কোনো সাক্ষাৎকারও নেই। সংবাদপত্রের কাটিংগুলোকে বেশি নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে হয়। গত কয়েক বছরে রিচমন্ড টাইমস্ পত্রিকায় মাত্র গুটি কয়েক বুক রিভিউ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলোর সবই মূল্যহীন, কারণ এর সবগুলোই প্রকাশিত হয়েছে লেখকের ছদ্মনামে। বেরাইলের খুনী তার আসল নামটাই জানতো।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা আমার চোখের সামনে থাকা পর্দায় ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে লাগলো। "ম্যাবারলি," "ম্যাকন," এবং শেষ পর্যন্ত "ম্যাডিসন।" রিচমন্ড *টাইমস্* পত্রিকায় গত নভেম্বরে খুব ছোটো ক'রে একটা সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে :

BanglaBook.org

লেখকের স্মারক বক্তৃতা

ঔপন্যাসিক বেরাইল স্ট্র্যাটন ম্যাডিসন, মেইন এ্যান্ড এ্যাডামস্ স্ট্রিটে অবস্থিত জেফারসন হোটেলে বুধবার *ডটার অফ দ্য আমেরিকান রেভ্যুলেশন*-এর উপরে বক্তৃতা প্রদান করবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী লেখক ক্যারি হারপার। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ক্যারি

হারপার আমেরিকান রেভ্যুলেশন এবং সিভিল ওয়ার-এর ওপর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন। মিস বেরাইল ম্যাডিসনের স্মারক বক্তৃতার শিরোনাম—'সত্যনিষ্ঠ পথে পথ চলাই হচ্ছে জীবনের মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।'

বিক্ষিপ্ত সব তথ্য নাড়াচাড়া করে আমি তার বইয়ের দিকে মনোযোগ দিলাম। খুঁজে খুঁজে বের ক'রে আনলাম ওগুলো। অফিসে ফিরে আমি কাজগপত্র নিয়ে বসলাম। টেলিফোনটার দিকে একবারো মনোযোগ দেবার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। মনে মনে ভাবলাম, *এটা মোটেও তোমার ব্যাপার নয়।* আমি পুলিশের আইনী ব্যাপারগুলো নিয়ে বেশ ভালোমতোই সচেতন আছে।

হল রুম বরাবর এলিভেটরটা খুলে যেতেই নিরাপত্তাকর্মীরা এলিভেটর দিয়ে বিভিন্ন ফ্লোরে নেমে যেতে লাগলো। প্রতিদিন ওদের এখানে সাড়ে ছ'টার সময় আগমন ঘটে। মিসেস জে.আর ম্যাকটাইগু'র নামটা আমি ওই কাগজেই দেখতে পেয়েছি। মহিলা ওইদিন হোটেল রির্জাভেশনের দায়িত্বে ছিলেন। বুঝতে পারলাম তার সাথে সময় নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন। তাছাড়া সহজে যে ওই মহিলা জবাব দেবেন, সেটাও ধরে নেয়া যায় না। বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমি *ডটার অফ দ্য আমেরিকান রেভ্যুলেশন*-এর বাণিজ্যিক অফিস থেকে মিসেস জে.আর ম্যাকটাইগু'র টেলিফোন নাম্বার জোগাড় ক'রে ফেললাম।

দ্বিতীয়বার রিং বাজার সাথে সাথে অন্যপ্রান্ত থেকে রিসিভার তোলার শব্দ শুনতে পেলাম।

ক্ষণিকের বিরতি দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি মিসেস জে.আর ম্যাকটাইগু'র সাথে কথা বলছি?"

"কেন, হ্যা, আমিই মিসেস ম্যাকটাইগু।"

এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সরাসরি কিছু না বলে অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা বলার সময় এখন আর নেই। "মিসেস ম্যাকটাইগু, আমি ডাঃ স্কারপেট্টা..."

"ডাঃ কি?"

"স্কারপেট্টা," আমার নামটা পুণরায় বললাম। "আমি একজন মেডিকেল এক্সামিনার। বেরাইল ম্যাডিসনের মৃত্যু রহস্য নিয়ে আমি তদন্ত করছি..."

"ও, হ্যা হ্যা, আমি ওই বিষয়ে পড়েছি। ইস্! খুবই মিষ্টি মেয়ে ছিলো। যখন আমি সংবাদটা শুনলাম, কোনোভাবে বিশ্বাসী করতে পারছিলাম না যে, ও খুন হতে পারে।"

"আমি জানতে পারলাম, বেরাইল নভেম্বরে *ডটার অব দ্য আমেরিকান রেভ্যুলেশন*-এর এক সভায় অংশ নিয়েছিলেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ও আমাদের সভায় অংশ নিতে রাজি হওয়ায় আমরা রীতিমতো চমকে গিয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ ধরণের কোনো সভাতেই সে অংশ নিতে চাইতো না।"

BanglaBook.org

মিসেস ম্যাকটাইগু বয়স্ক মানুষের মতো শব্দ করলেন। ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছি, আমি ভুল পথে এগোচ্ছি। এরপর তিনি আমাকে আরেকটু অবাক করলেন।

"আপনি হয়তো জানেন, বেরাইল নিজের ইচ্ছেতেই ওই সভাতে অংশ নিয়েছিলো। আমার প্রাক্তন স্বামী লেখক ক্যারি হারপারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি নিশ্চিত ওর কাছ থেকে অনেক তথ্য জোগাড় করতে পারবেন। আমার চাইতে জো ওর সম্পর্কে অনেক বেশি কিছু জানে। বেরাইলের বই আমার সবসময় পছন্দের তালিকায় ছিলো।"

"গার্ডেন্স-এ।"

চেম্বারলাইনস গার্ডেন্স একটা রিটায়ারমেন্ট হোম। এটা ডাউনটাউনের কাছেই অবস্থিত। আমার কর্মজীবনের এটাও একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা। গত কয়েক বছরে আমাকে এরকম বিভিন্ন তদন্তে গার্ডেন্স সহ বছরের প্রায় প্রত্যেকটা রিটায়ারমেন্ট কমিউনিটি অথবা নার্সিং হোমে যেতে হয়েছে।

"বাড়ি ফেরার পথে আপনার ওখানে মিনিট কয়েকের জন্যে যেতে পারলে খুব খুশি হতাম," আমি বললাম। "তা কি সম্ভব?"

"আমিও তাই ভাবছিলাম, কেন নয়, অবশ্যই আসবেন। আমার মনে হয় সেটাই ভালো হবে। কি যেনো নাম বললেন?"

আমি শান্ত কণ্ঠে নিজের নামটা পুণরায় বললাম।

"আমার অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার ৩৭৮। এভিলেটর দিয়ে সোজা তিন তলায় উঠে লবি পর্যন্ত আসলেই হবে।"

মিসেস ম্যাকটাইগু কোথায় থাকেন সেটা জানার পর থেকেই আমি তার সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা ক'রে নিয়েছি। চেম্বারলাইন গার্ডেন্স-এ জড়ো হয়েছে এমন সব বয়স্ক মানুষেরা, যাদের বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নেই। অ্যাপার্টমেন্টের জন্যে যে জামানত দিতে হয়, তা মাত্রাতিরিক্ত। তাছাড়া প্রতি মাসের ফি এতো বেশি যে, অনেককে জিনিসপত্র বন্ধক রেখে তা পরিশোধ করতে হয়। থাকার ব্যবস্থা যেমনই হোক, নকল সোনা রঙে রাঙানো খাঁচা ছাড়া আর একে কিছুই বলা যাবে না। এটা কতো সুন্দর, সেটা বড় কথা নয়, সহজে এখানে কেউ আসতে চায় না, সেটাই বড় কথা।

ডাউনটাউনের পশ্চিম দিক ঘেঁষে, আধুনিক ইটে গাঁথা বহুতল এক ভবন। কেউ এটাকে আবাসিক হোটেল বলে ভাবতে পারে, আবার কেউ হাসপাতাল ভাবলেও ভুল করবে না। ভিজিটর স্পটে গাড়ি পার্ক করে আলোকিত পোর্টিকার দিকে এগিয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম ওটাই ভেতরে প্রবেশের প্রধানপথ। উইলিয়ামসবুর্গের রিপ্রোডাকশন দিয়ে লবিটা চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। বিশালাকৃতির সব ক্রিস্টাল ফুলদানীতে সিল্ক কাপড়ে তৈরি কৃত্রিম ফুল সাজানো। সমস্ত দেয়াল প্রাচ্যদেশীয় কার্পেটে মোড়ানো। উঁচু সিলিং থেকে ঝুলে আছে চমৎকার সব ঝাড়বাতি। একজন বৃদ্ধ সোফায় ব'সে চোখ বন্ধ করে আছে, হাতে একটা বেতের লাঠি।

BanglaBook.org

চোখেমুখে একরাশ হতাশা নিয়ে টবে লাগানো গাছের সামনে ফ্রন্ট ডেস্কে ব'সে আছে একজন কমবয়সী লোক। এলিভেটরের ঢোকার সময়ও সে আমার দিকে নজর দিলো না। এলিভেটরের দরজা আপনাআপনি খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেলো। একা একাই আমি তিনতলা পর্যন্ত উঠে এলাম। এলিভেটর থেকে বেরুতেই নজরে পড়লো বুলেটিন বোর্ডের ওপর। বোর্ডে বিভিন্ন নোটিশ আটকানো—স্থানীয় জাদুঘরে ভ্রমণ প্যাকেজ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন, গাছ লাগানোর পক্ষে উৎসাহ প্রদান, স্থানীয় ইহুদি কমিউনিটির জন্যে সাহায্যের আবেদন ইত্যাদি। এর বেশিরভাগই অনেক আগের বিজ্ঞাপন। রিটায়ারমেন্ট হোমস্-এর পাশেই স্বতন্ত্র সমাধিক্ষেত্র—চমৎকার সব নামও রাখা হয়েছে—সানিল্যান্ড, সেলটারিং পাইন, অথবা চেম্বারলাইন গার্ডেনস। রিটায়ারমেন্ট হোম আমাকে সবসময় বেশ বিচলিত ক'রে তোলে। আমি ঠিক জানি না আমার মায়ের বয়স যখন আরও বেশি হবে, তখন আমি কী করবো। শেষবার যখন তার সাথে কথা বলেছিলাম, বুঝতে পারছিলাম তিনি একাকিত্বে ভুগছেন।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে একটু বাম দিকে মোড় নিতেই নিতেই মিসেস ম্যাকটাইগুর অ্যাপার্টমেন্ট। দরজায় নক্ করতেই দ্রুত সাড়া পেলাম ঘরের ভেতর থেকে। মহিলার ঢেউ খেলানো চুল শক্ত ক'রে বাঁধা। আসল রঙ পাল্টে এখন হলদেটে হয়ে গেছে, অনেকটা পুরাতন কাগজের মতো। মুখের কোমল চামড়ায় এখন রুক্ষতার ছাপ। মহিলার পরনে অতিরিক্ত বড় আকারের একটা কার্ডিগান সোয়েটার। ঘরে প্রবেশ করতেই ফুলের গন্ধ পেলাম। নিশ্চয়ই কোনো পারফিউমের গন্ধ, সাথে বেক্ করা পনিরের গন্ধ।

"আমি কে স্কারপেট্টা," আমি বললাম।

"আরে, আপনি আসাতে খুব ভালো হয়েছে," মহিলা আমার হাতটা হালকা ভাবে ধরে বললেন। "কি খাবেন বলেন, চা নাকি কোনো হার্ড ড্রিংকস্? আমার কাছে যা আছে, নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে। আমি পোর্ট পান করছিলাম।"

কথাগুলো বলতে বলতে মহিলা আমাকে লিভিংরুমে নিয়ে গেলেন। একটা উইং চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন তিনি। টেলিভিশন বন্ধ ক'রে দিয়ে অন্য একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলেন। ঘরের খালি অংশের সমস্তটা জুড়ে কার্পেট পাতা। আর তা বাদে মেঝেগুলো কাঠের ফার্নিচার, চেয়ার, গোল টেবিল, একটা এন্টিক টেবিল, গাদা করে বই সাজানো বুক কেস, কোণার কাপবোর্ড ভর্তি হয়ে আছে চায়নার তৈজসপত্রে। দেয়ালের সামান্য যে অংশগুলো খালি রয়েছে, তাতে ম্লান কিছু অয়েল-পেইনটিং ঝোলানো।

মিসেস ম্যাকটাইগু খানিক বাদেই একটা ছোটো রুপার ট্রে নিয়ে ফিরে এলেন। ট্রে'র ওপর সাজানো পোর্ট ভর্তি সুদৃশ্য ওয়াটারফোর্ড কাঁচের বোতল, বোতলের সাথে সামঞ্জস্য দুটো পান পাত্র এবং প্লেটের ওপর সাজানো হোমমেইড চিজ্ বিস্কুট। আমাদের পানপাত্র দুটো ভর্তি করে মিসেস ম্যাকটাইগু বিস্কুটের প্লেটে এবং সাদা ন্যাপকিন এগিয়ে দিলেন। ন্যাপকিন পুরাতন হলেও যত্ন ক'রে ইস্ত্রি করা। আমাদের ভেতর আলাপ শুরু হতে খানিকক্ষণ লাগলো। মহিলা এগিয়ে গিয়ে সোফার একটা

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট স্থানে বসলেন। বুঝলাম মহিলা বেশিরভাগ সময় ওই নির্দিষ্ট স্থানটাতেই বসেন। বসে বসে বই পড়েন অথবা টেলিভিশন দেখেন। সহজেই অনুমান করতে পারলাম মিসেস ম্যাকটাইগু আমাকে পেয়ে বেশ খুশি হয়েছেন। ভাবলাম, হয়তো কেউই তার সাথে দেখা করতে আসে না।

"আগেই বলেছি, আমি একজন মেডিকেল এক্সামিনার। বেরাইল ম্যাডিসনের কেসটা নিয়ে আমি কাজ করছি," আমি বললাম। "তদন্ত করতে গিয়ে আমরা তার সম্পর্কে খুব সামান্যই জানতে পেরেছি। অন্যরাও তার সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দিতে পারে নি।"

মিসেস ম্যাকটাইগু তার পোর্ট-এর গ্লাসে চুমুক দিলেন। কিন্তু তাকে একেবারেই নির্লিপ্ত মনে হলো। আমি আসলে খুব দ্রুত প্রসঙ্গটার গভীরে ঢুকে পড়েছি। মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই তৈল মর্দন করা পছন্দ করে। বিস্কুটগুলো খুব মুচমুচে এবং মজার কথাগুলো বলে ইচ্ছে করলেই মহিলার মন জয় করতে পারতাম। মন্তব্যটা অবশ্য করেও ফেললাম।

"তাই? ধন্যবাদ আপনাকে," মহিলা হেসে বললেন। "ইচ্ছে মতো খান। আমার কাছে যথেষ্ট আছে।"

"মিসেস ম্যাকটাইগু," আমি আবারো প্রসঙ্গটার অবতারণা করতে চাইলাম, "আপনাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর আগে কখনো কি বেরাইল ম্যাডিসনের সাথে আপনার কোনো আলাপ হয়েছিলো?"

"ও, হ্যা," মহিলা জবাব দিলেন। "পরোক্ষভাবে তো পরিচয় ছিলোই। এর কারণ, বছর খানেক ধরে আমি তার বইয়ের ভক্ত হয়ে উঠেছি। বিশেষত ঐতিহাসিক উপন্যাস আমার বিশেষ প্রিয়।"

"এ ধরণের কয়টা উপন্যাস বেরাইল লিখেছিলেন, আপনার ধারণা আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "তার বইগুলো ছদ্মনামে লেখা হয়েছিলো। বুক জ্যাকেট অথবা লেখকের ভূমিকায় কোথাও আসল নামের উল্লেখ পাওয়া যায় নি।" আমি কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট এ কারণে যে, লাইব্রেরি থেকে আমি তার বেশ কিছু বই জোগাড় করতে পেরেছি।

"খুবই সত্য কথা। মনে হয় খুব কম লোকই আছে যারা তার সত্যিকারের পরিচয় জানে। আমার কথা অবশ্য আলাদা। কিছুটা হলেও আমি তার সম্পর্কে জানি, অবশ্য তা সম্ভব হয়েছে জো'র কারণে।

"আপনার স্বামী?"

"আমার স্বামী এবং মিঃ হারপারের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। ও হারপারের ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছিলো। এভাবেই দু'জনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।"

"আপনার স্বামী কি ধরণের ব্যবসা করতেন?" আমি প্রশ্নটা করলাম এ কারণে যে, বোধহয় মহিলা ভুলে গেছেন এ তথ্যটা তিনি ইতিমধ্যে আমাকে বেশ কয়েক বার বলে ফেলেছেন।

BanglaBook.org

"কনস্ট্রাকশন ব্যবসা। যখন মিঃ হারপার কাটলার গ্রুভের বাড়িটা কেনেন, তখন ওটার অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। প্রচুর সংস্কার করতে হয়েছিলো ওটার। টানা দু'বছর আমার স্বামী ওই সংস্কার কাজ দেখাশুনা করেছিলো।"

আমি সম্ভবত সঠিক পথ ধরেই এগোচ্ছি। ম্যাকটাইগু কনট্রাক্টর এবং ম্যাকটাইগু লুমবার কোম্পানি রিচমন্ডের সবচেয়ে বড় এবং প্রতিষ্ঠিত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান।

"তাও এগুলো পনেরো বছর আগেকার কথা," মিসেস ম্যাকটাইগু পূর্বের সূত্র ধরে বলতে লাগলেন। "জো যখন গ্রুভ-এর কাজ দেখাশুনা করছিলো তখনই বেরাইলের সাথে প্রথম পরিচয় ঘটে। ও মিঃ হারপারের সাথে মাঝে মাঝেই কাজের স্থানে আসতো। পরবর্তীতে মিঃ হারপারের বাড়িতেই তার স্থান হয়।" মহিলা একটু থামলেন। "আমার মনে আছে, জো একবার আমাকে বলেছিলো, মিঃ হারপার খুব সুন্দরী কমবয়সী একটা মেয়েকে পেয়েছে। সম্ভবত তিনি মেয়েটাকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চান। মেয়েটার নাকি লেখিকা হিসেবে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়েটা সম্ভবত পিতৃ-মাতৃহীন ছিলো। অথবা এ ধরনে কোনো দুঃখজনক ঘটনা জড়িয়ে ছিলো তার জীবনের সাথে। এর সবকিছু নিঃসন্দেহে গোপনই ছিলো।" গ্লাসটা সাবধানে নামিয়ে রেখে মিসেস ম্যাকটাইগু তার সেক্রেটারি টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের ড্রয়াল খুলে তিনি ক্রিম রঙের একটা লিগ্যাল সাইজের এনভেলোপ বের ক'রে আনলেন।

"এই যে এখানে," কম্পিত হাতে এনভেলোপটা আমার দিকে এগিয়ে বললেন, "আমার কাছে ওদের এই একটাই ছবি আছে।"

এনভালাপের ভেতর সাদা কাগজে মোড়ানো ওভার-এক্সপোজ সাদা-কালো একটা ছবি ফোল্ডারের ভেতর সুন্দরভাবে আটকানো। ছবিতে দু'জন লোকের সাথে সোনালী চুলের টিনএজ একজন মেয়ে দাঁড়ানো। মেয়েটা বাইরে ছবি তোলার উপযোগী করেই নিজেকে সাজিয়েছে। উজ্জ্বল রোদের নিচে একজন আরেকজনের খুব কাছ ঘেঁষে তিনজন দাঁড়িয়ে আছে ছবিতে।

"এটা জো," মেয়েটার বাম দিকে দাঁড়ানো একজন লোকের ওপর টোকা দিয়ে মিসেস ম্যাকটাইগু চিনিয়ে দিলেন তার স্বামীকে। কমবয়সী বেরাইলের ছবি আমি এই প্রথম দেখলাম। জো জামার হাতাটা গুটিয়ে কঁনুই পর্যন্ত উঠিয়ে রেখেছেন। ফলে তার পুরুষ বাহু বেরিয়ে এসেছে। মাথায় একটা টুপি থাকায় চোখের ওপরের বেশ খানিকটা অংশ ঢাকা পড়ে গেছে। বেরাইলের ডান পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহের ভদ্রলোক। সাদা কালো ছবিতেও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের মাথার সমস্ত চুলই পাকা। মিসেস ম্যাকটাইগু এবারো আমাকে চিনিয়ে দিলেন, চুল পাকা ভদ্রলোকই হচ্ছেন ক্যারি হারপার।

"নদীর পাশে ছবিটা তোলা হয়েছিলো," মহিলা বললেন, "জো যখন ওখানে কাজ করছিলো, তখনকার তোলা ছবি। মিঃ হারপারের তখনই চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিলো। আশা করি বিষয়টা আপনি জানেন। যখন তিনি *দ্য জ্যাগড় কর্নার* লিখতে

BanglaBook.org

শুরু করেন তখন থেকেই তার চুলে পাক ধরা শুরু হয়। অথচ বিশ্বাস করবেন না, তখন তার বয়স মাত্র ত্রিশ বছরও পূর্ণ হয় নি।"

"এই ছবিটা কি কাটলার গ্রুভে তোলা হয়েছিলো?"

"হ্যা, কাটলার গ্রুভেই ছবিটা তোলা হয়েছিলো," তিনি উত্তর দিলেন।

আমি বেরাইলের চেহারার স্বাতন্ত্র্য খোঁজার চেষ্টা করলাম। কমবয়সী হলেও চেহারার ভেতর সুস্পষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ। তবে চেহারার ভেতর ফুঁটে ওঠা হতাশাও কোনোভাবে সে ঢাকতে পারে নি। যে সব শিশুদের ওপর নির্মম ব্যবহার করা হয়েছে অথবা কমবয়সে পরিবারের কাছ থেকে পরিত্যাক্ত হয়েছে এমন অনেকের চেহারায় এই ছাপ লক্ষ্য করেছি।

"বেরাইল তখন একেবারে বাচ্চা মেয়ে," মিসেস ম্যাকটাইগু বললেন।

"আমার ধারণা বয়স ষোলো হবে, খুব বেশি হলে সতেরোও হতে পারে, আপনি কি বলেন?"

"ঠিকই বলেছেন, আপনার ধারণা একেবারে নির্ভুল। জিনিসগুলো এনভেলোপের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে দেখে তিনি বললেন, "জো'র মৃত্যুর পর আর এগুলো খুলে দেখি নি। আমার ধারণা তার কোনো কর্মী এগুলো তুলেছিলো।"

তিনি ড্রয়ারের ভেতর এনভেলোপটা আবার ঢুকিয়ে রাখলেন। ফিরে এসে তিনি সোফার সেই একই স্থানে বসলেন। "আমার মনে হয় মিঃ হারপারের সাথে জো এভাবেই যুক্ত হয়েছিলেন। অন্য সবাই যখন বিভিন্ন ব্যবসার পেছনে ছুটছে, তখন জো একই ব্যবসা আঁকড়ে ধরেছিলো। এর ভেতর আরো হয়তো কিছু ছিলো, জো আমাকে যা মোটেও বলে নি।" দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তিনি ম্লানভাবে হাসলেন।

"অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক, বেরাইলের বই যখন প্রকাশ হচ্ছিলো, তখন কি মিঃ হারপার আপনার স্বামীকে ওই প্রসঙ্গে কিছু বলেছিলেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মিসেস ম্যাকটাইগু আমার দিকে মনোযোগ ফেরালেন। "আপনি জানেন হয়তো, এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানি না। তাছাড়া জো এগুলো কীভাবে জেনেছিলো সে সম্পর্কেও কিছু বলে নি, ডাঃ স্কারপেট্টা খুব সুন্দর নাম আপনার। স্প্যানিশ?"

"ইতালীয়।"

"ওহ্, তাহলে তো আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আপনি খুব ভালো রান্না করতে পারেন।"

"আপনি খুব মজা ক'রে কথা বলেন," পোর্ট-এর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললাম।

"সুতরাং ধরে নিতে পারি, মিঃ হারপার আপনার স্বামীকে বেরাইলের বই সম্পর্কে কিছু একটা বলেছিলেন।"

"ওহ্," তিনি ভুরু কুঁচকালেন। "আপনি ওই ব্যাপারটাতে খুব বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছেন। এটা নিয়ে আমি অবশ্য কখনো মাথা ঘামাই নি। কিন্তু মিঃ হারপার নিশ্চয়ই তাকে কিছু বিষয়ে জানিয়েছিলেন। আমি ঠিক জানি না, সে কতোটুকু জেনেছিলো।

BanglaBook.org

তবে কিছু না কিছু জানতে পেরেছিলো। যখন তার *ফ্ল্যাগ অফ অনার* প্রকাশিত হয়, বড়দিন উপলক্ষে তিনি এর একটা সৌজন্য কপি উপহার দিয়েছিলেন।"

উনি আবারো উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকটা বইয়ের আলমিরা হাতড়ে মোটা একটা বই বের ক'রে আনলেন আমার কাছে। "এটাতে অটোগ্রাফ দেয়া আছে।" বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে তিনি বললেন।

আমি বইটা খুলে দেখতে পেলাম স্বাক্ষরটা দেয়া আছে, দশ বছর আগে ডিসেম্বর মাসের। স্বাক্ষরে বেরাইল এমিলি স্ট্র্যাটন নামটা উল্লেখ করেছেন।

"তার প্রথম বই," আমি বললাম।

"সম্ভবত পাঁচটা বইতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।" মিসেস ম্যাকটাইগুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আমার বিশ্বাস জো এটা মিঃ হারপারের মাধ্যমে পেয়েছিলো। অবশ্যই, তাছাড়া এটা পাওয়ার তার আর অন্যকোনো উপায় ছিলো না।"

"তার স্বাক্ষর করা আর কোনো বই কি আপনার কাছে আছে?"

"তেমন কোনো বই আমার কাছে আর নেই। বর্তমানে ওর সবগুলো বই-ই আমার কাছে আছে। প্রত্যেকটাই আমি পড়েছি। এমনকি বেশির ভাগ বই দু-তিন বারও পড়েছি।" তিনি একটু ইতস্তত করলেন, তার চোখজোড়া বড় হয়ে উঠলো। "সংবাদপত্রে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবেই কি তার মৃত্যু ঘটেছে?"

"হ্যা।" আমি সমস্ত সত্য আর তার সামনে প্রকাশ করলাম না। সংবাপদত্রে যেভাবে খবরটা এসেছে তার চাইতে অনেক অনেক নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

মহিলা আরেকটা চিজ বিস্কুট নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। আর দেখলাম তার দু'চোখ পানিতে ভরে উঠেছে।

"গত নভেম্বরের সম্মেলন সম্পর্কে কিছু কি বলবেন?" আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। "মিসেস ম্যাকটাইগু, প্রায় বছরখানেক আগে, আপনাদের অনুষ্ঠানে উনি বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। এটা ছিলো *ডটার অফ দ্য আমেরিকান রেভ্যুলেশন*-এর অনুষ্ঠান, তাই না?"

"ওটা ছিলো আমাদের লেখকদের বাৎসরিক ভোজসভা। বছরে একবার স্বনামধন্য কোনো লেখককে আমন্ত্রণ জানাতাম। কমিটির প্রধান হিসেবে এর আয়োজনের দায়িত্ব আমার ওপরই এসে পড়েছিলো। সমস্ত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রধান বক্তা নির্বাচনের দায়িত্বও আমাকে দেয়া হয়েছিলো। প্রথম থেকেই আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলাম বেরাইলকে আমন্ত্রণ জানাবো। কিন্তু শুরুতেই আমাকে হোঁচট খেতে হলো। তাকে কীভাবে খুঁজে বের করা যায়, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। তার তালিকাভুক্ত কোনো টেলিফোন নাম্বার ছিলো না, এমনকি তিনি কোথায় থাকেন, সে সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা ছিলো না—রিচমন্ডের ঠিক কোথায় তিনি থাকেন, তার কিছুই জানতাম না। শেষ পর্যন্ত আমি জো'র সাহায্য চাইলাম, এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে।" মিসেস ম্যাকটাইগু একটু ইতস্তত করলেন, হাসলেনও। "মনে মনে ঠিক ক'রে

BanglaBook.org

নিলাম, এ বিষয়ে আমাকে নিজে নিজেই এগুতে হবে। জো জানালো, সে নাকি খুবই ব্যস্ত, তেমনভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। এরপরও, ও এক রাতে মিঃ হারপারকে ফোন ক'রে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করার অনুরোধ জানালো। অপ্রত্যাশিতভাবে পরদিন সকালে আমার টেলিফোন বেজে উঠলো। এই চমক আমি জীবনেও ভুলবো না। কেন? কারণ ফোনে যখন সে তার পরিচয় দিলো, আমি ক্ষণিকের জন্যে কথা বলতেও ভুলে গেলাম।"

বেরাইলের টেলিফোন। আমার মনে হয় তার টেলিফোন নাম্বারটা তালিকাভুক্ত ছিলো না। অফিসার রিড তদন্তের সময় এই তথ্যটা মোটেও উল্লেখ করে নি। মেরিনো কি বিষয়টা জানে?

"বেরাইল আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, সন্তুষ্টচিত্তেই গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি গুটিয়ে কয়েক সাধারণ প্রশ্ন করলেন," মিসেস ম্যাকটাইগু বললেন। "উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অনুষ্ঠানে কতোজন উপস্থিত থাকতে পারেন। আমি তাকে জানলাম যে, দুই-তিনশ' জন উপস্থিত থাকতে পারেন। অনুষ্ঠানের সময়, কতোক্ষণ তাকে উপস্থিত থাকতে হবে—এধরণেরই সব প্রশ্ন করলেন আমাকে। তাকে আমার বেশ উৎফুল্ল মনে হয়েছিলো। তবে অতিরিক্ত কথা তিনি একটাও বলেন নি। বিষয়টা একটু অস্বাভাবিকই বটে। বেরাইল সাথে করে তার একটা বইও আনেন নি। লেখকরা সবসময় সাথে ক'রে বই আনতে চান। পরবর্তীতে সেগুলো তারা বিক্রি ক'রে অটোগ্রাফ দেয়। বেরাইল, এ বিষয়ে জানান যে, তার নাকি এ ধরণের কোনো অভ্যেস নেই। এমনকি তিনি অনুষ্ঠানে অংশ নেবার পরও কোনো সম্মানী গ্রহণ করেন নি। সচরাচর এমন ঘটতে দেখা যায় না। আমার ধারণায় বেরাইল অত্যন্ত মিষ্টি এবং মার্জিত মহিলা ছিলেন।"

"আপনার গ্রুপের সবাই-ই কি মহিলা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মহিলা কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। "আমার যতোদুর মনে পাড়ে, কিছু সদস্য তাদের স্বামীদের সাথে ক'রে এনেছিলেন। কিন্তু তাছাড়া আর যারা ছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই মহিলা। সবসময় আমাদের এমনই ঘটে।"

আমি বিষয়টাকে অন্যভাবেও চিন্তা করতে চাইলাম। ওই নভেম্বরের সভায় বেরাইলের খুনী উপস্থিত থাকলেও থাকতে পারে।

"আপনি যেমন আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন, মাঝে মাঝেই কি তিনি তেমন আমন্ত্রণ রক্ষা করতেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আরে না," দ্রুত জবাব দিলেন মিসেস ম্যাকটাইগু।" আমি যতোটুকু জানি, এখানকার কোনো অনুষ্ঠানেই তিনি যোগ দেন নি। অনেকের ভাষ্যে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়াটাই ছিলো নাকি প্রথম। তাকে আমার কাছে খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা ব'লে মনে হয়েছে। হয়তো নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। মানুষের নজর কাড়ার জন্য নয়, বরং নিজের মনের আনন্দেই তিনি লিখতেন। ছদ্মনামে লেখার ব্যাপারেও বেরাইল একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে সাধারণ জনগণের

BanglaBook.org

অভিব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা পেতে চেয়েছিলেন তিনি। আমি নিশ্চিত, জো যদি মিঃ হারপারকে অনুরোধ ক'রে ব্যবস্থা না করতো, তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত হতেন না।"

"এর এক ধরণের অর্থ দাঁড়ায়, মিঃ হারপারের জন্যে তিনি সবকিছুই করতে পারতেন," আমি মন্তব্য করলাম।

"কেন নয়? আমার তো ধারণা আপনার কথাই ঠিক।"

"তার সাথে কি কখনো আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো?"

"হ্যা।"

"তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম?"

"আমার ধারণা তিনি একটু লাজুক প্রকৃতির," তিনি বললেন। "কিন্তু কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে, তিনি একজন অসুখী মানুষ, সকলের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই তিনি নিজেকে পছন্দ করতেন। আরও বললে, মানুষের সামনে কখনোই তিনি বিশেষভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন নি।" তিনি আবারো উঠে দাঁড়ালেন। তার চোখের ঔজ্জ্বল্য আবার হারিয়ে যেতে দেখলাম। "হঠাৎ করেই আমার স্বামী তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে।"

"শেষবার আপনি মিঃ হারপারকে কবে দেখেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"জো আমাকে ছেড়ে চলে যায় গত বসন্তে।"

"আপনার স্বামী মারা যাওয়ার পর আর মিঃ হারপারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে নি?"

তিনি মাথা নাড়লেন এবং খানিকক্ষণের জন্যে আমাকে চিন্তা করার সুযোগ দিলেন। আমি চিন্তা করতে লাগলাম মিঃ ক্যারি হারপার এবং মিঃ ম্যাকটাইগুর ভেতর সম্পর্কের অবনতির পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। ব্যবসা নিয়ে জটিলতা? নাকি মিঃ ম্যাকটাইগুর ওপর মিঃ হারপারের আধিপত্য। যার প্রেক্ষিতে মিঃ ম্যাকটাইগুর মনে হতে পারে তার স্ত্রীকে মিঃ হারপার ভালোবেসে ফেলেছেন? এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, হারপার নিঃসন্দেহে রুক্ষ্ম এবং অভদ্র স্বভাবের একজন মানুষ।

"আমি যতোটুকু শুনেছি, তার একজন বোন ছিলেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মিসেস ম্যাটটাইগু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে নামতে লাগলো।

টেবিলের এক কোণায় গ্লাসটা রেখে নোটবুকটা বের করলাম আমি।

উনি দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলেন।

অতি সাবধানে প্রসঙ্গটার অবতারণা করলাম। "মেরোইল কখনো আপনাকে কিংবা আপনার স্বামীকে কি কোনো চিঠি লিখেছিলেন?"

উনি মাথা নাড়লেন।

তার অন্যকোনো বন্ধুর কথা কি আপনার জানা আছে? আপনার স্বামী কি কখনো এমন কারো নাম উল্লেখ করেছিলেন?"

এবারো তিনি মাথা নাড়লেন।

BanglaBook.org

"যেমন ধরুন 'এম' নামের একজনকে উদ্দেশ্য ক'রে চিঠি লিখেছিলেন। এই আদ্যক্ষর 'এম' কে হতে পারে, ধারণা আছে?"

মিসেস ম্যাকটাইগু ম্লানমুখে হলওয়ে ধরে এগিয়ে গিয়ে দরজার ওপর হাত রাখলেন। যখন তিনি আমার দিকে তাকালেন, দেখলাম তার চোখের সেই দীপ্তি আর নেই। 'পি' এবং 'এ' আদ্যক্ষরের দুটো উপন্যাস আছে। আমার যতোটুকু ধারণা ইউনিয়ন স্পাইস্-এর ওপর। হায় ঈশ্বর, আমি ভাবতেও পারছি না, আমার ওভেন বন্ধ করা হয় নি।" মহিলা জ্বলে উঠলেন যেনো। মনে হলো তিনি প্রখর সূর্যের আলোর ভেতর দিয়ে হেটে যাচ্ছেন। "আশা করি আপনার সাথে আমার আবারো দেখা হবে?"

"তাহলে আমি খুবই খুশি হবো," শ্রদ্ধাভরে আমি তার বাহু স্পর্শ করলাম। তাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলাম।

বাড়ি ফিরেই আমি মাকে ফোন করলাম। ফোন করতেই তিনি সবসময় যেমন করেন তেমনভাবেই বকাবকি করলেন আমাকে। অবশ্যই তার কঠিন কণ্ঠস্বরের ভেতর আমার প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা লুকিয়ে আছে।

"সারা সপ্তাহের তাপমাত্রা তো আশি ডিগ্রি হয়ে আছে। সংবাদে শুনলাম রিচমন্ডে নাকি তাপমাত্রা চল্লিশে নেমে আসবে," মা বললেন। "তাহলে তো ফৃজিং পয়েন্ট। বরফ পড়া শুরু হবে নাকি সামনে?"

"না, মা। বরফ পড়ার সম্ভাবনা নেই মোটেই। তোমার কোমরের ব্যথা কি রকম?"

"যেমন ছিলো তেমনই আছে। ল্যাপ রোব-এ চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছি। ভেবে দেখো, অফিসে একটানা অনেকক্ষণ ব'সে থেকে কাজ করলে যেমন তোমার অনুভূতি হয়, তেমনই মনে হচ্ছে। লুসি তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলো।"

গত একসপ্তাহে আমার ভাগ্নির সাথে, কথা বলার সুযোগ ঘটে নি।

"আমার ভগ্নি স্কুলের সায়েন্স প্রোজেক্ট নিয়ে এখন মহা ব্যস্ত," মা বলে যেতে লাগলেন। "কথা বলা রোবট একটা সকল কাজের কাজী। একরাতে এটা কিনে এনেছে। ভীত অসহায় সিন্দবাদকে বিছানার নিচে রেখে দিয়েছে..."

সিন্দবাদ হচ্ছে একটা পাপী, দুষ্টু, নীচ, নোংরা একটা বেড়াল। শরীরে কালো আর খয়েরী রঙের ডোরাকাটা দাগ। মায়ামি বিচে মা যখন ক'দিন কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন, বেড়ালটা তার পিছু নিয়েছিলো। যখন আমি তার আতিথেয়তা দেখতে এলাম, দেখলাম মাত্রাতিরিক্ত লাই পেয়ে রিফৃজারেটরের ওপর উঠে বসেছে। অনেকটা শকুনের মতো দু'চোখে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তুমি কখনো অনুমানও করতে পারবে না আরেকদিন আমাকে কাকে দেখতে হতে পারে," আমার নিজেকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। মনের ওপরকার চাপ কমাতে কারও সাথে এ বিষয়ে আলাপ করার প্রয়োজন আছে। মা আমার অতীত সম্পর্কে জানেন, অন্তত: অনেক কিছুই তিনি জানেন। "মা, তোমার কি মার্ক জেমস্‌কে মনে আছে?"

খানিকক্ষণ নীরবতা।

BanglaBook.org

"অবশ্যই ওর কথা মনে আছে।"

"একটা কেসের ব্যাপারে ও আমার কাছে এসেছিলো। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ও আইন ব্যবসা করছে। শিকাগোতে থাকে। আমি সাথে সাথে ভুল শুধরে নিলাম। ওর আইন ব্যবসা অবশ্য ডিসিতে। যতোই আমি বলতে লাগলাম, ততোই দেখলাম প্রচণ্ড ক্রোধে মা'র মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছে না।

"হুহ্! সবই আমার মনে আছে। ও তোকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো কেটি।"

যখন মা আমাকে 'কেটি' নাম ধরে ডাকেন, তখন মনে হয় আমি দশ বছরের বালক হয়ে গেছি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

নিঃসন্দেহে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবের ভেতর কাজ ক'রে আমার একটা সুবিধা আছে। ল্যাবের ভেতর বসে বসে আমাকে রিপোর্ট তৈরি করার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না। যেমন ধরা যাক একজন বিজ্ঞানীকে কোনো কিছু জানার আগে, অনেক কিছুই লিখে নিতে হয়। আমি বেরাইল ম্যাডিসনের ট্রেস্ এভিডেন্সটা ঠিক এক সপ্তাহ আগে প্রদান করেছি। কিন্তু রিপোর্টটা আমার ডেস্কে থাকার কথা ছিলো সম্ভবত কয়েক সপ্তাহ আগে। অথচ জনি হ্যামস্ এরই মধ্যে তার মন্তব্য এবং ব্যক্তিগত ধারণাগুলো রিপোর্ট আকারে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। সকালে আসা কেসগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে নিলাম। কেস রিপোর্টগুলো গুছিয়ে রেখে, হাতে এক কাপ কফি নিয়ে চারতলায় রওনা হলাম।

জনির অফিস হলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ট্রেস্ এ্যান্ড এ্যালাইনাইসিস ল্যাবের মাঝখানে স্যান্ডউইচের মতো চেপে থাকা জনির অফিসটাকে তুলনামুলকভাবে ছোটোই বলা চলে।

আমি যখন ওর অফিস ঘরে প্রবেশ করলাম, দেখলাম জনি স্টেরোসকপিক মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে কী যেনো পরীক্ষা করছে। আর কাছেই পড়ে আছে একটা নোটবুক, তাতে পরিষ্কার হাতে লেখা বিভিন্ন নোট।

"খুব খারাপ সময় যাচ্ছে?" জানতে চাইলাম আমি।

"অন্য সময়ের চাইতে তেমন খারাপ কিছু নয়," চারদিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও বললো।

আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

জনি সুন্দরী এবং কমবয়সী একজন মহিলা, তার কালো চুল আর বড় বড় চোখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পিএইচডি ডিগ্ লাভের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা ক্লাশ করছে তাছাড়া সে দুটো চমৎকার সন্তানের জননী। ওকে সবসময় ক্লান্ত এবং কিছুটা হলেও ব্যস্ত মনে হয়। অবশ্য বেশির ভাগ ল্যাব সদস্যেরই একই অবস্থা এবং একই ধরণের অভিযোগ করে আমার কাছে।

"বেরাইল ম্যাডিসনের কেস নিয়ে কাজ করছিলে," আমি বললাম। "কোনো কিছু খুঁজে পেলে?"

"আপনি যতোখানি আশা করছিলেন, তার চাইতে বোধহয় অনেক বেশি কিছু পেয়েছি," জনি নোটবুকের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললো। "বেরাইল ম্যাডিসনকে দুঃস্বপ্ন তাড়া ক'রে ফিরছিলো।"

আমার ভেতর মোটেও চমক জাগলো না। এই কেসের ব্যাপারে আমাকে প্রচুর এনভেলোপ খুলতে হয়েছে এবং প্রমাণগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। বেরাইলের মৃতদেহ এতোটা ক্ষত বিক্ষত ছিলো যে, প্রায় ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ ফ্লাইপেপারের মতো ক'রে মর্গে তুলে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। দেহে লেগে থাকা ফাইবার পরীক্ষা ক'রে দেখা খুবই দুরূহ কাজ। কারণ ওগুলো স্কোপের নিচে পরীক্ষা করার আগে খুব ভালোভাবে

BanglaBook.org

পরীক্ষা ক'রে নিতে হয়েছে জনিকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ফাইবার আলাদা আলাদা পাত্রে রেখে সাবান মেশানো সলিউশনের ভেতর ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর সেই সলিউশন মেসানো পাত্র আল্ট্রাসাউন্ড পদ্ধতিতে পরিষ্কার করতে হয়। এ পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে রক্ত এবং ময়লা ফাইবার থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরপর সেই সলিউশন ফিল্টার পেপারের ওপর ছেঁকে নেবার পর তা স্লাইডের ওপর স্থাপন করা হয় পরীক্ষার সুবিধার্থে।

জনি তার নোট আমাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো। "যদিও আমি একেবারে নিশ্চিত নই," ও বলে যেতে লাগলো, "আমার ধারণা বেরাইল তার বাড়িতে নয়, অন্য কোথাও খুন হয়েছিলো।"

"এটা একেবারেই সম্ভব নয়," আমি সাথে সাথে মন্তব্য করলাম। "উপর তলার সিঁড়ির কাছে সে খুন হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ ওখানে উপস্থিত হওয়ার খুব আগে তার মৃত্যু ঘটে নি।"

"আমি তা জানি। ভালো কথা, তার বাড়ি থেকে পাওয়া তিন ধরণের ফাইবারের প্রসঙ্গেই প্রথমে বলে নিই। এ ধরণের তিনটা ফাইবার বেরাইলের রক্তাক্ত মৃতদেহ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এগুলো সংগ্রহ করা হয় তার হাঁটু এবং হাতের তালু থেকে। এগুলো আসলে উল—দু'টো গাঢ় লাল রঙের এবং একটা সোনালী রঙের।"

"উপর তলায় পাওয়া প্রাচ্যদেশীয় কার্পেট থেকেও এগুলো আসতে পারে না কি?" ঘটনাস্থল থেকে তোলা ছবির কথা আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"হ্যা," জনি আমাকে সমর্থন জানালো। "পুলিশ অবশ্য চমৎকার কিছু নমুনা সংগ্রহ ক'রে এনেছে। যদি বেরাইল ওই কার্পেটের ওপর তার হাঁটু এবং হাতের তালু রাখে, তাহলে অবশ্যই শরীরের ওই দুই-অংশে ফাইবার লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে, এটা খুব সহজ ব্যাপার।"

জনি কার্ডবোর্ডের একটা স্লাইড ফোল্ডার টেনে নিলো। একটু ঘেঁটে আসল স্লাইডটা আনি বের ক'রে আনলো।

"ওই ফাইবারগুলোর সাথে অনেকগুলো সাদা রঙের ফাইবার পাওয়া গেছে। এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওগুলো যেকোনো স্থান থেকে আসতে পারে। এমনকি যখন সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে রাখা হয়, তখনও এই সাদা ফাইবার আসতে পারে। কিন্তু আমি এগুলো বাদেও দশ ধরণের ফাইবার পেয়েছি। এগুলো তার চুল, রক্তাক্ত গলা বুক এবং নখের ভেতর পাওয়া গেছে। সবই সিনথেটিকস্।" ও আমার দিকে তাকালো। "এগুলোর কোনো নমুনা কিন্তু পুলিশ পাঠাতে পারে নি।"

"ওগুলো কি তার পোশাক কিংবা বেড-কভারের সাথে মেলানো যায় নি?"

জনি মাথা নাড়লো। "কোনোভাবেই নয়। ওগুলো বাইরে থেকেই পর্দায় এসেছে। এর কারণ, ওগুলো রক্তের ভেতর এবং তার নখের ভেতর পাওয়া গেছে। দেখে মনে হলো হত্যাকারীর কাছ থেকেই ওগুলো সরাসরি তার শরীরে স্থানান্তরিত হয়েছে।"

এটা নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত একটি আলামত। বেরাইল খুন হওয়ার দিন ডেপুটি চিফ ফিল্ডিং শেষ পর্যন্ত যখন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারলো, যতোক্ষণ আমি না পৌছি, ততোক্ষণ আমি তাকে মর্গে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। প্রায় একটার দিকে

BanglaBook.org

তার সাথে আমার দেখা হয়। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা আমরা বেরাইলের মৃতদেহ রেজার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি—প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু এবং বস্তুকণা আমরা সংগ্রহ ক'রে এনেছি। তা হয়তো আমাদের কোনো কাজেই আসবে না। এখন দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের দশটা ফাইবারই হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, অজান্তেই আমি দুটা কিংবা তিনটা ফাইবার কোনো না কোনোভাবে ঘটনাস্থল থেকে সাথে ক'রে নিয়ে চলে এসেছি। কোনো কেসের ক্ষেত্রে যদিও সেগুলো মোটেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফাইবার সহজে নজরে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া মেডিকেল এক্সামিনারের কাছে আসতে যদি তা দেরি হয়ে যায়, তাহলেও তেমন কোনো লাভ হয় না। কারণ বাতাস-রোদ কিংবা আলোর কারণে ওগুলোর রঙ-আকারসহ অনেক কিছুই পাল্টে যেতে পারে। এমনকি মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার সময়ও এগুলোর ভেতর পরিবর্তন আসতে পারে।

"কোন্ ধরণের সিনথেটিক?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওলিফিন, একরিলিক, নাইলন, পলিথাইলেন এবং ভাইনেল। এর বেশির ভাগই নাইলন হতে পারে," জনি জবাব দিলো। রঙগুলোও আলাদা আলাদা, লাল, নীল, সবুজ, সোনালী, কমনা। মাইক্রোস্কোপের নিচে এগুলোর প্রত্যেকটার রঙকেই আলাদা ক'রে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

স্টেরিওস্কোপ স্টেজের ওপর একটার পর একটা স্লাইড রেখে জনি লেন্সের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলো।

জনি ব্যাখ্যা করলো, "বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এগুলোর কোন্টা একেবারে সমান্ত রাল, আবার কোনটা একেবারেই সমান্তরাল নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টিটিনিয়াম ডাইঅক্সাইড ব্যবহারের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। এ কারণেই কোন্টা সামান্য ম্যাড়ম্যাড়ে। অন্যগুলো ম্যাড়ম্যাড়ে আবার এর ভেতর থেকে কিছু আছে যা খুবই উজ্জ্বল রঙের। এর সবগুলোই অমসৃন। উদাহরণও হিসেবে বলা যেতে পারে কার্পেট ফাইবারের কথা। কিন্তু ক্রশ সেকশনগুলোতে পার্থক্য থাকতে পারে।"

"দশটা স্বতন্ত্র ফাইবার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পরীক্ষা ক'রে তেমনই তো বুঝতে পারছি," জনি বললো। "সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যের। যদি খুনীর শরীর থেকেই এই ফাইবারগুলো এসে থাকে। তাহলে ধরে নিতে হবে ওই ব্যক্তি অনেক ধরণের ফাইবার শরীরে বহন করেছিলো। স্বাভাবিভাবেই মোটা এই ফাইবার তার পোশাক থেকে আসতে পারে না। কারণ ওগুলো কার্পেট ফাইবার। অথচ বেরাইলের বাড়িতে ওধরণের কোনো কার্পেটের অস্তিত্বই নেই। খুনীর ক্ষেত্রে বিষয়টা আরো বিচিত্র অন্য এক কারণে। আপনার শরীরে সারাদিনই বিভিন্ন ধরণের ফাইবার লাগতেই পারে। কোথাও বসলে তা লাগার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেগুলো বেশিক্ষণ আর শরীরে কিংবা পোশাকে লেগে থাকে না। অন্য কোথাও বসলে সেগুলো ওই জায়গাতে লেগে যাওয়াই স্বাভাবিক। অথবা বাতাসেও সেগুলো উড়ে যেতে পারে।"

Banglabook.org

নিজেকে আমার কিংকতব্যবিমূঢ় মনে হলো। জনি তার নোটবুকের আরেকটা পাতা উল্টিয়ে বললো, "ডা: স্কারপেট্টা, আমি লাশের নিচেও ভ্যাকুম ক'রে দেখেছি। মেরিনো কার্পেটের ওপর ভ্যাকুয়াম ক'রে অনেক কিছু জোগাড় করেছেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এতে প্রচুর অপ্রয়োজনীয় জিনিস চলে এসেছে।" জনি একটা দীর্ঘ তালিকা পড়ে শোনালো। "তামাক পোঁড়া ছাই, গোলাপী রঙের অতি ক্ষুদ্র কাগজের টুকরো—যা সাধারণত সিগারেটের প্যাকেটে স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কাঁচের টুকরো। অনেকগুলো কাঁচের টুকরো পাওয়া গেছে। এর ভেতর কিছু বিয়ার বোতলের, আর কিছু গাড়ির হেডলাইটের ভাঙা কাঁচ। এর পাশাপাশি আছে কিছু পোকামাকড়ের দেহাবশেষ, সব্জির আঁশ, আর সবকিছু বাদেও লোহার একটা ছোটো বল এবং প্রচুর পরিমাণে লবন।"

"এগুলো কি খাবার লবন?"

"ঠিকই বলেছেন," উত্তর দিলো সে।

"এগুলোর সবই কি তার কার্পেটের ওপর পাওয়া গেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওটা ছাড়াও যেখানে মৃতদেহ পড়েছিলো, তার আশপাশ থেকেও পাওয়া গেছে।" জনি বললো। "তার মৃতদেহ, নখ এবং চুলের সাথেও এধরণের জঞ্জাল আঁটকে ছিলো।"

বেরাইল ধূমপান করতো না। সুতরাং তামাকের ছাই কিংবা সিগারেট প্যাকের স্ট্যাম্প কাগজের উপস্থিতির কারণ খুঁজে পেলাম না। খাবার খেতে হলে লবনের প্রয়োজন হবেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তা উপর তলায় যাবে কিংবা তার দেহের সাথে লেগে থাকবে।

"মেরিনো মূলত ছয় জায়গায় ভ্যাকুয়াম করেছিলেন। এর সবই কার্পেট এবং মেঝের যে স্থানে রক্ত ছিলো তার আশপাশের জায়গাগুলোতে," জনি বললো। "এছাড়াও আমি তার ঘরের বিভিন্ন স্থান থেকে ভ্যাকুয়াম করেছিলাম। তার বাড়ির কার্পেট, যদিও সেখানে কোনো রক্ত ছিলো না অথবা ধস্তাধস্তির চিহ্নও ছিলো না, স্বাভাবিকভাবে পুলিশ হয়তো ধরেই নেবে খুনী সেখানে আদৌ যায় নি। ভ্যাকুয়াম করার ফলাফল নিঃসন্দেহে আলাদা আলাদা হবেই। ঘরের যে জায়গাগুলোতে খুনী যেতে পারে, সেই সম্ভাব্যস্থানগুলো থেকে ভ্যাকুয়াম করা জিনিসগুলোর তালিকাই আমি প্রস্তুত করেছি। খুনীর পোশাক, জুতা কিংবা চুল থেকে ওগুলো ওই স্থানগুলোতে পড়তে পারে।"

"খুনী নিশ্চয়ই ময়লা ঘাঁটা শূয়োর ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এই বস্তুগুলো খালি চোখে দেখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়," কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক জনি, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো। "সে যে অনেকগুলো ক্লু বয়ে বেড়াচ্ছে, মোটেও তা বুঝতে পারে নি।"

তার হাতে লেখা তালিকার ওপর আমি চোখ বুলালাম। লাশের সাথে কিংবা আশপাশে এরকম মাত্র দুটো জিনিস আসতে পারে। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তা স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। প্রথমত লাশ যদি কখনো রাস্তার পাশে অথবা ময়লা পার্কিং

BanglaBook.org

এরিয়ায় ফেলে রাখা হয়, অথবা লাশ যদি কখনো ময়লা বাক্স, গাড়ির ময়লা মেঝের ওপর ফেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আমার মনে হয় না বেরাইলের ক্ষেত্রে এর কোনোটাই ঘটতে পারে।"

"রঙের ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলো," আমি বিষয়টা তার কাছে জানতে চাইলাম। "এর ভেতর কোন্‌টা পোশাকের ফাইবার, আর কোনটা কার্পেট ফাইবার?"

"এখানে ছয় রঙের নাইলন ফাইবার আছে—লাল, গাঢ় লাল, নীল, সবুজ, হলদেটে-সবুজ এবং গাঢ় সবুজ। সবুজটা আসলে কালো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি," ও মন্তব্য করলো। "স্কোপের নিচে কালো রঙ আসলে সবসময় কালো দেখায় না। এর সবগুলোই মোটা ফাইবার—কার্পেট ফাইবারই আসলে এরকম হয়ে থাকে। এবং একটা বিষয়ে অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, এগুলোর ভেতর বাড়িতে ব্যবহৃত কার্পেটের ফাইবার যেমন রয়েছে, তেমনি গাড়িতে ব্যবহৃত কার্পেটের ফাইবারও রয়েছে।"

"কেন?"

"কারণ, ভ্যাকুয়াম করা সমস্ত জিনিসই আমি পরীক্ষা করেছি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কাঁচের টুকরোগুলোর সাথে সামান্য কিছু রঙ মেশানো ছিলো। সাধারণত স্ট্রট সাইনে যেমন দেখা যায়। গাড়ির নীচকার খাঁচার সাথে সোলভার বল সাজানো থাকে। সাধারণভাবে নজরে পড়ে না বটে, তবে সেগুলো ওখানে ঠিকই লাগানো থাকে। কাঁচের ভাঙা টুকরো ভাঙা কাঁচ সব জায়গাতেই ছড়িয়ে থাকতে পারে। বিশেষত রাস্তারপাশে কিংবা পার্কিংলটে। জুতোর নিচে আটকে গিয়ে সেগুলো গাড়ির মেঝেতে চলে আসা একান্ত স্বাভাবিক।

সিগারেটের ক্ষেত্রেও এই একই ধারণা প্রযোজ্য। এরপর আমাদের জন্যে বাকি থাকে লবনের বিষয়টা। বেরাইলের গাড়িতে লবন পাওয়ার বিষয়টা আমাকে প্রথমে খুব অবাক করেছিলো। কিন্তু তারও ব্যাখ্যা আছে। মানুষ ম্যাকডোনাল্ডে যায়। গাড়িতে বসে তারা ফ্রেঞ্চফ্রাই খায়। সম্ভবত শহরের প্রত্যেকটা গাড়িতেই লবন খুঁজে পাওয়া যাবে।"

"ধরে নিলাম তোমার ধারণাগুলোই সত্য," আমি বললাম। "তবে এগুলো যে কার্পেট ফাইবার, সে বিষয়ে তোমার মতামত কি? কারণ, ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের নাইলন কার্পেট ফাইবার পাওয়াটা নিশ্চয়ই একটু অস্বাভাবিক। নিশ্চয়ই কোনো গাড়ির ভেতর একসাথে ছয় ধরণের কার্পেট থাকে না।"

"না, তা অবশ্য থাকে না," জনি বললো। "কিন্তু ফাইবার যেকোনোভাবে তার গাড়ির ভেতর ঢুকতে পারে। সম্ভবত ওই খুনী যে ধরণের কাজ করে তার সাথে কার্পেটের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। হয়তো প্রতিদিন তাকে বিভিন্ন গাড়ির কার্পেট নিয়ে কাজ করতে হয়।"

"গাড়ি ধোবার জায়গায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। বেরাইলের গাড়িটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভেতর এবং বাইরে একেবারে ময়লাহীন ঝকঝকে একটা গাড়ি।

জনি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলে তার কমবয়সী চেহারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

BanglaBook.org

"ওরকমই কিছু একটা ঘটতে পারে। যদি সে এই গাড়িটাতে কাজ ক'রে থাকে, তাহলে ভেতরের সবকিছুও সে পরিষ্কার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই সারাদিনে তাকে অনেক ধরণের বিভিন্ন ধরণের কার্পেট ফাইবার শরীরে লেগে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আরেকটা হতে পারে, সে একজন গাড়ি মেকানিক।"

কফির কাপটা নেবার জন্যে আমি হাত বাড়ালাম। "ঠিক আছে, এবার তাহলে অন্য চার ধরণের ফাইবারের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। ওগুলো সম্পর্কে তুমি আমাকে কি বলবে?"

কাগজগুলোর ওপর সে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। "এর একটা একরলিক, একটা ওলিফিন, একটা পলিসাইলেন এবং অন্যটা ডাইনেল। আবারো আমি বলবো প্রথম তিনটা হচ্ছে কার্পেট টাইপ ফাইবার। ডাইনেল আমাকে কিছুটা চমকিত করেছে। কারণ এটা সচরাচর দেখা যায় না। এটা সাধারণত কৃত্রিম ফার কোটে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কৃত্রিম ফারের কম্বল কিংবা উইগে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু এই ডাইনেল অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতির, যা পোশাকে ব্যবহার হয়।"

"শুধুই কি পোশাকের ফাইবারই দেখেছো তুমি?"

"আমি সেরকমই চিন্তা করছি," ও জবাব দিলো।

"বেরাইল টেনিস প্যান্ট, সুট ব্যবহার করতো..."

"টেনিস প্যান্টে ওধরণের ফাইবার ব্যবহৃত হয় না," জনি বললো। "অন্তত তার স্ল্যাকস্ এবং জ্যাকেটে ওরকম কিছু নেই। ওগুলোতে কটন এবং পলেস্টার মেশানো। এমন হতে পারে তার ব্লাউজ ছিলো ডাইনলের। কিন্তু যতোক্ষণ না ওটা উদ্ধার করা যাচ্ছে, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাবে না।" জনি ফাইল ফোল্ডার থেকে আরেকটা স্লাইড তুলে নিয়ে স্টেজের ওপর রাখলো। "আমি বিশেষভাবে এই কমলা রঙের ফাইবারের বিষয়ে উল্লেখ কতে চাই। একরলিক ফাইবার বলতে আমি এই একটাই খুঁজে পেয়েছি। এটার আকারে একটা ক্রশ সেকশন আছে। ইতোপূর্বে এধরণের ফাইবার আমি আর দেখি নি।"

জনি ছবি এঁকে জিনিসটা বুঝানোর চেষ্টা করলো—ফাইবারের তিনটা অংশ মধ্যবর্তী একটা অংশে সংযুক্ত হয়েছে। ডাঁটাবিহীন ক্লোভার পাতার কথাই প্রথমে মাথায় আসে। গলানো অথবা খুব ভালোভাবে মিশ্রিত পলিমার, সিগারেট মেশিনের সুক্ষ্ম ছিদ্রের ভেতর দিয়ে তীব্র বেগে প্রবেশ করানোর ফলে মাকড়সার জালের মতো সুতো বেরিয়ে আসে। স্পিন্যারেট ছিদ্রের ভেতর দিয়ে এই ফাইবার একই রেখায় বেরিয়ে আসে। একে তুলনা করা যেতে পারে টুথপেস্টের সাথে। টুথপেস্টের টিউবে চাপ দিলে পেস্ট শেষ পর্যন্ত একইভাবে বেরিয়ে আসতে থাকে। ফাইবারের ব্যাপারটাও ঠিক একই রকমের। ক্লোভার পাতার মতো আকারের ফাইবার ইতোপূর্বে আমি আর কখোনই দেখি নি। বেশিরভাগ একরলিক বিভিন্ন আকারে দেখা যায়—কাচা বাদাম, কুকুরের হাড়, ডামবেল, গোলাকৃতি অথবা মাশরুম আকারের। এগুলোতে ক্রস-সেকশন থাকতে পারে।

BanglaBook.org

"এই যে এখানে," জনি একপাশে সরে দাঁড়ালো, আমাকে জায়গা ক'রে দিলো। আমি ওকুলার লেন্সে চোখ লাগালাম। ফাইবারটা দেখতে অনেকটা দুমড়ানো রিবনের মতো। উজ্জ্বল কমলা রঙ সহজেই চোখে ধরা পড়ে। তবে খুব সামান্য হলেও টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইডের কালো পার্টিকলের প্রাধান্য রয়েছে।

"যেমনটা আপনি দেখেছেন," জনি ব্যাখ্যা করলো, "রঙটাও আমাকে একটু বিভ্রান্ত করেছে। কমলা। সচরাচর যা দেখা যায় না। অতিরিক্ত পার্টিকেল যুক্ত হওয়ার কারণে একটু হালকা মনে হতে পারে। কিন্তু একই কথা কমলা রঙের তেমন কোনো তারতম্য ঘটে নি, যাকে বলা যেতে পারে সত্যিকারের হ্যালোইন কমলা। অন্যদিকে কার্পেট ফাইবার না হলেও পোশাকের জন্যে এটা বেশিই মোটা।"

"এটাও হয়তো কার্পেটেরই অংশ," একটু ভেবে নিয়ে বললাম। "যেহেতু অদ্ভুত রঙ দেখতে পাচ্ছি।"

"হতে পারে।"

আমি ভাবতে লাগলাম, এমন কোনো ধরণের পোশাক আছে, যার রঙ উজ্জ্বল কমলা হতে পারে। 'ট্রাফিক ভেস্ট সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ওগুলোর উজ্জ্বল কমলা রঙের, তাছাড়া গাড়ি থেকে যে ধরণের ফাইবার উদ্ধার করেছো, তার সাথেও মিল রয়েছে।"

"দুর্ভাগ্যবশত সেটা মেলানো যাচ্ছে না," জনি সাথে সাথে মন্তব্য করলো। "বেশির ভাগ ট্রাফিক ভেস্ট তৈরি হয় নাইলন এবং একরলিকের সংমিশ্রণে। সাধারণত খুবই মসৃন থাকে ফাইবারগুলো। এর ভেতর কোনো খাঁজ থাকার কথা নয়। তাছাড়া রোড অথবা ট্রাফিক পুলিশের পোশাকও অত্যাধিক মসৃণ। এবং তাতেও কোনো খাঁজ থাকার কথা নয়—সবচেয়ে বড়ো কথা, এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাইলন দিয়ে বানানো হয়।" জনি খানিকক্ষণ থামলো। কী যেনো চিন্তা করে বললো, "আমার কাছে মনে হচ্ছে, আপনি জিনিসটা খুব ভালোভাবে দেখেন নি। নিশ্চয়ই আপনি ট্রাফিক ভেস্টকে এর ভেতর টেনে এনে বিষয়টাকে হালকা ক'রে তুলবেন না।"

আমি স্টোরিওস্কোপের কাছ থেকে সরে এলাম। "তাহলে ঘটনা কি হতে পারে? এই ফাইবার কোনো কাপড়ের মিলে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে—তাদেরই প্যাটেন্ট করা কাপড় এটা। সাধারণ কেউই এর মিশ্রণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে না, এমনকি আমরাও।"

"ভাগ্য ভালো।"

"বুঝতে পারছি, যতোটুকু সম্ভাবনা ছিলো, তাও মুছে গেলো," আমি মন্তব্য করলাম। "টেক্সটাইল ইন্ড্রাস্ট্রি নিশ্চয়ই গোপন পেটেন্ট কারো সামনে প্রকাশ করতে চাইবে না।"

জনি তার হাত ছড়িয়ে দিয়ে ঘাড়ের পেছন দিকটা ম্যাসেজ ক'রে নিলো। "আমার মনে হচ্ছে ওয়েল উইলিয়ামসের কেসের ক্ষেত্রে ফেড যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলো, তা আমি ভুলতে পারি না।" ও আমাকে বাইশ মাস আগেকার একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। বাইশ মাস আগে আটলান্টা শহরে একই সিরিয়াল

BanglaBook.org

কিলারের হাতে ত্রিশজন কৃষ্ণাঙ্গ শিশু খুন হয়েছিলো। বারোটা শিশুর মৃতদেহ থেকে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া কাপড় পরীক্ষা ক'রে উইলিয়াম আমাদের অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলো।

"সম্ভবত আমাদের হ্যানোওয়েল থেকে কাপড়ের নমুনাগুলো জোগাড় করতে হবে। বিশেষত এই কমলা রঙেরটা," আমি বললাম।

কোয়ানটিকোতে অবস্থিত এফবিআই'র বিশেষ একজন এজেন্ট হচ্ছেন রয় হ্যালোওয়েল। তিনি মাইক্রোস্কোপিক এ্যানালাইসিস ইউনিটের প্রধান পদে নিয়োজিত আছেন। উইলিয়াম কেসের সময় তিনিই ফাইবারগুলো পরীক্ষা করেছিলেন। এই সাফল্যের পর থেকে তার নাস্তানাবুদ অবস্থা। পৃথিবীর অনেক দেশের ইনভেস্টেগেটররা তার কাছে এখন কাশ্মীরী ছাগলের লোম থেকে শুরু ক'রে মাকড়সার জাল নিয়ে পর্যন্ত ছুটছে ওগুলোর পরিচয় উদ্ধারের জন্যে।

"ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে," জনি আবারো বললো।

"তুমি কি তার সাথে কথা বলবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার ধারণা এ ধরণের জিনিস নিশ্চয়ই তিনি দেখে থাকবেন," জনি বললো। "আপনি হয়তো জানেন না, সত্যিকার অর্থে কতো ধরণের ফাইবার রয়েছে এই পৃথিবীতে।"

"ঠিক আছে, আমরা দু'জন মিলেই না হয় তার সাথে কথা বলবো," আমি বললাম।

যখন অফিসে ফিরে এলাম, দেখলাম টেবিলের প্রায় আধডজন গোলাপী কাগজে লেখা টেলিফোন ম্যাসেজ পড়ে আছে। হঠাৎই একটা ম্যাসেজ আমার চোখের সামনে লাফিয়ে উঠলো যেনো। কাগজে সিটি এক্সচেঞ্জের নাম্বার উল্লেখ করা এবং নোটে লেখা হয়েছে : মার্ক, ফিরে আসা মাত্র এএসএপি'তে ফোন করবে। নিউ ইয়র্কে মার্কের উপস্থিত হওয়ার একটাই মাত্র কারণ খুঁজে পেলাম। আর সেটা হতে পারে, বেরাইলের এ্যাটর্নি স্পারাচিনোর সাথে দেখা করা। কিন্তু বেরাইল ম্যাডিসনের হত্যাকাণ্ড নিয়ে গুরনফোর্ড এ্যান্ড বার্জার এতো বেশি মাথা ঘামাচ্ছে কেন?

সহজেই বুঝতে পারলাম, টেলিফোন নাম্বারটা মার্কেরই। কারণ একবার রিং বাজার সাথে সাথেই ও প্রান্ত থেকে মার্কের গলা শুনতে পেলাম।

"নিউ ইয়র্কে তুমি কতোক্ষণের ভেতর আসতে পারছো?" স্বাভাবিকভাবেই সে আমাকে প্রশ্ন করলো।

"আমাকে ক্ষমা করবে, কী বলছো, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"রিচমন্ড থেকে চারটার সময় একটা প্লেন ছাড়ছে। কোথাও না থেমে ওটা নিউ ইয়র্কে আসছে। তুমি কি ওটাতে চেপে বসতে পারো?"

"কোন্ কারণে?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম তাকে। আমার নাড়িরস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

"কে, আমার মনে হয় না এতো কিছু টেলিফোনে আলোচনা করা সমুচীন হবে," মার্ক বললো।

"মার্ক, আমিও মনে করছি এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্কে আসা আমার জন্যে সমুচীন হবে," আমি সাথে সাথে জবাব দিলাম।"

"কে, দয়া করে আমার অনুরোধটা রক্ষা করো। তুমি জানো, না শোনার জন্যে আমি তোমাকে অনুরোধ জানাই নি।"

"এই অনুরোধ আমার পক্ষে কোনোভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়, মার্ক।"

"সকালবেলা আমার সাথে স্পারাচিনোর বেশ খানিকক্ষণ কথা হয়েছে," আমার আগ্রহের তোয়াক্কা না করেই ও বলতে লাগলো। "বেরাইল ম্যাডিসন এবং তোমার অফিস—উভয়ের ব্যাপারেই আমার বেশ কিছু কথা আছে।"

"আমার অফিস?" খানিকক্ষণের জন্যে আমার কথা বলার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেলো। এমনকি আমি নড়াচড়াও করতে পারলাম না। "আমার অফিস নিয়ে তুমি কি কথা বলবে?"

"দয়া করে আমার কথা শোনো, কে," ও আবারো মিনতি জানালো। "একবার তুমি দয়া করে এখানে আসো।"

আমি ইতস্তত করলাম।

"লা গারজিয়ায় তোমার সাথে আমার দেখা হবে," অন্যকিছু বলার সুযোগ না দিয়েই মার্ক বললো। "নিরিবিলি কথা বলার জন্যে আমরা একটা জায়গা বেছে নেবো। ইতিমধ্যে রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। ওখানে সবকিছু ঠিক করাই আছে। চেক-ইন কাউন্টার থেকে তুমি তোমার টিকেট পেয়ে যাবে। এখানে তোমরা জন্যে একটা রুম বুক ক'রে রেখেছি। সব বিষয়েই আমি নজর রাখার চেষ্টা করেছি।"

হায় ঈশ্বর। নিজেকে মনে হলো একেবারে শেষ হয়ে গেছি। এরপরই দ্রুত আমি রোজের অফিসে ঢুকলাম।

"আমাকে আজ বিকেলেই নিউ ইয়র্ক যেতে হচ্ছে," এমনভাবে কথাটা বললাম, যেনো সে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না পায়। "বেরাইল ম্যাডিসনের কেসের সাথে আমার এই ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট। আমি আগামীকাল পর্যন্ত অফিসের বাইরে থাকছি।" আমি ওর চোখের ভাষা বুঝার চেষ্টা করলাম। যদিও আমার সেক্রেটারি মার্ক সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি ভয় পেলাম। আমার উদ্দেশ্যে বিলবোর্ডের মতো প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

"ওখানকার এমন কোনো নাম্বার আছে যার মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যাবে?" রোজ জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

এই মুহূর্তে যে যে এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বাদ দেবার প্রয়োজন আছে, ক্যালেন্ডার খুলে রোজ তা দেখতে লাগলো। সাথে সাথে এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো সম্পর্কে অবহিত করারও চেষ্টা করলো। "খানিক আগে *দ্য টাইমস* কল করেছিলো। ওরা একটা ফিচার আর্টিকেল করতে চায়। তা ছাড়া আপনার ব্যক্তিজীবন নিয়েও কিছু লিখতে চাইছে তারা।"

BanglaBook.org

"ওটার কথা একেবারেই ভুলে যাও," আমি বিরক্ত হয়ে বললাম। "ওরা আসলে বেরাইল ম্যাডিসনের কেসটা নিয়েই আমার কাছে জানতে চায়। এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করি না। হঠাৎ শহরের সব রিপোর্টার অনেক কিছু জানার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে—কোন্ কলেজে পড়াশুনা করেছি, আমার কোনো কুকুর আছে কিনা, আমার প্রিয় রঙ, খাবার, সিনেমা এবং মৃত্যু সম্পর্কে আমার ধারণা।"

"সাক্ষাৎকারটা ক্যানসেল করছি তাহলে," রোজ বিড়বিড় ক'রে কথাটা বলে ফোনের দিকে হাত বাড়ালো।

সময় মতো অফিস থেকে বেরিয়ে আমি বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সুট ব্যাগের ভেতর দু'চারটা জিনিস ঢুকিয়ে ব্যস্ত রাস্তায় নেমে এলাম। মার্কের কথানুযায়ী এয়ারপোর্টে আমার জন্যে টিকেট নাকি অপেক্ষা করছে। মার্ক আমার জন্যে ফার্স্ট ক্লাসের একটা টিকেট বুকিং করেছে। ঘণ্টাখানেকের ভেতর ফার্স্ট ক্লাসের সারিবদ্ধ সিটের একটাতে ব'সে পড়লাম। পরবর্তী সময়গুলোতে সিভাসের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে চিন্তা করতে লাগলাম। প্লেনের ডিম্বাকৃতি জানালা দিয়ে বাইরের কালো আকাশের দিকে তাকালাম। বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে বেড়ানো মেঘের মতোই আমার চিন্তাগুলোও মনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি মার্ককে দেখতে চাইলাম। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, মার্ক পেশাগত দায়িত্ব আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে না, তবে যদি দেখি এর ভেতর কোনো দুর্বলতা আছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আমি তা জয় করতে পারবো। আমি তাকে বিশ্বাস করি না ঠিকই, কিন্তু যে কোনো সময় বেপরোয়াও হয়ে উঠতে পারি। তুমি যে মার্ককে চিনতে, এখন সে আর তেমন নেই, আর যদি সে তেমই থাকে, তাহলে মনে রাখা উচিত, তোমার গতিপ্রকৃতি সে কেমন আচরণ করতে পারে। মন আমার যাই বলুক, আরেক মন তা মানতে রাজি নয়।

বেরাইল মেডিসনের লেখা *এডিয়ার ওয়াইল্ডস্* উপন্যাসের বিশ পাতা একটানা পড়ে গেলাম। কিন্তু বাস্তবতার সাথে কোনো মিল খুঁজে বের করতে পারলাম না। ঐতিহাসিক রোমান্টিক কাহিনী কখনোই আমার পছন্দের নয়, আর দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, এ ধরণের উপন্যাস কোনো কালে কোনো পুরস্কার জয় করতে পারবে না। বেরাইল লিখতো ভালোই। লেখার ধারাবাহিকতায় হয়তো কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে, কিন্তু ভাষার গাঁথুনি বেশ চমৎকার। কোনো ফর্মুলা দেবার মতো ক'রে সমস্ত বইতে বেরাইল যা কিছু লিখেছে, এটা তার একমুখ ধোঁয়ার মতো। আমি একটু অবাক হলাম, লেখালেখিতে বেরাইল যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো, তাহলে পেশা হিসেবে বিকল্প আর কিছুকে বেছে নেবার প্রয়োজন হতো না।

পাইলটের গলা থেকে হঠাৎ শোনা গেলো; আমরা মিনিট দশেকের ভেতর ল্যান্ড করতে যাচ্ছি। সার্কিটবোর্ডের এলোমেলো তারের মতো দেখতে পেলাম নীচে অসংখ্য আলোর রেখা। এগুলোর সবই হাইওয়েতে জ্বলে ওঠা আলোর রেখা। টাওয়ার এবং স্কাইস্ক্র্যাপারের ওপর লাল বাতি মিটমিট ক'রে জ্বলছে।

BanglaBook.org

মিনিট খানেকের ভেতর স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে সুট ব্যাগটা বের করে নিয়ে বোর্ডিং বৃজ পেরিয়ে লা গারজিয়া'তে প্রবেশ করলাম। হাসিমুখে মার্ক আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"ঈশ্বর রক্ষা করুক," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম আমি।

"কি? কি মনে করেছিলে, পটেকমার?" ভুরু নামিয়ে জানতে চাইলো আমার কাছে।

"তুমি যদি পকেটমার হতে, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে না," আমি বললাম।

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না।" টার্মিনালের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও মন্তব্য করলো। "তোমার সাথে কি এই একটাই ব্যাগ?"

"হ্যা।"

"ভালো।"

বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাবগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। একজন শিখ ড্রাইভারের বুকে ঝুলানো মেরুন রঙের নেমপ্লেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম লোকটার নাম মুনজার। আমাদের গন্তব্য চিনিয়ে দেবার জন্যে মার্ক খানিকক্ষণ মুনজারের সাথে উচ্চকণ্ঠে বাক্যালাপ করলো।

"আমার মনে হয় তোমার এখনো যাওয়া হয় নি," মার্ক আমাকে বললো।

"তেমন কিছু না হলেও প্রচুর ভাজা বাদাম..." আমি তার কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হলো লেনের পর লেন ধরে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে।

"হোটেলের কাছেই চমৎকার একটা স্টেইক হাউজ আছে," বেশ উচ্চকণ্ঠে বললো মার্ক। "ওখানে খাবার ছাড়া এই শহরে আর কিছু করার মতো আছে কিনা আমার তা জানা নেই।"

হোটেলে যাওয়ার পথে ভাবতে লাগলাম মুনজার কীভাবে এখানে এসে উপস্থিত হলো, তাছাড়া সে ডিসেম্বরে বিয়ে করারও সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। যদিও তার স্ত্রী এই মুহূর্তে কিছুই করছে না। আমাদের জানালো, মাত্র তিন সপ্তাহ হলো সে ক্যাব চালানো শুরু করেছে। পাঞ্জাবে থাকতেই সে গাড়ি চালানো শিখেছে আর তাও আবার মাত্র সাত বছর আগে। সাত বছর বয়সে সে ট্রাক্টর চালানো শিখেছিলো।

রাস্তায় অত্যধিক যানজট। বাম্পারের পেছনে বাম্পার যেনো লেগে আছে। অন্ধকারের ভেতরও ক্যাবের হলুদ রঙগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। যখন শহরের মাঝখানে এলাম, দেখলাম বৈকালিক পোশাক পরিহিত অসংখ্য মানুষ কারনেগি হলের সামনে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে। উজ্জ্বল আলোর নিচে ফার কোট আর কালো টাই পরিহিত মানুষগুলো হয়তো অতীত রোমন্থনের চেষ্টা করছে। মার্ক এবং আমি, উভয়েই থিয়েটার, সিম্ফনি আর ওপেরা পছন্দ করি।

ওমনি পার্ক সেন্ট্রালের সামনে এসে ক্যাবটা থেমে গেলো। অদূরের আকর্ষণীয় একটা টাওয়ার থেকে আসা আলো এসে পড়ছে পঞ্চান্ন এবং সাতান্ন নাম্বার রাস্তার

BanglaBook.org

ওপর। মার্ক ছোঁ মেরে ব্যাগটা তুলে নিয়ে হোটেলের দিকে এগুতে লাগলো। আমিও তার পিছু পিছু অভিজাত হোটেলের লবিতে প্রবেশ করলাম। কাউন্টারের আনুষ্ঠানিকতা শেষ ক'রে আমার জন্যে বরাদ্দকৃত রুমে ব্যাগটা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলো। মিনিট কয়েকের ভেতর আবার আমরা হোটেলের বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এলাম। ভাগ্য ভালো, সাথে ক'রে ওভারকোটটা এনেছিলাম। বরফের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেও এটা যথেষ্ট। গালাখেরের উদ্দেশ্যে আমাদের তিন ব্লক পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হলো। গরুর লাল মাংস যাদের পছন্দ, তাদের দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে এই স্থানটা। সামনের জানালায় মাংসের আকারে কাটা কাঁচের জানালায়, বিশালাকৃতির খণ্ডিত মাংসের টুকরা সুন্দরভাবে সাজানো। প্রত্যেকটা খণ্ডিত মাংসের টুকরোরই গ্রহণযোগ্যতা আছে। ভেতরের বিভিন্ন সেলিব্রেটির ছবি দিয়ে সাজানো।

চাপাচাপি ছোটো ঘরটার ভেতর উচ্চ স্বরে কথাবার্তা চলছে। আমাদের অর্ডার মাফিক বারটেনডার বেশ কড়া ককটেল পরিবেশন করলো। চারদিকটা আমি একবার দেখে নিলাম। খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে টেবিলগুলো সাজানো হয়েছে। নিউ ইয়র্কের প্রায় রেস্টুরেন্টের নাকি একই বৈশিষ্ট্য। আমাদের বাম পাশে বসে দু'জন ব্যবসায়ী কোনো ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করছে। আর আমাদের ডানপাশের টেবিলটা এখন পর্যন্ত খালিই দেখতে পেলাম। খানিক বাদেই টেবিলটা দখল করে বিয়ারের নিয়ে বসলেন *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সুদর্শন এক তরুণ কর্মী। মার্কের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। আমি তার মুখের ভাষা বুঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অভিব্যক্তিহীন চোখের ভাষাতো আমি কিছু বুঝতে পারলামই, বরং দেখলাম স্কচের গ্লাসে চুমুক দেবার প্রতিই বেশি মনোযোগী সে।

"মার্ক, আমি এখানে কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সম্ভবত তোমাকে নিয়ে এখন ডিনারে সারবো," ও বললো।

"আন্তরিকভাবে বলছো?"

"আমি সবসময়ই আন্তরিক। তুমি কি এই ভ্রমণটা উপভোগ করছো না?"

"কেমনে উপভোগ করবো? অন্তত যখন জানতে পারছি অচিরেই আমার মাথায় বোম ফাটতে যাচ্ছে।" আমি বললাম।

মার্ক তার সুটের বোতামগুলো খুলে নিলো। "প্রথমে আমরা খাবারের অর্ডার দিয়ে নিই, তারপর না হয় কথা শুরু করা যাবে।"

এরকম আচরণ সে আমার সাথে সবসময়ই করে। কোনো ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ জাগিয়ে দিয়ে কিছু না বলে দীর্ঘ অপেক্ষায় রেখে দেয়। উকিলদের চিরাচরিত নিয়মটাকে সে এড়াতে পারে নি। কিন্তু বিষয়টা যে আমাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, তা হয়তো সে জানে না। যেমন এখন আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছি।

"সিনার মাংসের চাইতে পছন্দের আর কিছু হতে পারে না," মেনুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মার্ক বললো। "আপাতত আমি ওটাই নিচ্ছি, সাথে স্পিনাচ সালাদ। মনে হয় না খুব বেশি কিছু। তবে এতো ভালো স্টেক শহরের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

BanglaBook.org

"তুমি আর এখানে এর আগে আসো নি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না, তবে স্পারাচিনো আসেন," জবাব দিলো।

"ও-ই এই জায়গাটার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলো? হোটেলটাও নিশ্চয়ই তার প্রস্তাবিত, আমার ধারণা যদি ভুল না হয়?" আমার অবচেতন মনে কেন যেনো এমনই মনে হলো।

"নিশ্চয়ই," মদের লিস্টের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে ও জবাব দিলো। "এটা তার কর্মব্যস্ততা। আইনী ফয়সালার জন্যে প্রচুর ক্লায়েন্ট শহরে ছুটে আসে। তারা সাধারণত এমনিতেই থাকে। কারণ এটা ফার্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত।"

"আর তোমার ক্লায়েন্টরা সবসময় এখানেই খাওয়া দাওয়া করে, নাকি?"

"স্পারাচিনো ইতোপূর্বে এখানে অনেকবার এসেছেন। বিশেষত থিয়েটার শেষ হওয়ার পর। এভাবেই তিনি এই জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন।" মার্ক বললো।

"আজকের এই আলোচনা সম্পর্কে স্পারাচিনো কতোটুকু জানেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "তুমি কি আমাকে এখানে ডেকে আনার ব্যাপারে কিছু জানিয়েছিলে?"

মার্ক আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। এরপর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, "না।"

"কিন্তু, তোমার ফার্ম আমাকে এখানে ডেকে পাঠালো, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিলো, অথচ স্পারাচিনো কিছুই জানতে পারলো না! অথচ তুমি বলছো সবকিছুর ব্যবস্থা স্পারাচিনোই করে দিয়েছে?"

"কে, ও আসলে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমার একটা থাকার জায়গা দরকার ছিলো। আমার খাবারের প্রয়োজন ছিলো। স্পারাচিনো কয়েকজন উকিলের সাথে আজ রাতে এখানে থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। বলতে গেলে, কোথাও ব'সে আমার কিছু পেপারওয়ার্ক করার প্রয়োজন। আমি তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।"

বুঝতে পারলাম। আমাকে দিয়ে এটা তাদের কোনো কিছু উদ্ধারের চেষ্টা। অবশ্য আমি মোটেও এতে বিচলিত হলাম না। ওরন্‌ডোর্ফ এ্যান্ড বার্জার হয়তো এই কেস নিয়ে তেমন টাকা ঢালতে রাজি নয়। মার্কের চিন্তাও হয়তো তেমনই। আর স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়, ওরন্‌ডোর্ক এ্যান্ড বার্জার এই কেস নিয়ে মোটেও এগোতে পারে নি।

খানিক বাদেই ওয়েটার ফিরে এলে মার্কের কাছ থেকে ওয়েটার খাবারের অর্ডার নিয়ে গেলো। এই প্রথমবারের মতো খাবারের প্রতি রুচি একেবারেই হারিয়ে ফেললাম আমি।

"আমি গতরাতেই এসেছি," নিজের সাফাই গাইবার চেষ্টা করলো মার্ক। "স্পারাচিনোর সাথে গতদিন আমার শিকাগোতে কথা হয়েছে এ বিষয়ে। বললেন যে, তিনি আমাকে এখানে দেখতে চান। তুমি নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছো, বিষয়টা বেরাইল ম্যাডিসনের ব্যাপার নিয়েই।" ওর ভেতর এক ধরণের অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম আমি।

BanglaBook.org

"তারপর?" আমি তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলাম। আমার রাগের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে মার্ক বললো, "তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কথাটা স্পারাচিনো জানেন। উঃ, আসলে আমাদের অতীত সম্পর্কের কথা বলতে চাইছিলাম..."

এতোক্ষণে ওর উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হলো।

"কে..."

"তুমি হচ্ছো রীতিমতো একটা শয়তান।" আমি চেয়ারটা ঠেলে পেছন দিকে সরিয়ে হাতের ন্যাপকিনটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে মারলাম।

"কে।"

মার্ক আমার হাতটা চেপে ধরে চেয়ারে জোর ক'রে বসিয়ে দিলো। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আমি চেয়ারে বসতে বাধ্য হলাম। অশ্রাব্য ভাষায় খানিকক্ষণ বকাবকি করলাম ওকে। অনেক বছর আগে জর্জ টাউনের একটা রেস্টুরেন্টে ও আমাকে প্রচণ্ড বিব্রতকর অবস্থার ভেতর ফেলেছিলো। ও আমাকে সোনার একটা উপহার দিয়েছিলো। কিন্তু সেটা ছিলো চুরি করা একটা ব্রেসলেট। এর ভেতর কোনো ছেলেমানুষী থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ঐ সময় আমার যা অবস্থা হয়েছিলো তা ভাষার প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জীবনে বোধহয় কখনোই এরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হয় নি।

"শোনো," নিচু কণ্ঠে ও বললো, "তুমি যে রকম মনে করছো, তাতে আমি দোষ দেবো না। কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তেমন নয়। আমাদের অতীতে কী সম্পর্ক ছিলো, তার আমি মোটেও কোনো সুবিধা আদায় করতে চাইছি না। দয়া করে মিনিট খানেক বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে দাও। ধরে নাও তুমি এর ভেতর হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছো। আর এ বিষয়ে আগে থেকে তুমি কিছুই জানতে না। আমি জানি, তোমার মন যা বলবে তুমি সেটাই করার চেষ্টা করবে। এ নিয়ে আমার জোর করার কিছু নেই। তাছাড়া স্পারাচিনো এবং বার্জার যদি বিষয়টা জানতে পারে, তাহলে ওই গাছের সাথে আমার পাছা লোহা দিয়ে আঁটকে রাখবে।"

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। আসলে আমি খুব হতাশ হয়েছি। নতুন কিছু চিন্তা করার ক্ষমতাও বোধহয় এখন আমার নেই।

মার্ক চেয়ারের পেছন দিকে হেলান দিলো। "বিষয়টাকে অন্যভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করো। বার্জার লেগে আছে স্পারাচিনোর পেছনে। আর এখন স্পারাচিনো তোমাকে পেতে চাইছে।"

"আমাকে পেতে চাইছে?" আমি সম্পূর্ণ চুপসে গেলাম। "আমি কখনোই ওই লোকের সাথে কথা বলি নি। তাহলে স্পারাচিনো কিভাবে আমাকে পেতে চাইবে?"

"আবারো বলছি, বিষয়টা সম্পূর্ণ বেরাইল সংশ্লিষ্ট।" পূর্বের কথাটারই পুণরাবৃত্তি করলো মার্ক। "আসলে বেরাইলের ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই ও তার উকিল হিসেবে নিয়োজিত ছিলো। নিউ ইয়র্কে যতোদিন না আমরা ফার্ম করছি, ততোদিন ও আমাদের

BanglaBook.org

সাথে যুক্ত হচ্ছে না। এর আগ পর্যন্ত সে নিজের মতো করেই কাজ করতে চাইছে। আমাদের ফার্মে আসলে একজন অভিজ্ঞ এন্টারটেইনমেন্ট লইয়ারের প্রয়োজন। স্পারাচিনো ত্রিশ বছরেরও বেশি ধরে নিউ ইয়র্কের সাথে সংশ্লিষ্ট। সব ধরণের মানুষের সাথেই তার যোগাযোগ রয়েছে। ক্লায়েন্ট ধরে আনা তার জন্যে কোনো ব্যাপারই নয়। আর তা আমাদের ফার্মের জন্যে কতোটা উপকারে আসবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আগেই একবার তোমাকে বলেছি, বেরাইলের সাথে আমার এ্যালগোনকুইন রেস্টুরেন্টে দেখার সুযোগ ঘটেছিলো।"

আমি মাথা নাড়লাম। ওর প্রতি যুদ্ধংদেহী মনোভাব আমার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে।

"তখনই প্রেক্ষাপটটা রচিত হয়েছিলো মূলত। আমি ওখানে দুর্ঘটনাবশত উপস্থিত ছিলাম না। বার্জার আমাকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন।"

"কেন?"

রেস্টুরেন্টের চারদিকে তাকিয়ে ও একবার দেখে নিলো। "কারণ বার্জার ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ফার্ম কেবল মাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে, সবাইকে টপকে কাজটা শুরু করা কতোটা কঠিন নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারবে। এতোগুলো ফার্মের ভিড়ে নতুন সব ক্লায়েন্ট জোগাড় করা। তাছাড়া সুনাম অর্জন করা। আর সর্বোপরি ব্যাপার হচ্ছে, স্পারাচিনোর মতো একটা পায়ুপথ প্রয়োজন ছিলো, যাতে আমাদের ফার্ম পায়ুকাম করে সহজে সফলতা লাভ করতে পারে।"

এরইমধ্যে ওয়েটার সালাদ আর সাথে *ক্যাবারনেট সুভিনন*-এর একটা বোতল নিয়ে আমাদের টেবিলের সামনে উপস্থিত হলো। ওয়েটারকে আসতে দেখে মার্ক সাথে সাথে কথা বলা থামিয়ে দিলো। বোতল থেকে প্রথমে এক ঢোক মদ পান করে নিলো মার্ক। এরপর নিপুন হাতে দুটো গ্লাস পূর্ণ করলো।

"বার্জার ঠিকই জানে কখন স্পারাচিনো ব্যাটাকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। ধরে নিতো ব্যাপারটা অনেকটা বিস্কুট দৌড় খেলার মতো।" মার্ক ইতস্তত করলো একটু। "তুমি অনেক কিছুই ভাবতে পারো, কিন্তু এটা তার নিয়ম। আইন পেশার কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করে, কেউ আবার নিজেদের জাহির করতে খুব পছন্দ করে। সমস্যা হচ্ছে অন্যখানে, মাস কয়েক আগে পর্যন্ত বার্জার এবং আমরা কয়েকজন আদৌ জানতাম না স্পারাচিনোর কতোদূর পর্যন্ত যেতে পারে। তোমার ক্রিস্টি বিগের কথা মনে আছে?"

মুহূর্তেই আমি নামটা স্মরণ করতে পারলাম। "ওই অভিনেত্রী। যে দিন কয়েক আগে বিয়ে করেছে?"

মাথা নাড়িয়ে ও বললো, "স্পারাচিনো সব ধরণের সমস্যা সমাধানে পারদর্শী। কিছু বিজ্ঞাপন চিত্রের মাধ্যমে ক্রিস্টির এখানকার টিভি পর্দায় আগমন। তাও সেটা বছর দুই আগের কথা। সে সময় নিয়ন জোনস্ প্রায় প্রত্যেকটা পত্রিকায় তাকে নিয়ে কভার আপ করে। কোনো এক পার্টিতে দু'জনের পরিচয় ঘটে। পার্টিতে কিছু ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিলো। তারা ওদের বেশ কিছু ছবি তুলে নেয়। জোনসের প্রাধান্য

BanglaBook.org

এভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিলো সে সময়। এরপরের বিষয় হচ্ছে, ক্রিস্টি রিগস্‌কে একদিন ওরন্‌ডোর্ফ এ্যান্ড বার্জারের লবিতে বসে থাকতে দেখা গেলো। ও নাকি স্পারাচিনোর সাথে একটা এ্যাপয়েনমেন্ট করেছে।"

"তুমি সত্য ক'রে বলবে, এই ঘটনার পেছনে আদৌ স্পারাচিনো জড়িত ছিলো কিনা?" অবিশ্বাস নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

ক্রিস্টি রিগস্ এবং লিওন জোনস্ গত বছর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু ছয়মাস যেতে না যেতে তাদের ভেতর বিবাহ বিবেচ্ছদও ঘটে। এই বিচ্ছেদের সংবাদ নিয়ে দিনের পর দিন সরগরম হয়ে থাকে।

মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মার্ক বললো, "হ্যা।"

"পুরো ঘটনাটা আমাকে ব্যাখ্যা করো।"

"ক্রিস্টির ওপর স্পারাচিনোর নজর পড়েছিলো," ও বললো। "ক্রিস্টি সুন্দরী, চটপটে এবং উচ্চাকাঙ্খি। কিন্তু তার ভুল বলতে ও তখন জোনসের সাথে ডেটিং ক'রে বেড়াচ্ছে। স্পারাচিনো কীভাবে তার খেলা খেলবে, তা ক্রিস্টিকে ঠিকই খুলে বলে। সব ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো ক্রিস্টির একটা নামের প্রয়োজন ছিলো। ও আসলে ধনী হতে চেয়েছিলো। ইচ্ছে ছিলো, কোনোভাবে জোনস্‌কে তার জালে আটকানো। আর মিডিয়া যখন তাদের নিয়ে আলোচনার তুঙ্গে উঠবে, তখনই ক্যামেরার সামনে দরজা বন্ধ ক'রে দেবে। এই পরিকল্পনায় ঠিকই সে সফল হয়েছিলো। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পরবর্তীতে সে জোনস্ সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে লাগলো—ও মাতাল, সাইকোপ্যাথ; সবসময়ে কোকেনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। জিনিসপত্র ভাঙচুর করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পরের ঘটনা তুমি জানো, জোনস্ এবং ক্রিস্টির মধ্যে বিচ্ছেদ। আর তার পরপরই ও মিলিয়ন ডলারের একটা বইয়ের চুক্তি স্বাক্ষর ক'রে বসে।"

"জোন্‌সের জন্যে আমার আসলেই দুঃখ হচ্ছে।" বিড়বিড় ক'রে বললাম।

"সবচেয়ে খারাপ লাগে, ও আসলেই ক্রিস্টিকে ভালোবাসতো, আর তাকে ঘিরে যে এতো বড় একটা ষড়যন্ত্র ঘটতে চলেছে, তার সে কিছুই বুঝতে পারে নি। ও আনাড়ির মতো বল ছুড়েছিলো। যার করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে বেন্টিফোর্ড ক্লিনিকে। দৃশ্যপট থেকে ও সম্পূর্ণ হারিয়ে গেলো। আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত একজন মাত্র মাস তিনেকের ভেতরে ভেসে গেলো, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলো। তুমি ধরে নিতে পারো, এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী ছিলো স্পারাচিনো। এ ধরণের দুর্নীতি কিংবা ধান্দা আমাদের নিয়ম নয়। কে, ওরনডর্ফ এ্যান্ড বার্জার বহু পুরাতন এবং অভিজাত একটা প্রতিষ্ঠান। বার্জার যখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন তার এ এন্টারটেইনমেন্ট লইয়ার এ ধরণের একটা কাজ করেছে, সত্যিকার অর্থে বার্জার মোটেও এতে খুশি হতে পারেন নি।"

"তোমার কোম্পানি এতোদিনেও ওকে লাথি মেরে তাড়াচ্ছে না কেন?" সালাদ মুখে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই, অন্তত এই মুহূর্তে। স্পারাচিনো ঠিকই জানে নিজের পিঠ বাঁচিয়ে সবকিছু করতে হয়। ওর অত্যন্ত ক্ষমতা, অন্তত: নিউ

BanglaBook.org

ইয়র্ক শহরে। এই শহরে ও লেজ-মাথা গুঁটিয়ে ঠিকই গর্তের ভেতর ঢুকে থাকতে পারবে। গর্তের ভেতর থেকে ওকে বের করা কি সবার পক্ষে সম্ভব? এ রকম অনেক সমস্যা আছে আমাদের।" মার্কের চোখে আমি এক ধরণের ঘৃণা দেখতে পেলাম। "পেছনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, এমন কিছু জটিল কেস আছে, যা স্পারাচিনো একা একা সামলিয়েছে। হয়তো অবাক হবে, ওগুলো একার পক্ষে সামলানো খুবই কঠিন ব্যাপার ছিলো।"

"কোন ধরণের কেস, উদাহরণ দিতে পারবে?" প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে আমার ঘৃণা বোধ হলো।

"অনেক বিষয়ই উল্লেখ করা যায়। একবার কিছু তরুণ লেখক সিদ্ধান্ত নেয় নিয়ম বহির্ভূতভাবে এলভিস, জন লেনন, সিনেত্রার জীবনী রচনায় হাত দেবে। ঝামেলা মুক্তভাবে জীবনী রচনার কাজ শেষও হলো। যখন বইগুলো প্রকাশের সময় হয়ে এলো, তখন সেলিব্রেটি এবং তাদের স্বজনদের, অন্যদিকে লেখকদের এক সাথে করলেন একটা শো-এর ব্যবস্থা করা হলো, *পিপল্স* ম্যাগাজিনে ফলাও করে তা ছাপার ব্যবস্থাও করা হলো। এর সবকিছু নেপথ্যে থেকে স্পারাচিনোই আসলে করেছিলো। সকলে তখন ধারণা করেছিলো ওগুলো বোধহয় তরুণ লেখকদের কারণে করা হচ্ছে। আসলে কিন্তু ওগুলো ছিলো বইয়ের বিজ্ঞাপন। এর কারণে স্পারাচিনোকে অবশ্য প্রচুর অর্থ ঢালতে হয়েছিলো।"

"এই অবাস্তব কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করো?" মার্কের কথাগুলো অবশ্য আমার কাছে অবাস্তবই মনে হচ্ছিলো।

ওয়েটার প্রাইম রিব টেবিলে সাজিয়ে যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বেরাইল ম্যাডিসন ওর সাথে যুক্ত হলো কিভাবে?"

"ক্যারি হারপারের মাধ্যমে," মার্ক বললো। "ওই লৌহ মানবের মাধ্যমে। কয়েক বছর আগে স্পারাচিনোকে হারপারই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হারপারের সাথে বেরাইল একাই দেখা করতে এসেছিলো। সে সময় হারপার বেরাইলকে স্পারাচিনোর কাছে পাঠিয়ে দেয়। ভেড়া তাড়িয়ে বেড়ানোর মতো প্রথম থেকেই ও বেরাইলের পেছনে লেগে ছিলো। কম্বিনেশন এজেন্ট, উকিল, গডফাদার সবকিছুই ওর নির্বাচিত। আমার মনে হয়, বেরাইল বয়স্ক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের প্রতি কিছুটা দুর্বল ছিলো। তাছাড়া আত্মজীবনী লেখা ছাড়া তার ক্যারিয়ার পুণরুদ্ধার করা যাবে না এমন ধারণাও কেন যেনো তার মনের ভেতর জন্মেছিলো।" আমার ধারণা এই বুদ্ধি স্পারাচিনোই তাকে দিয়েছিলো। যাইহোক না কেন, হারপার মনে হয় না ওর গ্রেট আমেরিকান নভেল কখনো প্রকাশ করতো। কোনো চমক সৃষ্টি করতে পারবে, এ ধরণের চিন্তা নিয়ে একমাত্র স্পারাচিনোর মতো মানুষের কাছেই ওই বই কাম্য হতে পারে।"

ওর যুক্তি অবশ্য মেনে নেয়া যায়। "এমন কি হতে পারে, স্পারাচিনো উভয়ের সাথেই তার খেলাটা খেলতে চাইছিলো? অন্যভাবে বলতে গেলে, বেরাইল তার নিরবতা ভঙ্গ করবে—এবং হারপারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে—এরপর স্পারাচিনো উভয়দিক থেকে তার খেলা খেলতে শুরু করবে। দাবার ঘুটি উল্টে দিয়ে ও সরে পড়বে আর আসল সমস্যায় পড়বে হারপার?"

BanglaBook.org

আমার গ্লাসটা ভরিয়ে দিয়ে ও বললো, "হ্যা, আমার ধারণা দুই কুকুরের ভেতর ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবার মতো করে দু'জনের ভেতর ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজে সরে পড়তো। এক্ষেত্রে বেরাইল কিংবা হারপার হয়তো বুঝতেও পারতো না কোথা থেকে কী ঘটে গেলো। যেমন তোমাকে বলেছি, এটা স্পারাচিনোর একটা আলাদা স্টাইল।"

আমরা খানিকক্ষণ কোনো কথা বললাম না। গালাঘের এর সুনামের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করলাম। প্রাইম রিবটা কাঁটা চামচ দিয়ে বাগে আনার চেষ্টা করলাম।

খানিক বাদে মার্ক আবার মুখ খুললো। "কে, বিষয়টা নিয়ে আমি কিছুটা ভীত, বিশেষ ক'রে আমাকে নিয়ে," ও আমার দিকে তাকালো, ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে—"ওই দিন এলগোন কুইনে বসে আমরা লাঞ্চ করেছিলাম। তখনই বেরাইল আমাকে জানিয়েছিলো, কেউ তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে..." ও ইতস্তত করলো। "তোমাকে সত্যি করে বলতে, এরপর থেকে আমি স্পারাচিনো সম্পর্কে জানতে শুরু করি..."

"তুমি বেরাইলকে বিশ্বাস করতে পারো নি," তার মন্তব্য শোনার জন্যে আমি তাকে বললাম।

"না," ওকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। "সত্যই আমি বিশ্বাস করি নি। সত্যি বলতে বিষয়টাকে আমার কাছে স্টান্টবাজির মতো মনে হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে আমার ভেতর সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো। আমি ধারণা করেছিলাম তার বই বিক্রি করার এটা এক ধরণের ফন্দিও হতে পারে। বেরাইল শুধুমাত্র হারপারের সাথেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি, কেউ তাকে হত্যার হুমকিও দিচ্ছিলো। তার কথা আমি কতোটা বিশ্বাস করেছি, তা অবশ্য বুঝতে দিই নি।" ও একটু থামলো। "কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিলো।"

"স্পারাচিনো হয়তো এতোটা করতো না," আমি তাকে উপদেশ দেবার উদ্দেশ্যে বললাম। "জোর ক'রে কিছু তার ওপর চাপিয়ে দিতে পারো না।"

"আমার মনে হচ্ছে এ ধরণের মিথ্যাচারের মাধ্যমে হারপারকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো। সম্ভবত এ কারণেই সে বেরাইলের সাথে দেখা করেছিলো এবং তা ওর হাতছাড়াও হয়ে যায়। অথবা এমনো হতে পারে, হারপার তাকে শেষ ক'রে দেবার জন্যে কাউকে ঠিক করেছিলো।"

"যদি ঘটনাটা তেমনই হয়," আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, "বেরাইল যখন তার সাথে থাকতো, সে সময়কার অনেক কিছুই সে নিশ্চয় লুকানোর চেষ্টা করতো।"

"ওরকম ঘটতেই পারে," খাবারের প্রতি আবারো মনোযোগ নিবদ্ধ ক'রে মার্ক মন্তব্য করলো। "এমনকি সে যদি তা নাও করে, স্পারাচিনোকে ও ঠিকই চেনে। ঠিকই সে জানে ওই ধূর্ত উকিল কীভাবে সবকিছু সামলাবে। সত্য অথবা কাহিনী, তাতে কিছু যায় আসে না। স্পারাচিনোর যখন দুর্গন্ধ ছড়ানোর ইচ্ছে হবে, তখন সে দুর্গন্ধ ছড়াবেই। এর ফলাফল নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না, শুধুমাত্র একরাশ বিরক্তি ছাড়া।"

"তাহলে ও এখন আমার পেছনে লেগেছে?" তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম ওকে। "আমি বুঝতে পারছি না, এর ভেতর আমি কিভাবে ঢুকে পড়লাম?"

BanglaBook.org

"খুবই সহজ ব্যাপার। কে, স্পারাচিনো বেরাইলের পাণ্ডুলিপিটা হাতে পেতে চাইছে। এখন সবকিছুর চাইতে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান ওই বইটা। কারণ লেখিকার ভাগ্যে কী করুণ পরিণতি ঘটেছে এখন সবাই তা জানে।" মার্ক আমার দিকে তাকালো। "ওর বিশ্বাস পাণ্ডুলিপিটা এভিডেন্স হিসেবে এখন তোমার অফিসেই আছে। যদিও ওটা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি।"

মাখন নেবার জন্যে আমি হাত বাড়ালাম, শান্তকণ্ঠে ওকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে যে, ওটা হারিয়ে গেছে?"

"স্পারাচিনো যে ভাবেই হোক তার ক্ষমতা বলে পুলিশ রিপোর্ট সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে," মার্ক বললো। "আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তুমি ওটা দেখেছো?"

"ওটা দেখা আমাদের কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।" আমি জবাব দিলাম।

ও আমার স্মৃতিকে সামান্য নাড়া দিয়ে বললো, "এভিডেন্স হিসেবে পাওয়া যে জিনিসগুলোর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেরাইলের শোবার ঘরের মেঝে থেকে বেশকিছু কাগজ উদ্ধার করা হয়েছে, আর শোবার ঘরের ড্রেসারের ভেতর পাওয়া গেছে একটা পাণ্ডুলিপি।"

"হায় ঈশ্বর! আমার মনে পড়লো। মেরিনো একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ওর ধারণায় ওটা মোটেও আসল পাণ্ডুলিপি নয়।"

"তদন্তকারীর সাথে আজ সকালে ও কথা বলেছে," মার্ক বললো। "একজন লেফটেন্যান্ট। নাম মেরিনো। সে স্পারাচিনোকে জানায় যে, পুলিশ নাকি ওটা খুঁজে পায় নি। এবং এটাও জানায় যে, সমস্ত এভিডেন্স নাকি তোমার ল্যাব ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্পারাচিনোকে প্রধান তদন্তকারী অফিসার, মেডিকেল এক্সামিনার অর্থাৎ তোমার সাথে কথা বলার পরামর্শ দেয়।"

"এটা আমাদের এক ধরণের ছক বাঁধা নিয়ম," আমি বললাম। "আমি সবকিছু জানি, এই কথা বলে পুলিশ প্রত্যেককে আমার কাছে পাঠাবে, আর আমি কিছুই জানি না, এই কথা বলে তাদের আবার পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিবো।"

"স্পারাচিনোকে তেমনভাবেই বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। তার অভিযোগ, বেরাইলের মৃতদেহের সাথে নাকি ওই পাণ্ডুলিপি তোমার ল্যাবে চলে এসেছিলো। কিন্তু এখন তা তোমার ল্যাব থেকে লাপাত্তা হয়ে গেছে। তোমার অফিসের দায়িত্ববোধ নিয়ে কিছু বলার সুযোগ খুঁজছে সে এখন।"

"হাস্যকর কথাবার্তা।"

"আসলেই কি তাই?" মার্ক সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো। মনে হলো ক্রস-এক্সামিনারের মতো ও আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিতে চায়। "এটা কি সত্য নয় যে, মৃতদেহের সাথে এমন অনেক এভিডেন্স এসেছে। যার কিছু তুমি ব্যক্তিগতভাবে ল্যাব অথবা তোমার এভিডেন্স রুমের স্টোরে ঢুকিয়ে রেখেছো?"

অবশ্যই সেটা সত্য।

BanglaBook.org

"বেরাইলের কেসের এভিডেন্সগুলোর কোনো কিছুই কি তুমি পরীক্ষা ক'রে দেখো নি?" মার্ক আমাকে প্রশ্ন করলো।

"এভিডেন্স হিসেবে যা কিছু পাওয়া যাবে তার সবই যে আমাকে পরীক্ষা করতে হবে তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যেমন কাগজপত্র সংক্রান্ত বিষয়াদি," আমি তিক্ত কণ্ঠে বললাম। "ওগুলো পুলিশ ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে, আমার মাধ্যমে নয়। সত্যিকার অর্থে, ওর বাড়ি থেকে যা কিছু উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলো এখন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রোপার্টি রুমে জমা পড়ে আছে।"

আগের কথারই পুণরাবৃত্তি করলো মার্ক, "স্পারাচিনো যেমন বলছে, সেটা একটু ভেবে বলার চেষ্টা করো।"

"আমি কোনো পাণ্ডুলিপি দেখি নি," সরাসরি উত্তর দিলাম তাকে। "আমার অফিসের হাতেও আসে নি, কোনোভাবেই আসে নি। আমি যা জানি, সেটাই বললাম। আর বোধহয় এটা নিয়ে বিরক্ত করার কিছু নেই—দয়া ক'রে এখানেই ইতি টানো এর।"

"এটা নিয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করছো? তাহলে তুমি বলতে চাইছো, তার বাড়িতে কোনো পাণ্ডুলিপিই পাওয়া যায় নি?"

"না, পুলিশ যে পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছে, সেটা অন্যটা। তোমরা যেটা খুঁজছো, সেটার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা পুরাতন কোনো বইয়ের পাণ্ডুলিপি। সম্ভবত বইটা বছর খানেক আগেই প্রকাশ হয়ে গেছে। তাছাড়া পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ অংশও পাওয়া যায় নি। খুব বেশি হলে কয়েক'শ পাতা হবে। বেরাইলের শোবার ঘরের ড্রেসারের ভেতর পাওয়া গেছে ওটা। খুনী হয়তো পাণ্ডুলিপিটা স্পর্শ করেছে এই চিন্তা করে মেরিনো ওটা নিয়ে গেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষা করার জন্যে।"

মার্ক আবারো চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো।

"যদি তুমি ওটা খুঁজে না পেয়ে থাকো," শান্ত কণ্ঠে বললো মার্ক, "তাহলে ওটা এখন আছে কোথায়?"

"আমার কোনো ধারণা নেই," আমি জবাব দিলাম। "আমার ধারণা সেটা যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। এমনো হতে পারে, সে হয়তো কাউকে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"ওর কি কোনো কম্পিউটার ছিলো?"

"হ্যা।"

"তুমি কি ওর হার্ডডিস্কটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলে?"

"ওর কম্পিউটারে কোনো হার্ডডিস্ক ছিলো না। ওখানকার মধ্যে ছিলো মাত্র দুটো ফ্লপি ড্রাইভ," আমি বললাম। "ফ্লপিগুলো মেরিনো পরীক্ষা ক'রে দেখেছে। ওতে কী আছে সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।"

"কোনো ধারণাও কি করতে পারো নি?" নাছোরবান্দার মতো প্রশ্ন করলো মার্ক। "এমন কি যদি সে কাউকে কোনো পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েও থাকে, তার মানে এই নয় যে,

BanglaBook.org

সে ওই পাণ্ডুলিপির কোনো কপি রাখে নি। তার বাড়ির কোথাও না কোথাও একটা কপি থাকতেই পারে। অন্তত ড্রাফট্ আকারে তা কোথাও থাকতেই পারে।"

"ও আমাকে জানিয়েছে যে, পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে নেই, যথোপযুক্ত কারণে আমি তাকে বিশ্বাস করি। বেরাইলের স্বভাব সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছি, সে লেখার ব্যাপারে বেশ গোপনীয়তা রক্ষা করতো। তার লেখার ব্যাপারে আগে থেকে কেউই কিছু জানতে পারতো না। এমনকি স্পারাচিনো পর্যন্ত লেখাটা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করার পরই কেবলমাত্র বিষয়টা আলোচনায় আনতেন। টেলিফোন আলাপের মাধ্যমেও অনেক সময় সে তার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেছে এ ব্যাপারে চিঠিও লিখেছে সে। তার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, এক মাস আগে বেরাইলের সাথে নাকি তার টেলিফোনে আলাপ হয়। আলাপে সে জানায় যে, লেখাটায় কোনো ভুল ভ্রান্তি আছে কিনা তা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে এবং বছরের প্রথমেই প্রকাশকের হাতে তুলে দেবে।"

"এক মাস আগে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে। "ওকি তাকে লিখে জানিয়েছিলো?"

"ফোনে কথা হয়েছিলো।"

"কোথা থেকে?"

"কী জ্বালাতন, আমি তার কিছুই জানি না। আমার ধারণায় রিচমন্ড থেকে হতে পারে।"

"এমনই কি বলা হয়েছে তোমাকে?"

মার্ক একটুক্ষণ চিন্তা করলো। "না, স্পারাচিনো আমাকে কিছুই বলে নি বেরাইল কোথা থেকে ফোন করেছিলো।" ও একটু থামলো। "কেন?"

"কিছু সময়ের জন্যে ও শহরের বাইরে ছিলো," আমি কথাটা এমনভাবে বললাম, যেনো এটা কোনো ব্যাপারই নয়। "আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, সপারাসিনো নিঃসন্দেহে জানতো, বেরাইল কোথা থেকে তাকে ফোন করেছিলো।"

"পুলিশ জানে না ও কোথায় ছিলো?"

"এখানে অনেক বিষয়ই থাকতে পারে, যা পুলিশের জানার কথা নয়," আমি বললাম।

"এটা কোনো জবাব হলো না।"

"মার্ক, বেরাইলের কেসের ব্যাপারে এর চাইতে ভালো কোনো উত্তর এই মুহূর্তে আর আলোচনা করতে চাইছি না। ইতিমধ্যে আমি অনেক বেশি বলে ফেলেছি। তাছাড়া এখন পর্যন্ত আমি নিশ্চিত নই, এ বিষয়ে তোমার এতো আগ্রহ কেন?"

"আর আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তুমি নিশ্চিত হতে পারো নি?" ও বললো। "তুমি নিশ্চিত নও যে, আমি তোমার মন জয় করার চেষ্টা করছি কিনা। মনে হচ্ছে আমি তোমার কাছ থেকে তথ্য চুরি করতে এসেছি?"

"হ্যা। সত্য বলতে আমার কাছে তেমনই মনে হচ্ছে।" ওর চোখে চোখ রেখে আমি জবাব দিলাম।

BanglaBook.org

"কে, আমি খুব ভয়ের ভেতর আছি।" ওর মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ অবশ্য স্পষ্ট পড়তে পারলাম এমন একটা মুখ যা আমার কাছ থেকে কিছু পেতে চাইছে—যদিও সেটা তারই মুখ। আমি সহজেই ওর চোখ থেকে নিজের চোখকে সরিয়ে নিতে পারলাম।

"স্পারাচিনো কিছু একটা করতে চাইছে," ও বললো। "আমি তোমাকে কোনঠাসা করতে চাইছি না।" বোতলের শেষ মদের অংশটুকু ও আমার গ্লাসে ঢেলে দিলো।

"ও কি করতে চাইছে মার্ক?" প্রশ্ন করলাম আমি। আমাকে ফোন করবে? আমার কাছে যে পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বই নেই। সেই পাণ্ডুলিপি আমার কাছ থেকে ফেরত চাইবে? তাতে কি হয়েছে?"

"আমার মনে হচ্ছে, ও ঠিকই জানে পাণ্ডুলিপিটা তোমার কাছে নেই," ও বললো। "এটা কোনো বড় সমস্যা নয়। তবে এটা সত্য, জিনিসটা যে ভাবেই হোক সে পেতে চাইছে। যদি না জিনিসটা একেবারে লাপাত্তা হয়ে যায়। তাহলে সে ওটা খুঁজে বের করবেই। তার রাজ্য কোনোভাবেই সে হাতছাড়া হতে দেবে না।"

"সেটা সকলের ক্ষেত্রেই আনন্দের বিষয়।" আমি বললাম।

"আমি শুধু জানি, ও কিছু একটা করতে চাইছে," আপন মনেই বিড়বিড় করলো মার্ক।

"বিজ্ঞাপনের আরেকটা সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছে?"

মার্ক মদের গ্লাসে চুমুক দিলো।

"আমি ঠিক জানি না সেটা কী হতে পারে," আমি বলে যেতে লাগলাম। "কিন্তু এগুলোর সাথে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।"

"আমি কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছি," বেশ গুরুত্ব দিয়ে বললো সে।

"তাহলে ব্যাখ্যা করো আমাকে," আমি বললাম।

মার্ক ব্যাখ্যা করলো। "ও একটা হেডলাইন লিখেছেন "চিফ মেডিকেল এক্সামিনার একটা গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।"

আমি জানালাম, "ভিত্তিহীন এক ধারণা।"

মার্ককে মোটেও হাসতে দেখলাম না। "বিষয়টা ভেবে দেখার চেষ্টা করো। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পাণ্ডুলিপি এবং এই পাণ্ডুলিপি রচনা করেছে এমন একজন, যার জীবনাবসান হয়েছে অত্যন্ত করুণভাবে। এরপর পাণ্ডুলিপিটা লাপাত্তা হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে মেডিকেল এক্সামিনার সেটা কারও কাছে চড়া দামে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। মর্গ থেকেই জিনিসটা লাপাত্তা হয়েছে। প্রভু যিশু, রক্ষা করো। যখন বইটা প্রকাশিত হবে, নিঃসন্দেহে সেটা বেস্ট সেলারের তালিকায় উঠবে, আর হলিউড সেটা নিয়ে ছবি বানানোর জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেবে।"

"আমি এতে মোটেও ভীত নই," দৃঢ়কণ্ঠে বললাম তাকে। "এটা এক ধরণের অলীক কল্পনা। এগুলো আমি বিশ্বাস করি না।"

BanglaBook.org

"কে, অস্তিত্বহীন কোনো কিছুকে অস্তিত্ব দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে স্পারাচিনোর," মার্ক আমাকে সাবধানী শোনালো। "লিয়ন জোনসের মতো তোমার ভাগ্যেও করুণ পরিণতি নেমে আসুক, আমি মোটেও তা চাই না।" ওয়েটারকে খুঁজতে ও চারদিকে একটু নজর বুলালো। কিন্তু সামনের দরজার কাছে ওর চোখ হঠাৎই আঁটকে গেলো। দ্রুত ও প্লেটের খাবারের দিকে চোখ নামালো। বিড়বিড় ক'রে ও বললো, "ওহ্, শিট্!"

আমি নিজেকে নিজের মতো করেই ধরে রাখলাম। মার্ক কী নিয়ে বিরক্ত, তা একবার ঘুরে দেখারো চেষ্টা করলাম না, যতোক্ষণ না দীর্ঘদেহের লোকটা আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো।

"এই যে ম্যাক, কি খবর? আমি ঠিকই ভেবেছি, তোমাকে এখানে পাওয়া যাবে।"

বুঝলাম, লোকটা কথা কম বলতে পছন্দ করে। বয়স অনুমান করার চেষ্টা করলাম, সে মধ্য পঞ্চাশ কিংবা ষাটের কাছাকাছি হবে। চকচকে মুখে ছোটো ছোটো কঠিন একজোড়া চোখ। এমনভাবে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে যে, শরীরের প্রতিটা স্নায়ুই যেনো লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

"কেমন যোগাযোগ দেখো, প্রিয় বৎস, আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম তোমাকে পানের জন্যে আমন্ত্রণ জানাবো।" কাশ্মিরী কোটের বোতামগুলো খুলতে খুলতে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে একটু হাসলো। "আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি, আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হতে পারে। আমি রবার্ট স্পারাচিনো।"

"কে স্কারপেট্টা," চমকে দেবার মতো করেই আমার নামটা তাকে জানালাম আমি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

যেভাবেই হোক ঘণ্টাখানেক আমরা মদ খেয়ে স্পারাচিনোর সাথে কাটিয়ে দিলাম। নিঃসন্দেহে বিষয়টা আমাদের জন্যে ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা। আমি একজন অনাহুত ব্যক্তি—প্রথম থেকেই ও আমার সাথে এমন আচরণ করতে লাগলো। আমি নিশ্চিত, আমার পরিচয় ও ঠিকই জানে। আর এটাও জানি যে, এই আকস্মিক সাক্ষাৎ আমাদের ভেতর সহসা ঘটে নি। নিউ ইয়র্কের মতো একটা শহর, সেখানে আমি কি বলতে পারি অকস্মাৎ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে?

"তুমি নিশ্চিত জানো যে, আমি এখানে আসছি তার কিছুই ও জানতো না?" আমি মার্ককে প্রশ্ন করলাম।

"আমি তো সে রকম যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না," মার্ক বললো।

ফিফ্‌টি-ফিফ্‌থ স্ট্রটের যাওয়ার ব্যাপারটাও যে যে তার এক ধরণের ছলনা, সেটাও বুঝতে পারলাম। কারনেগি হল ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে। সামান্য কিছু যারা অবশিষ্ট আছে, তারা সাইড ওয়র্ক ধরে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত প্রায় একটার কাছাকাছি। এতোক্ষণ যে মদ গিলে চলেছি, তার ভেতর আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে, স্নায়ুগুলোও উত্তেজিত হয়ে আমার সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে।

"ওর কৌশলে কখনো ভুল হয় না। ওর এক ধরণের অদ্ভুত আচরণ আছে। সকাল বেলা ও কিছুই চিন্তা করে না। বাস্তবহীন মনে হলেও, গভীর ঘুমের ভেতর বোধহয়, তার চিন্তাগুলো কাজ করতে থাকে।"

"তুমি কিন্তু আমার এখন পর্যন্ত একটুও শান্তির ব্যবস্থা করতে পারো নি," আমি তাকে বললাম।

আমরা সরাসরি এলিভেটরে গিয়ে উঠলাম। এ সময় আমরা কোনো কথা না বলে ফ্লোর ইন্ডিকেটরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এলিভেটর থেমে যেতেই হোটেলের হলওয়ে'তে পাতা কার্পেটের ওপর পা রাখলাম আমরা। যেমন আশা করেছিলাম, আমার ব্যাগটা বিছানার পাশেই রাখা দেখতে পেলাম।

"তুমি কি কাছাকাছিই থাকছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কয়েক দরজা সামনেই," চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মার্ক বললো, "তুমি কি আমাকে তোমার নাইটক্যাম্প হয়ে থাকতে বলছো?"

"আমি সাথে করে কিছু নিয়ে আসি নি..."

"বার ভর্তি যথেষ্ট তুমি পাবে। আমার কথা বললেই হবে," ও বললো।

আমার এখন এমন পানীয় প্রয়োজন, যা চিন্তাশক্তি বাড়াতে পারে।

"স্পারাচিনো আসলে কি করতে চাইছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বার-এ একটা ছোটো রিফ্রিজারেটর আছে। ওতে তুমি সব পাবে বিয়ার, মদ। কিছু জিগার সাইজের বোতলও আছে।"

BanglaBook.org

"ও আমাদের কিন্তু একসাথে দেখেছে," আমি বললাম। "কি ঘটতে যাচ্ছে তাহলে?"

"এটা নির্ভর করছে, আমি তাকে কী বলবো তার ওপর," মার্ক আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো।

প্লাস্টিক কাপে ভরে ওর দিকে খানিকটা স্কচ্ এগিয়ে দিলাম। "তাহলে আমাকে খুলেই বলো, তাকে কীভাবে তুমি বিষয়টা জানাতে চাইছো।"

"মিথ্যা বলবো।"

বিছানার একবারে কিণার ঘেঁষে আমি বসে পড়লাম।

মার্ক আমার কাছে একটা চেয়ার এগিয়ে নিয়ে এসে বসলো। ধীরে ধীরে ও এ্যাম্বার লিকারে চুমুক দিতে লাগলো। ও আমার পা প্রায় স্পর্শ ক'রে ফেলেছে।

"আমি তাকে বলবো যে, জিনিসটা তোমার কাছ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি," ও বললো, "পরোক্ষভাবে তাকে সাহায্য করার জন্যেই এতো কিছু।"

"তাহলে তুমি আমাকেই ব্যবহার করছো শেষ পর্যন্ত," আমি বললাম। খারাপ তরঙ্গে ভেসে আসা রেডিও অনুষ্ঠানের মতো, আমার চিন্তার সূত্রগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে লাগলো। "তুমি অবশ্য তা পারো—আমাদের অতীতই সেটা বলে দেয়।"

"হ্যা।"

"আর সেটা একটা মিথ্যে?" আমি জানতে চাইলাম।

ও হাসলো, ভুলে গিয়েছিলাম ওর হাসির শব্দটা আমি কতোটা ভালোবাসি।

"এর ভেতর হাস্যরসের কিছু খুঁজে পাচ্ছি না আমি," প্রতিবাদ জানালাম আমি।

ঘরের ভেতর বেশ গরম। স্কচের প্রভাবেই সম্ভবত এমন মনে হচ্ছে। "মার্ক এটা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে সত্য কোনটা?"

"কে," ও বললো। একটু হাসলো, কিন্তু মোটেও আমার দিকে তাকালো না। "আমি ইতিমধ্যে সত্য বলে ফেলেছি।" খানিকক্ষণের জন্যে মার্ক চুপ ক'রে থাকলো। এরপর ও সামান্য একটু ঝুঁকে আমার চিবুক স্পর্শ করলো। ভয় পেলাম, ও আমাকে চুমু খাবে, আমি বোধহয় প্রচণ্ডভাবে এমন কিছু কামনা করছি।

মার্ক আবার তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। "কাল বিকেল পর্যন্ত কেন তুমি থাকতে চাইছো না? সম্ভবত কাল সকালে আমরা দু'জনই স্পারাচিনোর সাথে কথা বলতে পারি।"

"না," আমি বললাম। "তাহলে ও যেমন চাইছিলো, সেটাই করা হবে মূলত!"

"তুমি যেমনটা বলবে।"

ঘণ্টাখানেক বাদে মার্ক ঘর ছেড়ে চলে গেলে ঘর অন্ধকার করে আমি শুয়ে পড়লাম। বিছানার অন্যপাশটা খালি পড়ে আছে—স্থানটায় অন্য এক ধরণের শীতলতা। সেই অতীতের দিনগুলোতেও মার্ক কখনো একসাথে থাকতো না। পরদিন সকালে উঠে সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট জুড়ে অসংখ্য জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখতাম—কাপড়, ময়লা গ্লাস-থালাবাসন, খালি মদের বোতল এবং ভর্তি হয়ে থাকা এসট্রে। উভয়ে ধূমপান করে ওই এ্যাসট্রে দুটা কখনো কখনো তিনটা পর্যন্ত জেগে

BanglaBook.org

থাকতাম। এর ভেতর আমাদের সবই চলতো—স্পর্শ, কথা বলা, হাসি-তামাশা, গ্লাসের পর গ্লাস মদ পান এবং অবশ্যই এর সাথে অবিরামভাবে ধূমপান করা। আমরা যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক করতাম। যদিও কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা আমার মোটেও পছন্দ নয়। এটা একবার শুরু হলে শুধু বাড়তেই থাকে। অনেকটা ইট মারলে পাটকেল খাওয়ার মতো। নীতি বাক্য কিংবা নৈতিকতার নিয়মগুলো আর মেনে চলা যায় না। সে কখন আমাকে একটু ভালোবাসার কথা শোনাবে, বিছানায় যাবর আমন্ত্রণ জানাবে, সেই অপেক্ষাতেও থাকতাম। কিন্তু কখনই সে আমাকে এমন প্রস্তাব দেয় নি। সকালবেলা আমার একই ধরণের অনুভূতি ফিরে এলো—কেমন যেনো খালি খালি অনুভূতি। মনে হলো, আমি যেনো এক শিশু বড়দিনে গিফট্ পেপার দিয়ে ক্রিস্টমাস ট্র সাজাতে মাকে সাহায্য করছি।

আমি আসলে কী চাই, সেটাই জানি না। সম্ভবত আগেও জানতাম না। আবেগের দুরত্বটাকে কখনোই আমি একসাথে করতে পারি নি। আর এখন তা কীভাবে করতে হয় সেটাই ভুলে গেছি। কোনো কিছুই আসলে পরিবর্তন করতে পারি নি। ও ইচ্ছে করলেই আমাকে পেতে পারতো, কিন্তু নিজেকে যে যৌনাবেদনময়ী ক'রে তোলা সম্ভব, সেটাই ভুলে গেছি। আকাঙ্খা কোনো ব্যাপার নয়, একে অপরকে কাছে পাওয়ার প্রয়োজনটাই আসলে কখনো বন্ধ হবে না। তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারি নি আমি, ওর ঠোঁটজোড়াকে গ্রহণ করতে পারি নি, ওর হাত অথবা আমাদের ভেতর কোনো তৃষ্ণাই জাগে নি। এখন শুধুমাত্র আমি স্মৃতি খুঁজে ফিরছি।

সকালে ঘুম থেকে ডেকে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাতে ভুলে গেলাম। এমনকি বিছানার পাশের টেবিলে অ্যালার্ম সেট ক'রে রাখার ঝামেলাতেও গেলাম না। অবশ্য মনের ঘড়িতে অ্যালার্মটা সেট ক'রে রাখলাম—সকাল ছ'টা একেবারে সঠিক সময়ে আমার ঘুমও ভেঙে গেলো। বিছানায় উঠে বসে নিজেকে আমার চেহারার মতোই বিধ্বস্ত মনে হলো। উষ্ণ পানিতে গোসল কিংবা শরীর যত্ন করে ঘঁষামাজা করার পরও চোখের নিচকার কালো দাগ এবং ফুলোফুলো ভাবটা মোটেও কমাতে পারলাম না। বাথরুমের আলোগুলো নির্লজ্জের মতোই নৈতিকতা প্রদর্শন করছে। ইউনাইটেড এয়ারলাইনসে ফোন করে ঠিক সাতটার সময় আমি মার্কের দরজায় টোকা দিলাম।

"কী খবর?" মার্ক বললো। ওকে অত্যন্ত সতেজ এবং উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। "তোমার সিদ্ধান্ত কি পাল্টিয়েছো?"

"হু", সংক্ষেপে জবাব দিলাম আমি। তার কোলোনের পরিচিত গন্ধটা আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে একত্রিত হতে লাগলো, অনেকটা যেনো ক্যালিইডোস্কপের ভেতর দেখা ছবির মতো।

"আমি জানতাম, তুমি মত পাল্টাবে," ও বললো।

"কিভাবে জানলে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"যেহেতু তুমি সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাও না," ড্রেসারের আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট ঢিলে ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে মার্ক জবাব দিলো।

BanglaBook.org

মার্ক এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দুপুরের প্রথম ভাগে আমরা ওরনডর্ফ এ্যান্ড বার্জার আফিসে দেখা করবো। ফার্মের লবি আমার কাছে নির্জীব ব'লে মনে হলো বিশাল এক খালি অংশ এমনি এমনি পড়ে আছে, সেকারণেই হয়তো। কালো কার্পেটের ভেতর থেকে মাথা উঁচু ক'রে আছে কালো দেয়াল। তার ভেতর পালিশ করা চকচকে পেতলের শেডের ভেতর আলো জ্বলছে। সার্ভিং টেবিলটাও চকচকে পেতলের দু'পাশে দুটো চেয়ার পাতা—কালো একলাইকের চেয়ার। চোখে পড়ার মতো বিষয় হচ্ছে, এখানে আর কোনো আসবাবই নেই। নেই কোনো পেইনটিং কিংবা গাছ। এগুলো কিছু না থাকলেও, অদ্ভুত ধরণের দুমড়ানো কিছু ভাস্কর্য সাজানো আছে। আমার মনে হলো, এই ভাস্কর্য কিছুটা হলেও ঘরের খালি খালি ভাবটাকে দূর করতে পেরেছে।

"আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" পেশাগত দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ডেস্কে বসে থাকা রিশেপসনিস্ট।

তার প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই অন্ধকার দেয়ালের ভেতরকার একটা দরজা খুলে গেলো। মার্কের হাতে ধরা আমার সুটিং ব্যাগ। আমাকে সাথে নিয়ে প্রশস্ত হলওয়ের পথ ধরে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গেলাম। আমরা একের পর এক দরজা পেরুতে লাগলাম। জনালাগুলোয় ধূসর-রঙের কাঁচ লাগানো যা ম্যানহাটানের শিল্পরীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অফিসে কোনো প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেলাম না। সম্ভবত সবাই লাঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত।

"তোমার এই লবি কোন্ হতভাগা ডিজাইন করেছে?" আক্ষেপ ক'রে বললাম আমি।

"ওই হতভাগাকেই আমরা দেখতে যাচ্ছি," মার্ক বললো।

আমি যে ঘরগুলো পার হয়ে এসেছি স্পারাচিনোর ঘরটা তার দ্বিগুন আকারের। টেবিলের ওপর কয়েকটা জেমস্টোনের পেপারওয়েট সাজানো আর দেয়ালের তাকে প্রচুর বই। জন গোত্তির অত্যন্ত মূল্যবান সুট পরিহিত এই উকিলের ভেতর এতোটা যে আভিজাত্য থাকতে পারে, গতরাতে তাকে দেখে মোটেও তা বুঝতে পারি নি। অফিস-কক্ষে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে মুখ থেকে একটা বাক্যও বের করলো না। এমনকি সামনে চেয়ারে বসার পরও একবার মুখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত।

"বুঝতে পারছি লাঞ্চে যাওয়ার পথে একবার এখানে ঘুরে যাওয়ার কথা চিন্তা করেছো," পুরুষ্ঠ আঙুলে ফাইলের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে, শীতল-নীল চোখ তুলে অবশেষে মুখ খুলবো। "ডাঃ স্কারপেট্টা, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখবো না। আমাদের ক্লায়েন্ট বেরাইল ম্যাডিসনের বিষয় নিয়ে মার্ক এবং আমি কাজ করছি। তার এ্যাটর্নি এবং সম্পত্তির এক্সিকিউটর হিসেবে আমার কাছে কিছু বিষয় খোলাসা হওয়া প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত, এ বিষয়ে আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন।"

আমি কিছুই বললাম না, বরং একটা এ্যাসট্রে খুঁজে ব্যর্থ হলাম।

BanglaBook.org

"রবার্টের ওই কাগজগুলোর প্রয়োজন," মার্ক ম্লান কণ্ঠে বললো, "কে, বিশেষত বেরাইল যে বইটা লিখছিলো তার পাণ্ডুলিপিটা। তুমি আসার আগে আমি অবশ্য তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি, জিনিসটা মেডিকেল অফিসারের অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, অন্তত এই জিনিসটতা তো নয়ই।"

এই আলাপটা আমরা সকালে ব্রেকফাস্টের সময়ই সেরে নিয়েছি। আমি আসার আগে সম্ভবত মার্ক তাকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছিলো।

স্পারাচিনোর দিকে সরাসরি তাকিয়ে আমি বললাম, "আমার জিনিসটা সূত্র হিসেবে উদ্ধার করেছে। তার ভেতরকার কোনো কাগজ আশা করি আপনার প্রয়োজনে আসবে না।"

"আমাকে বলা হয়েছে, আপনারা নাকি কোনো পাণ্ডুলিপিই উদ্ধার করেন নি," ও বললো।

"সেটাই ঠিক।"

"তাহলে বলতে চাইছেন, পাণ্ডুলিপিটা কোথায় আছে, তার কিছুই আপনি জানেন না?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই এ বিষয়ে।"

"ভালো কথা, এখন আসল প্রসঙ্গে আসি। আপনি যা বলছেন তা আমি কোনোভাবেই মেলাতে পারছি না।"

অভিব্যক্তিহীন মুখে ও ফাইলের পাতা উল্টাতে লাগলো। একটা ফটোকপি করা কাগজের কাছে এসে ও থেমে গেলো। ধারণা করলাম কাগজটা বেরাইলের পুলিশ রিপোর্টের ফটোকপি হতে পারে।

"পুলিশের রিপোর্ট মতে ঘটনাস্থল থেকে একটা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে," স্পারাচিনো বললো। "কিন্তু এখন আমাকে বলা হচ্ছে সেখানে কোনো পাণ্ডুলিপিই ছিলো না। ব্যাপারটা কি হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বলবেন কি?"

"পাণ্ডুলিপির কিছু পাতা উদ্ধার করা হয়েছে," আমি জবাব দিলাম। "কিন্তু, আমার ধারণা ওগুলোতে আপনি মোটেও আগ্রহী হবেন না, মিঃ স্পারাচিনো। ওগুলো বর্তমান কাজের কোনো অংশ নয়, তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওগুলো আমার হাতেও আসে নি।"

"কতো পাতা হতে পারে?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"আমি ওগুলো দেখি নি,"

"কে দেখেছে?"

"লেফটেন্যান্ট মেরিনো। আমার মনে হয় তার সাথে কথা বললেই আপনার বেশি উপকার হবে।" আমি বললাম।

"ইতিমধ্যে তার সাথে আমি কথা বলেছি। ও বলেছে পাণ্ডুলিপিটা নাকি ও আপনার হাতেই দিয়েছে।"

আমি বিশ্বাস করি না মেরিনো এ ধরণের কিছু বলতে পারে।

BanglaBook.org

"এক ধরণের ভুল বোঝাবুঝি," আমি জবাব দিলাম। "আমার মনে হয় মেরিনো আংশিক পাণ্ডুলিপিটা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়েছে পরীক্ষার জন্যে। ওটা তার আগের বইয়ের পাণ্ডুলিপি। ফরেনসিক সায়েন্স ব্যুরো একটা স্বতন্ত্র বিভাগ। বিভাগটা আমার বিল্ডিংয়ে অবস্থিত।"

আমি মার্কের দিকে তাকালাম। ওর মুখটা কঠিন হয়ে আছে। এই ঠাণ্ডার ভেতরও ও ঘামছে।

চেয়ারে স্পারাচিনো নড়ে বসায় ক্যাঁচ ক'রে শব্দ হলো।

"ডাঃ স্কারপেট্টা, আপনাকে অমি সরাসরি দোষারোপ করছি এ ব্যাপারে," ও বললো। "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।"

"আপনি কী বিশ্বাস করেন আর কী বিশ্বাস করেন না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না," অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললাম তাকে।

"আমি বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছি," শান্ত কণ্ঠে ও বললো।

"কাগজগুলো আমার কাছে মূল্যহীনই মনে হতো, যদি না কিছু মানুষের কাছে ওই কাগজগুলোর কোনো মূল্য না থাকতো। আমি জানি অন্তত দু'জনের কাছে এর যথেষ্ট মূল্য আছে, পাবলিশারের কথা না হয় বাদই দিলাম। পাবলিশার ওই পাণ্ডুলিপির জন্যে যথেষ্ট মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। বিশেষত যখন কোনো লেখক বা লেখিকা কোনো বই লিখতে লিখতে মারা যায়।"

"ওগুলো বিষয় নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই," আমি জবাব দিলাম। "আপনি যে পাণ্ডুলিপির কথা বলছেন, সেটা আমার অফিসে আসে নি। পরবর্তীতেও আমরা ওই পাণ্ডুলিপি হাতে পাই নি।"

"কেউ একজন নিশ্চয়ই পেয়েছে," ও জানালা পথে বাইরে তাকালো। "আমি যে কারো চাইতে বেরাইলকে বেশি জানি, ওর স্বভাব সম্পর্কে আমার ভালোই ধারণা আছে, ডাঃ স্কারপেট্টা। কিছু সময়ের জন্য ও শহরের বাইরে গিয়েছিলো, খুন হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সে বাড়ি ফিরে এসেছিলো। আমি খুঁজে দেখেছি, কাছের কোনো মানুষের কাছে সে পাণ্ডুলিপিটা দেয় নি। তার বৃফকেস, সুটকেস কোথাও ওটা রাখে নি।" ওর নীল চোখজোড়া আমার ওপর স্থির হয়ে রইলো। "ব্যাংকে বেরাইলের কোনো লক্-বক্স নেই, অন্য কোনোখানেও এটা রাখে নি—যাইহোক, সেটা তারপক্ষে রাখা সম্ভব হয় নি। যখন ও শহরের বাইরে ছিলো, তখন জিনিসটা সাথেই রেখেছিলো। এটা নিয়ে কাজ করছিলো। স্বাভাবিকভাবেই যখন সে রিচমন্ডে ফিরে আসে পাণ্ডুলিপিটা তার সাথেই থাকার কথা।"

"ও শহরের বাইরে ছিলো, মাত্র দিন কয়েকের জন্যে," কথাটা আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। "আপনি নিশ্চয়ই বিষয়টা ভালোভাবে জানেন?"

মার্ককে একবারো আমার দিকে তাকাতে দেখলাম না।

স্পারাচিনো আবার তার চেয়ারে হেলান দিলো। আর হেলান দেয়া অবস্থাতেই আঙুল দিয়ে পেটের ওপর হাত বুলাতে লাগলো।

BanglaBook.org

খানিক বিরতি দিয়ে স্পারাচিনো বললো, "আমি জানি বেরাইল বাড়িতে ছিলো না। আমি অনেক সপ্তাহ্ যাবত টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম। এরপর, মাস খানেক আগে হঠাৎ সে আমাকে ফোন করে। সে কোথায় আছে, তা অবশ্য জানায় নি, কিন্তু একথা জানায় যে, বেশ শান্ত-নিরিবিলি পরিবেশে কাজ করছে। তাছাড়া বইয়ের কাজ সে ভালোই এগুচ্ছে। এই কাজটা করতে সে প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে। দীর্ঘ গল্প সংক্ষেপে বলি। বেরাইলকে ভয় পিছু তাড়া ক'রে ফিরছিলো। তাকে কেউ ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছিলো এমন গল্প আমি বিশ্বাস করি না। ও কোথায় ছিলো সেটা আমার মাথা ঘামানোর বিষয় ছিলো না, সে চমৎকার পরিবেশে চমৎকারভাবে কাজ করছিলো এবং কাজ প্রায় গুছিয়ে আনতে পেরেছিলো সেটাই আমি বিশ্বাস করি।"

"আমরাও জানি না বেরাইল আদৌ কোথায় ছিলো," মার্ক আমাকে তথ্য জানাবার ভঙ্গিতে বললো। "এমনকি মেরিনোও আমাদের এই তথ্যটা জানায় নি।"

মার্কের বলা কথাটায় আমি নিঃসন্দেহে অবাক হলাম। "আমরা" বলতে মার্ক এবং স্পারাচিনো উভয়কেই তাহলে বুঝাতে চাইছে।

"যদি আপনি ওই প্রশ্নের উত্তর আশা করেন—"

"সেটাই আসলে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম," আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ও বললো। "জানতে পেরেছি, গত কয়েক মাসে বেরাইল নর্থ ক্যারোলিনা, ওয়াশিংটন, টেক্সাসে অবস্থান করছিলো—ধ্যাততারিকা, এটা কোথায় থাকতে পারে। এখন তা আমার জানা প্রয়োজন। আপনি বললেন যে, আপনার অফিস নাকি পাণ্ডুলিপিটা মোটেও পায় নি। পুলিশ জানিয়েছে তারাও জিনিসটা হাতে পায় নি। আমাকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে, শেষ পর্যায়ে ও কোথায় অবস্থান করছিলো। পাণ্ডুলিপির সূত্র ধরেই আমাকে সেটা করতে হবে। সম্ভবত কেউ তাকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিলো। কেউ হয়তো তার বইয়ের প্রকাশটা বন্ধ করতে চাইছিলো। অথবা কেউ তার অজান্তেই পাণ্ডুলিপিটা লাপাত্তা ক'রে দিয়েছে। যেমন, প্লেনে চাপার সময় হয়তো জিনিসটা কারো হাতে তুলে দিয়েছে?"

"এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য আপনি লেফটেন্যান্ট মেরিনোর কাছ থেকে পেতে পারেন," আমি বললাম। "বেরাইলের কেসের ব্যাপারে এতো বেশি কিছু কোনোভাবেই আপনার সাথে আমি আলোচনা করতে পারি না।"

"আপনি করবেন, তেমন আশাও আমি করি না," স্পারাচিনো বললো। "সম্ভবত এর কারণ, আপনি ভালোভাবেই জানেন, রিচমন্ডে ফেরার সময় পাণ্ডুলিপিটা সে সাথে করেই এনেছিলো। সম্ভবত, তার মৃতদেহের সাথে জিনিসটাও আপনার অফিসে চলে আসে। কিন্তু এখন সেটা সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে গেছে।" ও একটুক্ষণ থামলো। শীতল দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "ক্যারি হারপার, অথবা তার বোন, কিংবা উভয়েই আপনাকে কতো টাকা দিয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা ওদের হাতে তুলে দেবার জন্যে?"

মার্ক নির্বাকভাবে ব'সে আছে। চেহারায় ওর কোনো অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না।

"কতো? কতো হাজার ডলার? দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজার?"

BanglaBook.org

"আমার মনে হয়, মিঃ স্পারাচিনো আমাদের আলোচনার এখানেই ইতি টানা উচিত।" পকেটবুকটা হাতে তুলে নিয়ে আমি বললাম।

"না। ডাঃ স্কারপেট্টা, আমি বলছি না এমন কিছু ঘটেছে," স্পারাচিনো বললো।

ও খুব স্বাভাবিকভাবেই ফাইলের পাতাগুলো উল্টাতে লাগলো। একেবারেই স্বাভাবিকভাবে। এরপর বেশ কিছু পাতা সে আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

ফটোকপি করা কাগজগুলো হাতে নিয়ে আমার মুখ থেকে যেনো সমস্ত রক্ত সরে গেলো। ফটোকপি করা কাগজগুলো রিচমন্ড পত্রিকার ফটোকপি—প্রায় বছর খানেক আগেকার। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটা এরকম :

মৃতদেহ থেকে জিনিস চুরির অপরাধে মেডিকেল এক্সামিনার অভিযুক্ত

> টিমোথি স্মাথার্স গত মাসে তার নিজ বাড়ির সামনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। নিহতের স্ত্রী স্বাক্ষ্য প্রদান করেন যে, মৃত্যুর সময় তার হাতে সোনার ঘড়ি, সোনার আংটি এবং প্যান্টের পকেটে নগদ ৮৩ ডলার ছিলো। পুলিশ এবং উদ্ধার কর্মীরা নিহতের বাড়িতে যাওয়ার পর এ ধরণের স্বাক্ষ্য-প্রমাণ উদ্ধার করে। কিন্তু মৃতদেহ মেডিকেল এক্সামিনারের অফিসে যাওয়ার পর...

ফটোকপি করা কাগজে আর যা লেখা আছে, সেগুলো আর পড়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। স্মাথার্স কেসের সাথে আমার অফিসকে জড়িয়ে এমন কিছু মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয় যে, ইতিপূর্বে আর কখনো এমনটা ঘটে নি।

মার্কের বাড়িয়ে ধরা হাতের দিকে ফটোকপি করা কাগজ এগিয়ে দিলাম। স্পারাচিনো আমাকে বড়শিতে গাঁথতে চাইছে, কিন্তু আমিও ঠিক ক'রে ফেলেছি, সে সুযোগ আমি তাকে দেবো না।

"এই গল্পটা যেমন সাজিয়ে রেখেছেন, অন্য গল্পটাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন," আমি বললাম, "বিষয়টার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়েছিলো। তদন্তে প্রমাণ হয় এর সবই ছিলো মিথ্যে—আমার অফিস এই মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত হতে পেরেছিলো।"

"হ্যা, জানি," স্পারাচিনো বললো। "এ ধরণের প্রশ্ন ওঠার পর আপনি ব্যক্তিগতভাবে মৃতের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা জিনিসগুলো হারিয়ে যাওয়ার বদনাম রটে যাওয়ার পরেই করেছিলেন। সকলের মুখ বন্ধ করতে যে নয়, তার কোনো প্রমাণ নেই। মিসেস স্মাথার্স এখনো অভিযোগ করে যে, ক্রাইম মেডিকেল এক্সামিনারের অফিস তার স্বামীর স্বর্ণালংকার এবং টাকা চুরি করেছে। আমি নিজে তার সাথে কথা বলেছি।"

"ওর অফিস এই বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে পেরেছিলো রবার্ট," আর্টিকেলটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে বললো মার্ক। "এমনকি এখানে বলা হচ্ছে, মূল্যবান জিনিসগুলোর ক্ষতিপূরণ বাবদ মিসেস স্মাথার্স একটা চেকও গ্রহণ করেন।"

BanglaBook.org

"সেটাই আমি বলতে চাইছিলাম," শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম।

"মানুষের আবেগ কখনো অর্থ দিয়ে কেনা যায় না," স্পারাচিনো স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। "যতো টাকার চেক আপনি প্রদান করেছিলেন, তার চাইতে দশগুন বেশি অর্থও আপনি প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু তারপরও মৃতের স্ত্রী এখনো অসন্তুষ্ট।"

এটা এক ধরণের তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। পুলিশ এখনো সন্দেহ করে, মিসেস স্মাথার্স তার স্বামীর হত্যার নেপথ্যে জড়িত ছিলো। স্বামীর কবরে ঘাস গজিয়ে উঠতে না উঠতেই একজন ধনবান ব্যক্তিকে বিয়ে করে বসে আছে।

"সংবাদপত্রে আরো অনেক কিছু বলা হয়েছে," স্পারাচিনো বললো, "আপনার অফিস হারানো প্রমাণগুলো উদ্ধারও করতে পারে নি, স্মাথার্স বাড়িতেও সেগুলো পৌছে দিতে পারে নি। আমি এখন সবকিছুই জানি। উদ্ধার করা জিনিসের তালিকাটা আপনার উচ্চতর প্রশাসনকে পাল্টে ফেলে, যে কোনো সময় তার পক্ষে কাজটা করা কোনো ব্যাপারই নয়। আপনি যে কথাগুলো বলেছেন, তার পাল্টা জবাবে মৃতের বাড়িতে এই কথাগুলোই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং ঘটনার মীমাংসা হয়ে গেছে, এ ধরণের কথা কোনোভাবেই বলা যাবে না। অন্তত আপনার কথাগুলো আমাকে কোনোভাবেই সন্তুষ্ট করতে পারছে না। যদিও বিষয়টা অনেকেই ভুলে যেতে বসেছে।"

"আপনার কি ধারণা?" একই রকম শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মার্ক।

স্পারাচিনো মার্কের দিকে এক নজর তাকালো। এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, "স্মাথার্সের ঘটনাটা দুর্ভাগ্যবশত সামান্য জরিমানা দিয়ে ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হয় নি। গত জুলাই মাসে আপনার অফিস একজন বৃদ্ধ মানুষের লাশ উদ্ধার করেছিলো। ওই বৃদ্ধের নাম হেনরি জ্যাকসন। স্বাভাবিকভাবেই ওর মৃত্যু ঘটেছিলো। আপনার অফিসে যখন ওর মৃতদেহ আসে, তখন ওর পকেটে বাহান্ন ডলার ছিলো। মৃতদেহের পকেট থেকে টাকাগুলো খোয়া যায় এবং আপনার অফিস এক্ষেত্রেও তার ছেলেকে জরিমানা দিতে বাধ্য হয়। বৃদ্ধের ছেলে স্থানীয় এক টিভি স্টেশনের সাথে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ ধরণের বক্তব্য প্রদান করেছে। সেদিন যা সম্প্রচার করা হয়েছিলো তার একটা ভিডিও টেপ আছে আমার কাছে, ইচ্ছে করলে আপনি তা দেখতে পারেন।"

"মৃত জ্যাকসনের পকেটে নগদ বাহান্ন ডলার ছিলো?" নিজেকে সংযত করতে না পেরে চিৎকার ক'রে উঠলাম। "ওর মৃতদেহ একেবারে পঁচেগলে গিয়েছিলো। ওর পকেটের টাকাগুলো এতোটাই নোংরা থাকার কথা যে, গরীব ছিঁচকে চোরও ওগুলো ধরতে ঘেন্না করবে। আমি জানি না ওই টাকাগুলোর কী হয়েছিলো। মনে হয় পোশাকের সাথে ওগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।"

"প্রভু জিশু রক্ষা করো!" দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে মার্ক বিড়বিড় ক'রে বললো।

"আপনার অফিসে কোনো সমস্যা আছে, ডাঃ স্কারপেট্টা," মৃদু হেসে বললো স্পারাচিনো।

BanglaBook.org

"প্রত্যেকটা অফিসেই কোনো না কানো সমস্যা আছে," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাবটা দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। "আপনারা বেরাইলের সম্পত্তি পেতে চাইলে পুলিশের সাথে কথা বলুন।"

"আমি দুঃখিত," এলিভেটর দিয়ে নেমে আসার সময় মার্ক বললো। "আমার কোনো ধারণাই ছিলো না, ওই শূয়োরের বাচ্চা তোমাকে এতোটা নোংরাভাবে আক্রমণ করবে। কে, তুমি আমাকে বলতে পারো..."

"তোমাকে বলবো?" তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম ওর দিকে। "কি বলবো তোমাকে?"

"ওই জিনিসটা গায়েব হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে। গুজবটার ব্যাপারে। এটা নিয়ে স্পারাচিনো একেবারে মরিয়া। কিছু না বুঝেই আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। যত্তোসব!"

"আমি তোমাকে কিছুই বলবো না," মার্ককে চিৎকার ক'রে বললাম, "কারণ এটার সাথে বেরাইলের কেসের কোনো সম্পর্কই নেই। যে ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করলো, সেগুলো দিয়ে সে আসলে চায়ের কাপে তুফান তুলতে চাইছে। দরজার সামনে অথবা অন্য কোথাও কোনো মৃতদেহ পড়ে থাকার সময় অনেক কিছুই ঘটতে পারে। মৃতের বাড়ি থেকেও কোনো কিছু চুরি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আর পুলিশ তো সব সময় পাহারা দিয়ে রাখে না—"

"দয়া করে তুমি আমার ওপর রাগ করো না!"

"আমি তোমার ওপর রাগ করছি না।"

"দেখো, আমি কিন্তুস্পারাচিনো সম্পর্কে আগে থেকেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম। তার কাছ থেকে আসলে আমি তোমাকে রক্ষাই করতে চেয়েছিলাম।"

"মার্ক, সম্ভবত আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কী করতে চাইছো।"

আমাদের দু'জনের ভেতর এক নাগাড়ে উত্তপ্ত বাক্যালাপ হতে লাগলো। রাস্তায় সামান্য সময়ের জন্যে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। গাড়ির হর্নের শব্দ, ইঞ্জিনের গর্জন, এবং এগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আমার স্নায়ুগুলোও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত খালি ক্যাব আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। মার্ক পেছনের দরজা খুলে আমার সুট ব্যাগটা গাড়ির মেঝের ওপর রাখলো। ক্যাবে চেপে বসার পর মার্ক ড্রাইভারের হাতে আনুমানিক একটা বিল ধরিয়ে দিলো। কী ঘটতে যাচ্ছে আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম। মার্ক আমার সাথে আসছে না। আমাকে একা একাই এয়ারপোর্টে ফেরত পাঠাচ্ছে এবং দুপুরের খাবার না খাইয়েই। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে ওর সাথে কথা বালার আগেই একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ক্যাবটা ব্যস্ততম সড়কে নেমে এলো।

আমি চুপচাপ লা গারজিয়া'তে গিয়ে পৌছলাম। প্লেন ছাড়তে এখনো তিন ঘণ্টা বাকি আছে। আমি ক্ষুব্ধ, মর্মাহত এবং একই সাথে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। নিঃসঙ্গভাবে আমার বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। একটা বার-এ ঢুকে বসার জন্যে নিরিবিলি স্থান বেছে নিলাম। ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ঘোলাটে বাতাসে সিগারেটের নীল ধোঁয়া মিশে যাওয়া দেখতে লাগলাম। মিনিট কয়েক পর ফোনবক্সে পয়সা ফেলে একটা নাম্বারে ডায়াল করলাম আমি।

BanglaBoi.org

"ওরন্‌ডর্ফ এ্যান্ড বার্জার," ব্যবসায়ীর মতো একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এলো।

আমি বললাম, "মার্ক জেমস্‌কে একটু দেবেন, প্লিজ।"

একটুক্ষণ বিরতি দিয়ে মহিলা পাল্টা জবাব দিলো, "আমি দুঃখিত, আপনি বোধহয় ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছেন।"

"ও আসলে আপনাদের শিকাগো অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট। এখানে অন্য একটা কাজে এসেছে। আপনাদের অফিসে আজ দুপুরেই আমি তার সাথে দেখা করেছি," আমি বললাম।

"আপনি কি একটু অপেক্ষা করবেন?"

ফোনে আমাকে জেরি রেফারটি'র *বেকার স্ট্রিট* গানটা বাজিয়ে শোনানো হলো। দু'মিনিট অপেক্ষায় থাকলে আমার এমন কি ক্ষতি হবে।

"আমি দুঃখিত," রিসেপশনিস্ট ফিরে এসে আমাকে জানালো, "ম্যাডাম, আপনি যে নামটা উল্লেখ করলেন ওই নামের কোনো ব্যক্তি আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নেই।"

"আমি এবং ওই ব্যক্তি আপনার লবিতে ঘণ্টা দুয়েক আগে সাক্ষাৎ করেছি," আমি তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

"আমি দুঃখিত, ম্যাডাম, ভালোভাবে খোঁজ নিয়েই বলছি। সম্ভবত অন্য কোনো ফার্মের সাথে আমাদের ফার্মকে এক ক'রে ফেলেছেন।"

আমার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো। আস্তে ক'রে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। এরপর ডাইরেক্টরি অ্যাসিসটেন্সকে ফোন ক'রে শিকাগো ওরন্‌ডর্ফ এ্যান্ড বার্জারের নাম্বার চাইলাম। ক্রেডিট কার্ড থেকে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খারাপ লাগলো আমার। আমি ইচ্ছে করলে ওর জন্যে মেসেজ রাখতে পারতাম, ও ফিরেই যেনো আমাকে ফোন করে।

শিকাগো রিসেপশনিস্ট টেলিফোনে তথ্যটা জানাতেই আমার শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ওখানকার রিসেপশনিস্ট জানালো, "ম্যাডাম, আমি দুঃখিত। আমাদের এই ফার্মে মার্ক জেমস্‌ নামের কেউ নেই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

শিকাগো ডাইরেক্টরিতে মার্কের নাম উল্লেখ নেই। ডাইরেক্টরিতে মোট পাঁচজন মার্ক জেমসের উল্লেখ আছে। এর সাথে আরো তিনজন আছে শুধুই এম. জেমস। বাড়ি ফিরে এসে প্রত্যেকটা নাম্বারেই আমি ফোন করেছি। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপরিচিত কিংবা কোনো মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি। আমি এতোটাই হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম যে, ঘুমাতে পর্যন্ত পারলাম না।

পরদিন সকালে শিকাগোর চিফ মেডিকেল এক্সামিনার ডাইসনারকে ফোন না করা পর্যন্ত আমি নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। মার্ক আমাকে বলেছিলো, ডাইসনার নাকি তাকে বেশ ভালোভাবে চেনে।

দু'একটা মামুলি কথা সেরে সরাসরি আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি মার্ক জেমস্ নামের একজনকে খোঁজার চেষ্টা করছি। শিকাগোতে ও আইন ব্যবসা করে। আমার বিশ্বাস, আপনি ওকে চিনতে পারবেন।"

"জেমস..." বেশ চিন্তা করে নামটা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন ডাইসনার। "কে, মনে হচ্ছে নামটা আমার মোটেও পরিচিত নয়। তুমি বলছো এই শিকাগোতে ও আইন ব্যবসা করে?"

"হ্যা।" আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। "ওরন্ডর্ফ এ্যান্ড বার্জারের সাথে যুক্ত আছে।"

"ওরন্ডর্ফ এ্যান্ড বার্জার আমার ভালোভাবে পরিচিত। এখানকার খুবই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, মার্ক জেমস্ নামের কাউকেই আমি মনে করতে পারছি না..." আমি ড্রয়ার খোলার এবং কিছু পাতা উল্টানোর শব্দ শুনতে পেলাম। বেশ খানিকক্ষণ বাদে ডাইসনার বললেন, "না। ইয়েলো পেজে ওই নামের কোনো ব্যক্তিকেই দেখতে পাচ্ছি না।"

এরপর নিজেকে আমার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মনে হলো। আরেক কাপ ব্ল্যাক কফি পান করতে করতে জানালা দিয়ে পাখির শূন্য খাবার পাত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ধূসর সকাল বৃষ্টির ভয় দেখাচ্ছে। অফিসে জমে থাকা কাজ শেষ করতে আমার বোধহয় বুলডোজার ভাড়া করতে হবে। আজ শনিবার, রবিবার বাদেও সোমবার একটা সরকারি ছুটি আছে। আমার অফিস সম্ভবত মরুভুমির মতো খাঁ খাঁ করছে, সবাই তিন দিনের ছুটির আনন্দ উপভোগ করছে। আমি ইচ্ছে করলে অফিসে বসে নিরিবিলিতে কাজগুলো শেষ ক'রে নিতে পারি। কিন্তু মন থেকে এই চিন্তাটা সাথে সাথে দূর ক'রে দিলাম। মার্ক বাদে অন্য কোনো কিছু নিয়েই আমি এখন চিন্তা করতে চাইছি না। ওকে কোনোভাবে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। কল্পনার কিংবা স্বপ্নের কেউ যদি হতো তাহলে হয়তো পারতাম। যতোই আমি বিষয়টা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি ততোই বিষয়টা ক্রমাগত জট পাকিয়ে উঠছে। এসব হচ্ছেটা কি?

BanglaBook.org

এক পর্যায়ে আমি ডাইরেক্টরি এ্যাসিসটেন্স থেকে রবার্ট স্পারাচিনোর বাড়ির ফোন নাম্বারটা জোগাড় করার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। তাকে ফোন করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। মার্ক আমার সাথে মিথ্যে বলেছে। ও আমাকে বলেছে ওরন্ডর্ফ এ্যান্ড বার্জারের হয়ে সে কাজ করছে, বলেছে, সে শিকাগো থাকে এবং ডাইসনারকে সে ভালোভাবে চেনে। এর একটাও সত্য নয়। আমি অনেকক্ষণ থেকেই আশা করছি আমার ফোনটা বেজে উঠবে, মার্ক আমার সাথে কথা বলবে। আমি সোজা ওপর তলায় গিয়ে কাপড় ধোয়ার কাজ সেরে ইস্ত্রি করতে লাগলাম। কাজটা সেরে একটা পাত্রে টমেটো সস ঢেলে মিটবল বানাতে লাগলাম, এরপর বেরিয়ে পড়লাম চিঠিটা পোস্ট করার উদ্দেশ্যে।

বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত টেলিফোনটা একবারো বাজলো না।

"এই যে ডাক্তার? আমি মেরিনো বলছি," পরিচিত কণ্ঠস্বরটা আমাকে উৎফুল্ল করলো। "এমন মনে করো না যে, উইকেন্ডের ছুটিতে অযথাই তোমাকে বিরক্ত করছি, কিন্তু গত দু'দিন তোমার সাথে কথা বলার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এখন ফোন করলাম তুমি ঠিক আছো, সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।"

মেরিনো আবারো ত্রাণকর্তার মতো আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"একটা ভিডিওটেপ পেয়েছি, তোমাকে দেখানো দরকার," ও বললো।

"অবশ্য ইচ্ছে করলেই ওটা দেখতে পারবে। খানিক আগে আমি ওটা তোমার বাড়িতে পৌছে দিয়েছি। তুমি কি একটা ভিসিআর পেয়েছো?"

ও ভালোভাবেই জানে ও যা পাঠিয়েছে আমি তা পেয়েছি। "ওই ভিডিও টেপে কি আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এর পেছনে আমি সমস্ত সকাল ব্যয় করেছি। বেরাইল ম্যাডিসনের ব্যাপারটা নিয়ে সকাল ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।" ও থামলো। "আমি জানি, ও নিজেকে নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট।"

মেরিনোকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। ও যা কিছু শুরু করে তা আমাকে দেখাবে এবং শুনাবেই। এক্ষেত্রেও মেরিনোর ওপর বোধহয় আমি ভরসা করতে পারি। যে দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়া ক'রে ফিরছে, মেরিনো তা থেকে নিঃসন্দেহে উদ্ধার করতে পারবে।

"তুমি কি ডিউটিতে আছো?"

"কি যন্ত্রণা! আমি তো সবসময় ডিউটিতেই থাকি," ও গোঁ গোঁ ক'রে বললো।

"ফাজলামি করো না, আমি সত্যি সত্যি জানতে চাইছি।"

"অফিশিয়ালি ডিউটিতে নেই, বুঝলে? বারোটার সময়ই অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি। স্ত্রী গেছে নিউজার্সিতে ওর মাকে দেখতে, সুতরাং আমি এখন অনেকটা অবসরে আছি।"

ওর স্ত্রী বাড়িতে নেই। সন্তান বেড়ে উঠছে। আর আজ হচ্ছে ধূসর মেঘে ঢাকা শনিবার। এরকম পরিস্থিতিতে মেরিনো বোধহয় খালি কোনো বাড়িতে যেতে চায় না। যেভাবেই হোক খালি বাড়িতে আমার যে কী ধরণের অনুভূতি হচ্ছে, তা কাউকে বুঝিয়ে

BanglaBook.org

বলা সম্ভব নয়। পাত্রের সসটুকু ভালোভাবে গুলিয়ে নিয়ে আমি তা স্টোভে গরম করতে দিলাম।

"আমি আজ আর কোথাও যাচ্ছি না," আমি বললাম। "তোমার রেখে যাওয়া ভিডিওটেপটা আমরা দু'জন একসাথে বসে দেখবো। তুমি কি স্পাগ্যাটি পছন্দ করো?"

ও খানিকটা ইতস্তত করলো। "ঠিক আছে..."

"সাথে মিটবল। এখন আমি পাস্তা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। তুমি কি আমার সাথে খাবে?"

"হ্যা," ও বললো। "মনে হয় খাবো।"

বেরাইল ম্যাডিসনের যখনই গাড়ি পরিস্কার করার ইচ্ছে মনে জাগতো তখনই সে দক্ষিণের মাস্টারওয়াশ-এ একবার ঢুঁ মারতো।

মেরিনো এরই মধ্যে শহরের প্রত্যেকটা অভিজাত কার-ওয়াশ সেন্টার ঘুরে দেখেছে। অবশ্য শহরে এগুলো খুব বেশি সংখ্যায় নেই। খুব জোড় ডজন খানেক। এ ধরণের সেন্টারে ড্রাইভারবিহীন গাড়িটাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা এসেম্বলি লাইনের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এরপর 'হলা স্কার্টের' মতো একটা বৃত্তাকার ডিভাইস বক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ওই ডিভাইস গাড়ির পেইন্টের ওপর সাবানের ফেনা মাখিয়ে আচ্ছা ক'রে দলাই মলাই করা হয়। এরপর স্প্রে মেশিন দিয়ে গরম পানি ছিটানো হয় গাড়ির ওপর। আরেক পদ্ধতিতে গরম-বাতাসে গাড়িটা লুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। ওগুলোর এতোটাই যত্ন নেয়া হয় যে, ওটা একটা গাড়ি নয়, যেনো একজন মানুষ। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে গাড়িটাকে খানিক দূরের আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেও করার মতো অনেক কিছু থাকে—গাড়ির ভেতর থেকে ময়লা টেনে বের করা, মোম দিয়ে ঘষে ঘষে গাড়িটাকে চকচকে ক'রে তোলা, সিটের কভারগুলোকে অনাবৃত ক'রে সেগুলো পরিস্কার করা, বাম্পারের অঙ্গসজ্জা করা এবং এমনি সব আনুষঙ্গিক কর্মাদি। একটা মাস্টার ওয়াশ আছে যার নাম 'সুপার ডিলাক্স,' মেরিনো আমাকে জানালো, এখানে একবার কাজ করাতে খরচ লাগে পনেরো ডলার।

"নরক যন্ত্রনা ভোগ করলেও, আমি এক দিক থেকে ভাগ্যবান।" সুপের চামচের ওপর কাঁটাচামচ দিয়ে স্পাগেটির একটা টুকরো তুলে নিতে নিতে ও বললো। "এ ধরণের একটা বিষয় তুমি খুঁজে বের করলে কিভাবে? দৈনিক ওখানে সত্তর থেকে শ'খানেক গাড়ি ওখানে যায়। তার ভেতর থেকে বেরাইলের গাড়িকে আলাদাভাবে চেনা এতোই কি সহজ? আর তুমি বলছো একটা কালো [illegible]কে ঠিকই চিনে রেখেছে? না, এটা হতেই পারে না।"

মেরিনো নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ শিকারি। অসম্ভবকে সম্ভব করা তার পক্ষে তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আমি জানি, যখনই তাকে প্রাথমিক ফাইবার রিপোর্ট দেয়া হয়েছে তখন থেকেই সে শহরের প্রত্যেকটা কার-ওয়াশ সেন্টার এবং বডিশপে খোঁজ নেয়া শুরু করেছে। মেরিনোর স্বভাবের একটা দিক হচ্ছে, মরুভূমির ভেতর যদি

BanglaBook.org

সে একটা কাঁটা-ঝোপও পায়, তাহলে সেখানেও উঁকি মেরে কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা বাদ দেবে না।

"গতকালই আমি ওখানে হানা দিলাম," মেরিনো বলতে লাগলো। "প্রায় সবগুলো মাস্টারওয়াশ আমি খুঁজে দেখেছি, এটাকে রেখেছিলাম তালিকার একবারে শেষে। অবস্থানগত কারণেই আমি এটাকে তালিকায় শেষে রেখেছিলাম। আমাকে ধারনা দেয়া হয়েছিলো বেরাইল সম্ভবত তার হোন্ডা গাড়িটা পশ্চিমের কোনো মাস্টারওয়াশে কাজ করায়। কিন্তু পরে জানতে পারলাম সে মোটেও তা করায় না, সে কাজ করায় দক্ষিণে। এর কারণ খুঁজে বের করতে গিয়ে বুঝলাম, মাস্টারওয়াশ কিংবা বডিষপের জন্যে এদিকটাই আসলে বিখ্যাত। গত ডিসেম্বরে গাড়িটা কেনার পর খুব অল্প সময়ের ভেতরই সে এর পেছনে প্রায় শ' ডলার খরচ ক'রে ফেলেছে। এই খরচ হয়েছে আন্ডারকোটিং সিল এবং পেইন্টের পেছনে। এরপরের তথ্য হচ্ছে, বেরাইল ওখানে একটা নতুন একাউন্ট খুলেছে। এই একাউন্ট খোলার কারণে ওখানকার সদস্যপদ লাভ করে সে। সদস্যপদ লাভ করার কারণে প্রতিবার গাড়ি ধোয়ার বিলে দু'ডলার ছাড় পেতো। তাছাড়া ও বিনামূল্যে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওখানে পার্কিং সুবিধা তো আছেই।"

"এটা তুমি বের করলে কিভাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "বিশেষত সদস্যপদ লাভের বিষয়টা?"

"ও, হ্যা," ও বললো। "ওদের অবশ্য কোনো কম্পিউটার নেই। সুতরাং কষ্ট করে ওদের সমস্ত রিসিপ্টের পাতা উল্টাতে হয়েছে। কিন্তু ওর মেম্বারশিপের ব্যাপারটায় আমি অনেকটাই নিশ্চিত ছিলাম। ওর গ্যারাজে গাড়িটা পরীক্ষা করার সময়ই মেম্বারশিপ রিসিপ্টের কপি দেখতে পেয়েছিলাম। একটা বিষয় মনের ভেতর খঁচখচ করছিলো, কি-ওয়েস্টে যাওয়ার মাত্র দিন কয়েক আগে বেরাইল গাড়িটা পরিস্কার করিয়েছিলো। তার কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করেও তেমনই দেখতে পেয়েছি। আমি তার একটাই চার্জ বিল দেখতে পেয়েছি। অর্থাৎ সে একবার মাত্র মাস্টারওয়াশের কাজ করিয়েছিলো, তোমাকে যে একশ ডলারের কথা বললাম সেটা এই সময়েই প্রদান করা হয়েছিলো।"

"গাড়ি পরিস্কার করার কর্মীরা," আমি বললাম। "ওরা কোন্ ধরণের পোশাক পরে?"

"কমলা অথবা ওরকম রঙের কোনো পোশাক নয়। বেশির ভাগ কর্মী সাধারণ জিনসের কাপড় পরে আর পায়ে দৌড়ানোর জুতা প্রত্যেকেরই নীল রঙের। জামার পকেটে সাদা সুতায় এম্বড্রায়রি করে 'মাস্টারওয়াশ' কথাটা লেখা। ওখানে যাওয়ার পর আমি প্রত্যেকটা জিনিসই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। সন্দেহজনক কোনো কিছুই আমার চোখে পড়ে নি। শুধু আরেক ধরণের ফেব্রিক টাইপের জামা দেখেছি। এ ধরণের জামা পরিহিত ব্যক্তিরা সাদা তোয়ালের মতো এক ধরণের ব্যারেল ব্যবহার করে গাড়ি মোছার কাজে।"

"তেমন আশাপ্রদ কিছু নয়," খাবারের প্লেটটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে বললাম। মেরিনোর বোধহয় এখনো খাবার রুচি আছে। সেই নিউ ইয়র্ক থেকে আমার পেটের ভেতরে মোচড় দিচ্ছে, কখন আমি কথাগুলো বলতে পারবো সেই সুযোগ খুঁজছি।

BanglaBook.org

"সম্ভবত নয়," ও বললো "কিন্তু আমার এ্যান্টেনা সতর্ক করতেই আমি একটা লোকের দিকে এগিয়ে গেলাম।"

মেরিনো কী বলে তা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"নাম এ্যাল হান্ট। বয়স আটাশ, শ্বেতাঙ্গ। কেন আকর্ষণ হলো। দেখলাম, ব্যস্ত বিভোরের মতো মানুষগুলোর কাজ দেখাশুনা করছে। কিছু একটা ঠিকই আমার মাথায় খেলা করলো। এমন একটা জায়গার সাথে এই তরুণ মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেখলে মনে হবে ও যেনো থৃ-পিসের সুট পরিহিত হাতে বৃফকেস নেয়া কোনো ব্যবসায়ী। আমি আপন মনেই কথা শুরু করলাম, "এমন জঘন্য একটা কাজ মানুষ কিভাবে করতে পারে?" রসুনের রুটি ভিজিয়ে নিতে খানিকক্ষণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো মেরিনো। "অন্ধকারে তীর ছুঁড়েও দেখলাম ঠিকই লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছি। আমি তাকে বেরাইলের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, তার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখলাম। লাইসেন্সের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আদৌ সে এই মহিলাকে চিনতে পারছে কিনা? বেরাইলকে নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখলাম ওই তরুণের ভেতর।"

"এরপর কি হলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এরপর আমরা অফিসে গিয়ে কফি পান করলাম, মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম," মেরিনো জবাব দিলো। "এই এ্যাল হান্ট হচ্ছে একেবারে কাঠবেড়ালি স্বভাবের মানুষ। প্রথম অবাক করার বিষয় হচ্ছে, সে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভের পর সাইকোলজিতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করে। এরপর মেট্রোপলিটান হাসপাতালে নার্স হিসেবে যুক্ত হয়। যখন তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হাসপাতাল ছেড়ে মাস্টারওয়াশে কেন এলে, তার জবাবে জানালো, মাস্টারওয়াশে সে টাকা লগ্নি করেছে। এছাড়াও সে বেশ কিছু পার্কিং লটের মালিক, উচ্চতরের প্রায় অর্ধেক বস্তি এলাকার মালিকও সে। স্বাভাবিকভাবেই আমি বিস্মিত হলাম। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এ্যাল হ্যান্ট হয়তো তার বৃদ্ধ বাবার ধনে পোদ্দারি ক'রে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা মোটেও তেমন নয়, ও যা কিছু করেছে নিজে নিজেই করেছে। বুঝলে?"

মেরিনোর কথাগুলো শুনতে আমার বেশ ভালো লাগলো।

"বিষয়টা এমনই, এ্যাল এর পরনে কোনো সুট ছিলো না বটে, কিন্তু মনে হচ্ছিলো ও সুট পরেই আছে, অথবা অন্যভাবে বললে, ও সুট পরার যোগ্যতা ঠিকই রাখে। ঠিক কিনা? মনে হয় না এ্যাল ওখানে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে। মাস্টারওয়াশের বুড়ো মালিক ওকে মনে হয় না বিশ্বাস করে। ফলে ক্যাশ কাউন্টারে বসার সুযোগ ওর কমই ঘটে। ফলে বাইরের কাজ-কর্মগুলোই বেশি দেখাশুনা করতে হয়—কিভাবে গাড়ি ওয়াশ করা হচ্ছে কিংবা বাম্পার ড্রেস করা হচ্ছে ইত্যাদি।" আঙুল দিয়ে মেরিনো মাথা চুলকালো।

"ওই বুড়োকে তুমি ওর পিতার মতো মনে করতে পারো," আমি বললাম।

"ঠিকই বলেছো তুমি। ও আমাকে বলেছে, ওর ইচ্ছেগুলোর চুনকালি মাখানো হয়েছে।"

"ওকে বাগে আনতে চাইছো কিভাবে?"

BanglaBook.org

"ইতিমধ্যে ওকে আমি বাগে এনে ফেলেছি," ও জবাব দিলো। "যে ভিডিও টেপ এনেছি সেটাই তার প্রমাণ। হেডকোয়ার্টারে সমস্ত সকাল আমি ওর সাথে ছিলাম। খুব সহজেই দরজার সামনে ব'সে কথা বলতে রাজি হয়ে যায়। তাছাড়া বেরাইলের ব্যাপারে ওর খুব বেশি উৎসাহ। বেরাইলের ব্যাপারে সবকিছু নাকি সে পত্রিকা থেকে জানতে পেরেছে—"

"বেরাইল কে সেটা এ্যাল হান্ট জানলো কিভাবে?" ওর কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। "পত্রিকা কিংবা টেলিভিশন স্টেশনগুলোতে ওর কোনো ছবি দেখানো হয় নি। শুধুমাত্র নাম দিয়েই তাকে সে চিনতে পারলো?"

"নিজ থেকে চেনার কথা সে কিছুই বলে নি। বেরাইলের ড্রাইভিং লাইসেন্সে ব্লন্ড চুলের যে ছবিটা আছে, সেটা দেখেই আসলে সে চিনতে পেরেছে। এর আগ পর্যন্ত সে মোটেও তাকে চিনতো না। তাকে দুঃখ প্রকাশও করতে দেখলাম। দেখে মনে হলো বাস্তবিকই সে দুঃখ পেয়েছে। আমার প্রত্যেকটা কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে, প্রশ্নের উত্তরও সঠিকভাবে দেবার চেষ্টা করেছে," মেরিনো মুখ মুছে ন্যাপকিনটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলো।

আমি এক পট কফি বানিয়ে আনলাম। ময়লা ডিশগুলো গুছিয়ে রেখে লিভিংরুমে গিয়ে আমরা ভিডিও টেপটা দেখতে লাগলাম। এ্যাল হান্টকে যেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সে স্থানটা আমার অতি পরিচিত—প্রথম থেকেই এটা আমি দেখে আসছি। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জিজ্ঞাসাবাদের একেবারে ছোটো আকারের বড় একটা কক্ষকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে তেমন কিছু না থাকলেও কার্পেট মেঝের মাঝখানে মাঝারি আকারে একটা টেবিল পাতা। কাছের দরজার ওপর লাইটের একটা সুইচ লাগানো। শুধুমাত্র অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি কিংবা এই অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র জানে, সুইচের একটা স্ক্রু উধাও হয়ে গেছে। অন্যপাশে কালো রঙের ছোটো একটা গর্তের ভেতর সংযুক্ত করা আছে ওয়াইড-এ্যাঙ্গেল ক্যামেরার লেন্স। যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তার অজান্তেই ওপাশের কক্ষের দক্ষ কর্মীরা সব কিছু রেকর্ড ক'রে নিচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে এ্যাল হান্টকে মোটেও ভীত ব'লে মনে হলো না। উপরের লাইটের ছড়ানো আলোতে তার চুলগুলো স্বর্ণাভ এবং কিছুটা তৈলাক্ত মনে হচ্ছে। সরু চিবুকের কারণে তাকে খুব একটা আকর্ষণীয় মনে হয় না, বরং মনে হতে পারে ঘাড়ের ভেতর মুখটা হারিয়ে গেছে যেনো। ওর পরনে মেরুন রঙের জ্যাকেট আর জিনসের প্যান্ট। মোমবাতির মতো সরু আঙুলে দিয়ে ও একটা সেভেন-আপের ক্যান ধরে রেখেছে। সামনেই একটা চেয়ার দখল করে ব'সে আছে মেরিনো। এ্যাল হান্ট সরাসরি মেরিনোর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। যদিও শক্তভাবে সেভেন-আপের ক্যান ধরা আঙুলগুলো দেখে মনে হতে পারে। ও যেনো একটু নার্ভাস বোধ করছে।

"বেরাইল ম্যাডিসন সম্পর্কে আসলে তুমি কি জানো?" মেরিনো প্রশ্ন করলো তাকে।

"ওকে চিনলে কিভাবে? নিঃসন্দেহে তোমার কার-ওয়াশ সেন্টারে প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি আসে। তুমি এদের সবাইকে চেনো?"

"আপনি যতোটা চিন্তা করছেন, তার চাইতে অনেক বেশি চিনি আমি," হান্ট জবাব দিলো। "নিয়মিত কাস্টমার যারা আসে তারা তো নির্দিষ্ট হয়েই আছে। তাদের নাম বলতে পারবো না ঠিকই। কিন্তু চেহারা আমার খুব ভালোভাবে চেনা। কারণ এটেন্টডেন্টরা গাড়ি ধোয়ার কাজ করে, তখন এর মালিকরা সাধারণত লটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অনেক কাস্টমার আছে যারা কাজ কেমন হচ্ছে সেটা দেখতে পছন্দ করে। আমি কী বলছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। ওরা গাড়ির ওপর নজর রাখে কোনো ভুল হলো কি না তা লক্ষ্য করে। আবার অনেক কাস্টমার আছে যারা একটা কাপড় ধার করে নিয়ে এটেন্টডেন্টদের সাথে নিজেরাই কাজে নেমে পড়ে। যাদের খুব বেশি ব্যস্ততা আছে, তারাই এমন করে, তারা নিজেদের ব্যস্ত না রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, এমন ধরণের সব মানুষ।"

"বেরাইল ছিলেন ওরকমই একজন? নিজেই কি সে সব দেখাশুনা করছিলো?"

"জি না, স্যার। লটের বাইরে আমরা কিছু বসার জায়গা রেখেছি। ওখানেই উনি বসে থাকতেন। কখনো পত্রিকা পড়তেন, আবার কখনো বই নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এটেন্টডেন্টরা কী করছে না করছে, সেগুলো নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না। তাদের কারোর দিকেই তিনি তাকিয়েও দেখতেন না, সম্ভবত একারণেই আমি তাকে বেশ ভালোভাবে স্মরণে রাখতে পেরেছি।"

"তুমি আসলে কি বুঝাতে চাইছো?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"আমি এটাই বুঝাতে চাইছি যে, ওই মহিলা এসব সংকেত প্রদান করেছিলেন। আমি সেগুলো ধরতে পেরেছিলাম।"

"সংকেত?"

"মানুষ অনেক ধরণের সংকেত প্রদান করে," হান্ট ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। "আমি ওই সংকেতগুলো ধরতে পারি, বলা চলে বুঝতে পারি। আমি এমন এ ধরণের সংকেতের মাধ্যমে অনেক পুরুষ এবং মহিলাকে চিনতে পারি।"

"আমি কি কোনো সংকেত প্রদান করছি, এ্যাল?"

"জি স্যার। যেকোনো ব্যক্তিই ওগুলো প্রদান করতে পারে।"

"আমি কি সংকেত প্রদান করছি। বলতে পারবে?"

হান্টের মুখটা গম্ভীর দেখালো। ও বললো, "ফ্যাকাশে লাল।"

"ওহ্?" মেরিনোকে বিভ্রান্ত মনে হলো।

"আমি রঙের সংকেত খুব সহজে বুঝতে পারি। সম্ভবত আপনি বিষয়টাকে অদ্ভুত ব'লে মনে করছেন। কিছু এটাও ঠিক যে, সংকেতের অর্থ সবসময় একই রকম থাকে না। আমাদের মধ্যেকার সবাই রঙের পার্থক্য একভাবে করতে পারে না—একজন থেকে আরেক জনের পার্থক্য কিছুটা থেকেই যায়। এরকম অনেক সংকেতের কথা আমি উল্লেখ করতে পারি। আপনার কাছ থেকে আমি যে সংকেত পেয়েছি, তা হলো—'ফাকাশে লাল।' কখনো এটা 'উষ্ণতা' অর্থেও বুঝানো হয়। কিন্তু এর অর্থ হলো 'ক্রোধ' কিংবা 'রাগ' হতে পারে। অনেকটা সতর্ক সংকেতের মতো। আপনার কাছ থেকে এই সংকেত পেয়েছি বটে, কিন্তু এটা দিয়ে আপনি কোনোভাবে 'সাবধান' করার ইঙ্গিতও করতে পারেন—"

BanglaBook.org

মেরিনো টেপটা বন্ধ করে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে একটু হাসলো।

"লোকটাকে কাঠবেড়ালী বলবো, নাকি অন্যকিছু?" মেরিনো জিজ্ঞেস করলো।

"সত্যিকার অর্থে লোকটাকে বিচক্ষণ বলেই মনে হচ্ছে," আমি বললাম। "তুমি হয়তো অন্যকিছু বলতে পারো—নির্বোধ, রাগী কিংবা ভয়ংকর।"

"আরে দূর ডাক্তার। ও হচ্ছে একজন অলস মানুষ। গল্প করতে এবং গল্প শুনতে ভালোবাসে। এ ধরণের মূর্খ মানুষগুলো স্বপ্নের ঘোরের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছে।"

"ও যা বলেছে, তার ভেতর কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা রয়েছে।" বিষয়টার স্বপক্ষে আমি যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলাম। "মানুষের অনেক আবেগই রঙের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পাবলিক প্লেস, হোটেল রুম কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রঙ বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই করা হয়। যেমন ধরো নীল রঙ। নীল রঙ মানুষের ডিপ্রেশনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। তুমি নিশ্চয়ই জানো, অনেক মানসিক হাসপাতালের রুমগুলো নীল রঙে রাঙানো। লাল রঙ রাগের বর্হিপ্রকাশ ঘটায়। একই সাথে অশান্ত এবং আবেগকেও প্রকাশ করে। কালো রোগ-শোক, হতাশা প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়। ভবিষ্যৎকে প্রকাশ করতেও অনেকে কালোকে ব্যবহার করে। এমন অনেক কিছুই আছে। তুমিই আমাকে বললে যে, হান্ট সাইকোলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেছে।"

মেরিনো বিরক্ত হয়ে আবার টেপটা চালু করলো।

"আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, আপনারা কী নিয়ে ব্যস্ত। আপনি একজন ডিটেকটিভ," হান্ট বললো, "এই মুহূর্তে আমার সহযোগীতা প্রয়োজন আপনার, কিন্তু আপনি আবার আমাকে বিশ্বাসও করতে পারছেন না। আমাকে ভয়ংকর মনে করছেন, মনে করছেন আমি বুঝি কোনো কিছু লুকোচ্ছি আপনার কাছে। 'ফ্যাকাশে লাল' সংকেতের মাধ্যমে হয়তো আপনি আমাকে সাবধান ক'রে দেবার চেষ্টা করছেন। উষ্ণ বা হালকা অংশটুকু হয়তো আপনার ব্যক্তিত্বের বর্হিপ্রকাশ। আশা করেন, মানুষ আপনারা কাছে আসবে, হয়তো আপনিও তাদের কাছে যেতে চান। এ ধরণের দ্বৈতসত্ত্বা থাকলেও মানুষ আপনাকে পছন্দ করুক। সেটাই আশা করেন."

"ঠিক আছে," মেরিনো মাঝপথে হান্টকে থামিয়ে দিলো। "এব্রাইল ম্যাডিসন সম্পর্কে কতোটুকু জানো? ওর কাছ থেকেও কি তুমি রঙের সংকেত পেয়েছিলে?"

"হ্যা। আমি তাকে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। ও ছিলো আলাদা, একেবারেই আলাদা।"

"সেটা কি রকম?" মেরিনো চেয়ারে পেছনে হেলান দেয়াতে খ্যাচ ক'রে একটা শব্দ হলো।

"খুবই সহজ ব্যাপার," হান্ট জবাব দিলো। "ওই মহিলার কাছ থেকে যে সংকেতের রঙ গ্রহণ করেছিলাম তাকে বলা যেতে পারে আর্কটিক রঙ। উষ্ণ নীল হালকা হলুদে মেশানো একটা রঙ। একে তুলনা করা যেতে পারে ম্লান হয়ে আসা সূর্যের আলোর সাথে। এর অন্য ধরণের সাদা রঙও মেশানো ছিলো। এই সাদাকে

BanglaBook.org

তুলনা করা যেতে পারে ড্রাই-আইসের সাথে—যা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনই গরম। যেনো ওই মহিলাকে স্পর্শ করলেই হাত পঁড়ে যাবে। ওই সাদা রঙের অর্থ একেবারে ভিন্ন। এ ধরণের রঙ আমি অনেক মহিলার ভেতর দেখতে পেয়েছি। পরিচিত কিছু রঙ আছে। যা সব ধরণের মহিলার ভেতর কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। গোলাপী, হলুদ, আকাশী, এবং সবুজ। এ মহিলারা জড় প্রকৃতির, শীতল একই সাথে ভঙ্গুর প্রকৃতির। কখনো কখনো আমি এমন কিছু মহিলা দেখেছি, যারা রঙে নিজেদের প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। যেমন নেভি ব্লু, বারগান্ডি কিংবা লাল। বেরাইলকে আমার শক্ত প্রকৃতির মহিলা ব'লে মনে হয়েছে। সাধারণত জেদি প্রকৃতির কিংবা আক্রমণাত্মক প্রকৃতির মহিলারা এ ধরণের পোশাক পরেন—আইনজীবী, ডাক্তার অথবা ব্যবসায়ী পেশার মহিলারা ও রকম রঙের পোশাক পরতে পছন্দ করেন। কোমরে হাত রেখে এই মহিলারা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে। কাজের তদারকি করতে থাকে। এমনকি উইন্ডশিল্ড কিংবা গাড়ির কোথায় কোন্ অংশে ময়লা লেগে থাকলো, তা ঠিকই খুঁজে বের করে।"

"তোমার কাছে কি তাকে ও ধরণের মহিলা ব'লে মনে হয়েছে?" মেরিনো জিজ্ঞেস করলো।

হান্ট একটু ইতস্তত করলো। "না, স্যার। মোটেও আমার কাছে তেমন মনে হয় নি। তাকে যথেষ্ট সংযত আচরণের মহিলা ব'লে মনে হয়েছে।"

মেরিনো হাসলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো। "হু! আমি কিন্তু ও ধরণের মহিলা মোটেও পছন্দ করি না। রঙিন খড়ি মাটি দিয়ে আঁকা মহিলাই আমার পছন্দ।"

আমি বুঝতে পারলাম মেরিনো চোরা চোখে একবার আমাকে দেখে নিয়েছে।

আমাকে উপেক্ষা করে ও আবার টিভি পর্দায় তাকালো। "বেরাইলকে যতোটুকু তুমি বুঝতে পেরেছো, আমাকে ব্যাখ্যা করো।"

হান্ট শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস ফেললো। দেখে খানিকটা চিন্তিতও মনে হলো। "তার পোশাকে রঙের এমন কোনো বৈচিত্র্য ছিলো না যে, তার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে তাকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব। তাকে কোনোভাবেই জড় প্রকৃতির মহিলা বলা যাবে না। যে রঙগুলো আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, তাকে আর্কটিক রঙ বলে—যেমন আমি বলেছি, এর ভেতর ছিলো ফুলের ছায়া। বিষয়টা হয়তো এমন যে, ওই মহিলা যদি পৃথিবীকে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে, তাহলে হয়তো তিনি প্রচুর জায়গা পেতেন, যেখানে স্বস্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন।"

"তার আচরণ কি তোমার কাছে বোকার মতো মনে হয়েছে?"

হান্ট এবারো তার সেভেন-আপের ক্যানটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো। "কোনোভাবেই নয়, স্যার, আমার কাছে তাকে কোনোভাবেই ওরকম মনে হয় নি। সত্যিকার অর্থে আমি তার সঠিক অভিব্যক্তিটা বুঝতে পারি নি। দূরত্বের বিষয়টাও মনে আনতে হবে। দূরত্ব অতিক্রম করে তার কাছে যাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু যদি তা করেন, যদি ও আপনার কাছাকাছি চলে আসে তাহলে তার আত্মবিশ্বাস দিয়ে সে ঠিকই আপনাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। ওই যে সাদা—উত্তপ্ত সংকেতের কথা বলেছি, এর জন্যেই আমি তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলাম। ওই মহিলা ছিলো

BanglaBook.org

ব্যক্তিত্বসম্পন্না, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না। মহিলাকে আমার বুদ্ধিদীপ্ত বলেই মনে হয়েছে—হয়তো কিছুটা জটিলও। এমনকি বেঞ্চে একা ব'সে থাকার সময় কারো প্রতি লক্ষ্য না করলেও, কোনো বিষয় নিয়ে ঠিকই চিন্তা করছিলো। চারপাশে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাই তার চোখ এড়াচ্ছিলো না। অধরা, উত্তপ্ত সাদা তারার মতো একজন মহিলা।"

"তোমার কাছে কি মহিলাকে অবিবাহিতা ব'লে মনে হয়েছে?"

"তার আঙুলে কোনো বিয়ের আংটি দেখতে পাই নি," এক কথায় জবাব দিলো হান্ট। "আমার কাছে তাকে অবিবাহিতাই মনে হয়েছে। কারণ তার গাড়িতে আমি কোনো বিবাহিতা মহিলার সূত্র খুঁজে পাই নি।"

"কোনো সূত্র খুঁজে পাই নি, এই কথার অর্থ কি?" মেরিনো জিজ্ঞেস করলো। একই সঙ্গে তাকে খানিকটা বিভ্রান্ত মনে হলো। "তুমি তার গাড়িতে কি আশা করেছিলে?"

"আমার ধারণা মহিলার এই গাড়িটা দ্বিতীয়বার কিনেছেন। আমাদের কর্মী যখন গাড়ির ইন্টেরিয়রগুলো পরিস্কার করছিলো, তখন এর ভেতরটা দেখার সুযোগ ঘটে আমার। আমি গাড়ির ভেতর পুরুষদের কোনো কিছু দেখতে পাই নি। তার ছাতা এখানে একটা উদাহরণ—পেছনের সিটের মেঝেতে ওটা পড়েছিলো। নীল রঙের ছাতা সাধারণত মহিলারাই ব্যবহার করে, অন্যদিকে লম্বা কাঠের হাতলের কালো ছাতা পুরুষেরা ব্যবহার করে। গাড়ির পেছনে তার শুকানো কাপড়গুলোও রাখা ছিলো—আমার কাছে তার প্রত্যেকটা মহিলাদের পোশাক বলেই মনে হয়েছে। বিবাহিতা মহিলারা নিজ কাপড়ের সাথে তার স্বামীর কাপড়ও ড্রায়ার থেকে গ্রহণ করে। তাছাড়াও ট্রাঙ্কের বিষয়টাকেও বাদ দেয়া যাবে না। টুলস্, জাম্পার কিছুই নেই, যা পুরুষদের ব্যবহার করার মতো যন্ত্রপাতি। বিষয়টা মজার মনে হতে পারে, কিন্তু যখন আপনি সমস্ত দিনই গাড়ি ব্যবহার করছেন এগুলো বাদ দেবার কথা বোধহয় চিন্তা করা যায় না। বিশেষত যেখানে আলাদা কোনো ড্রাইভার নেই।"

"তুমি এতো কিছু চিন্তা করেছো," মেরিনো বললো। "কিন্তু এ্যাল, মেয়েটা কে, তোমার কি একবারো জানতে ইচ্ছে করে নি? নিশ্চিত যে, তুমি তার নাম জানো না। তার ড্রাইক্লিনিং স্লিপ, কিংবা গাড়ির সিটে কোনো চিঠিও পড়ে থাকতে দেখো নি যার মাধ্যমে তুমি তার নাম জানতে পারো।"

হান্ট মাথা নাড়লো। "আমি তার নাম জানতাম না। সম্ভবত আমি তার নাম জানার চেষ্টা করি নি।"

"কেন করো নি?"

"আমি জানি না..." হান্ট অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। কিছুটা বিভ্রান্তও মনে হলো।

"আসল কথাটা খুলে বলো, এ্যাল। তুমি আমাকে সবকিছু খুলে বলতে পারো। আমি হলে কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করতাম, কি বলো? মহিলা দেখতে সুন্দরী, স্বভাবের ভেতরও অন্য ধরণের আকর্ষণ আছে। হান্ট, লজ্জা পেলেও আমি তার নাম জিজ্ঞেস করতাম, তাকে ফোন করার চেষ্টা করতাম।"

BanglaBook.org

"ভালো কথা, কিন্তু সে ধরণের চিন্তা আমার মাথায় আসে নি।" হান্ট ওর হাতের দিকে তাকালো। "আমি সে রকম কোনো চেষ্টাই করি নি।"

"কেন করো নি?"

হান্ট চুপ ক'রে রইলো।

মেরিনো জিজ্ঞেস করলো, "সম্ভবত ওর মতো কোনো মেয়েকে তুমি পেতে চেয়েছিলে, কিন্তু ওই মেয়ে তোমার হৃদয় বুঝতে পারে নি। তার কাছ থেকে তুমি প্রতারিত হয়েছিলে।"

এবারো হান্ট চুপ ক'রে রইলো।

"এই যে, হান্ট, এরকম ঘটনা কমবেশি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে থাকতে পারে।"

"কলেজে পড়ার সময়," হান্ট আমতা আমতা ক'রে বললো। "আমি একটা মেয়েকে ভালোবেসে ছিলাম। দু'বছর ও আমার সাথে ছিলো। শেষে আরেক জনের হাত ধরে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। ওই মহিলা ছিলো আমার সেই চেনা মেয়েটার মতোই...ওরা দেখতে একই রকমের হয়। আপনি জানেন, প্রথম থেকেই এরা অনেক বড় প্রত্যাশা নিয়ে এগোতে থাকে।"

"ওরা বড় কিছু পাওয়ার আশাতেই থাকে," মেরিনোর গলাটা শেষের দিকে এসে খুব তীক্ষ্ণ শোনালো।

"আইনজীবী, ডাক্তার, ব্যাংকার। তারা গাড়ি ওয়াশ করে এমন কাউকে নিশ্চয়ই খুঁজে নেবার কথা চিন্তা করবে না।"

হান্ট বেশ জোরে মাথা নাড়িয়ে প্রতিবাদ জানালো, "তখন আমি মোটেই কার ওয়াশের কাজ করতাম না।"

"সেটা কোনো বিষয় নয়, এ্যাল। বেরাইল ম্যাডিসনের মতো নীল নয়না তরুণীরা দিনের একটা সময়ও তোমার জন্যে ব্যয় করতে চাইবে না, নয় কি? আমি নিশ্চিত বলতে পারি, বেরাইল কখনো জানতেও চাইতো না, তুমি জীবিত কিনা, ঠিক বলছি না? এমনকি তুমি যদি তার গাড়ির সাথে সাথে কোনোখানে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়তে..."

"বিষয়টা তেমন নয়—"

"সত্য বলছি, নাকি মিথ্যা?"

হান্ট তার হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

"হুহ্, বেরাইলকে নিয়ে সম্ভবত তুমি অনেক কিছু চিন্তা করছিলে, তাই নয় কি?" মেরিনো আগের মতোই কঠোর ভাষায় বলতে লাগলো। "তুমি হয়তো সাদা আগুনের সোলার মতো বেরাইলকে নিয়ে সারাক্ষণই চিন্তা করছিলে। ওকে নিয়ে এক ধরণের ফ্যান্টাসি—তার সান্নিধ্য উপভোগ করছো, ওর সাথে ডেট করছো, ওর সাথে সেক্স করছো। তোমার সম্মানহানী হবে এই ভয়েই তুমি তার সাথে কথা বলো নি। কারণ ও জানে, তুমি খুব সাধারণ কাজ করো, ওর দয়ায়..."

"দয়া ক'রে চুপ করুন! আপনি অযথাই আমাকে খোঁচাচ্ছেন। দয়া ক'রে চুপ করুন। এই কথাগুলো বন্ধ করুন!" হান্ট উত্তেজিত হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো। "দয়া ক'রে আমাকে একটু একা থাকতে দিন!"

BanglaBook.org

মেরিনো অভিব্যক্তিহীনভাবে টেবিলের ওপর দিয়ে হান্টের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তোমার বুড়ো বাবার মতো আচরণ করছি আমি, তাই না এ্যাল?" মেরিনো একটা সিগারেট ধরিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলতে লাগলো। "তোমর বুড়ো বাপ মনে করে তার একমাত্র ছেলেটা আস্ত একটা পাছামারা সমকামী।" জোরে টান দিয়ে ধোয়া ছাড়লো সে। তারপর বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলতে শুরু করলো। "আমি তোমার বুড়ো বাপকে চিনি। আরো জানি তিনি নিজের পরিচিতদের কাছে বলে বেড়ান তুমি একটা ছেনাল। হিজড়া। পুরুষ নার্স হিসেবে কাজ জোটানো পর তিনি তোমার জন্যে অসম্মান বোধ করেছেন। তার শরীরের রক্ত তোমার শরীরে বইছে বলে অনুশোচনা করেছেন। তুমি যে এই কারওয়াশের কাজটা বেছে নিয়েছো সেটার আসল কারণ হচ্ছে, তিনি তোমাকে বলেছেন নার্সের চাকরি না ছাড়লে তোমাকে তিনি ত্যাগ করবেন। তার সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।"

"আপনি সেটা জানলেন কিভাবে?" হান্ট অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

"আমি আসলে অনেক কিছু জানি। এটাও জানি মেট্রোপলিটান হাসপাতালে তোমার প্রচুর জনপ্রিয়তা ছিলো। রোগীদের সাথে তুমি চমৎকার ব্যবহার করতে। ওখান থেকে চলে আসায় অনেকেই মর্মাহত হয়। ওরা তোমাকে খুবই স্পর্শকাতর বলে অভিহিত করেছে। তুমি নিজের জিনিসের প্রতিও বোধহয় খুব বেশি স্পর্শকাতর, নয় কি হান্ট? হান্ট, তুমি কি বলবে, কোনো মেয়ের সাথে ডেট্ করতে কেন অপছন্দ করো? তোমার কোনো মেয়েবন্ধু নেই কেন? তুমি ভীতু। বেরাইল তোমার মনে আরো ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো, তাই নয় কি?"

হান্ট গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললো।

"এসব কারণেই কি তুমি তার নাম জানতে চাও নি? তার প্রতি দূর্বল হওয়ার চেষ্টা করো নি কিংবা ফোন করারও চেষ্টা করো নি?"

"আমি শুধু তাকে মনে রেখেছিলাম," নার্ভাস ভঙ্গিতে বললো হান্ট।

"এরকম কোনো ঘটনাই আসলে ঘটে নি। আপনি যেভাবে এ নিয়ে চিন্তা করছেন, আমি কখনই সেভাবে চিন্তা করি নি। আমি শুধু, আমি শুধু ওর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এমনও নয় যে, মনের ভেতর তা আঁকড়ে ধরেছিলাম। শেষবার যখন সে আমার ওখানে আসে, তার আগে কোনো কথাও হয় না —"

মেরিনো বাটন টিপে আবারো টেপটা বন্ধ ক'রে দিলো। ও বললো, "এটাই হচ্ছে সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ..." একটু থেমে গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকালো। "এই যে, তুমি কি ঠিক আছো?"

"তার প্রতি এতোটা নির্মম হওয়ার কি তোমার কোনো প্রয়োজন ছিলো?"

"আমার মতো পরিস্থিতির শিকার হলে তুমি একে কখনোই নির্মম বলতে না।" মেরিনো বললো।

BanglaBook.org

"দুঃখিত। ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার লিভিং রুমে *আটিলা দ্য হুন*'র সাথে আমি ব'সে আছি।"

"এগুলো সবই অভিনয়," রূঢ়ভাবে বললো মেরিনো।

"একাডেমি এ্যাওয়ার্ডের জন্যে তোমাকে আমার নমিনেশন দেয়া প্রয়োজন।"

"ডাক্তার, বিষয়টাকে হালকাভাবে গ্রহণের চেষ্টা করো।"

"তুমি ওকে একেবারে গুঁছিয়ে দিয়েছো," আমি তাকে বললাম।

"এটাকে তুমি একটা টুলস্ হিসেবে ধরে নিচ্ছো না কেন? তুমি জানো কোনো কিছু খোলার জন্যে মাঝে মাঝে জিনিসটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কিংবা আঘাত করে হালকা ক'রে নিতে হয়। এভাবে না করলে অনেক সময় মানুষের চিন্তার জটও খুলতে চায় না।" মেরিনো আবারো ভিসিআর সেটটার দিকে ফিরলো। প্লে-বাটনটা টিপে দিয়ে বললো, "এরপর ও যা কিছু বলেছে, আমার নেয়া সাক্ষাৎকারের এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"

"এটা কবে ঘটেছিলো?" মেরিনো হান্টকে জিজ্ঞেস করলো। "কবে শেষ তোমার ওখানে গিয়েছিলো?"

"সঠিক তারিখ আমি ঠিক বলতে পারবো না," হান্ট জবাব দিলো। "প্রায় মাস দুয়েক আগে, কিন্তু বেশ মনে আছে, ওদিন ছিলো শুক্রবার। উঃ, দুপুরের কিছু আগে হবে সময়টা। দিনটার কথা আমার মনে থাকার কারণও আছে বটে। কারণ, প্রতি শুক্রবার বাবার সাথে আমাকে লাঞ্চ করতে হয়। ওদিনও বাবার সাথে আমার লাঞ্চ করার কথা ছিলো। লাঞ্চের সময় আমরা ব্যবসায়ীক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম।" ওর সেভেন-আপ ক্যানের দিকে আবারো হাত বাড়ালো। "আমি প্রতি শুক্রবার একটু ভালো পোশাক পরার চেষ্টা করি। ওদিন গলায় আমি টাই বেঁধেছিলাম।"

"সুতরাং তুমি বলতে চাইছো, ওই শুক্রবার দুপুরের খানিক আগে তোমার ওখানে গাড়ি পরিস্কার করার জন্যে এসেছিলো?" মেরিনো হান্টের কথা সূত্র ধরেই পাল্টা প্রশ্ন করলো। "এবং ওই উপলক্ষে তুমি তার সাথে কথা বলেছিলে?"

"ওই মেয়েই আসলে আমার সাথে প্রথম কথা বলে," ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে বললো হান্ট। "ওর গাড়িটা আসার পর গাড়ি থেকে নেমে বেরাইল আমার কাছে এগিয়ে এসে বলে, তার ট্রাঙ্কের ভেতরকার কার্পেট কোনো কিছু দিয়ে ভিজে গেছে। ও জানতে চাইলো আমরা ওটার কোনো ব্যবস্থা করতে পারবো কিনা। ও আমাকে গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে ট্রাঙ্কটা খুলে দেখালো। আমি দেখলাম কার্পেটটা বেশ ভালোভাবে ভিজে গেছে। মুদি দোকান থেকে কেনা কিছু জিনিস ট্রাঙ্কের ভেতর রেখেছিলো এবং অরেঞ্জ জুসের আধ গ্যালনের একটা বোতল ভেঙে যাওয়ায় এই বিপত্তি। অরেঞ্জ জুস পড়ে যাওয়ার কারণে কার্পেটটা ভিজে গেছে। অনুমান করলাম একারণেই ও এখানে গাড়িটা পরিস্কার করার জন্যে এনেছে।"

"মুদি দোকান থেকে কেনা কোনো জিনিস কি তুমি গাড়ির ভেতর দেখতে পেয়েছিলে?"

"না," হান্ট জবাব দিলো।

BanglaBook.org

"ও দিন বেরাইল কোন্ ধরণের পোশাক পরেছিলো, মনে আছে?"

হান্ট একটু ইতস্তত করলো। "টেনিস খেলার পোশাক, সানগ্লাস। উঃ, মনে হয়েছিলো খানিক আগেই সে খেলা থেকে ফিরেছে। আমার বিষয়টা মনে আছে এ কারণে যে, এর আগে কখনোই সে এ ধরণের পোশাকে আমার ওখানে যায় নি। অতীতে তাকে বাইরে বেরুনোর সাধারণ পোশাকেই দেখেছি। ট্রাঙ্কের ভেতর তার টেনিস র‍্যাকেটসহ টুকিটাকি কিছু জিনিস নজরে পড়েছিলো। কারণ, যখন আমরা কার্পেটটা শ্যাম্পু করা শুরু করি, তখন ও ওগুলো ট্রাঙ্ক থেকে বের করে পেছন সিটে রেখে দেয়।"

মেরিনো তার বুক পকেট থেকে ডেট্‌বুক বের করলো। ডেটবুক খুলে কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে একটা জায়গায় এসে থেমে গেলো।

ও বললো, "তুমি যেদিনের কথা বলছো, সেটা কি জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে পারে? শুক্রবার, বারোই জুলাই?"

"হতে পারে।"

"আর কিছু কি তোমার মনে আছে? যেমন কোনো কিছু বলেছিলো সে সময়?"

"সেদিন ওকে অনেকটা বন্ধুর মতো আচরণ করতে দেখেছিলাম," হান্ট জবাব দিলো। "আমার বেশ ভালোভাবেই মনে আছে। মনে হয়, জিনিসগুলো বের করতে তাকে সাহায্য করেছিলাম সে কারণেও হতে পারে। কিংবা কাজটা হয়তো যত্ন নিয়ে করবো সে আশাতেই ওরকম আচরণ করেছিলো। আমি তাকে জানালাম সাবান দিয়ে আমরা তার গাড়িটা পরিস্কার ক'রে দেবো, এবং কার্পেট শ্যাম্পু করাসহ মোট বিল হবে তিরিশ ডলার। কিন্তু আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কর্মীরা কাজটা যেনো ভালোভাবে করে সে দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। একসময় তার গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে গিয়ে বসি। তখনই দেখলাম গাড়ির দরজার হ্যান্ডেলের কাছে কেউ বিশ্রীভাবে নষ্ট করে দিয়েছে চাবি জাতীয় তীক্ষ্ণ কোনো কিছু দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটা হার্টের চিহ্ন আঁকা হয়েছে। আর ওই আঁকা হার্টের ভেতর এলোমেলোভাবে কয়েকটা অক্ষর লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। জিনিসটা দেখার পর ক্ষণিকের জন্যে শুধু দাঁড়াতে দেখলাম। তারপরই দেখলাম ওর মুখ সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুঝলাম, আমি দেখিয়ে দেবার আগ পর্যন্ত ও কিছুই জানতো না। আমি তাকে শান্ত হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালাম। হোন্ডা গাড়িটা একেবারে নতুন, অন্য কোথাও একটা দাগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কমপক্ষে গাড়িটার দাম হবে বিশ হাজার ডলার। এ রকম ধাক্কা খাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সম্ভবত কোনো বাচ্চা কিছু করার না পেয়ে এমন করেছে।"

"এ্যাল, এরপর ও আর কি বললো?" মেরিনো জিজ্ঞেস করলো। "ওই দাগের ব্যাপারে আর কিছু কি ও বলেছিলো?"

"জি, না স্যার। এরপর তেমন কিছুই আর বলে নি। দেখে মনে হলো প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। চারদিকে ভীতদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কোথাও থেকে ফোন করা যাবে কিনা? আমি বললাম যে, ভেতরে পে-ফোনের ব্যবস্থা আছে। এরই মধ্যে ও ফোন ক'রে ফিরে এলো, আমাদের পরিস্কারের কাজও শেষ হয়ে এসেছিলো। ও গাড়ি নিয়ে চলে গেলো—"

BanglaBook.org

মেরিনো সুইচ টিপে ভিসিআর থেকে ক্যাসেটটা বের ক'রে আনলো। আমার কফির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কিচেনে গিয়ে দু'কাপ কফি তৈরি করলাম।

"আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি," আমি ফিরে এসে বললাম।

"ও, হ্যা," ক্রিম আর চিনির পটটা এগিয়ে নিতে নিতে বললো মেরিনো। "দৃশ্যটা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। বেরাইল সম্ভবত পে-ফোন থেকে ব্যাংকে কল করেছিলো, অথবা টিকেট বুকিং করার জন্যে এয়ারলাইন্সেও কল করতে পারে। দরজার হাতলের কাছে এই ভ্যালেনটাইন দাগ দেখে আতংকিত হয়ে ওঠে। বেরাইল ওখান থেকে সোজা ব্যাংকে গিয়ে হাজির হয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ওই ব্যাংকে তার একটা একাউন্ট আছে। বারোই জুলাই, দুপুর বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে, ব্যাংক থেকে বেরাইল দশ হাজার ডলার তুলেছিলো—ওই দিন পুরো একাউন্ট ফাঁকা ক'রে ফেলে। যেহেতু প্রথম সারির একাউন্ট হোল্ডার ছিলো, সে কারণে ব্যাংক থেকে কিছুই বলা হয় নি।"

"বেরাইল কি কোনো ট্রাভেলার্স চেক তৈরি করেছিলো?"

"না, এটা বিশ্বাস করা যায়," মেরিনো বললো। "ডাকাতি হাওয়ার ভয়ের থেকেও কাউকে সে বেশি ভয় পাচ্ছিলো। কি-ওয়েস্টে যাওয়ার পর কেউ যেনো তাকে চিনতে না পারে সে কারণেই ক্রেডিট-কার্ড কিংবা ট্রাভেলার্স চেক ব্যবহারের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়েছিলো?"

"অবশ্যই ও খুব বেশি ভয় পেয়েছিলো," শান্ত কণ্ঠে বললাম। "আমি স্বপ্নেও এতো টাকার ক্যাশ বয়ে নিয়ে বেড়াবার কথা চিন্তা করবো না।"

মেরিনো একটা সিগারেট ধরালে ওর দেখাদেখি আমিও একটা ধরালাম।

ম্যাচটা একটু বাঁকিয়ে নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি মনে হয়, গাড়ি ধোয়ার সময় ওখানকার কেউ ওই দাগটা কেটেছিলো?"

"আমি একই প্রশ্ন হান্টকেও করেছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম ওর অনুভূতি কী রকম হয়," মেরিনো জবাব দিলো। "ও আমাকে নিশ্চিত করে জানালো, এ ধরণের ঘটনা ঘটার কোনো সুযোগই নাকি ওখানে থাকতে পারে না। যদি তা কেউ করার চেষ্টা করতো, তাহলে কেউ না কেউ নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। যত্তোসব, মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করলেই ওটা ঢেকে ফেলা যেতো। অনেকেই আছে, যারা বেশ বুদ্ধি খেলিয়ে জিনিসপত্র চুরি করে। খুচরো পয়সা, ছাতা, চেক বই এ ধরণের অনেক কিছুর নাম করা যেতে পারে। যখন জিজ্ঞেস করবে, তখন এ সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারবে না হয়তো। আমি জানি হান্টই হয়তো কাজটা করেছে।"

"তাকে খুব সামান্য দোষই দেয়া যায়," মন্তব্য করলাম, আমি। "বুঝতে পারছি, বেরাইলের কাছ থেকে ও খুব বেশি রকমের নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। ওর নিঃসন্দেহে অনেক মানুষের ভেতর দিয়ে যাতায়াত ছিলো। ও ওখানে কতো বারই বা গিয়েছে? মাসে একবার, হয়তো তার চাইতেও কম?"

BanglaBook.org

মেরিনো মাথা ঝাঁকালো। "কিন্তু বেরাইল হান্টের কাছ থেকে নিওন সাইনের মতো দূরে সরে ছিলো। হয়তো তার নিরীহ স্বভাবের কারণেই। আবার সেটা নাও হতে পারে।"

আমি মার্কের কথাটা স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। ও বলেছিলো যে, বেরাইল এমন ছিলো যে, তাকে নাকি যে কেউ দীর্ঘদিন স্মরণে রাখতে পারবে।

নিঃশব্দে আমি এবং মেরিনো আমাদের কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলাম। চিন্তার কালো ছায়াটা আবার আমাকে ঘিরে ধরতে লাগলো। মার্ককে নিয়ে বোধহয় কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। ওরন্‌ডর্ফ এ্যান্ড বার্জারে কেন তার নাম লিপিবদ্ধ নেই, তার হয়তো একটা যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। হতে পারে তার নাম ডাইরেক্টরি থেকে মুছে গেছে। অথবা এমনো হতে পারে কোম্পানির সবকিছু কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে, এবং কম্পিউটারে তার নাম ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রিসেপশনিস্ট যখন কম্পিউটারে তার নাম সার্চ করার চেষ্টা করে তখন স্বাভাবিকভাবেই ওই নামের কাউকে খুঁজে পায় নি। সম্ভবত, দুই রিসেপশনিষ্টই নতুন, ফলে খুব বেশি লইয়ারের নাম তারা জানে না। কিন্তু শিকাগোতে ওর নাম খুঁজে পাওয়া গেলো না কেন?"

"মনে হচ্ছে তোমাকে খাওয়ার জন্যে কোনো কিছু তেড়ে আসছে," শেষ পর্যন্ত মেরিনো আর নিজের বলার আগ্রহটা চাপা দিয়ে রাখতে পারলো না। "এখানে আসার পর থেকেই আমি বিষয়টা লক্ষ্য করছি।"

"আমি শুধু খুবই ক্লান্ত," আমি জবাব দিলাম।

"যত্তোসব," মেরিনো তার কফির কাপে চুমুক দিলো।

আমি প্রায় চম্‌কে উঠলাম, যখন ও বললো, "রোজ আমাকে জানালো যে, তুমি নাকি শহর থেকে পালিয়েছো। নিউ ইয়র্কে স্পারাচিনোর সাথে তোমার কথাবার্তা কেমন এগোলো?"

"রোজ তোমাকে এগুলো বলেছে?"

"কোনো ব্যাপারই নয়। আর রোজের ওপর মেজাজ দেখাবারও কিছু নেই," ও বললো। "ও শুধু আমাকে বলেছে যে, তুমি শহরের বাইরে আছো। এমন কিছুই বলেনি যে, কোথায়, কার সাথে কিংবা কীজন্যে বাইরে আছো। যা তোমাকে বললাম, সেটা আমার মাথা ঘামিয়ে বের করেছি।"

"কিভাবে?"

"তুমিই শুধু বলতে পারো, সেটা কীভাবে," ও বললো। "এটা তুমি লুকাতে পারতে না, পারতে কি? সুতরাং নিঃসংকোচে স্পারাচিনোর সাথে তোমার কী কথা হলো, সেটা বলে ফেলতে পারো।"

"ও বললো, তোমার সাথে নাকি তার কথা হয়েছে। সম্ভবত আমার সাথে তোমার যে কথোপকথন হয়েছে, সে বিষয়ে।"

"এমন কোনো কথা ওর সাথে হয় নি," মেরিনো সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিলো। "ও আমাকে রাতে একবার ফোন করে। তুমি আবার প্রশ্ন ক'রে বোসো না, আমার নাম এবং ফোন নাম্বার কিভাবে জোগাড় করলো। ও আমার কাছ থেকে

BanglaBook.org

বেরাইলের কাগজ-পত্রগুলো তার হাতে তুলে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালো। আমার ভেতর যেমন সহযোগীতা করার মনোভাব আছে, তেমনি আমি শক্ত প্রকৃতিরও। কিন্তু ওই ব্যক্তির পাছার ফুটো ছাড়া বোধহয় আর কিছুই নেই। সরাসরি সবকিছু পেতে চায়। রাজা তুতের মতো ক'রে ও আমাকে নির্দেশ দিলো, ও বেরাইলের এস্টেটের এক্সিকিউটর নিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত কাগজ-পত্র নাকি তার প্রয়োজন। সরাসরি আদেশ বলতে যা বুঝায় আর কি।"

"আর তুমি খুব কাজের কাজ করলে, হাঙ্গরটাকে সরাসরি আমার অফিসে পাঠিয়ে দিলো!" আমি বললাম।

মেরিনো আমার দিকে একটু বোকার মতো তাকালো। "না তো! আমি তো তোমার নামই উল্লেখ করি নি।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"অবশ্যই আমি নিশ্চিত। একশো ভাগ নিশ্চিত। আমাদের ভেতর কথা বড়োজোড় তিন মিনিটও হয় নি। ওইটুকুই। তোমার নাম, আমাদের আলোচনার ভেতর তোমার নাম একবারো উচ্চারিত হয় নি।"

"পুলিশ রিপোর্টে যে পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে স্পারাচিনো কি কোনো প্রশ্ন করেছিলো?"

"হ্যা, অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিলো," মেরিনো বললো। "আমি তাকে বিস্তারিত কিছুই বলি নি। সরাসরি জানিয়ে দিয়েছি, সমস্ত কাগজ-পত্র আমরা এভিডেন্স হিসেবে সংরক্ষণ করছি। এই মুহূর্তে, অর্থাৎ কেস চলাকালীন সময় কোনো কাগজ-পত্র কারো হাতে হস্তান্তর করা যাবে না।"

"তুমি কি তাকে বলো নি যে, পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তা আমার অফিস গ্রহণ করেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হায় ঈশ্বর! তা বলতে যাবো কেন?" অবাক হয়ে মেরিনো আমার দিকে তাকালো। "আমি তাকে সেটা বলতে যাবো কেন? এটা একেবারেই সত্য নয়। খুঁটিনাটি পরীক্ষা করার জন্যে আমি ওটা প্রিন্ট করতে দিয়েছিলাম। ওখানে দাঁড়িয়েই আমি কাজটা করি। এরপর আসলটা ফেরত দিয়ে ফটোকপি করা কাগজ আমার সাথে ক'রে নিয়ে আসি। আসল কাগজ, প্রোপার্টি রুমে তার অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথেই সংরক্ষিত আছে।" ও একটু থামলো। "কেন? স্পারাচিনো তোমাকে কি বলেছে?"

আমি উঠে গিয়ে আমাদের কফির ক্যানগুলো আবারো ভর্তি ক'রে নিলাম।

কাপ নিয়ে ফিরে এসে মেরিনোকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। কথাগুলো শেষ হলে ও আমার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালো। ওর চোখের ভাষায় এমন কিছু দেখলাম যা আমাকে আরো ভীত ক'রে তুললো। আমার কাছে এই প্রথমবার মনে হলো, মেরিনো কোনো কারণে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

"ও যদি ফোন করে তা হলে কি করবে?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"যদি মার্ক ফোন করে?"

BanglaBook.org

"না। ওই সাত বামন যদি করে," মেরিনো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো।

"ব্যাখ্যা করার জন্য বলবো। তাকে জিজ্ঞেস করবো, কিভাবে সে ওরন্ডর্ফ এ্যান্ড বার্জারের সাথে কাজ করছে, জিজ্ঞেস করবো কিভাবে সে শিকাগোতে বাস করছে, যেখানে এগুলোর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি।" আমার হতাশা ক্রমশ বাড়তেই লাগলো। "আমি কিছুই জানি না, তবুও আমি যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবো, আসলে কী ঘটতে চলেছে।"

মেরিনো সরাসরি আমার দিকে তাকালো। ওর চোয়ালের মাংশপেশী শক্ত হয়ে উঠেছে।

"মার্ক, এর ভেতর জড়িয়ে পড়ায় নিশ্চয়ই তুমি অবাক হয়েছো... স্পারাচিনোকে একই সূত্রে গাঁথার চেষ্টা করছো, আইন বহির্ভূত কার্যক্রম, অপরাধ," চাপ ধরা অবস্থাটা হালকা করার জন্যে বললাম।

রেগে গিয়ে মেরিনো আরেকটা সিগারেট ধরালো। "আমি এটা নিয়ে আর কি চিন্তা করবো? তোমার প্রাক্তন রোমিওর সাথে আমি প্রায় পনেরো বছর কোনো কথা বলি নি, তার সম্পর্কে কোনো কিছু শুনি নি পর্যন্ত। দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবী থেকে ও একসময় হারিয়ে গিয়েছিলো। এরপর হঠাৎ করেই একদিন তোমার দরজায় এসে হাজির। তুমি কিভাবে জানবে, এতো বছর সে কী করছিলো? তুমি কিছুই জানো না। ও তোমাকে যতোটুকু বলেছে ততোটুকুই জানো—"

আমরা দু'জনেই টেলিফোনের রিং বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে দিকে ছুটে গেলাম রান্নাঘরের দিকে। দশটাও বাজে নি। ভয়টা আবারো বুঝের ভেতর আঁকড়ে ধরলো। আমি রিসিভার কানে ঠেকালাম।

"কে?"

"মার্ক?" আমি গভীরভাবে ঢোক গিলে বললাম। "তুমি কোথায়?"

"বাড়িতে। শিকাগো ফিরে কেবল বাড়িতে ঢুকলাম..."

"আমি তোমাকে নিউ ইয়র্ক এবং শিকাগোয় যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম, তোমার অফিসে..." আমি অস্পষ্টভাবে বলার চেষ্টা করলাম। "যখন আমি এয়ারপোর্টে ছিলাম তখন থেকেই চেষ্টা করছি।"

এরপর শুধুই নীরবতা।

"শোনো, আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। যা কিছু ঘটেছে। তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতেই আমি ফোন করেছি। আশা করছি তুমি ভালোই আছো। তোমার সাথে আমার যোগাযোগ থাকবে।"

"তুমি এখন কোথায়?" আমি আবারো প্রশ্ন করলাম। "মার্ক? মার্ক?"

কিন্তু আমি শুধু ডায়ালটোনের শব্দ শুনতে পেলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

পরদিন রবিবার। আমি এ্যালার্মের শব্দকে উপেক্ষা ক'রে দুপুরের খাবারের কথা ভুলে গিয়ে আমি ঘুমিয়ে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত যখন আমার ঘুম ভাঙলো নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। ঘুমের ভেতর এতোক্ষণ আমাকে দুঃস্বপ্ন তাড়া ক'রে ফিরছিলো। ঘুম ভাঙার পর অবশ্য আমি স্বপ্নগুলো স্মরণে আনতে পারলাম না।

সাতটা বাজার খানিক বাদে আমার টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। ঘুম থেকে উঠে আমি পেঁয়াজ এবং মরিচ কুঁচি করছিলাম ডিমের ওমলেট বানাবার জন্যে। কিন্তু আমার আর খাওয়া হলো না। অন্ধকার রাতে একা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পূর্বের ৬৪ নং রাস্তার উদ্দেশ্যে। যেদিকে আমি এগুচ্ছি সেটা কাটলার গ্রুভের রাস্তা। কম্পিউটারের মতোই চিন্তা করতে পারি আমি। চিন্তাগুলোকে অনেকভাবে খেলিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্ট করলাম। ক্যারি হারপার ঘণ্টা খানেক আগে নিহত হয়েছেন। উইলিয়ামসবুর্গ থেকে একটা রেস্তোঁরায় গিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে তাকে আক্রমণ ক'রে বসে। ঘটনাটা খুবই দ্রুত ঘটেছে এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে খুনী তাকে হত্যা করে, অনেকটা বেরাইল ম্যাডিসনের মতোই। খুনী ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে ক্যারি হারপারের সম্পূর্ণ গলাটা কেটে ফেলেছে।

চারদিকে অন্ধকারে ঢেকে আছে। কুয়াশার চাদর ভেদ করে গাড়ির হেডলাইট সামান্য দূর পর্যন্তও এগুতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে আমার দৃষ্টি সীমার দূরত্ব একেবারে শূন্যের কোঠায় বলা যেতে পারে। ইতিপূর্বে যে হাইওয়ে ধরে আমি অসংখ্যবার যাওয়া-আসা করেছি সেই হাইওয়েটাকেই আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত বলে মনে হলো। এমনকি এক পর্যায়ে আমার কাছে মনে হলো, বুঝতে পারছি না হাইওয়ের কোন্‌খানে আছি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। গাড়ির গতি বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দেখলাম তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না—দূরত্বটা আমার কাছে একই রকম মনে হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এক্সিট লেখাটা দেখতে পেয়ে আমি ঘুরলাম।

পরের যে অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তায় প্রবেশ করলাম সেটাতে কোনো নির্দেশনা দেয়া নেই। বাম্পারের কাছে আমার গাড়ির হেডলাইটের আলো যেনো ঝুলে আছে। আমার পয়েন্ট ৩৮ রিভলবারটা বাড়িতেই রেখে এসেছি। সাথে তেমন কিছু না থাকলেও মেডিকেল ব্যাগের ভেতর সামান্য কিছু কেমিক্যাল এবং সুঁচালো একটা লোহার দণ্ড আছে। প্রয়োজনে অবশ্য সেটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঙ্খিত বাড়িটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই এক ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম আমি। "ঈশ্বর তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," মনের অজান্তেই হয়তো কথাটা বেরিয়ে গেলো আমার মুখ থেকে। অর্ধ-চক্রাকৃতি আকারে বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্থানটাতে, একই সাথে জ্বালানো হয়েছে এমারজেন্সি লাইট। আমি গাড়িটা দাঁড় করাতেই পেছনে আরেকটা গাড়ি এসে থামলো। আমাকে প্রায় চমকে দিয়েই ওটা থেকে লাফিয়ে নামলো মেরিনো। কোটের কলার দিয়ে কানটা ঢেকে ও আমার দিকে এগিয়ে এলো।

BanglaBook.org

"হায় ঈশ্বর।" মনের তিক্ততা প্রকাশ করলাম আমি। "এমন হতে পারে আমার বিশ্বাসই হতে চাইছে না।"

"ডিট্টো," বিড়বিড় ক'রে কথাটা বলে মেরিনো লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। "আমারো কোনোভাবেই বিশ্বাস হতে চাইছে না।" পুরাতন সাদা রোলস্-রয়েস্কে ঘিরে জ্বলে থাকা উজ্জ্বল আলোগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো। ক্যারি হারপারের বিমান ম্যানসনের পেছন দিককার প্রবেশ পথের কাছে রোলস্ রয়েসটা দাঁড় করানো। "জঘন্য। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি। জঘন্য!" মেরিনো আবারো বিড়বিড় ক'রে বললো।

জায়গাটার চারদিক ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য পুলিশ। কৃত্রিম আলোর বন্যায় তাদের মুখগুলোকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ভেজা শীতল বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে গাড়ির ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ। আর তারই মধ্যে রেডিও ওয়্যারলেসে বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে আসছে কন্ট্রোল সেকশন থেকে প্রেরণ করা টুকরো টুকরো কথা। পেছন-সিঁড়ির সাথে বাঁধা ক্রাইমসিনের হলুদ টেপ দিয়ে এলাকাটা চৌকোভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে।

খয়েরি রঙের চামড়ার জ্যাকেট পরিহিত সাদা পোশাকের একজন অফিসার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। "ডাঃ স্কারপেট্টা? আমি ডিটেকটিভ অফিসার পটিট।"

মেডিকেল ব্যাগ খুলে আমি একটা সার্জিক্যাল গ্লাভসের প্যাকেট এবং ফ্লাশলাইট বের করলাম।

"মৃতদেহে কেউই হাত দেয় নি," পটিট আমাকে জানালো। ডঃ ওয়াটস্ আমাকে সবকিছু যেভাবে করতে বলেছেন, সেভাবেই আমি করেছি।"

ডাঃ ওয়াটস্ একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনার। রাজ্যজুড়ে যে পাঁচশো জন মেডিকেল এম্প্লয়ি আছেন, তাদের মধ্যে তিনিও একজন। তার আরেক পরিচয়ও আছে আমাকে খোঁচানোর জন্যে শীর্ষ যে দশজন আছেন, তাদের মধ্য থেকে এই ওয়াট্সকেও বাদ দেয়া যাবে না। সন্ধ্যার সময় পুলিশ তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করার সাথে সাথে তিনি আমাকে ফোন করেন। এটা নিজের ক্ষমতাকে জাহির করার চেষ্টা মাত্র। যখনই একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটেছে তখন চিফ মেডিকেল এক্সামিনার বাড়িতে ব'সে থাকবে, তা বোধহয় তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। এটা তার এক ধরণের দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টাও। ওয়াটস্ সহজে কোনো দায়িত্ব নিতে চান না। কেসগুলো যদি আপন গতিতে এগুতে থাকে। অথবা অন্য কেউ এর সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে কেন তদন্তের ঝামেলায় নিজেকে, জড়াতে চাইবেন? ঘটনাস্থলে কখনোই তাকে দেখা যায় না। এক্ষেত্রেও তাকে ঘটনাস্থলে দেখা গেলো না।

"সাথে সাথেই এখানে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে," পটিট ব্যাখ্যা করলো। "আমি নিশ্চিত যে ওরা কোনো কিছুতেই হাত দেয় নি। মৃতদেহ যে অবস্থাতে পড়ে ছিলো সে অবস্থাতেই আছে। তাকে একটুও ঘুরানো কিংবা তার পোশাক একটুও সরানো হয় নি।"

"ধন্যবাদ তোমাকে," অনেকটাই কৃত্রিমভাবে ধন্যবাদটা বেরুলো আমার মুখ থেকে।

BanglaBook.org

"দেখে মনে হচ্ছে, তার মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয়েছে। সম্ভবত গুলি। এই জায়গায় সবসময় পাখি শিকার করা হয়। মিনিট খানেকের ভেতরই আপনি সবকিছু দেখতে পাবেন। আমরা কোনো অস্ত্র খুঁজে পাই নি। গাড়িটা যেখানে উনি পার্ক করেছিলেন, তার থেকে কয়েক পা সামনে এগিয়েই ঘটনাটা ঘটেছে। আমরা দেখলেই বোধহয় ভালো বুঝতে পারবো। উনি গাড়ি থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আক্রমণ করা হয়।"

ও রোল্স-রয়েসের দিকে তাকালো। অন্ধকারে গাড়িটাকে পুরাতন সিন্দুকের মতো মনে হচ্ছে। পটিটের ছায়াটাও আমার কাছে অতি দীর্ঘ মনে হলো।

"তুমি যখন এখানে এসেছিলে, তখন কি ড্রাইভার-ডোরটা খোলা দেখতে পেয়েছিলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"জি না, ম্যাডাম," পটিট সাথে সাথে জবাব দিলো, "গাড়ির চাবি মাটিতে পড়ে ছিলো। মনে হয় গাড়ি থেকে নামার সময় চাবি তার হাতেই ধরা ছিলো। যেমন আপনাকে বলেছি, কোনো কিছুতেই আমরা হাত দিই নি। এতোক্ষণ আপনার আসার অপেক্ষাতেই ছিলাম। নয়তো আবহাওয়াই হয়তো আমাদের কাজ শুরু করতে বাধ্য করতো। মনে হয় বৃষ্টি নামবে।" পুঞ্জিভূত মেঘের দিকে তাকিয়ে পটিট মন্তব্য করলো। "তুষারপাতও শুরু হতে পারে। গাড়ির ভেতর ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন দেখতে পাই নি। আমরা ধারণা করছি, হত্যাকারী তার জন্যে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে ছিলো। সম্ভবত যে ঝোঁপগুলো আছে সেগুলোর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলো। আমি নিশ্চিত বলতে পারি ডাক্তার এর সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটেছে। ক্যারি হারপারের বোন আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি কোনো গুলির শব্দই শুনতে পাননি। কোনো রকমের শব্দই নয়।"

হলুদ ফিতার নিচ দিয়ে মাথা গলিয়ে পটিটের সাথে কথা বলতে বলতে আমি মেরিনোর কাছে এগিয়ে গেলাম। এতোক্ষণে আমি পূর্ণাঙ্গভাবে গাড়িটা দেখতে পেলাম। এর আশপাশের প্রত্যেকটা অংশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। পেছনের সিঁড়ি থেকে প্রায় ফুট দশেক দূরে গাড়িটা সমান্তরালভাবে দাঁড় করানো। ড্রাইভারের দরজার বরাবরই বাড়িটা। অর্ধ বর্তুলাকারের গাড়ির বিভিন্ন সাজ-সজ্জা সকলেরই দৃষ্টি কাড়তে বাধ্য। আমি থেমে ক্যামেরা বের করলাম।

ক্যারি হারপার বাড়ির দিকেই রওনা হয়েছিলেন। সামনের চাকার কাছেই তার মাথাটা পড়ে আছে। গাড়ির সাদা ফেন্ডারে ছোপ ছোপ রক্ত ছিটানো। পরনের সাদা নেটের সোয়েটারের রঙ পাল্টে সেটা রক্তিম রঙ ধারণ করেছে। হিপ পকেটের সামান্য দূরে পড়ে আছে গাড়ির চাবি। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোতে আমার চোখে শুধু লাল চটচটে আঠালো পদার্থই ধরা পড়লো। মাথা ধবধবে সাদা চুল সম্পূর্ণভাবে লাল হয়ে আছে। তার মুখ এবং মাথার তালু ভোতা কোনো অস্ত্রের আঘাতে একেবারে চৌচির হয়ে গেছে। ফলে অনেক খানি চামড়া দেহের ওই স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ক্যারি হারপারের গলা ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে। প্রায় গলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মাথাটা। ফ্লাশলাইটের

BanglaBook.org

আলোয় দেখতে পেলাম পাখি মারার অসংখ্য কার্তুজ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। মৃতদেহের চারপাশ ঘিরে কমপক্ষে শ'খানেক এরকম কার্তুজ ছড়িয়ে আছে। এমনকি গাড়ির ছাদের ওপরও গোটা কয়েক কার্তুজ ছড়িয়ে আছে। বন্দুক থেকে পাখি মারার জন্যে নিশ্চয়ই এগুলো ছড়ানো হয় নি।

ঘুরে ঘুরে আমি ছবি তুলতে লাগলাম। এরপর কেমিক্যালের ছোটো ব্যাগ এবং দীর্ঘ আকারের কেমিক্যাল থার্মোমিটার বের করলাম। জিনিসটা বামহাতের বগলের নিচে স্থাপন ক'রে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করলাম। থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখতে পেলাম ৯২.৪ ডিগ্, অন্যদিকে বাতাসের তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্। হিসেব মতো দেখা যাচ্ছে দেহের তাপমাত্রা প্রতি ঘণ্টায় প্রায় তিন ডিগ্ ক'রে কমে গেছে। কারণ বাইরের তাপমাত্রা যেখানে শূন্যের নিচে, এভাবেই দেহের তাপমাত্রা কমে আসার কথা। হারপারের শরীরে তেমন কোনো ভারি পোশাক নেই। হালকা মাংসপেশীগুলো ইতিমধ্যে শক্ত হতে শুরু করেছে। আমি হিসেব ক'রে দেখলাম দু'ঘণ্টারও কম সময় আগে তার মৃত্যু ঘটেছে।

মর্গে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো এভিডেন্স আছে কিনা তা খুঁজতে লাগলাম। সুতা, চুল অথবা কোনো জঞ্জাল। কিন্তু এর সবই রক্তে ভিজে আছে। কোনো কিছু আমার নজর এড়িয়ে যায় কিনা, এই ভয়ই আমি করছিলাম। খুব ধীরে ধীরে আমি তার দেহ এবং চারপাশটা স্ক্যানিং করতে লাগলাম। সূক্ষ্ম বিম তার দেহের গলার কাছে আসার পূর্ব পর্যন্ত তেমন কিছুই আমি খুঁজে পেলাম না। ঝুঁকে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করলাম। অবশ্য জিনিসটা স্পর্শ করলাম না। অদ্ভুত দর্শনের সবুজ রঙের ছোটো বলের মতো একটা বস্তু। এটার মধ্যে বেশ কিছু গুলির দানা ঢুকে আছে। খুব সাবধানে জিনিসটা আমি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলাম। আর তখনই আমার পেছনের একটা দরজা খুলে গেলো। দেখলাম, আতংকিত চোখে দরজার কাছকার খোলা জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছে এক মহিলা, পাশে একজন পুলিশ অফিসারের হাতে ধরা মেটাল-ক্লিপবোর্ড।

টেপটা পার হয়ে পুলিশ অফিসার মেরিনো এবং পটিটের কাছে এগিয়ে এলো। আর সাথে সাথে দেখলাম পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

"ওই মহিলার সাথে কেউ কি ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওহ্, হ্যা," ক্লিপবোর্ড হাতে ধরা অফিসার উত্তর দিলো। কথা বলার সময় তার মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার মতো ভাব বেরিয়ে এলো। "মিস্ হারপারের কাছে তার একজন বন্ধু এসেছিলো। মিস্ হারপার জানালেন যে, তিনি সুস্থই আছেন। আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি ওই বজ্জাতটা এই ঘটনাস্থলে একবারের জন্যেও আসে নি।"

"আমরা আসলে কি খুঁজছি?" পটিট আমাকে প্রশ্ন করলো।

ও জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকালো। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে ঘাড়টা সামনে ঝুঁকিয়ে প্রায় জমে আসা শরীরের জড়তা ভাঙার চেষ্টা করলো। পেঁজা তুলোর বড় বড় ফোঁটায় পুঞ্জিভূত বরফ ঝরে পড়তে লাগলো।

BanglaBook.org

"নিদেনপক্ষে একটা অস্ত্র," আমি জবাব দিলাম। "তার মাথার এবং মুখের আঘাতটা ভোঁতা কোনো অস্ত্র দিয়ে করা হয়েছে।" গ্লাভস্ হাতের আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে দেখালাম। "তবে গলার আঘাত নিঃসন্দেহে করা হয়েছে ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে। পাখি মারার গুলি ব্যবহারের পর আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না। এ ধরণের কোনো গুলিই তার শরীরে খুঁজে পাওয়া যায় নি।"

চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গুলি সমর্থনের ভঙ্গিতে দেখতে লাগলো।

"আমার ধারণাও আপনার মতোই," মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানালো পটিট। "স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায়, বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হয় নি, কিন্তু আমি আবার সম্পূর্ণ নিশ্চিতও হতে পারছি না। এখন পর্যন্ত আমরা কোনো শর্টগান খুঁজে পাই নি। আমরা কোনো ছুরিও খুঁজে পাই নি অথবা আঘাত করার মতো কোনো অস্ত্র যেমন টায়ার-টুল ইত্যাদি কিছুই না।"

"খুঁজে পাওয়া যায় নি বটে, কিন্তু খুঁজেই যে পেতে হবে এরও কোনো ভিত্তি নেই," আমি মন্তব্য করলাম। "আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলা কেটে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে ভোঁতা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।"

"ডাক্তার, সেরকম তো অনেক অস্ত্রই থাকতে পারে," পটিট স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

যদিও পাখি শিকারের ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ জেগেছে। এই দূর চিন্তাটা আপাতত মনে থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছি। অতীত থেকে আসলে অনেক কিছুই শিখতে হয়েছে। সাধারণ অনেক বিষয় আছে, যা তত্ত্বীয়জ্ঞানকে ম্লান ক'রে দেয়। প্রায় সময় এমনই দেখা যায় যে, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে, নিহতের লিভিং রুমে বসে সময় পার করছে। এক্ষেত্রেও অস্ত্রটা না দেখেই আমি দিব্যি বলে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে একটা আইস্ পিক্।

"কর্মীরা ইচ্ছে করলে মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারে," গ্লাভস জোড়া খুলতে খুলতে আমি ঘোষণা করলাম।

সাদা কাপড়ে মোড়ানো হারপারের মৃতদেহ বডি পাউচের ভেতর ঢুকিয়ে জিপার টেনে দেয়া হলো। আমি মেরিনোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম অন্ধকারের ভেতর ধীরে ধীরে এ্যাম্বুলেন্সটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—একরাশ শূন্যতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এগিয়ে যাওয়া এ্যাম্বুলেন্সের মাথার ওপর কোনো ইমারজেন্সি লাইট নেই, নেই কোনো সাইরেন—মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসলে কারুরই কোনো তাড়া থাকে না। তুষারপাত আগের চাইতে অনেক বেড়ে গেছে। এখন সেগুলো ক্রমশই মাটিতে জমে পুরু স্তরের সৃষ্টি করছে।

"তুমি কি রওনা দিচ্ছো?" মেরিনো জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

"তুমি কি করতে চাইছো? এবারো আমার পেছন পেছন আসতে চাইছো নাকি?" না হেসেই কথাটা বললাম তাকে।

BanglaBook.org

সাদা লাইটের মাঝখানে দাঁড়ানো পুরাতন রোলস্-রয়েসের দিকে এগিয়ে গেলো মেরিনো। যে স্থানে মৃতদেহ পড়েছিলো সেখানকার জমাটবদ্ধ রক্ত এখন বরফের সাথে মিশে যেতে শুরু করেছে।

"তোমার পেছন পেছন আসার মোটেও আমার ইচ্ছে নেই," গম্ভীরভাবে বললো মেরিনো। "রিচমন্ডে ফেরার সময় সাথে সাথেই রেডিও মেসেজটা পেলাম—"

"রিচমন্ডে ফেরার প্রায় সাথে সাথে মানে?" মাঝপথেই আমি প্রশ্ন ক'রে বসলাম। "কোথা থেকে ফেরার সাথে সাথে?"

"এখান থেকে," পকেটের ভেতর গাড়ির চাবি হাতড়াতে হাতড়াতে বললো। "আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম হারপার নিয়মিত কালপিপারস্ পানশালায় যাওয়া আসা করে। চেষ্টা করলাম ওকে দিয়ে কিছু বলানো যায় কিনা। আমি ওর পেছনে লেগে থাকলাম। অবশেষে ও মুখ খুললো। কাজ শেষে আমি রওনা হলাম। রিচমন্ডের প্রায় পনেরো কিলো মিটার কাছাকাছি চলে এসেছি, তখনই পটিট আমাকে ঘটনা সম্পর্কে অবগত করলো। আমি পাছা ঘুরিয়ে, নিজেকে টানতে টানতে এখানে এনে হাজির করলাম। তখনই দেখতে পেলাম তোমার গাড়িটাও এখানে এসে-হাজির হয়েছে। সামান্য কিছুক্ষণ, মনে হয় না এতে খুব ক্ষতি হয়ে গেছে তোমার।"

"পানশালায় আজ রাতে তুমি হারপারের সাথে কথা বলছো?" অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

"আরে হ্যা," ও বললো। "এরপর ও আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং মিনিট পাঁচেকের ভেতরই ওর গাড়ি চালু হওয়ার শব্দ শুনতে পাই। এরপর তো দেখতেই পেলে পটিটের সাথে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুতরাং আগামীকাল সকালে আমাকে এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত দেখলে তোমার নিশ্চয় বিরক্ত না হওয়ারই কথা।"

মেরিনোকে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। ওর মাথায় তুষার জমা হচ্ছে। ও চলে যেতেই আমি আমার প্লেমাউথের ইগনিশন চাবি ঘুরালাম। ওয়াইপারটা সামান্য একটু নড়লো, বরফের সামান্য একটু স্তর সরিয়ে দেবার পর উইন্ডশিল্ডের মাঝপথেওটা থেমে গেলো। রাতের ডেথ অব এ অ্যাসাসিনের পর আমার সরকারী গাড়িটাও নির্জীব হয়ে পড়লো।

BanglaBook.org

হারপারের লাইব্রেরি রুমটা তুলনামূলকভাবে বেশ উষ্ণ। নিঃশব্দ ঘরের সম্পূর্ণটাতেই পার্সিয়ান কার্পেট পাতা। সামান্য যে আসবাব আছে সেগুলোও অত্যন্ত দামি কাঠের তৈরি। একরাশ বিস্ময় নিয়ে যে সোফায় বসেছি, তা একটা চিপেনডেল। সত্যি বলতে ইতিপূর্বে আমার আর কখনো এতো মূল্যবান চিপেনডেলে বসার সুযোগ তো ঘটেই নি, স্পর্শ করার সুযোগও ঘটে নি। রুমের উঁচু সিলিং রোকোকো (পঞ্চদশ লুইয়ের সময়কার স্থাপত্যরীতি) স্থাপত্যকলায় সজ্জিত। দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে সাজানো অসংখ্য বই। বেশিরভাগ বই-ই চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা। আমি যেখানে বসেছি, তার সামনেই মার্বেল পাথরে বাঁধানো ফায়ারপ্লেস। খানিক আগেই বোধহয় সেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে।

সামনে ঝুঁকে আমি হাতজোড়া গরম করার সময় ফায়ারপ্লেসের ওপর ঝুলানো ওয়েলপোট্রেটটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বেঞ্চে বসে থাকা খুবই সুন্দর ছোটো একটা মেয়ের প্রোট্রেট। মেয়েটার দীর্ঘ সোনালী চুল কোলের ওপর আলতোভাবে রাখা দু'হাত। ডান হাতে ও ধরে রেখেছে একটা রুপোর হেয়ারব্রাশ। মেয়েটার ছবির দিকে তাকালো মনে হবে অন্ধকারের ভেতরও সে আলো ছড়াচ্ছে। মায়া ভরা ও দু'চোখ, ভেজা ঠোঁট জোড়া হালকাভাবে ফাঁক হয়ে আছে। ওর সাদা পোশাকে চমৎকার হাতের কাজ। সবকিছু মিলিয়ে মনে হতে পারে কোনো অপরিণত ফুল। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই পোট্রেটটা এতো গুরুত্ব সহকারে ওখানে টাঙিয়ে রাখার কোনো কারণ থাকতে পারে। যখন মনে মনে এমন ভাবছি, তখনই নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেলো। ঘরে প্রবেশ করলেন মিস্ হারপার। যে রকম নিঃশব্দে দরজাটা খুলেছিলেন, সেরকমই নিঃশব্দে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

"আমার ধারণা, এটা তোমার শরীরের উষ্ণতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে," এক গ্লাস মদ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন।

কফি টেবিলের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রেখে ভেলভেটে মোড়ানো চমৎকার চেয়ারটায় বসলেন মিস্ হারপার।

"ধন্যবাদ আপনাকে," কথাটা বলে আবার নিজেকে চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে দিলাম।

প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের জন্যে আমাকে সরকার যে গাড়ি প্রদান করেছে, তার ব্যাটারি সম্পূর্ণ ডাউন হয়ে গেছে। ফলে জাম্পার ক্যাবলও আর তার থেকে কোনো শক্তি আহরণ করতে পারছে না। অচল গাড়িটা এখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে রেকার পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে রেডিও বার্তা পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে পুলিশের একটা গাড়ি রিচমন্ড পর্যন্ত পৌছে দেবার অনুরোধও রক্ষা করেছে। ওদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো শেষ হলেই আমাকে ওরা রিচমন্ডে পৌছে দেবে। এমতাবস্থায় আমার আর করার কিছুই নেই। বরফের ভেতর যেমন দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, তেমন স্কোয়াডকার-এ ঘণ্টাখানেক ব'সে থাকাও সম্ভব নয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে মিস্ হারপারের দরজার কড়া নাড়তে হয়েছে।

আগুনের দিকে তাকিয়ে মিস্ হারপার গ্লাসে চুমুক দিলেন। তার চারিপাশে অনেক দামী বস্তু ছড়িয়ে থাকলেও, তাকেই আমার কাছে এক অমূল্য বস্তু বলে মনে হলো—আমি যতোজন অভিজাত মহিলা দেখেছি, তাদের মধ্য থেকে মিস্ হারপারকে নিঃসন্দেহে সেরা বলেই মনে হয়। রূপালী-সাদা কোমল চুল তার প্যাটারমিয়ান (রোমান বংশজাত) মুখের ওপর এসে পড়েছে। মিস্ হারপারের চোয়ালের বেশ খানিকটা উঁচু ধাঁচের, ফলে চেহারার মাধুর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তার শরীর হালকা-পাতলা গড়নের, কিন্তু তারপরও বেগি টাইপের সোয়েটার এবং স্কার্টের ওপর দিয়ে সুগঠিত দেহের প্রত্যেকটা বাঁক স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে। স্বর্ণ মুদ্রার মতো অত্যন্ত মূল্যবান মিস্ হারপারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে শুধু একটা একটা চিন্তা করতে পারলাম, আর তা হলো—'চির যৌবনা বৃদ্ধা।'

BanglaBook.org

বৃদ্ধা একেবারেই চুপ ক'রে রইলেন। বরফ জানালার কাঁচে অবিরাম শীতল চুমু একে দিচ্ছে। আর শীতল ঝড়ো হাওয়া আছড়ে পড়ছে বাড়ির উপর। এরকম পরিবেশে একা থাকার কথা আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না।

"আপনার পরিবারের আর কোনো সদস্য কি আছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কেউই বেঁচে নেই," উনি বললেন।

"আমি দুঃখিত, মিস্ হারপার..."

"আসলেই। ওসব প্রসঙ্গ বাদ দিন, ডাক্তার স্কারপেট্টা।"

হারপার মদের গ্লাসটা *ঠোঁটে* তুলে নেবার সময় আগুনের আলোতে তার আঙুলের বড় আকারের এমোরেলড রিঙটা চকচক ক'রে উঠলো। উনি সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। যখন আমি তার ভাইয়ের মৃতদেহ পরীক্ষা করছিলাম, তখন এই চোখেই দেখেছিলাম চরম আতংক। বর্তমানে নিজেকে তিনি অনেকখানি সংযত ক'রে নিতে পেরেছেন।

"আপনি বোধহয় কোনো কিছু শুনতেও পান নি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি শুধু তার গাড়ির শব্দ শুনতে পেরেছিলাম। এরপর আর কোনো শব্দই আমার কানে আসে নি। গাড়ির শব্দ শোনার বেশ খানিকক্ষণ পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন তিনি ভেতরে আসলেন না, তখন কারণটা জানার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াই। সবকিছু দেখে সাথে সাথে আমি ৯১১-তে ফোন করি।"

"কালপিপারস বাদে আর কি কোথাও তিনি ঘন ঘন যাতায়াত করতেন?" জানতে চাইলাম আমি।

"না, না আর কোথাও তিনি যেতেন না। প্রতি রাতেই তিনি কালপিপারসে একবার ক'রে যেতেন," আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন। "ওই জায়গায় যাওয়া নিয়ে আমি অবশ্য তাকে সাবধান করেছিলাম। বর্তমান সময় এবং তার বয়সের কথা চিন্তা করেই সাবধান করেছিলাম। তার সাথে সবসময় নগদ বেশ কিছু টাকা-পয়সা থাকতো। তাছাড়া মাঝে মাঝেই উৎকট কিছু লোকের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তো। পানশালায় কখনোই ও বেশিক্ষণ থাকতো না। এক ঘণ্টা, খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টা। কাজের স্পৃহা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই নাকি সে ওখানে নিয়মিত যাতায়াত করতো। অবশ্য *দ্য জ্যাগ্‌ড্ কর্নার* প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ক্যারি তেমন একটা কথা বলতে চাইতো না।"

করনেলে থাকাকালীন সময় আমি উপন্যাসটা পড়েছি। তেমন আহামারি কিছু নয়; ভার্জিনিয়ার ফার্মে বেড়ে ওঠা এক তরুণের চোখে যে বৈসাদৃশ্যগুলো চোখে পড়েছে সেগুলোই এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন ক্যারি—খুনোখুনি, রক্তপাত, অযাচার এবং জাতিগত বিদ্বেষ ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে এসেছে এতে। সত্যি বলতে, এটা পড়ার পর আমি বেশ হতাশই হয়েছি।

"অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে ক্যারি সফল হলেও, এটাতে তেমন সুবিধা করতে পারে না," মিস্ হারপার মন্তব্য করলেন।

"উনার অন্যান্য লেখাগুলো কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছে," আমি বললাম।

BanglaBook.org

"কম বয়সে একটা কিছু শুরু করলে তার পেছনে বেশ ভালোভাবে লেগে থাকতো," একইভাবে বলে যেতে লাগলেন তিনি। "এরপর কেন যেনো সে গুটিয়ে নেয়া মানুষের স্বভাবে পরিণত হলো। কেন যেনো সে এক ধরণের হতাশায় ভুগতে শুরু করলো। পাতার পর পাতা পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে দেখেছি তাকে। এরপর বাড়ির ভেতর ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো। নতুনভাবে যখন সে আবারো লিখতে শুরু করলো, এর আগ পর্যন্ত তার স্বভাব এরকমই ছিলো। প্রায় বছরখানেক তার এই ক্ষেপামি ছিলো।"

"ভাইকে নিয়ে নিশ্চয়ই আপনাকে তখন ভয়ের ভেতর থাকতে হচ্ছিলো," শান্ত কণ্ঠে তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"ডা: স্কারপেট্টা। ভয় ছিলো আমার নিজেকে নিয়ে," আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথাটা বললেন। "ক্যারি আর আমি যদি কাপড়ের অংশ হয়ে থাকি, তাহলে সেই কাপড় দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের দু'জনের মধ্যকার স্বভাবের পার্থক্য হচ্ছে, কোনো সমস্যার আমি সহজ সমাধান করতে পারি না। কিন্তু ওর স্বভাবের আমি কোনো পরিবর্তন হতে দেখি নি, অতীতের মতোই তার ছিলো একরোখা স্বভাব। জোর ক'রে সে নিজেকে নিজের মতো ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলো। এই স্বভাবের কারণেই বোধহয় সে পুলিৎজার জিততে পেরেছিলো। যা কিছু স্পষ্ট তা নিয়ে আমি কখনোই ব্যস্ত হয়ে পড়তে চাই নি।"

"সেটা কি রকম?"

"এখানে এসেই হারপার পরিবার শেষ হয়ে গেলো। বংশ রক্ষা করার মতো আর কেউই থাকলো না। আমাদের পর আর কেউই থাকবে না," মহিলা বললেন।

মদটা অতি মূল্যবান বারগুন্ডি। গলার ভেতর ঢুকতেই তা ভেতরটাতে আঁকড়ে ধরে। পুলিশের কাজ শেষ হতে আর কতো সময় লাগবে? আমার মনে হলো খানিক আগে রেকারের শব্দ শুনতে পেয়েছি। হয়তো এতক্ষণে আমার গাড়িটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

"ক্যারি নিঃসন্দেহে আমার জীবনের বিরাট একটা অংশ জুড়ে থাকবে," মিস্ হারপার বললেন। "আমি তাকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করবো এ কারণে যে, সে ছিলো আমার প্রিয় ভাই। এখানে বসে আমি মিথ্যা বলবো না, কী চমৎকারই না ছিলো আমার ভাইটা। মদের গ্লাসে কথাগুলো বোধহয় তোমার কাছে বেশ শীতল মনে হচ্ছে।"

কথাগুলো অবশ্য আমার কাছে মোটেও শীতল মনে হচ্ছে না। "আপনার সত্য কথা বলার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ," আমি বললাম।

"ক্যারির ভেতর যেমন কল্পনা করার অতি ক্ষমতা ছিলো, তেমনই ও ছিলো অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। আমার ভেতর ওগুলো খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। কোনো সমস্যাই আমি সহজে সমাধান করতে পারি না। খুব শীঘ্রই এই জায়গাটা আমার ছাড়তে হবে।"

BanglaBook.org

"এই বাড়িতে থাকলে আপনি খুবই একাকীত্বে ভুগবেন।" মিস্ হারপার এ ধরণের চিন্তা করছেন হয়তো, সেটা ভেবেই আমি কথাটা বললাম।

"এটা একাকীত্বের প্রশ্ন নয়," তিনি বললেন।

"তাহলে আপনি কি চিন্তা করছেন, মিস্ হারপার?" সিগারেটের প্যাকেট হাতে তুলে নিতে নিতে বললাম।

"তোমাকে কি আরেক গ্লাস দেবো? আগুনের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"না না, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

"এখান থেকে অন্য কোথাও যাবো, এমন কিছু আমরা কল্পনাও করি নি। এই বাড়িতে আসলে ভালো কিছুই ঘটতে পারে না," মিস্ হারপার বললেন।

"আপনি আসলে এখন কি করতে চাইছেন মিস্ হারপার?" হতাশ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম। "আপনি কি এখানেই থাকতে চাইছেন?"

"ডাঃ স্কারপেট্টা, আমার যাওয়ার মতো আর কোনো জায়গা নেই।"

"আমার মনে হয় না কাটলার গ্রুভ বিক্রি করা খুব একটা কঠিন হবে।" ফায়ারপ্লেসের ওপর ঝুলানো পোর্ট্রেটটার দিকে তাকিয়ে আমি মন্তব্য করলাম। পোর্ট্রেটের কিশোরী মেয়েটার হাসি আগুনের হালকা আলোয় এখন অনেকটাই রহস্যময় মনে হচ্ছে আমার কাছে। যেনো মেয়েটা বলতে চাইছে, 'আমি সবই জানি, কিন্তু কিছুই বলবো না।'

"ডাঃ স্কারপেট্টা, ইচ্ছে করলেই কি সব বাদ দেয়া যায়?"

"আমাকে ক্ষমা করবেন, মিস্ হারপার, আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না।"

"নিজেকে পরিবর্তন করার মতো বয়স আর নেই," তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। "এতো বয়স হয়েছে যে, আমার স্বাস্থ্য আর ভালো হবে না, নতুনভাবে সম্পর্ক তৈরি করার মতোও অবস্থা নেই আমার। অতীতের জন্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। এরকমই জীবন আমার। ডাঃ স্কারপেট্টা, তোমার বয়স অনেক কম। এমন একদিন আসবে, যখন তুমিও অতীত হাতড়ে ফেরার চেষ্টা করবে। তোমার ব্যক্তিগত ইতিহাস যা অতীতে তুমি রচনা করেছিলে, কঠিন সত্য, কিংবা জীবনের সব খণ্ড খণ্ড চিত্র। মানুষের মন ভাঙা যতোটা সহজ তার চাইতে প্রয়োজনের সময় বন্ধু পাওয়া কিন্তু অনেক কঠিন ব্যাপার। তখন তুমি ব্যথা ভুলতে অতীতের দিকে দৌড়াতে থাকবে। এটাই অনেক সহজ। আমি যা কিছু তোমাকে বললাম, সেটাই বাস্তব সত্য।"

"এই ঘটনা কে ঘটাতে পারে, কোনো ধারণা করতে পারেন?" আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে সরাসরি প্রশ্ন করলাম তাকে।

মিস্ হারপার কিছুই বললেন না। শুধু আগুনের দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেন।

"বেরাইল সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?" আবারো তাকে প্রশ্ন করলাম।

BanglaBook.org

"আমি জাজ্বিটনা ঘটার একমাস আগে তাকে হেনস্তা করা হয়েছে।"

"মৃত্যুর একমাস আগে?" প্রশ্ন করলাম তাকে।

"বেরাইল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো ছিলো।"

"আপনি কি জানেন, তাকে হেনস্তা করা হয়েছিলো?"

"হ্যা। তাকে নিয়মিতভাবে হুমকি দিয়ে আসা হচ্ছিলো," মিস্ হারপার বললেন।

"বেরাইল আপনাকে বলেছিলো যে, তাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে?"

"অবশ্যই," তিনি বললেন।

মেরিনো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বেরাইলের ফোন বিল পরীক্ষা ক'রে দেখেছে। উইলিয়ামসবার্গ থেকে বেরাইল কোনো লংডিসটান্স কল করে নি। এমনকি মিস্ হারপার কিংবা তার ভাইকে কোনো চিঠিও লেখে নি।

"এই ক'বছর তাহলে ওর সাথে আপনার নিয়মিত যোগাযোগই ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"খুবই ভালো যোগাযোগ ছিলো," মিস্ হারপার জবাব দিলেন। "অন্তত যতোটা যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক রাখা সম্ভব ততোটাই। কারণ বেরাইল যে বই লিখছিলো সেই বইয়ের ব্যাপারে আমার ভাইয়ের সাথে একটা চুক্তিনামা তৈরি করে। কিন্তু ও চুক্তির শর্তগুলো মোটেও মানে নি। সবকিছুই এক সময় কুৎসিত রূপ লাভ করে। ক্যারি খুব দুঃখ পেয়েছিলো এই ঘটনায়।"

"বেরাইল কী কাজ করছেন তা ক্যারি জানলেন কীভাবে? বেরাইল কি আপনার ভাইকে কাজের বিষয়ে কিছু জানিয়েছিলেন?"

"তার লইয়ার জানিয়েছিলো," তিনি বললেন।

"স্পারাচিনো?"

"আমি ঠিক জানি না ক্যারিকে ও কী বলেছিলো," কঠিন মুখে তিনি জবাব দিলেন। "কিন্তু আমার ভাই বেরাইলের বই সম্পর্কে সব তথ্যই বের করতে পেরেছিলেন। যতোটুকু প্রকাশ পেয়েছিলো, তার চাইতে অনেক বেশি। লইয়ার পর্দার পেছন থেকে পুরো বিষয়টা উস্কে দেবার চেষ্টা করছিলো।"

"আপনি কি জানেন এখন তার বই কোন্ অবস্থায় আছে?" আমি বেশ সতর্কভাবে জানতে চাইলাম। "স্পারাচিনোর হাতেই কি এখন তার পাণ্ডুলিপিটা আছে? বইটা কি প্রকাশ হচ্ছে?"

"বেশ কয়েকদিন আগে ও ক্যারিকে ফোন করেছিলো। ভাসা ভাসা কথা থেকে আমি জানতে পারি ওই পাণ্ডুলিপি নাকি উধাও হয়ে গেছে। তোমার অফিস থকে এমনই জানানো হয়েছে। আমি ক্যারিকে কোনো একজন মেডিকেল এক্সামিনার সম্পর্কে বলতে শুনেছিলাম। সম্ভবত তুমিই সেই মেডিকেল এক্সামিনার। এই কথা শোনার পর ও খুব ক্ষেপে গিয়েছিলো। স্পারচিনোর ধারণা হয়েছিলো হাত ঘুরে ওটা আমার ভাইয়ের হাতেই এসেছে।"

"এ ধরণের কোনো সম্ভাবনা কি থাকতে পারে?" আমি জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

"বেরাইল কোনোভাবে ওটা ক্যারি হাতে দেয় নি," আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন মিস্ হারপার। "আমার ভাইয়ের হাতে কোনো কিছু দেবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে এসেছিলো। তাছাড়া বেরাইল কি করছে না করছে সেটা নিয়েও ক্যারির কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না।"

আমি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকলাম। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্ হারপার, আপনার ভাই কোন জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন?"

"জীবন।"

আমি শান্তভাবে তাকে নিরীক্ষা করতে লাগলাম। আবারো তাকে আমি আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম।

"এই জীবনকেই ও বেশি ভয় পেতো। হয়তো সে এ থেকে পালাতে চাইছিলো," অদ্ভুত কণ্ঠে কথাগুলা বললেন মিস্ হারপার। "নির্জন প্রিয় কিংবা একাকী মানুষের মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা ঘুরে বেড়াতে থাকে। ঘুরে বেড়ানো বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো যতোক্ষণ পর্যন্ত বা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় কিংবা মূর্ত লাভ করে, তখন পর্যন্ত তা মাথার ভেতর বিভিন্নভাবে খেলা করতে থাকে। আমার মনে হয় বেরাইলই হচ্ছে একমাত্র মেয়ে, যাকে আমার ভাই মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলো, আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলো তাকে। ক্যারি অতিরিক্ত মাত্রায় তার প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েছিলো, বিয়ে করে সম্পর্কটাকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলো। ক্যারি যখন বুঝতে পারলো বেরাইল তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে, তখন থেকেই ক্যারি আর তার ওপর কোনো কর্তৃত্ব দেখানোর চেষ্টা করে নি, আর এখন থেকেই ক্রমশ তার পাগলামী বাড়তে থাকে। আমি জানি, ক্যারির চিন্তাগুলো মোটেও বাস্তবসম্মত ছিলো না। বেরাইল ক্যারিকে এক প্রকার অবজ্ঞাই করেছিলো। এভাবেই আমরা পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম।"

গ্লাসে মদ ঢেলে নেবার সময় দেখলাম মিস্ হারপারের হাতটা একটু কেঁপে উঠলো। তিনি ভাই সম্পর্কে কথাগুলো এমনভাবে বলছেন, যেনো তার মৃত্যুর বছর পার হয়ে গেছে। ভাইয়ের বিষয়ে কথা বলতে বলতে এক সময় মিস্ হারপারের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এলো।

"বেরাইল যখন এখানে আসে, আমি এবং ক্যারি তখন একেবারে একা নিঃসঙ্গ," তিনি বলতে লাগলেন, "আমাদের বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছেন। আমাদের কেউ ছিলো না বটে, কিন্তু আমরা দু'ভাই-বোন একে অপরের জন্যে ঠিকই ছিলাম। ক্যারি ছিলো অদ্ভুত চরিত্রের একজন মানুষ। স্বভাবগতভাবে সে শয়তান প্রকৃতির বটে, কিন্তু তার লেখা দেবদূতের মতো। তাকে উৎসাহিত করার যেমন প্রয়োজন ছিলো, তার যত্ন নেবারও প্রয়োজন ছিলো। তার মনের তৃষ্ণাকে আমি অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম এই পৃথিবীতে ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক।"

"এ ধরনেণর আত্মত্যাগ মানুষের কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে," আমি মন্তব্য করলাম।

ঘরের ভেতর আবারো নীরবতা নেমে এলো। ফায়ার প্লেসের অগ্নিশিখার আলো এসে পড়লো মিস্ হারপারের কঠিন মুখের ওপর।

"বেরাইলের সাথে আপনাদের পরিচয় কিভাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বেরাইলই আমাদের খুঁজে বের করে। সে সময় ও তার বাবা এবং সৎ মায়ের সাথে ফ্রেসনো'তে অবস্থান করছিলো ও, লেখালেখি করতো, অন্যভাবে বললে, লেখালেখির চেষ্টা করেছিলো।" মিস্ হারপার আগুনের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে কথাগুলো বলে যেতে লাগলেন। "একদিন বেরাইলের প্রকাশকের কাছ থেকে একা চিঠি আসে ক্যারির কাছে। তার কাহিনী আহামরি কিছু নয়। একটা ছোটো গল্পের মতো কাহিনীকে টেনে লম্বা করার চেষ্টা করেছিলো ও। কাহিনীটা আমার বেশ ভালোই মনে আছে আমার। তার ভেতর আত্মবিশ্বাস ছিলো। কল্পনা শক্তিরও ঘাটতি ছিলো না, শুধু বাড়তি যা প্রয়োজন ছিলো সেটা হচ্ছে একজন শক্তিমান মানুষের, যে তাকে হাত ধরে টেনে তুলতে পারে। এর থেকেই যোগাযোগ শুরু। এর এক মাস পরই ক্যারি তাকে এখানে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। এখানে আমার জন্যে ক্যারি তাকে একটা টিকেটও পাঠায়। এই বাড়ি কেনা এবং সংস্কারের দিন কয়েক পরর ঘটনা সেটা। আমার ধারণা ক্যারি তার জন্যেই এই বাড়িটা সংস্কার করেছিলো। অত্যন্ত সুন্দরী এক তরুণী তার যাদু দিয়ে ক্যারিকে বশ করেছিলো।"

"আর আপনি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

প্রথমে তিনি কোনো জবাবই দিলেন না।

কাঠগুলো নতুনভাবে সাজিয়ে দিয়ে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালালেন।

"ডাঃ স্কারপেট্টা, ও আসার পর জীবনের জটিলতা বেড়েছিলো বৈকি একটুও কমে নি," মিস্ হারপার বললেন। "ওদের ভেতর কী ঘটতে চলেছে, ঠিকই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।"

"আপনার ভাই এবং বেরাইলের ভেতর?"

"ক্যারি যেভাবে এগুচ্ছিলো সেভাবেই এগুতে দিয়েছি। তাছাড়া বেরাইলকেও আমি তার মতো এগুতে দিয়েছি," মিস্ হারপার বললেন। "ক্যারি অদৃশ্যভাবে বেরাইলকে ধরে রাখতে চেয়েছিলো, কিন্তু ও তাকে কোনোভাবেই ধরে রাখতে পারে নি।"

"আপনি বেরাইলকে খুব বেশি ভালোবাসতেন," আমি বললাম।

"এটা আসলে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে পারবো না," কান্না ভেজা কণ্ঠে তিনি কথাটা বললেন। "এটা মেনে নেয়া আমার পক্ষে বেশ কঠিন ছিলো।"

কথা বের ক'রে নেবার তাগিদেই আমি তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম। "তার সাথে আপনি যোগাযোগ করেন, নিশ্চয়ই তা আপনার ভাই চাইছিলেন না।"

"বিশেষত, শেষের কয়ক মাস এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। এর কারণ হচ্ছে তার সেই বই। ক্যারি তাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিলো। বাড়িতে তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হতো না। ওর সাথে যে কোনো ধরণের সম্পর্ক রাখতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলো ক্যারি।"

"কিন্তু আপনার সাথে তার যোগাযোগ ঠিকই ঘটতো," আমি জবাব দিলাম।

"খুব সামান্যই," বিব্রতভাবে তিনি জবাব দিলেন।

BanglaBook.org

"বিষয়টা নিশ্চয়ই আপনার জন্যে বেশ কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছিলো। একজন অত্যন্ত প্রিয় মানুষের সাথে হঠাৎ ক'রে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে দুঃখ পাওয়ারই কথা।"

আমার দিকে না তাকিয়ে, তিনি আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"মিস্ হারপার, বেরাইলের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি কখন নিশ্চিত হলেন?"

তিনি কোনো জবাব দিলেন না।

"কেউ কি আপনাকে ফোন করেছিলেন?"

"পরদিন সকালে রেডিও'র সংবাদে শুনেছিলাম," বিড়বিড় ক'রে বললেন মিস্ হারপার।

হায় ঈশ্বর। আমি ভেবে দেখাম বিষয়টা মহিলার জন্যে আসলেই কতোটা দুঃখজনক ছিলো।

এরপর তিনি আর কিছুই বললেন না। তার মর্মযাতনা আমার মনকেও স্পর্শ করলো। হয়তো তাকে কোনো সান্তনার বাণী শোনানো যেতো, কিন্তু কী বলা যেতে পারে, আমি খুঁজে বের করতে পারলাম না। সুতরাং দীর্ঘক্ষণ আমরা চুপচাপ ব'সে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত যখন ঘড়ির দিকে তাকালাম, দেখলাম সময় প্রায় মধ্যরাত।

বাড়িটা নীবর হয়ে রয়েছে—অতিরিক্ত নিরব, বুঝলাম এখন আমাকে উঠতে হবে।

উষ্ণতায় লইব্রেরি রুম থেকে হলরুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে বুঝলাম সেটা গীর্জার মতোই অতিরিক্ত শীতলতায় ভরা। পেছনের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতে একরাশ আতংক আমাকে ঘিরে ধরলো। পার্কিং এরিয়া সম্পূর্ণ কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে। বরফের ওপর বেশ কিছু চাকার দাগ পুলিশের গাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় বরফের ওপর ওই দাগ ফেলে গেছে। শয়তান পুলিশের বাচ্চাগুলো আমাকে এখানে ফেলে রেখেই চলে গেছে। আমার গাড়ি অনক আগেই রেকার এসে তুলে নিয়ে গেছে। আর শয়তানগুলোও ভুলে গেছে যে, আমি এখনো বাড়ির ভেতর তাদের অপেক্ষাতেই বসে আছি। "অসহ্য! অসহ্য! অসহ্য!" এছাড়া বলার মতো আমার আর কি থাকতে পারে আমার?

লাইব্রেরি রুমে যখন ফিরে এলাম, মিস্ হারপারকে দেখলাম ফায়ারপ্লেসে নতুনভাবে কাঠ সাজাচ্ছেন।

"আমাকে ফেলে রেখেই পুলিশগুলো চলে গেছে," হতাশ কণ্ঠে আমার অবস্থাটা জানালাম তাকে।" আপনার ফোনটা একটু আমি ব্যবহার করতে চাই।"

"আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা বোধহয় সম্ভব নয়," দুঃখিত কণ্ঠে বললেন তিনি। "পুলিশগুলোর মতো আমার টেলিফোনের লাইনও চলে গেছে। যখন থেকে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু হয়েছে, তখন থেকেই লাইনটা ডেড্।"

আমি দেখলাম জ্বলন্ত কাঠগুলো থেকে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলো ফিতার মতো ধীরে ধীরে চিমনি দিয়ে উঠে যাচ্ছে।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

বিষয়টা এ পর্যন্ত একবারো আমার মনে আসে নি।

BanglaBook.org

"আপনার বন্ধু..." আমি বললাম।

মিস্ হারপার আবারো কাঠগুলো সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"পুলিশ বলছিলো আপনার একজন বন্ধুর সাথে নাকি কথা বলেছে। তার এখানে রাতে থাকার কথা ছিলো..."

মিস্ হারপার সোজা হয়ে বসলেন। চারদিকে তাকিয়ে কী যেনো একটু দেখে নিলেন। দেখলাম আগুনের তাপে মুখটা তার রক্তিম হয়ে উঠেছে।

"হ্যা, ডাঃ স্কারপেট্টা," তিনি বললেন। "তুমি এখানে এসেছো ব'লে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

মিস্ হারপার বেশ কিছু মদ নিয়ে লাইব্রেরি রুমে প্রবশে করলেন। সাথে সাথেই বড় ঘড়িতে বারোটা বাজার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেলো।

"ঘড়িটা," জবাবদিহি করার ভঙ্গিতে বললেন। "এটা দশ মিনিট স্লো আছে। সব সময়ই এটা দশ মিনিট স্লো থাকে।"

ম্যানসনের ফোনটা আসলেই নষ্ট হয়ে আছে। আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। শহরে ফিরে যেতে হলেও আমাকে বেশ কয়েক মাইল হাটতে হবে। কিন্তু সেটাও বোধহয় সম্ভব নয়, কারণ সমস্ত রাস্তাই এখন কমপক্ষে চার ইঞ্চি পুরু বরফে ঢেকে আছে। আমি এখন কেথাও যাবো না।

হারপারের ভাই খুন হয়েছে। বেরাইলকে খুন করা হয়েছে। এখন শুধু মিস্ হারপার বাকি রয়েছে। আমার কাছে মনে হলো হয়তো বিষয়টা কাকতালীয়। একটা সিগারেট জ্বালিয় মদের গ্লাসে চুমুক দিলাম।

মিস্ হারপারের শরীরে এতাটা শক্তি নেই যে, তার ভাইকে কিংবা বেরাইলকে খুন করতে পারে। এরপর কি খুনী মিস্ হারপারকে খুন করার চেষ্টা করবে? ও কি আবার ফিরে আসবে?

আমার পয়েন্ট ৩৮টা বাড়িতেই ফেলে এসেছি।

পুলিশ বোধহয় আশপাশে নজর রেখেছে।

কিসের ওপর নজর রেখেছে? বরফের ওপর?

বুঝতে পারলাম মিস্ হারপার কিছু একটা বলতে চান আমাকে।

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত," অনেক কষ্টে মুখে হাসি টেনে এনে বললাম।

"বুঝতে পারছি, তোমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে," মিস্ হারপার পাল্টা আমাকে বললেন।

মিস্ হারপারের চেহারা একেবারে নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। তিনি আগের চেয়ারটাতে বসে আবারো সেই আগুনের দিকেই তাকিয়ে থাকলেন। দমকা বাতাসে পতাকার যেমন শব্দ হয়, ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকেও সে ধরণেরই শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম তবে আমিও একা থাকতে চাইতাম না।

"তোমাকে একটা সোয়েটার দিতে পারলে আমি খুব খুশি হবো।"

"দয়া ক'রে এতো ঝামেলা করবেন না। আমি ভালোই আছি—আসলেই ভালো আছি।"

"এই বাড়িটা গরম রাখা অসম্ভব এক ব্যপার," তিনি মন্তব্য করলেন। "বাড়ির ছাদ অত্যন্ত উঁচুতে। তাছাড়া ইনস্যুলেট করাও নেই। এখানে অভ্যস্ত হতে তোমার সময় লাগবে।"

রিচমন্ডের গ্যাস হিটিং সিস্টেমের নিজ বাড়ির কথা মনে পড়লো—নরম জাজিম পাতা কুইন-সাইজ বিছনা আর ইলেকট্রিক কম্বল। মনে পড়লো, রিফ্রিজারেটরের পাশে

BanglaBook.org

কাপবোর্ডের ভেতর রাখা কয়ক কার্টন সিগারেট এবং ব্যক্তিগত বার-এর দামী স্কচের কথা। কাটলার গ্রুভসের দো'তলার শীতল অন্ধকার ঘরে বসে ঘুরে ফিরে আমার নিজ বাড়ির কথাই মনে আসতে লাগলো।

"এই সোফার ওপর আমি বেশ ভালোই থাকতে পারবো," আমি বললাম।

"তুমি আসলে খুবই বোকা। খানিক বাদেই এই আগুন নিভে যাবে," সোয়েটারের ওপরের বোতাম লাগাতে লাগাতে তিনি বললেন। আগুনের দিকে থেকে এখনো তিনি দৃষ্টি ফেরান নি।

"মিস্ হারপার," আমি শেষ একবার চেষ্টা করলাম। "এই ঘটনায় আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়? বেরাইলের ব্যাপারে, আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে অথবা কোন্ কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে?"

"তুমি ধারণা করছো দুটো খুন একই ব্যক্তি করেছে?" প্রশ্ন নয়, জবাবদিহি করলেন যেনো।

"আমি তেমনই ধারণা করছি।"

"হয়তো কিছু তথ্য তোমাকে দিতে পারবো, সেটা তোমার সাহায্যে আসবে," তিনি জবাব দিলেন। "কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। যে-ই এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে থাকুক, যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে।"

"তাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে না আপনার?"

"ইতিমধ্যে তো অনেক শাস্তি হলো। যা যাওয়ার চলে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আসা যাবে না," মিস্ হারপার বললেন।

"বেরাইল কি তাকে ধরতে চাইতো না?"

মিস হারপার আমার দিকে তাকালেন। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। "ও কী রকম ছিলো নিশ্চয় তুমি তা জানো।"

"মনে হয় জানি। কোনোভাবে জেনেছি," শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি।

"আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবো না..."

"মিস্ হারপার, আপনার তা করার প্রয়োজনও নেই।"

"ঘটনাটা একটা সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটতে পারতো..."

এক নজর তার দিকে তাকালাম। দেখলাম তার ভুরু কুঁচকে উঠেছে। অবশ্য তা মুহূর্তের জন্যে। এরপরই তিনি স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। চিন্তাটা শেষ করার কোনো তাগিদ দেখলাম না তার ভেতর। এটা ভেবে ভালো লাগলো যে, অন্তপক্ষে কেউ একজন বর্তমানে বেরাইল এবং মিস্ হারপারকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা করছে না।

একা একা থাকলে, জীবনকে খুব বেশি ফাঁকা বলে মনে হয়, অন্তত ভালোবাসার মতো যখন কেউই থাকে না।

"আমি দুঃখিত," আন্তরিকভাবে বললাম। "মিস্ হারপার, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

"এখন মধ্য নভেম্বর," আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন। "এবার খুব তাড়াতাড়ি বরফ পড়তে শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই বোধহয় স্বাভাবিক বাতাসে বরফ

BanglaBook.org

গলতে শুরু করবে। দুপুরের আগেই এখান থেকে তুমি রওনা হতে পারবে। আর যারা তোমাকে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে, তাদেরও নিশ্চয়ই তোমার কথা মনে পড়বে। তুমি আসাতে আসলে ভালোই হয়েছে।"

দেখে মনে হলো দীর্ঘ দিনের পরিচিত কোনো মানুষকে যেনো কাছে পেয়েছেন তিনি। একবার অহেতুক মনে হলো, তার এই আন্তরিক ব্যবহারের সম্পূর্ণটাই বোধহয় এক ধরণের অভিনয়। অবশ্য তা কোনোভাবে সম্ভব নয়, তা জেনেও আমি এমন মনে করলাম।

"তোমাকে একটা অনুরেধ করবো, রাখবে?" তিনি বললেন।

"কি অনুরোধ, মিস্ হারপার?"

"তুমি বসন্তে আবার আসবে। এপ্রিল মাসে তুমি এখানে বেড়াতে আসবে।"

"আসতে পারলে ভালোই লাগবে আমার," আমি বললাম।

"ও সময়কার ফুলের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। নতুন গজিয়ে উঠা ঘাসের ভেতর ফুঁটে থাকা হালকা নীল রঙের ছোট্ট ছোট্ট ফুল। এতো সুন্দর যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার ওটা বছরের সবচেয়ে প্রিয় সময়। বেরাইল এবং আমি ঘাসের ভেতর থেকে ওই ফুলগুলো তুলে বেড়াতাম। ফুলগুলো তুমি কখনো কাছ থেকে দেখেছো? কিংবা ভালোবেসে ওই ফুলগুলো কাউকে তুলতে দেখেছো? আমার মনে হয়, না। কারণ বোধহয় ক্ষুদ্রতা। অতি ক্ষুদ্র ফুল বলেই কি কেউ পাত্তা দেয় না? কাছ থেকে যদি দেখার চেষ্টা করো, তাহলে বুঝতে পারবে কতো সুন্দর ওই ফুলগুলো। মনে হতে পারে ঈশ্বরের নিজ শৈল্পিক হাতে গড়া শিল্পকর্ম। আমরা ওই ফুল দিয়ে চুল সাজাতাম। কখনো পাত্রে পানি দিয়ে ঘরে সাজিয়ে রাখতাম। এপ্রিলে তুমি এখানে বেড়াতে আসবে, প্রতীজ্ঞা করতে হবে। তোমাকে প্রতীজ্ঞা কতে হবে। বলো আসবে?" মিস্ হারপার আমার দিকে তাকালেন। তার চোখে স্পষ্টভাবে আবেগ ফুঁটে উঠতে দেখলাম।

"হ্যা, হ্যা। অবশ্যই আমি আসবো," আমি তাকে কথা দিলাম।

"সকালে কি বিশেষ কিছু খেতে চাও?" এখনই উঠবেন, এমন ইঙ্গিত ক'রে প্রশ্ন করলেন আমাকে।

"আপনার জন্যে যা করবেন, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

"রিফ্রিজারেটারও আমার সাথে প্রতারণা করছে," তিক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। "মদ এনে দিচ্ছি আর চলো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

চেয়ারে ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অনেক কষ্টেই যেনো চমৎকার সিঁড়ি দিয়ে তিনি তিন তলায় উঠতে লাগলেন। সিঁড়ির ছাদে কোনো লাইট লাগানো নেই। শুধুমাত্র ল্যাম্পের আলোই এসে পড়ছে সিঁড়ির ধাপগুলোর ওপর। ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাতে বাতাস নিচের ঘরের মতোই কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

"হলওয়েের অন্যপাশটাতে আমি আছি, তিনটা দরজা পেরিয়েই। কোনো প্রয়োজন হলে ইচ্ছে করলে ডাকতে পারো।" মিস্ হারপার ভেতর দিককার ছোটো একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন।

BanglaBook.org

ঘরের আসবাবপত্রগুলো মেহেগনি এবং স্যাটিন কাঠ দিয়ে বানানো। নীল ওয়াল পেপারে মোড়ানো দেয়ালে ঝুলানো ওয়েল পেইনটিং, বেশির ভাগই ফুল এবং নদীর নৈসর্গিক দৃশ্য। উপরে আচ্ছাদিত খাটটা সুবিধা মতো উঁচু-নিচু করা যায়। ঘরের খোলা গলিপথে টাইল্‌স লাগানো বাথরুম। ঘরের ভেতর ভ্যাপসা ধুলার মিশ্রিত এক ধুলার গন্ধ। এই ঘরের জানালা বোধহয় কখনোই খোলা হয় না এবং আসবাবপত্রগুলোও বোধহয় কখনো নড়ানো হয় নি। আমি নিশ্চত এখানে অনেকদিন কেউ থাকে নি, অনেক দিন কেন বলবো, অনেক বছরই বোধহয় কেউ থাকে নি।

"ড্রেসারের ওপর তাকে ফ্রেনালের গাউন রাখা আছে। বাথরুমের পরিস্কার তোয়ালে সহ অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজন, সবই পাবে," মিস্ হারপার বললেন। "এখন নিশ্চয়ই নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে?"

"অবশ্যই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," আমি তার দিকে হাসলাম। "গুড নাইট।"

দরজা লাগিয়ে আমি ছিটকিনি দিলাম। ড্রেসারের উপর ড্রয়ারের শুধু একটাই কাপড় পড়ে আছে। আর সেটা হচ্ছে মিস্ হারপারের বলে যাওয়া ফ্রেনালের গাউনটা। দীর্ঘদিন একভাবে পড়ে থাকায় কাপড়ের আসল গন্ধ নষ্ট হয়ে গেছে। ড্রেসারের অ্যান্যান্য ড্রয়ারগুলো একেবারে খালি পড়ে আছে। বাথরুমে অব্যবহৃত একটা টুথব্রাশ পেলাম। এখনো তা সেলোফোনে মোড়ানো, পাশে ছোটো টিউবের টুথপেস্ট সাবান কেসে একটা ল্যাভেন্ডার সাবান—এটার মোড়কও এখন পর্যন্ত খোলা হয় নি। রডে ঝুলানো অব্যবহৃত তোয়ালে মিস্ হারপার যেমন বলেছিলেন—সব ব্যবস্থাই করা আছে এখানে। সিঙ্ক খড়িমাটির মতো সাদা হয়ে আছে। আমি সোনালী রঙের পানির কলটা ঘুরালাম। মনে হলো পানি নয়, একরাশ জং ধরা কোনো তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো। মনে হলো পরিস্কার এবং স্বাভাবিক পানি পেতে হলে সারাজীবন ধরে অপেক্ষা করতে হবে, আর সে রকম দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকলে আমার মুখও ধোয়া হবে না।

গাউনটা ব্যবহৃত হলেও পরিস্কারভাবে ধুয়ে রাখা। ল্যাম্পটা নিভিয়ে দেবার আগে বিছানায় শুয়ে আমি কম্বলটা চিবুক পর্যন্ত টেনে নিলাম। কম্বলেও এক ধরণের ভ্যাপসা গন্ধ মিশে আছে। কিন্তু এটা ব্যবহার না করেও কোনো উপায় নেই। বালিশটা বেশ ফোলানো। চাপ দিতেই আমি ভেতরের নরম পালকের অস্তিত্ব অনুভব করলাম। বালিশটা চেপে চেপে মাথাটা যেনো সুবিধাজনক অবস্থানে রাখতে পারি, সেই ব্যবস্থা ক'রে নিলাম। অনেকক্ষণ আমার ঘুম এলো না। নাকটা ঠাণ্ডা আছে। অন্ধকারেই আমি একবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। বেরাইলের কথা চিন্তা করতে করতে মদটুকু শেষ করলাম। নিঃশব্দ বাড়িতে জানালায় বরফ পড়ার শব্দ ছাড়া আর তেমন কিছু শুনতে পেলাম না।

ঘুমে জড়ানো চোখ খুলতে মোটেও ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু চোখের পাতা যখন সামান্যও খুলতে পারলাম, বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাতে শুরু করেছে আমার। এমনকি ভয়ে নড়তেও ভুলে গেলাম। কোনো ভাবেই দুঃস্বপ্নটাকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না। প্রথমে স্মরণই করতে পারলাম না কোথায় শুয়ে আছি, তাছাড়া আদৌ আমি শব্দটা শুনতে পেয়েছি কিনা। বাথরুমের কলটা সামান্য হয়তো খোলা ছিলো, সেখান

থেকে টিপ টিপ ক'রে সিঙ্কের ওপর পানি পড়ছে। আমার শোবার ঘরের দরজা বরাবর শব্দটা আবারো শুনতে পেলাম। তবে বেশ আস্তে।

আমার মনে শব্দের কারণ হাতড়ে বেড়াতে লাগলো। তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় কাঠে ফাঁটল ধরতে পারে, আর কাঠে ফাটল ধরলে শব্দ হওয়াটাও স্বাভাবিক। ইদুঁর নিচের হল রুমে যাওয়ার জন্যে গর্ত খুঁড়ে পথ তৈরি করার শব্দও হতে পারে। শব্দ স্পষ্টই শুনতে পেয়েছি, নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকলাম অল্পক্ষণ। আমার বন্ধ দরজার সামনে স্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। মিস হারপার, আমার চিন্তার ইতি টানতে চাইলাম। এরকম শব্দ হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি নীচ তলায় নামছেন। শেষ পর্যন্ত ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বিছানা থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলাম। ঘড়িতে দেখলাম রাত সাড়ে তিনটা। সুতরাং এখন আর ঘুম আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ধার করা গাউনটার ওপর আমার কোট চাপিয়ে দরজার ছিটকিনি খুললাম। নিকষ-কালো অন্ধকারে হলওয়ে ধরে অন্ধের মতো এগুতে লাগলাম আমি। অবশেষে আবছাভাবে অর্ধবৃত্তাকার সিঁড়ির রেলিং চোখে পড়লো। হল ঘরে ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে সাথে চাঁদের আলোও এসে পড়েছে। সামনের দরজার কোনো কাঁচ ভেদ ক'রে চাঁদের আলো এসে পড়ছে হলরুমের ভেতর। বরফ পড়া ইতিমধ্যে বন্ধ হয় গেছে। আকাশে তারারা ঝিকিমিক ক'রে জ্বলছে। সবুজ গাছে সাদা বরফ জমে থাকায় সেগুলোকে অদ্ভূত দেখাচ্ছে এখান থেকে। অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই আমি লাইব্রেরি রুমের দিকে এগুতে লাগলাম।

মিস্ হারপার সোফার ওপর ব'সে আছেন, তার শরীরে একটা শাল জড়ানো। তিনি আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখের পানি গাল ভিজে আছে। আলুথালু চুল-ব্রাশ করার কথা চিন্তা করেন নি। গলা খাঁকারি দিয়ে আমি তার নাম ধরে ডাকলাম, আমি মোটেও তাকে চমকে দিতে চাইলাম না।

তিনি একটুও নড়লেন না।

"মিস্ হারপার?" উচ্চ কণ্ঠে আবার ডাকলাম তাকে। "কানে এলো আপনি নিচে নামছেন..."

সপির্ল আকারের সোফার পেছন দিকে তিনি হেলান দিয়ে আছেন। আগুনের দিকে তাকানো চোখগুলো একেবারে নিস্প্রভ মনে হলো। তার মাথাটা একপাশে হেলে পড়লো। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে গলায় আঙুল ঠেকালাম, তার শরীরটা উষ্ণ হয়ে আছে বটে কিন্তু কোনো নাড়িস্পন্দন নেই। সোফার ওপর থেকে তাকে কার্পেটের ওপর টেনে নামলাম, নাকের কাছে আঙুল নিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম সামান্যতমও প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ফুসফুসের ভেতর বাতাস ঢুকিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলাম। জানি না কতোক্ষণ এভাবে চললো। কিন্তু এক সময় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। আমর ঠোঁট জোড়া কাঁপতে লাগলো। ঘাড়ের মাংসপেশি আর দুই বাহু শক্ত হয়ে এলো। আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায় কিংবা আতংকে কাঁপতে লাগলো।

BanglaBook.org

টেলিফোন এখনো কাজ করছে না। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে কাউকেই ডাকা সম্ভব নয়। আমি কিছুই করতে পারছি না। লাইব্রেরির জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জানালার পর্দা সরিয়ে আকাশের ভরা যৌবনা চাঁদের দিকে তাকালাম। সামনের নদীটাকে সম্পূর্ণ কালো একটা রেখার মতো মনে হলো। নদীর উপর দিয়ে আমার দৃষ্টি বেশিদূর এগোতে পারলো না। অনেক কষ্টে মিস্ হারপারে দেহটা সোফার ওপর তুলে শাল দিয়ে ঢেকে দিলাম। ঠিক তখনই ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে যাচ্ছে। আর ঢেকে যাচ্ছে ছোট্ট মেয়ের সেই পোট্রেটটা। স্টেয়ারলিং হারপারের মৃত্যু আমাকে হতভম্ভ ক'রে ফেলেছে। আমি সোফার সামনের কার্পেটের ওপর ব'সে পড়লাম। ফায়ারপ্লেসের আগুন ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। আমি ওটা জালিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলাম না।

বাবা যখন মারা গিয়েছিলেন, আমি তখন একটুও কাঁদি নি। তিনি অসুস্থ অবস্থায় দীঘদিন বিছানায় পড়ে ছিলেন। শৈশবের প্রায় সম্পূর্ণ সময় ধরে অসুস্থ অবস্থায় তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেছি। আর সে কারণেই ঠিক মতো প্রকশ করতে পারি নি। এক বিকেলে তিনি মারা গেলেন। পিতার মৃত্যু দুঃখকে ভুলাতেই হয়তো মা আমাকে জাপটে ধরে উঁচু এক স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই ঘটনা আমার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলো। পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সাহস জুগিয়েছিলো—আমার মা এবং ছোটো বোন ডরোথি। ডরোথি জন্মের পর থেকেই ছিলো আত্মপ্রেমে মগ্ন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। নিজের জীবনকে ভিন্নভাবে নির্মাণের তাগিদে ক্লাশ শেষ হওয়ার পর গ্রে নানের কাছ থেকে আলাদাভাবে দীক্ষা লাভ করতে শুরু করি। তাছাড়া বেশিরভাগ সময় কাটতে থাকে লাইব্রেরিতে। এর ফলও পেলাম সায়েন্স পড়ার সুযোগ পেলাম আমি। হিউম্যান বায়োলজির প্রতি আগাগোড়াই এক ধরণের দূর্বলতা ছিলো আমার। মাত্র পনোরো বছর বয়সে আমি গ্রে'র এনাটমি পড়ে শেষ করলাম। এটা করতে পেরেছিলাম নিজের জ্ঞান লাভের আকাঙ্খা থেকে। মায়ামি'র কলেজে ভর্তি হলাম। সে সময় মেয়েরা কেবলমাত্র শিক্ষকতা, সেক্রেটারি কিংবা গৃহিনী এই কয়েকটি বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি তখন ফিজিশিয়ান হওয়ার স্বপ্ন দেখছি।

হাই স্কুলের ছুটির সময় আমি শুধুমাত্র টেনিস খেলতাম অথবা বই নিয়ে পড়ে থাকতাম। ডেটিং করা কিংবা বন্ধুদের হৈ হল্লা আমার মোটেও পছন্দ ছিলো না। গ্র্যাজুয়েশন মেধাগতভাবে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকার কারণে করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তির সুযোগ ঘটে যায় আমার। এরপর একে একে জন হপকিন্স মেডিকেল স্কুল এবং জর্জটাউন ল-স্কুল এগুলোতেও মেধাগত অবস্থানের কারণেই আমার জন হপকিন্সের প্যাথলজি রেসিডেন্সি হিসেবে যোগ দেবার সুযোগ ঘটে। জীবনের লক্ষ্যকে ঠিক রেখে এগোতে পেরেছিলাম বলেই আজ আমি বর্তমানে অবস্থানে আসতে পেরেছি।

ঘন্টা খানেক একইভাবে ব'সে থেকে আমার পায়ে ঝিম ধরে গেলো। আমি উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীলাভ ধুসর রঙের নদীর পানিতে ভোরের সূর্যকে

BanglaBook.org

খোলা ডিমের মতো মনে হচ্ছে। সাদা বরফের পাশে গাছের গুড়ি গুলোকে কালো বলেই মনে হচ্ছে এখন। অনক আগেই ফায়ার প্লেসের আগুন নিভে যাওয়ায় ঘরটা অসম্ভব ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। আমার উত্তেজিত মস্তিষ্কে অনেকক্ষণ থেকেই দুটো প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। সম্ভবত এর উত্তর খুঁজে বের করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি যদি এখান উপস্থিত না হতাম তাহলেও কি মিস্ হারপারের মৃত্যু ঘটতো? আমি যখন এই বাড়িতে উপস্থিত, তখনই তার মৃত্যু আমার মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কেন লাইব্রেরি রুমে নেমে এসেছিলেন? আমি দিব্যি চিন্তা করতে পারি। তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছেন, আগুন জ্বালিয়েছেন এবং সোফার ওপর চুপচাপ বসেছিলেন। আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ই তার হৃদস্পন্দন আপনা-আপনি থেমে যায়। অথবা পোর্ট্রেটটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি তার হার্ট এ্যাটকি হয়েছে?

ঘরের সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দিলাম। ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে উঠে দাঁড়ালাম। খুব সাবধানে হুক থেকে পোর্ট্রেটটা নামিয়ে আনলাম চিত্রকর্মটা কাছে থেকে দেখার সুযোগ ঘটলো আমার। ব্রাশের আঁচড়গুলো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাছাড়া রঙগুলোও ব্যবহার করা হচ্ছে বেশ ঘনভাবে। চেয়ার থেকে নেমে, কার্পেটের ওপর পেইনটিংটা নামিয়ে রাখলাম। ক্যানভাসের ওপর থেকে ধুলোগুলো ঝেড়ে ফেলায় আরো স্পষ্ট মনে হলো পোর্ট্রেটটা। এতে কোনো স্বাক্ষর কিংবা তারিখের উল্লেখ নেই। হিসেব ক'রেও ঠিক বুঝতে পারলাম না আঁকাটা আদৌ কতো পুরাতন হতে পারে। হয়তো খুব বেশি পুরাতন বলা যাবে না, কারণ রঙের মধ্যে কোনো ফাঁটল ধরে নি।

পেইনটিংটা উল্টিয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। পেছনটা ব্রাউন পেপার দিয়ে যত্ন ক'রে মোড়ানো। ঠিক মাঝখানে সোনালী রঙের এম্বোস সীল লাগানো। সীলের ভেতর উইলিয়ামস্‌বুর্গের পিকচার ফ্রেমিংশপের নাম লেখা। দোকানটার নাম মনের ভেতর গেঁথে নিলাম। তারপর চেয়ারে উঠে পেইনটিংটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিলাম। কাজটা শেষ ক'রে মনোযোগ দিলাম ফায়ারপ্লেসের প্রতি। একটা পেন্সিল দিয়ে ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে বেশ কিছু জঞ্জাল প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর তুলে নিলাম।

সাজানো কাঠের ওপর অদ্ভুত ধরণের সাদা ছাই দেখতে পেয়েছি আমি। মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এই ছাইকে। তবে এখানে সুতার পরিমাপ অতি সামান্যই। সাধারণত প্লাস্টিক গলালে এ ধরণের সাদা ছাই এবং সুতার সৃষ্টি হতে পারে।

BanglaBook.org

* * *

"আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো প্রয়োজন নেই," পার্কিংলটে পার্ক করা গাড়ি থেকে নামতে নামতে মেরিনো বললো। "কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, তুমি নরক থেকে উঠে এসেছো।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে," বিড়বিড় ক'রে বললাম আমি।

"আমি তোমাকে বলেছি কোনো জবাবদিহি করার চেষ্টা করবে না। মনে হচ্ছে তোমার মোটেও ঘুম হয় নি।"

সকাল হয়ে যাওয়ার পরও আমি ক্যারি হারপারের ময়নাতদন্ত শুরু না করায় মেরিনো আমাকে খোঁজ করতে থাকে। সাথে সাথেই সে উইলিয়ামস্‌বুর্গ পুলিশকে ফোন করে। মধ্য সকালে ওই বিব্রত দুই অফিসার ম্যানসনে এসে হাজির হয়। স্টেয়ারলিং হারপারের মৃত্যু কিভাবে হলো এরকম বিবতকর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেলো। অবশেষে মৃতদেহ এ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে রিচমন্ডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে আমাকে উইলিয়ামসবুর্গের ডাউনটাউনে অবস্থিত হেডকোয়ার্টারে নামিয়ে দিয়ে পুলিশ অফিসারেরা চলে গেলো। মেরিনো আসার আগ পর্যন্ত আমি হেডকোর্য়াটারে ডোনার্ট আর কফি খেলাম বসে বসে।

"ওই বাড়িতে রাত কাটানোর কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না," মেরিনো আগের মতোই বকবক করতে লাগলো। "তাপমাত্রা বিশ ডিগৃর নিচে নেমে এলেও পাত্তা দিতাম না। কিন্তু তার আগেই ওই ভয়ংকর পরিবেশে থাকতে হলে আমার পাছা জমে যেতো—"

"তুমি কি জানো প্রিন্স স্ট্রট কোথায়?" মাঝপথে ওর কথা থামিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"সেখানে তোমার কি প্রয়োজন?" সামনের ব্যাক ভিউ মিররের দিক থেকে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো।

রাস্তায় জমে থাকা বরফের ওপর সূর্যের আলা পড়ে বরফগুলোকে সাদা আগুনের মতো মনে হচ্ছে। গলে আসা বরফের ওপর গাড়ির চাকা একটুতেই পিছলে যাচ্ছে।

"আমি ৫০০৭ নম্বর প্রিন্স স্টৃটের একটা ঠিকানা খুঁজছি," এমনভাবে আগ্রহ দেখালাম যেনো সে সেখানে আমাকে নিয়ে যায়।

ঠিকানাটা ঐতিহাসিক শহরের একেবারে শেষ মাথায়। একটা বাণিজ্যিক মার্চেন্ট স্কোয়ারের একেবারে পাশেই অবস্থিত। এ সময় মাত্র ডজন খানেক গাড়ি পার্ক করা আছে স্থানটাতে। দ্য ভিলেজ ফ্রেম শপ এ্যান্ড গ্যালারি নামের কাঙ্খিত দোকানটা খোলা দেখতে পেয়ে স্বস্তি বোধ করলাম।

গাড়ি থেকে বেরুবার সময়ও মেরিনো কোনো প্রশ্ন করলো না। সম্ভবত আমার উত্তর দেবার ইচ্ছে নেই এইকথা চিন্তা করেই হয়তো কোনো প্রশ্ন করলো না। গ্যালারির ভেতর বর্তমানে কালো ওভারকোট পরিহিত একজন মাত্র কাস্টমার দেখতে পেলাম। ভদ্রলোক বাদেও সোনালী চুলের এক তরুণী কাউন্টারের কাজে ব্যস্ত।

"আমি কি আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?" এগিয়ে এসে অমায়িক ভঙ্গিতে আমার কাছে জানতে চাইলো সে।

"সেটা নির্ভর করেছে, তুমি এখানে কতোদিন ধরে কাজ করছো তার ওপর," আমি জবাব দিলাম।

ঠাণ্ডায় ফ্যাকাশে হয়ে আসা চোখমুখ, এলোমেলো চুল সব কিছু মিলিয়ে আমার যা অবস্থা তাতে সে ধরেই নিয়েছে আমি কোনো নরক থেকে উঠে এসেছি। আমাকে দেখে

BanglaBook.org

কেউ ভয় পেলে মোটেও তাকে দোষ দেয়া যাবে না। ইতিমধ্যে এক কানের রিং হারিয়ে গেছে। তরুণীর বিভ্রান্তি কাটাতে আমর পরিচয় দিলাম তাকে একই সাথে ওয়ালেটের ভেতর থেকে পিতলের মেডিকেল এক্সামিনারের পরিচয়পত্র দেখলাম তাকে।

"আমি এখানে দু'বছর হলো কাজ করছি," তরুণী বললো।

"আমি একটা পেইন্টিংয়ের ব্যাপারে শেষ আগ্রহী। সম্ভবত তুমি এখানে আসার আগেকার," তাকে বললাম, "একটা পোর্ট্রেটের বিষয়ে জানতে চাইছিলাম। সম্ভবত সেটা ক্যারি হারপার এখান থেকে কিনেছিলেন।"

"হায় ঈশ্বর! সকালে রেডিও'তে আমি সংবাদটা শুনতে পেলাম। কি নৃশংস ভাবে হাত্যা করা হয়েছে তাকে। ঈশ্বর, কি দুঃখজনক ঘটনা!" তরুণী বকবক ক'রে যেতে লাগলো। "এ বিষয়ে জানতে চাইলে আপনাকে মিস্টার হিলজ্ম্যানের সাথে কথা বলতে হবে।" পেছনের পর্দা সরিয়ে তরুণী অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মিস্টার হিলজ্ম্যানের কোমল আর স্বতন্ত্র ধরণের চেহারা। সহজেই তাকে আর দশ জন থেকে আলাদা করা যায়। ভদ্রলোক বাড়তি কোনো কথায় গেলেন না। "ক্যারি হারপার বছর খানেকের ভেতর এই দোকানে আসেন নি। এই দোকানের কেউই তাকে চেনার কথা নয়, অন্তত আমার তেমনই ধারণা।"

"মিস্টার হিলজ্ম্যান," আমি বললাম "ক্যারি হারপারের লাইব্রেরি রুমের ফায়ারপ্লেসের ওপর একটা পোর্ট্রেট ঝুলানো আছে—এক সোনালী চুলের মেয়ে। ওই পোর্ট্রেটের ফ্রেম আপনার দোকানেই করা হয়েছিলো, সম্ভবত অনেক বছর আগে। আপনার কি তা মনে আছে?"

রিডিংগ্লাসের ওপর দিয়ে ধূসর রঙের চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। তার চোখ জোড়ায় ঝিলিক খেলে গেলো।

"ওটা অনেকদিন আগে আনা হয়েছিলো," মন করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম আমি। "ছবির বিষয়বস্তু সাধারণ মনে হলেও স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নয়, দশ খুব জোর বারো বছরের একটা মেয়ে। কিন্তু ওর পরনে তরুণীদের মতো পোশাক। সাদা রঙের পোশাক হাতে রুপোর হেয়ার ব্রাশ নিয়ে বেঞ্চির ওপর বসে আছে।"

আমার নিজেকে নিজেই লাথি মারতে ইচ্ছে হলো। মেডিকেল ব্যাগের ভেতর একটা পোলারয়েড ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কেন ওটা ছবি তুলে আনলাম না। চিন্তাটা একবারো আমার মাথায় পর্যন্ত আসে নি।

"আপনি জানেন বোধহয়," মিস্টার হিলজ্ম্যান বললেন, তাঁর চোখ জোড়া চকচক ক'রে উঠলো, "আপনি কিসের কথা বলছেন, আমি বোধহয় চিনতে পেরেছি। ছোটো, খুব সুন্দরী একটা মেয়ের ছবি, কিন্তু কোথায় যেনো এক রহস্য লুকিয়ে আছে। হ্যা, সম্ভবত আপনি সেটার কথাই বলছেন।"

আমি তাকে বাঁধা দিলাম না।

"কমপক্ষে পনেরো বছর আগেকার কথা...যতোদূর মনে পড়ে, আমার ধারণাই ঠিক।" মিস্টার হিলজ্ম্যান তর্জনী দিয়ে ঠোঁটে টোকা দিতে লাগলেন। "না," তিনি মাথা নাড়লেন। "এটা আমি করি নি।"

BanglaBook.org

"ওটা আপনি করেন নি? কি আপনি করেন নি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওটার ফ্রেমের কাজ আমি করি নি। সম্ভবত ক্লারা করেছিলো। আমার এ্যাসিটেন্ট হিসেবে তখন ও কাজ করতো। আমার ধারণা ক্লারাই ফ্রেমের কাজ করেছিলো। সতিকার অর্থে ওটাকে একেবারে অসাধারণ বলা যাবে না।" তিনি ভ্রুকুটি ক'রে বললেন, "ওটা তার কয়েকটা ভালো কাজের চেষ্টা মাত্র—"

"তার?" মাঝ থেকে তার কথা থামিয়ে প্রশ্ন করলাম। "আপনি কি ক্লারার কথা বলছেন?"

"আমি স্টেয়ারলিং হারপারের কথা বলছি।" মিস্টার হিনজ্‌ম্যান অবাক চোখে আমার দিক তাকালেন। "উনি ছবি আঁকতেন।" তিনি একটু থামলেন। "এক সময় তিনি প্রচুর ছবি আঁকতেন। আমার যতোদূর ধারণা, তার বাসায় স্টুডিও থাকার কথা। যদিও আমি তার বাসায় কোনো দিনই যাই নি। কিন্তু তার প্রচুর কাজ আমার এখানে এসেছে—বেশির ভাগ কাজই লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ। পেইনটিংয়ের প্রতি যতোটুকু আগ্রহ, তাতে আমার পোর্ট্রেটগুলোই ভালো লেগেছে।"

"ওটা তিনি কতো দিন আগে এঁকেছিলেন ধারণা করতে পারেন?"

"আমি যেমন বললাম, কমপক্ষে পনোরো বছর আগে।"

"এর জন্যে কোনো কিশোরী কি পোজ দিয়েছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার ধারণা ঐই পোর্ট্রেটটা কোনো ফটোগ্রাফ থেকে করা হয়েছে..." তিনি আবারো ভ্রু কুঁচকালেন। "সত্যি বলতে কী, আপনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়া আমর পক্ষে বেশ কষ্টকর। কিন্তু কেউ যদি এর জন্য পোজ দিয়েও থাকে, তাহলে সেই কিশোরী কে তা আমার জানা নেই।"

আমার উত্তেজনাকে আমি প্রকাশ করতে দিলাম না। যখন বেরাইল কাটলার গ্রুভস্-এ থাকতে এসেছিলো তখন সম্ভবত তার বয়স ছিলো ষোলো কিংবা সতেরো। মিস্টার হিলজ্‌ম্যান, কিংবা শহরে কেউই বেরাইলের ব্যাপারটা জানতে পারলো না, তাও কি সম্ভব?

"এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা," তিনি বিড়বিড় করে বললেন। "এতো মেধাবী, খ্যাতি সম্পন্ন একজন মানুষের পরিবারের কেউই বেঁচে থাকলো না। এমনকি কোনো সন্তান পর্যন্ত নয়।"

"বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?" আমি প্রশ্ন করলাম তাকে।

"ব্যক্তিগতভাবে কোনো পরিচয় ছিলো না ব'লে আমি এসব বিষয়ে কিছুই বলতে পারছি না।"

এবং কখনো সুযোগও ঘটবে না, মনে মনে কথাটা কিংবা চিন্তাটা করলাম।

পার্কিংলটে যখন বেরিয়ে এলাম, দেখলাম মেরিনো নরম একটা কাপড় দিয়ে উইন্ডশিল্ড মোছায় ব্যস্ত। বরফ সরানো কাজে ব্যস্ত কর্মীরা তার চমৎকার কালো রঙের গাড়ির চারপাশে লবণ ছিটিয়ে বরফ গলানোর চেষ্টা করছে। মেরিনোকে দেখে মোটেও সন্তুষ্ট মনে হলো না। ড্রাইভার জোর'র পাশের রাস্তার ওপর এক গাদা সিগারেটের ফিল্টার পড়ে আছে। বুঝলাম মেরিনো তার গাড়ির এ্যাসট্রে থেকে এগুলো ফেলেছে।

BanglaBook.org

"দুটা বিষয়," গাড়ির সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললাম আমি। "ম্যানসনের লাইব্রেরিতে একটা কম বয়সী মেয়ের পোর্ট্রেট টাঙানো আছে। মিস্ হারপার এই দোকান থেকে ওই পেইনটিংটা বাঁধাই করেছিলেন। প্রায় পনেরো বছর আগে পেইনটিংটা বাঁধাই করা হয়।"

"বেরাইল মেডিসন?" লাইটার জ্বালিয়ে প্রশ্ন করলো মেরিনো।

"তার পোর্ট্রেট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি," আমি জবাব দিলাম। "কিন্তু হারপারের সাথে যে বয়সে বেরাইলের পরিচয় ঘটেছিলো, তার চাইতে অনেক কম বয়সী এক মেয়ের ছবি ওটা। ছবির বিষয়বস্তু বেশ অদ্ভুত ধরণের। *লোলিতা*'র সাথে তুলনা করা যেতে পারে..."

"হু।"

"সেক্সি," ভোঁতা কণ্ঠে বললাম আমি। "একটা বেশ ছোটো মেয়েকে যৌনাবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

"তাহলে তুমি বলতে চাইছো শিশুদের প্রতি ক্যারি হারপারের যৌন আকাঙ্খা ছিলো, অর্থাৎ তিনি একজন পেডোফাইল ছিলেন?"

"প্রথমত কথা হচ্ছে, পোর্ট্রেটটা তার বোন এঁকেছিলেন," আমি বললাম।

"জঘন্য," অভিযোগের সুরে মন্তব্য করলো মেরিনো।

"দ্বিতীয়ত," পূর্বের কথার রেশ ধরে বললাম, "দোকান মালিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম, তিনি নাকি মোটেও জানেন না বেরাইল ম্যাডিসন একসময় ক্যারি হারপারের বাড়িতে থাকতো। আমি তখন থেকে এই চিন্তা করছি যে, বিষয়টা শহরের মানুষ আদৌ জানতো কিনা! যদি না জেনে থাকে, তাহলে সেটা কিভাবে সম্ভব? মেরিনো, বেরাইল ওই ম্যানসনে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে। আর ম্যানসনের দূরত্ব শহর থাকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। এটা খুবই ছোটো শহর।"

মাথা সোজা রেখে মেরিনো গাড়ি চালাতে লাগলো। তার মুখ থেকে একটা কথাও বেরুলো না।

"ভালো কথা," আমি মন্তব্য করলাম, "হয়তো এটা আমার অলস মস্তিষ্কের চিন্তাও হতে পারে। ওরা নিভৃতে বসবাস করছিলো। অন্তত ক্যারি হারপার বেরাইলকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো। যাই ঘটুক না কেন, স্বাভাবিক কিছু যে নয় সহজেই বলা যেতে পারে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর এখন কিছুই জানা সম্ভব নয়।"

"জঘন্য," সংক্ষেপে জবাব দিলো মেরিনো, "শহরের কেউই যদি তার ব্যাপারে না জেনে থাকে তার একটা মানেই হতে পারে, হয় তাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিলো, নয়তো বিছনার সাথে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। বিকৃতিকামী মানুষগুলো নরকে যাক্। বৃকিতিকামী মানুষকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি। ওই লোকগুলোকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি যারা রাস্তা থেকে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যায়। তুমি নিশ্চয়ই জানো?" মেরিনো আমার দিকে এক নজর তাকালো। "সত্যিকার অর্থেই তারা ঘৃণ্য মানুষ। ওই চিন্তাই ঘুরে ফিরে আসছে আমার মাথায়।"

"কোন্ চিন্তা?"

"ওই মিস্টার পুলিৎজার প্রাইজই বেরাইলকে হত্যা করেছে," মেরিনো বললো। "বেরাইল তার বইয়ে এই অতীতগুলোই উল্লেখ করতে চেয়েছিলো, আর স্বাভাবিকভাবেই ক্যারি ভয় পেয়ে যায়। বেরাইলের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে ছুরি হাতে।"

"তাহলে ক্যারিকে খুন করলো কে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"অস্থির প্রকৃতির বোনও তা করতে পারে।"

ক্যারি হারপারকে যেভাবে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে, তা দেখে মোটেও মনে হয় না তা কোনো মহিলা খুনীর কাজ হতে পারে।

দীর্ঘ বিরতির পর মেরিনো প্রশ্ন করলো, "ওই বৃদ্ধাকে কি অসুস্থ ব'লে মনে হয়েছে?"

"অদ্ভুত স্বভাবের মনে হয়েছ। কিন্তু মোটেও অসুস্থ ব'লে মনে হয় নি," আমি বললাম।

"ছিটগ্রস্ত?"

"না।"

"তাহলে কি দেখে তুমি তাকে তার ভাইয়ের সাথে মেলাতে পারছো না?"

"মহিলা প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড দুঃখ পেলে অনেকে স্বাভাবিক আচরণ নাও করতে পারে।"

"তোমার কি ধারণা মিস্ হারপার আত্মহত্যা করতে পারেন?

"এরকম পরিস্থিতিতে এই ধারণাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না," আমি জবাব দিলাম।

"ঘটনাস্থলে কোনো ওষুধ দেখতে পেয়েছিলে?"

"কফ সিরাপ লিথা ছাড়া আর কিছুই নয়," আমি বললাম।

"কোনো ক্ষতচিহ্ন?"

"কোনো ক্ষতচিহ্নই দেখতে পাই নি।"

"তাহলে তার মৃত্যু ঘটলো কিভাবে?" আমার দিকে তাকিয়ে মেরিনো প্রশ্ন করলো। ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

"আমার ধারণা তোমরা বোধহয় আবার কাটার গ্রুভসে যাচ্ছো," মেরিনোকে ক্রাইম মেডিকেল এক্সমিনারের অফিসের সামনে গাড়ি পার্ক করতে দেখে প্রশ্ন করলাম।

"এর ভেতর রোমাঞ্চও আছে," মেরিনো বিড়বিড় করলো। "বাড়ি যাও আর চমৎকার একটা ঘুম দিয়ে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করো।"

"ক্যারি হারপারের টাইপ রাইটারের কথা ভুলে যেও না।"

মেরিনো পকেটে হাত ঢুকিয়ে লাইটার খোঁজার চেষ্টা করলো।

"যেমন রিবনই হোক নতুন অথবা পুরাতন। টাইপ রাইটারের নাম মডেল সবকিছু," আমি তাকে মন করিয়ে দিলাম।

ও একটা সিগারেট ধরালো।

BanglaBook.org

"এবং কোনো অফিস স্টেশনারি কিংবা টাইপিং পেপার। আমার মনে হয়, তোমার নিজেরই ফায়ারপ্লেসের ছাইগুলো সংগ্রহ করা উচিত। এগুলো সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে বলেই মনে হয়—"

"রাগ করবে না ডাক্তার, তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেনো তুমি আমার মা, কিংবা তেমন কোনো ব্যক্তি।"

"মেরিনো!" আমি ক্ষেপে উঠাম,

"আমি এই বিষয়টাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি।"

"হ্যা, তুমি গুরুত্ব দিচ্ছো, এর সবই ঠিক আছে কিন্তু রাতের ঘুমকেও গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে, সেটা ভুলে যাবে না," মেরিনো বললো।

সবকিছুর মতো মেরিনো আমার ঘুমের ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। দু'দেয়ালের মাঝখানের অংশটুকুতে তালা লাগানো। স্থানটাতে কাউকেই দেখতে পেলাম না। সিমেন্টের মেঝেটা তেলের মতো চকচক করছে। মর্গের ভেতর ভীতি জাগানো ইলেকট্রিকসিটি এবং জেনারেটরের এক ধরণের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সাধারণত কাজের সময় এ ধরণের শব্দ শোনা যায় না। রিফ্রিজারেটরের ভেতর প্রবেশ করতেই ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে অন্য এক ধরণের গন্ধ এসে লাগলো।

ওদের মৃতদেহগুলো বাম দেয়ালের পাশে চাপিয়ে রাখা হয়েছে। আমি ক্লান্ত, হয়তো সেই চিন্তা করেই। কিন্তু যখন স্টেয়ারলিং হারপারের শরীরের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিলাম, রীতিমতো আমার হাঁটু কাঁপতে লাগলো, ধপ করে হাতে ধরা মেডিকেল ব্যাগ মেঝের ওপর পড়ে গেলো। তার চেহারার মাধূর্য্য স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। আমি যখন ক্যারি হারপারের মৃতদেহ পরীক্ষা করছিরলাম, আমার রক্ত ভেঁজা হাতের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি সে সময় তার চোখে-মুখে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছিলাম। ভাই এবং বোনের ভাগ্যে আজ একই পরিণতি ঘটেছে। এখন আমাকে এর সবকিছুই খুঁজে বের করতে হবে। যত্ন ক'রে আমি তার দেহটা আবার ঢেকে দিলাম। ক্যারি হারপারের মুখটা রবারের মুখোশের মতো সাদা হয়ে গেছে। তার খোলা পায়ের সাথে ট্যাগ লাগানো দেখলাম।

রিফ্রিজারেটরে ঢোকার সময় আমার নজরে এসেছিলো স্টেয়ারলিং হারপারের গার্নির (রোগি অথবা মৃতদেহ রাখার ট্রলি) মাথার কাছে হলুদ রঙের ফিল্মের বাক্স রাখা। কিন্তু প্রথম দিকে আমার চোখে ওই অসামঞ্জস্য তেমনভাবে ধরা পড়ে নি। ৩৫এম.এম কোডাক ফিল্ম, প্রত্যেকটাতেই ২৪ এক্সপোজে ফিল্ম। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমার প্রতিষ্ঠানের ফুজি কোম্পানি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কাজের সুবিধার্থে আমরা সবসময় ৩৬ এক্সপোজারের ফিল্মের অর্ডার দিয়ে থাকি। প্যারামেডিকসের যে সদস্যরা মিস্ হারপারের মৃতদেহ এখানে এনেছিলো, তারা অনেক আগেই চলে গেছে। তাদের কারুরই ছবি তোলার কথা নয়।

আমি দ্রুত হলওয়েতে বেরিয়ে এলাম। এলিভেটরের ইন্ডিকেটর লাইটগুলোর দিকে নজর পড়লো। এলিভেটর তিন তলায় থেকে যাওয়ার নির্দেশ করছে। কেউ একজন এই অফিসে প্রবেশ করেছে! এছাড়া আরেকটা হতে পারে, সিকিউরিটি গার্ড

BanglaBook.org

তার রাউন্ড দিতে ব্যস্ত। মাথার ভেতর চিন্তাটা আবার ঘুরপাক খেতে লাগলো—স্টেয়ারিং হারপারের গার্নির মাথার কাছে রাখা খালি ফিল্মের বাক্স। আমার মেডিকেল ব্যাগটা শক্তভাবে চেপে ধরলাম। ঠিক করলাম উপরে ওঠার জন্যে আমি এলিভেটর ব্যবহার না ক'রে সিঁড়ি ব্যবহার করবো। তৃতীয় তলায় ল্যান্ডিংয়ের কাছে এসে খুব সাবধানে দরজাটা খুললাম—সামনেই কারোর পায়ের শব্দ পেলাম। পূর্ব পাশের অফিস বর্তমানে খালি থাকার কথা, এখানে লাইটও জ্বালানো হয় নি, মেইন হলওয়ের দিকে আমি হাটতে লাগলাম। খালি ক্লাশরুম, লাইব্রেরি এবং ফিল্ডিং অফিস কোথাও আমি কিছু শুনতে পেলাম না, কিংবা কাউকে দেখতে পেলাম না। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নিলাম আমার অফিস থেকে সিকিউরিটিকে ফোন করবো।

যখন আমি তাকে দেখলাম, নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেলাম। প্রচণ্ড আতংকে আমার মাথাটা চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো খানিকক্ষণের জন্য। লোকটা নিঃশব্দে ফাইল কেবিনেট খুলে ফাইলগুলো হাতড়াচ্ছে। নেভি ব্লু রঙের জ্যাকেটের কলার সে কান পর্যন্ত তুলে রেখেছে, এভিটের সানগ্লাস দিয়ে চোখগুলো ঢেকে রাখা দু'হাতে সার্জিক্যাল গ্লাভস্। চওড়া কাঁধের সাথে চমাড়ার স্ট্রেপের সাথে ঝুলানো ক্যামেরা। তার পেটানো শরীরকে মার্বেল পাথরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ওই পাথরের মতো শরীর আমার মতো সামান্য মহিলার পক্ষে এক চুল পরিমাণ নড়ানো সম্ভব নয়।

ও একটু ঘুরতেই সুযোগ এসে গেলো। আমর মেডিকেল ব্যাগটাকে অলিম্পিক হ্যামারের মতো ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে গেলাম আমি। চোখের পলক ফেলার আগেই ব্যাগটা দিয়ে ওর দু'পায়ের মাঝখানে সজোরে আঘাত করলাম। সানগ্লাসটা ওর মুখ থেকে দূরে ছিটকে পড়লো আর দেহটা হেলে পড়লো বেশ খানিকটা পেছন দিকে। আমি মোক্ষম সুযোগটা আর হাতছাড়া করলাম না, সোজা লাথি কষালাম হাটু বরাবার। দরাম ক'রে শক্ত মেঝের ওপর পড়লো দেহটা। অন্য সময় হলে হয়তো আঘাতটা এতোটা গুরুতর নাও হতে পারতো। কিন্তু শক্ত ক্যামেরা পাঁজরের নিচে পড়ায়, ওর আর নড়ার ক্ষমতা থাকলো না।

মেডিকেলের বিভিন্ন সরঞ্জামের ভেতর থেকে ভয়ংকর সেই অস্ত্রটা বের করলাম। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু মুখ তুলতেই আমি সবেগে ওই অস্ত্র দিয়ে তার মুখে আঘাত করলাম। চোখ চেপে ধরে গড়াগড়ি খেয়ে চিৎকার করতে লাগলো সে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সিকিউরিটিকে ফোন করলাম। সিকিউরিটি স্কোয়াড প্রবেশের খানিক বাদে পুলিশও এসে উপস্থিত হলে আমার অনাকাঙ্খিত অতিথিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে অনাকাঙ্খিত অতিথির নাম পাওয়া গেলো—জেব প্রাইস, বয়স চৌত্রিশ বছর, ঠিকানা ওয়াশিংটন ডিসি। পুলিশ তার পকেট হাতড়ে বের করলো একটা ৯এম.এম'র স্মিথ এ্যান্ড ওয়েসন অটোমেটিক। অটোমেটিকের ক্লিপের সাথে আটকানো চৌদ্দ রাউন্ড গুলি আর এর চেম্বারে একটা।

BanglaBook.org

*   *   *

মর্গ অফিসের পেগবোর্ডের কাছে গিয়ে মেডিকেল এক্সামিনারের অফিসে লেস লাগানো কোনো চাবিই আছে কিনা সেটা দেখার কথা আমি মনে করতে পারলাম না। কিন্তু সেটা অবশ্যই থাকার কথা। কারণ গাঢ় নীল রঙের স্টেশন ওয়াগন ড্রাইভওয়ে'তে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকার কথা। সাধারণ চলাচলের পক্ষে গাড়িটা তুলনামূলকভাবে একটু বড় আকারের। দু'পাশের জানালায় পর্দা লাগানো। পেছনে সহজে সরানো যায় এমনভাবে প্লাইবোর্ড দিয়ে মেঝে তৈরি করা হয়েছে। ওই মেঝের নিচে বিশেষভাবে তৈরি বাক্সে বিভিন্ন জিনিস বহন করা সম্ভব। সপ্তাহের প্রায় সময়ই স্থানটাকে কাজে লাগতে হয় আমাকে। ফ্যামিলি ওয়াগন এবং শব-যানের মাঝামাঝি সংস্করণ বলা যেতে পারে একে। ফলে সমান্তরালভাবে গাড়িটা কখনোই পার্ক করা সম্ভব নয়।

ভূতের মতো আমি সরাসরি দোতলায় উঠে গেলাম। টেলিফোন মেসেজ কিংবা এ্যানসারিং মেশিনের বোতাম টেপার প্রয়োজনও অনুভব করলাম না। আমার ডান দিকের ভুরু এবং বুকের ভেতর ব্যথা করছে। হাতের ছোটো হাড়টাও ব্যথা করছে সেই সাথে। একটা চেয়ারের উপর সমস্ত পোশাক খুলে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। গরম পানিতে গোসল সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম, মনে হলো যেনো আমার মৃত্যু ঘটেছে। ঘরটাও অন্ধকার হয়ে আছে। এই অন্ধকারের সাগরে আমি সাঁতার কাটার চেষ্টা করলাম। একবার টেলিফোনে রিং বাজার সাথে সাথে এ্যানসারিং মেশিনটা অন হয়ে গেলো।

"...আমি ঠিক জানি না আবার কখন ফোন করার সুযোগ পাবো, সুতরাং মনোযোগ দিয়ে শুনো। কে, দয়া ক'রে আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করো। আমি ক্যারি হারপারের ব্যাপার থেকে..."

হৃৎপিণ্ড এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো যে, সাথে সাথে আমার দু'চোখ খুলে গেলো। মার্কের কণ্ঠস্বর শুনে লাফিয়ে উঠলাম।

"...তুমি দূরে থাকো। এর সাথে নিজেকে কোনোভাবেই জড়াবে না। দয়া ক'রে আমার অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করবে। যখন সুযোগ পাবো আবার আমি ফোন করবো..."

রিসিভারটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কানে ঠেকালাম। কিন্তু আর কিছুই শুনতে পেলাম না, শুধুমাত্র ডায়াল টোনটা ছাড়া। মেসেজটা রিওয়াইন্ড ক'রে আবার শুনলাম। এরপর বালিশটা আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম আমি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

পরদিন সকালে ক্যারি হারপারের মৃতদেহে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রথমে তার দেহ ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরের আকৃতিতে কেটে নিলাম। তখনই মেরিনো মর্গে প্রবেশ করলো।

বুকের মাঝ বরাবর কেঁটে পাঁজরের হাড়গুলোকে দু'পাশে সরিয়ে বুকের গহ্বর থেকে বিভিন্ন অঙ্গ বের ক'রে আনলাম। মেরিনো নিঃশব্দে আমার কাজ দেখতে লাগলো। সিঙ্কের ভেতর পানি জমে আছে, সার্জিক্যাল ইনুস্ট্রুমেন্টগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাতে ওগুলো থেকে টুং টাং ক'রে বিচিত্র সব শব্দ শোনা যাচ্ছে। আজ সকালে চারটা লাশ আমার কাজের আপেক্ষায় পড়ে আছে—ওগুলো এখন স্টেইনলেস স্টিলের অটোপ্সি টেবিলগুলো দখল করে রেখেছে।

এর আগে মেরিনো কোনো বিষয় নিয়েই কিছু বলার চেষ্টা করে নি, আমিই আসলে প্রথম শুরু করলাম।

"জেব প্রাইস সম্পর্কে কতোটুকু কি জানতে পারলে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"জেব প্রাইস সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো কিছুই খুঁজে বের করা সম্ভব হয় নি।" বিরক্ত এবং অস্থিরভাবে জবাব দিলো মেরিনো। "পূর্বেকার কোনো অপরাধ, পুলিশের কোনো ওয়ারেন্ট কিছুই নয়। যদিও এটা বলবো না যে, এমনি এমনি সে গান গেয়ে বেড়াচ্ছিলো। যদি তার ওই ক্ষমতা থাকতো, তাহলে ইতিমধ্যে তাকে সপ্তম সুরে গান গাইতে হতো—এখানে আমার আগে ওর ওপর নির্যাতন করতে নিষেধ ক'রে এসেছি ইনভিস্টিগেশন ডিভিশনকে ওরা ক্যামেরায় লোড করা ওই ফিল্ম ডেভেলোপ করেছে। ওদের প্রিন্ট করা শেষ হলে এক সেট ছবি আনতে পারবো।"

"তুমি কি ওগুলো দেখার চেষ্টা করেছো?"

"শুধুমাত্র নেগেটিভগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে," মেরিনো জবাব দিলো।" কোনো কিছু উদ্ধার করতে পেরেছো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ফৃজের ভেতরকার ছবিই সে তুলেছে। হারপারদের ছবি," ও বললো।

আমি এমনই ধারণা করেছিলাম। "নিশ্চয়ই ও কোনো ট্যাবলয়েড পত্রিকার সাংবাদিক নয়?" সাধারণ কৌতুহল নিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

"আরে দূর! ওই ধারণা মাথায় আনার চেষ্টাও করবে না।"

আমি কী করছি, একবার তা ভেবে নেবার চেষ্টা করলাম। মেরিনোকে দেখে মনে হলো কোনো বিষয় নিয়ে সে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। অন্যান্য সব সময়ের চাইতে কোনো কারণে মারাত্মক বিরক্ত সে। শেভ করা মুখে বার কয়েক সে ডান হাত দিয়ে ঘষে নিলো। তার চোখ জোড়া লাল হয়ে আছে।

"আমার জানা মতে কোনো রিপোর্টার ৯ এমএম অটোমেটিক নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না," ও বললো, "ওই ব্যাটা খেয়ালের বসে এই কাজ করে বসে নি। ওর

BanglaBook.org

কাজের ধরণ দেখে মনে হয় পাকা অপরাধী। লক্ খুলেই ভেতরে প্রবেশ করেছে। সম্ভবত সোমবার—সোমবার ছিলো সরকারি ছুটির দিন। সে ছুটির দিন কেউ রাউন্ডে থাকবে না, তা জেনেই ভেতরে ঢুকেছিলো। জেব প্রাইসের গাড়ি তিন ব্লক দূরে খুঁজে পাওয়া গেছে। ফার্ম ফ্রেস-এর পার্কিংলটে যে গাড়িটা পাওয়া গেছে তা ভাড়া করা। অনেক সুবিধা আছে গাড়িতে সেলুলার ফোন, বাক্স ভর্তি বারুদ এবং গুলি যা ছোটোখাটো সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে। ওই গোলা বারুদের সাথে পাওয়া গেছে ম্যাক টেন মেশিন পিস্তল এবং একটা কেভলার ভেস্ট। আর যাই হোক ও কখনো রির্পোটার হতে পারে না।"

"আমি অবশ্য ওকে দুর্ধর্ষ হিসেবে ভাবতে পারছি না," স্কালপেলের সাথে নতুন একটা ব্লেড লাগাতে লাগাতে মন্তব্য করলাম আমি। "দুর্ধর্ষ হলে ও রকম এলামেলোভাবে খালি ফিল্মের বাক্স রিফ্রিজারেটরের ভেতর ফেলে রাখতো না। নিশ্চয়ই সে ওগুলো নিরাপদে রাখার চিন্তা করতো। আমার মনে হয় ভোর দুইটা কিংবা তিনটার দিকে ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। অবশ্যই দিনের আলোতে প্রবেশ করার সাহস পাবে না সে।"

"তুমি ঠিকই বলেছো। ফিল্মের বাক্স সে ওখানে ইচ্ছেকৃতভাবেও রাখতে পারে," মেরিনো মন্তব্য করলো। "কিন্তু সে তালা ভেঙে যদি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে বেরিয়ে আসতে পারলো না কেন? এমনও তো হতে পারে, মৃতের বাড়ি থেকে যখন মৃতদেহ আনা হয় তখন সে এখানে ঢুকে পড়ে এই ফ্রিজের ভেতর, ঠিক কিনা? এখানেই সে চুপচাপ বসে ছিলো কিংবা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু যখন দেখলো রাত দুইটা বেজে গেছে, তখন আর তার কিছুই করার ছিলো না।"

ঘটনা যাইহোক না কেন, জেব প্রাইসকে সাধারণ মানুষ হিসেবের ভেতর ধরা যাবে না। ও ব্যবসায়ী—পাকা কাজে অভিজ্ঞ। গ্লেসার সেফ্টি স্লাগরা জঘন্য একটা জিনিস খুঁজে বের করেছে। টেরোরিস্ট এবং ড্রাগ মাফিয়াদের প্রিয় অস্ত্র হচ্ছে ম্যাক টেনস। মধ্য আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং আমার মাতৃভূমি মায়ামিতে একটু পয়সা খরচ করলে ডজন ডজন জোগাড় করা সম্ভব।

"ফ্রিজের লক ভালোভাবে লাগানো হচ্ছে কিনা সেটা তোমার লক্ষ্য রাখা উচিত," উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললো মেরিনো।

"কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যে আমি সতর্ক হওয়ার জন্যে বলে দিয়েছি," আমি বললাম।

এক বছর ধরেই এখানকার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলে আসছি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মৃতের বাড়ির ভেতর দিব্যি যাওয়া আসার সুযোগ পাচ্ছে। সিকিউরিটি গার্ডও তাদের যখন তখন চাবি দিতে দ্বিধা করছে না। আমার স্থানীয় মেডিকেল এক্সামিনার তাদের ফোন করে চাবি দিতে বলছে। বিষয়টাতে নিষেধ করে কোনো লাভ হয় নি। বরং এক গাদা কথা শুনতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি ঠিকই কিন্ত এতে ঘোড়ার ডিম হবে। বরং অন্য ভাবে আমাকে কথা শুনতে হবে।

BanglaBook.org

মেরিনো এবারো হারপারের মৃতদেহের দিকে নজর দিলো। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহের ওপর মনে হয় না খুব বেশি তদন্ত করতে হবে। এখানে মেধা দেখানোরও তেমন কিছু নেই।

"ওর মাথার খুলিতে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আঘাতজনিত কারণে মস্তিষ্কও ফুঁটো হয়ে গেছে, ।" আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম।

"মাথায় আঘাতের পর ওর গলাও কেটে ফেলা হয়েছে। গলার আঘাতটা কি বেরাইলের মতোই?"

"জাগুলার ধমনী এবং ক্যারেটিড আর্টারিজ বিচ্ছিন্ন করা হলে যে কারো ক্ষেত্রে অল্পক্ষণের ভেতর মৃত্যু ঘটবে," আমি জবাব দিলাম। "যদি কারো ব্লাড প্রেসার থাকে তার মৃত্যু ঘটতে সময় লাগবে মাত্র এক মিনিট। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, গলায় আঘাতের কারণে তার মৃত্যু ঘটে নি—তার মৃত্যু ঘটেছে মাথায় আঘাত জনিত কারণে।"

"আত্মরক্ষার কারণে কি কোনো আঘাতে চিহ্ন পাওয়া গেছে?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"কিছুই না," একটা স্কালপেল একপাশে সরিয়ে রেখে মেরিনোকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। হারপারের মুঠো পাকানো আঙুলগুলো জোর ক'রে মেলে ধরে তাকে দেখালাম। "কোনো ভাঙা নখ নেই। হাতের তালুতে কোনো আঁচড়ের কিংবা কাটার চিহ্ন পাওয়া যায় নি। অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার সময় সেটাকে আঁকড়ে ধরার অথবা সেটা থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই করেন নি হারপার।"

"কখনোই জানতে পারবো না কী দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছিলো," মেরিনো মন্তব্য করলো। "হারপার গাড়ি থেকে অন্ধকারে নেমে আসার সাথে সাথেই খুনী আঘাত করেছে। খুনী সম্ভবত ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। তিনি হয়তো গাড়িটা লক করছিলেন, ঠিক সেই সময় খুনী মাথার পেছন দিকে আঘাত করে—"

"হারপারের বাম ধমনীতে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে," পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম।

"হারপারের ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে তাকে গুলি করা হয়েছিলো।" মেরিনো আগের মতোই মন্তব্য করলো।

"ত্রিশ পার্সেন্ট ডান করোনারিতে," খালি গ্লাভসের প্যাকেটের ওপর টোকা দিয়ে বললাম। "পুরাতন কোনো ক্ষত তার শরীরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। ওর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বেশ ভালোই, কিন্তু মাঝখানে খানিকটা স্ফীত হয়ে আছে। তার হৃদপিণ্ডের মহা-ধমনী পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, মহা-ধমনী খানিকটা স্থূল ছিলো।"

"এরপর ব্যাটা হারপারের গলা কেটেছে। সম্ভবত মৃত্যুর ব্যাপারটা একেবারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই কাজটা করেছে।"

মুখ তুলে আমি তাকালাম।

"যাই করুক না কেন, মৃত্যু নিশ্চিত করতেই কাজটা করা হয়েছে," আমার মন্তব্যের রেশ ধরেই বললো মেরিনো।

"আমি একইভাবে বিষয়টাকে মোটেও চিন্তা করতে পারছি না," আমি জবাব দিলাম। "মেরিনো ওর দিকে দেখো।" আমি মৃতদেহের মাথার চামড়া সরিয়ে

BanglaBook.org

দেখলাম। অতিরিক্ত সময় ধরে ডিম সেদ্ধ করলে যেমন ফাঁটল ধরে হারপারের মাথাটার অবস্থা ঠিক তেমনি। খুনির ফাটলকে ইঙ্গিত ক'রে ব্যাখ্যা করলাম। "হারপারকে স্বাভাবিকের চাইতে সাতগুণ জোরে আঘাত করা হয়েছিলো। এরপর তার গলা কেটে ফেলা হয়। যাকে বলা যেতে পারে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। যেমন বেরাইলের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।"

"ঠিক আছে, সবই বুঝলাম। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা," ও জবাব দিলো। "আমি শুধু বলতে চাইছি, বেরাইল এবং হারপারের যে নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে সেটা খুনী নিশ্চিত হতে চেয়েছিলো। কাউকে তুমি যদি গলা কেটে খুন করো, তাহলে নিশ্চয়ই ওই খুন হওয়া মানুষ সবার কাছে গল্প ক'রে বেড়াবে না, কেমনভাবে সে খুন হলো।"

হারপারের পাকস্থলি থেকে হজম হয়ে আসা খাবারগুলো একটা কার্টবোর্ডের ওপর জমা করতে দেখে মেরিনো ভুরু কুঁচকালো।

"কিছু মনে করো না। ওখানে বসে হারপার কী খেয়েছিলো আমি তার সবই বলতে পারি। বিয়ার, বাদাম এবং দু'পেগ মার্টিনি।"

যখন হারপারের মৃত্যু ঘটে তখন চিনা বাদামের খুব সামান্যই হজম হতে শুরু হয়েছিলো। পাকস্থলিতে তেমন আর কিছুই দেখতে পেলাম না, শুধু বাদামি রঙের সামান্য কিছু তরল বাদে। গন্ধ থেকে বুঝতে পারলাম এগুলো তার পান করা মার্টিনিরই অংশ।

আমি মেরিনোকে জিজ্ঞেস করলাম, "তার থেকে তুমি কি খুঁজে পেলে?"

"কিছুই না।"

কন্টেইনারে লেবেল লাগাতে লাগাতে আমি মেরিনোর দিকে এক নজর দেখে নিলাম।

"পানশালায় গিয়েছিলো টনিক এবং লাইম পান করতে," ও বললো, "মিনিট পনোরোও হবে না হয়তো। বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় ও পানশালায় ঢুকেছিলো।"

"ও যে হারপার তা তুমি জানলে কিভাবে?" হারপারের কিডনি জোড়া বাইরে বের ক'রে এনে আমি তার মাপ নিতে নিতে প্রশ্ন করলাম মেরিনোকে।

"ওই সাদা চুলের লোকটাকে না চিনতে পারার মতো কারণ নেই।" মেরিনো জাবাব দিলো। "পটিট যেভাবে বর্ণনা করেছে, তার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়। পানশালায় প্রবেশের সাথে সাথে তাকে চিনতে আমার এক সেকেন্ডও লাগে নি। পছন্দ মতো একটা টেবিলে বসে শুধু অর্ডারটুকু দিলেন, এর বেশি তিনি একটা কথাও কারো সাথে বলেন নি। তাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে আমি তার টেবিলের কাছে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে ব'সে তাকে নিজের পরিচয় দিলাম। আমার কাজে আসতে পারে, এমন কোনো তথ্যই আমি তার কাছ থেকে পাই নি। আসলে এ বিষয় নিয়ে আমার সাথে কোনো কথাই বলতে চান নি। মুখ খোলার জন্যে চাপ দেবার চেষ্টা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, বেরাইলকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছিলো সে বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কিনা। তাকে দেখে বিরক্ত মনে হলো। এক কথায় জানিয়ে দিলো যে, তিনি ওই বিষয়ে কিছুই জানেন না।"

BanglaBook.org

"তোমার কাছে কি মনে হয়েছে, তিনি সত্য কথা বলছিলেন?" হারপারের পান অভেস্যের ব্যাপারটার অবশ্য আমি সত্যতা খুঁজে পেলাম। লিবারে তার চর্বি জমতে শুরু করেছিলো।

"এখন আর আমার পক্ষে জানাও সম্ভব নয়," মেঝের ওপর সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললো মেরিনো। এরপর তাকে প্রশ্ন করলাম যে, বেরাইল ম্যাডিসন যেদিন খুন হয় সেদিন তিনি কোথায় ছিলেন। তাতে হারপার জবাব দিলেন যে, হত্যার সময়টুকুতে তিনি পানশালায়ই ছিলেন। প্রতিদিন নাকি তিনি নির্দিষ্ট সময়ে পানশালায় যান এবং বাড়িও ফেরেন নির্দিষ্ট সময়ে। আমি তাকে এই প্রশ্নও করলাম যে, যদি তার বোনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে কি তিনি এর সত্যতা প্রমান করতে পারবেন কিনা। জবাবে জানালেন, মিস্ হারপার শহরের বাড়িতে নেই।"

আমি অবাক হয়ে মেরিনোর দিকে তাকালাম। "উনি তাহলে কেথায় ছিলেন?"

"শহরের বাইরে," মেরিনো জাবাব দিলো।

"হারপার তোমাকে বলেনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

"না, শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন কোথায় গিয়েছে সে বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না আমাকে।" হারপারের দেহ থেকে লিভারের অংশ কেটে বের সময় মেরিনোর দৃষ্টি আমার হাতের প্রতি নিবদ্ধ হলো। মেরিনো মন্তব্য করলো, "আমার প্রিয় খাবার হচ্ছে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে রান্না করা কলিজা। তোমার বিশ্বাস হয়? আমার এমন কোনো পুলিশের কথা জানা নেই যে, মর্গে দাঁড়িযে থেকে ময়নাতদন্ত করা দেখে এবং কাঁচা কলিজা চিবিয়ে খায়..."

স্ট্রাইকার করাত হারপারের খুলির ওপর স্থাপন ক'রে খুলিটা কাটতে লাগলাম। হাড়ের গুঁড়ো বাতাসে উড়তে থাকায় মেরিনো খানিকটা পিছিয়ে গেলো। এমনকি বুকের অংশ খুলে পরীক্ষা করার সময়ও এক ধরণের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। অথচ হারপারের দেহ বলা চলে বেশ সজীব থাকার পরও এমন ঘটতে দেখেছি। অবশ্য মেরি পপিন্সের ক্ষেত্রে দৃশ্যত এমন ঘটতে দেখা যায় নি। এক্ষেত্রে মেরিনো ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। যতো জঘন্য কেসই আমার কাছে আসুক না কেন, মেরিনো মর্গে আমার কাছে আসবেই।

হারপারের মস্তিষ্ক নরম। ছোটোখাটো বেশ কয়েকটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের ওপর। তবে ক্ষতের চারপাশে জমাটবদ্ধ রক্তের পরিমাণ একেবারে নেই বললেই চলে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় খুনী তাকে আঘাত করার পর তিনি খুব সামান্য সময়ই বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন। শুনতে খারাপ লাগলেও বলতে হয়, সৃষ্টিকর্তা তাকে খুব দ্রুত তুলে নিয়েছেন। বেরাইলের মতো হারপারকে দীর্ঘক্ষণ মৃত্যু আতঙ্কে ছুটোছুটি কিংবা মরণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় নি। আরো কিছু কারণে তার মৃত্যুকে বেরাইলের মৃত্যু থেকে আলাদা করা যেতে পারে। হারপারের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো হুমকি দেয়া হয় নি—অন্ততপক্ষে সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। তাকে কোনোভাবে যৌন নিগ্রহের চেষ্টাও করা হয় নি। তাকে আঘাত দিয়ে এবং গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে তার কোনো পোশাকও খোয়া যায় নি।

BanglaBook.org

"আমি গুণে দেখেছি হারপারের ওয়ালেটে একশত আটটি ডলার ছিলো," মেরিনোকে জানালাম। "ওর হাত ঘড়ি এবং নক্সাকাটা আংটি ঠিক মতোই পেয়েছি।"

"ওর নেকলেসটা কি হলো?" ও প্রশ্ন করলো।

মেরিনো আসলে ঠিক কী বলতে চাইছে, আমি তার কিছু বুঝতে পারলাম না।

"মোটা একটা চেনের সাথে একটা মেডেল ঝুলানো ছিলো।" মেরিনো ব্যাখ্যা ক'রে বলার চেষ্টা করলো। "পানশালায় যখন আমি ওকে দেখি, মেডেলটা তখন ওর গলায় ঝুলানোই ছিলো। আমি সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত!"

"ওর মৃতদেহের সাথে জিনিসটা মোটেও আসে নি। তাছাড়া যখন আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম, তখনও সেটা তার গলায় ছিলো না..." অবাক হয়ে বললাম, "গত রাতে।" এটা অবশ্য গতরাতের ঘটনা নয়। হারপার মারা গেছেন রবিবার রাতের প্রথম ভাগে। আজ মঙ্গলবার। ওই সময় মোটেও আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না। গত দুই দিন আমার একেবারে অন্যভাবে কেটেছে। এমনকি আজ সকালে মার্কের মেসেজটা রিপ্লে ক'রে শোনা চেষ্টাও করি নি।

"গুপ্তঘাতক সম্ভবত ওটা হাতিয়ে নিয়েছে। আরেকটা স্যুভেনু যুক্ত হলো তার সংগ্রহে," মন্তব্য করলো মেরিনো।

"বিষয়টাকে ওভাবে মেলানো সম্ভব নয়," আমি বললাম। "বেরাইলের ক্ষেত্রে চুরি হয়েছে তার একটা পাণ্ডুলিপি। ওই পাণ্ডুলিপি নিয়ে কেউ হয়তো লাভবান হওয়ার কথা চিন্তা করছে, কিন্তু হারপারের কাছ থেকে কোনো কিছু চুরি করতে যাবে কেন খুনী?"

"সম্ভবত ট্রফি," উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললো মেরিনো। "শিকার করা পশু থেকে চামড়া ছাড়িয়ে সংগ্রহ করে রাখার মতো কোনো ব্যাপার। অনেকে ওই চামড়া সাজিয়ে রাখতে ভালোবসে।"

"আমার ধারণা ভাড়া করা খুনীরাই সাধারণত এ ধরণের কাজ করে।"

"হ্যা, তোমার ধারণাই হয়তো ঠিক। যেমন তুমি জেব প্রাইসের কথা ধরতে পারো। কেমন দেখা, সে ফ্রিজের ভেতর খালি ফিল্মের বাক্স ফেলে রেখে দিয়ে গেছে," কঠিন কণ্ঠে মন্তব্য করলো মেরিনো।

গ্লাভস জোড়া খুলে নিয়ে আমি টেস্টটিউবে লেবেলিং করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাগজে লিপিবদ্ধ করা নোটগুলো এক জায়গায় গুছিয়ে নিলাম। মেরিনো পেছন পেছন আমার উপর অফিসে এসে ঢুকলো।

ব্লটারের ওপর রোজ আজকের বৈকালিক সংবাদপত্রটা রেখে গেছে। হারপারের খুন এবং মিস্ হারপারের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইন হিসেবে এসেছে। পাশের কলামে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে সেটা আমার সারাদিনটা মাটি ক'রে দেবার জন্যে যথেষ্ট মনে হলো।

চিফ মেডিকেল এক্সামিনার মূল্যবান পাণ্ডুলিপি হারানোর অভিযোগে অভিযুক্ত

BanglaBook.org

নিউ ইয়র্কের এ্যাসোসিয়েট প্রেস থেকে সংবাদটা পরিবেশন করা হয়েছে। এতে আমাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' হিসেবে উল্লেখ করা ছাড়াও আমার অফিসে জেব প্রাইসের চুপিসারে প্রবেশ, তন্নতন্ন ক'রে মূল্যবান এবং গোপণীয় তথ্য হাতানো, তথ্য চুরিসহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি হারানোর তথ্যটা প্রেস নিশ্চয়ই স্পারাচিনোর কাছ থেকে পেয়েছে। অন্য দিকে জেব প্রাইসের প্রসঙ্গ এসেছে পুলিশ রিপোর্ট থেকে। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তাগুলো আমার মাথায় এলো। অন্যান্য সংবাদের ওপর এক নজর শুধু চোখ বুলিয়ে গেলাম।

"ওর কম্পিউটার ডিস্কগুলো কি পরীক্ষা করেছিলে?" আমি সংবাদপত্রটা মেরিনোর দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"ও, হ্যা," সাথে সাথেই জবাব দিলো মেরিনো। "বেশ ভালোভাবেই পরীক্ষা ক'রে দেখেছি আমি।"

"তুমি কি বুঝতে পারছো, ওই পাণ্ডুলিপি নিয়ে চারদিকে কেমন সমালোচনা শুরু হয়েছে?"

সামনের পাতার হেডলাইন পড়ে ও বিড়বিড় করলো। "একেবারে ফালতু!"

"জিনিসটা ওখানে নেই," হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়লাম আমি। "লেখাটা তার ডিস্কে নেই? তাহলে কম্পিউটারে বইটা ও লিখলো কিভাবে?"

"আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না," ও বললো। "শুধু বলতে পারি, ওখানে আমি প্রায় ডজনখানেক ডিস্ক পরীক্ষা করেছি। ওগুলোর ভেতর একটাও ডিস্ক খুঁজে পাই নি। সবগুলোই মনে হয়েছে পুরাতন ডিস্ক। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো পুরাতন বইয়ের ডিস্ক। হারপারের সাথে সম্পর্কযুক্তও কিছু খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিছু ব্যক্তিগত চিঠি, তার ভেতর ব্যবসায়িক চিঠিও আছে—স্পারাচিনোকে লেখা। আগ্রহ জন্মানোর মতো তেমন কিছু নয়।"

"কি-ওয়েস্টে যাওয়ার আগে সম্ভবত ও ডিস্কগুলো নিরাপদ কোনো জায়গায় সরিয়ে রেখে গিয়েছিলো," আমি মন্তব্য করলাম।

"কিন্তু আমরা ওগুলো খুঁজে পাই নি সেটাই বড়ো কথা।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিল্ডিং আমার অফিসে ঢুকলো। সবুজ রঙের সার্জিক্যাল গাউনের হাতার ভেতর থেকে ওরাংওটাংয়ের মতো হাত দুটো যেনো ঝুলে আছে। তার পুরুষ হাত থেকে ল্যাটেক্সের গ্লাভস্গুলো খুলে ফেললো। ফিল্ডিং তার নিজের কাজে সেরা। কোনো আবদ্ধ ঘরে সপ্তাহের কতো ঘণ্টা তাকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আমার ধারণা, এই বডি বিল্ডিং কাজটা যতো না চাকুরির কারণে করে তার চাইতে বেশি করে মনের তাগিদে। একজন ডেপুটি চিফ হিসেবে মাত্র বছর খানেকের মধ্যে সে তার কৃতিত্বের চরম স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। মোহমুক্ত হয়ে যা কিছু অর্জন করতে চেয়েছিলো তা সে অর্জন করতে পেরেছে—সম্ভবত তারও চাইতে অনেক বেশি পেরেছে। হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের ও হলো ইনক্রেডিবেল হাল্ক।

BanglaBook.org

"আমি এখন স্টারলিং হারপারকে নিয়ে ব্যস্ত হবো," আমার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে বললো ফিল্ডিং। "মিস্ হারপারের স্টমাক এ্যানালাইসিস টেস্ট থেকে মাত্র দশমিক শূন্য তিন ভাগ এ্যালকোহল পাওয়া গেছে। এর কারণে তার গ্যাস্ট্রিকের পরিমাণ কোনোভাবেই বেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষত থেকে রক্তপাত হওয়ারও কোনো লক্ষণ নেই—কোনো অস্বাভাবিক তাই খুঁজে পাই নি। হৃদপিণ্ডের অবস্থা বেশ ভালো—পুরাতন কোনো ক্ষত নেই। করোনারী পরিস্কার অবস্থাতেই পাওয়া গেছে। তবে মিস্ হারপারের লিভারের ওজন বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে—প্রায় ২৫০ গ্রামের মতো। প্লীহার ওজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যাপসুলের স্তর পুরু হয়ে আছে। লসিকা গ্রন্থিতেও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছি আমি।"

"কোষসমূহের কোনো বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তেমন কিছুই পাওয়া যায় নি।"

"মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা ক'রে দেখো," আমি তাকে বললাম।

ফিলডিং আমার কথায় সায় দিয়ে দ্রুত চলে গেলে মেরিনো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

"অনেক কিছুই হতে পারে," আমি বললাম। লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা অথবা টিস্যু সংক্রান্ত অসংখ্য রোগের কারণে এমন ঘটতে পারে—কিছু ক্ষেত্রে রোগের কারণে এই লক্ষণ সামান্য প্রকাশ পেতে পারে, আবার কিছু ক্ষেত্রে একেবারে প্রকাশ পায় না। প্লীহা এবং লসিকা গ্রন্থির কোনো সমস্যার কারণে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে—অন্যভাবে বলতে গেলে, রক্ত সংক্রান্ত যে কোনো রোগের সঙ্গে প্লীহা সম্পর্কযুক্ত। যেমন, লিভার বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টা আমাক চিন্তিত ক'রে তুলেছে, ভালোভাবে পরীক্ষা না করলে এর কারণ আমরা খুঁজে বের করতে পারবো না। আর সেটা খুঁজে বের করতে হলে মাইক্রোস্কোপের নিচে নিয়ে এর হিস্ট্রোলজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করতে হবে।"

"সহজ ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে কি?" মেরিনো একটা সিগারেট ধরালো। "ডা: সোয়ারজেনিগার কী খুঁজে পেয়েছেন, সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলো।"

মিস্ হারপারের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো," আমি বললাম। "তিনি অসুস্থ ছিলেন।"

"এতোটাই অসুস্থ যে সোফার ওপর বসে থাকা অবস্থাতেই তার প্রাণপ্রদীপ নিভে গেলো?"

"অতোটা আকস্মিকভাবে কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম। "ওটা নিয়েই আসলে আমার সন্দেহ।"

"প্রেসকিপশনে কোনো ধরণের ওষুধের বিষয়ে উল্লেখ আছে?" মেরিনো আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। "তুমি জানো মিস্ হারপার সমস্ত বড়ি একবার খেয়ে ফেলেন এবং ঔষুধের বোতল ফায়ারপ্লেসের আগুনে ছুড়ে ফেলে দেন। গলে যাওয়া প্লাস্টিকের বোতল তুমিও দেখেছো। ওই গলে যাওয়া বোতল বাদে আমরা আর কোনো ঔষুধ বাড়িতে খুঁজে পাই নি।"

BanglaBook.org

অতিরিক্ত ঔষুধ সেবনের ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে এমন ধারণা আমি প্রথম থেকেই ক'রে আসছি। এই মুহূর্তে তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই। যদি সন্দেহজনক কিছু ঘটেই থাকে, তাহলে বিষয়টা নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে। টক্সিকোলজি পরীক্ষা করতেও দিন কয়েক এমনকি সপ্তাহখানেক লেগে যেতে পারে।

তার মৃত্যু ভাইয়ের মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট হলে একটা যুক্তি হয়তো দাঁড়া করানো সম্ভব।

"মেরিনো, আমার মনে হয় ক্যারি হারপারকে হোমমেড কোনো স্ল্যাপজ্যাক দিয়ে আঘাত করা হয়েছিলো," আমি বললাম। "এমনো হতে পারে জোড়া লাগানো লোহার পাইপে আঘাত জোড়দার করতে পাইপের ভেতর পাখির বিষ্ঠা ভরা হয়েছিলো, এবং শেষ মাথায় প্লে-ডো জাতীয় কিছু লাগানো ছিলো। আঘাতের ফলে পাইপের ভেতর থেকে বাতাসের তরঙ্গ সৃষ্টি করার ফলে প্লে-ডো'টা ছিটকে বেরিয়ে আসে।"

মেরিনোর নিজ পাছার ওপর মৃদু একটু চাপড় মারলো। "আসলে প্রাইসের গাড়িতে আমরা যা পেয়েছি তার সাথে এই ব্যাপারটা মোটেও খাপ খায় না। বৃদ্ধা হারপার কী ভাছিলেন সেটার সাথেও এটা মেরে না।"

"আমি ধরে নিতে পারি, তুমি হারপারের বাড়ির ভেতর প্লে-ডো, মাটি দিয়ে বানানো মডেল আর পাখির বিষ্ঠা খুঁজে পাও নি।"

মেরিনো মাথা নাড়লো। "আরে না, তেমন কিছুই চোখে পড়ে নি।"

সারাদিনে আমার ফোনটা একের পর এক বেজেই চললো।

প্রায় সব ফোনই ওই রহস্যময় এবং 'মূল্যাবান পাণ্ডুলিপি' বিষয়ক। এছাড়াও সবাই 'অনাকাঙ্খিত অনুপ্রেবেশকারী' সম্পর্কে জানতে চায়। কিছু রির্পোটার ফোন করার কাছ দিয়েও গেলো না। তারা ক্রাইম মেডিকেল এক্সামিনারের অফিসের সামনে অথবা লবিতে ভিড় জমালো আমার কাছ থেকে কিছু শোনার আশায়। তাদের মাইক্রোফোন এবং ক্যামেরাগুলোকে আমার কাছে সৈনিকদের রাইফেল ব'লে মনে হলো। একজন ডিস্ট্রিক্ট জার্নালিস্ট আমার কাছে বার্তা পাঠালো এই লিখে যে, আমি নাকি দেশের একমাত্র মেডিকেল এক্সামিনার যে কিনা রাবারের গ্লাভসের বদলে 'সোনার গ্লাভস' পরে ব'সে আছি।

বুঝতে পারলাম, অবস্থা আমার ক্রমশই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া মার্ক যেভাবে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলো, সেভাবেই সবকিছু ঘটতে চলেছে। যে কাউকে নিয়ে ঝামেলা পাকানোর ক্ষমতা স্পারাচিনোর বেশ ভালোই আছে।

টমাস চতুর্থ এথরিজের এই বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হতেই বোধহয় তিনি আমার সরাসরি নাম্বারে ফোন করলেন, রোজকে লাইন দেবার ঝামেলায় আর গেলেন না। তার ফোন করাতে আমি মোটেও অবাক হলাম না। বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেনো। সন্ধ্যার দিকে আমি তার অফিস উপস্থিত হলাম। ভদ্রলোক আমার পিতার বয়সীই হবেন, কিন্তু

BanglaBook.org

বয়সকে চমৎকারভাবে ধরে রাখতে পেরেছেন। পাথরের মূর্তির মতো সুগঠিত শরীর দেখে কারুর-ই বিশ্বাস হতে চাইবে না, তার এতোটা বয়স হয়েছে। উইনস্টন চার্চিলের চেহারার সাথে টমাস এথরিজের চেহারার যথেষ্ট মিল রয়েছে। অন্তত পার্লামেন্ট ভবনে কিংবা চুরুট দাঁতে চেপে ধরা অবস্থাতে চার্চিলকে যেভাবে দেখেছি, তার সাথে এই চেহারাকে সহজেই তুলনা করা যেতে পারে। টমাস এথরিজের সান্নিধ্য আমার সব সময়ই ভালো লাগে।

"পাবলিসিটির পাওয়ার আশায় করেছে? কে, তুমি যা চিন্তা করছো তা কি সবাই বিশ্বাস করবে?" গলার সাথে চেইন দিয়ে ঝুলানো 'রোজ গোল্ড' ঘড়ির ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বললেন এ্যাটর্নি জেনারেল।

"আমার মনে হচ্ছে আমি যা বলবো তার আপনি কিছুই বিশ্বাস করবেন না," আমি বললাম।

তার সমস্ত মনোযোগে দেখলাম একটা দামি ফাউনটেন পেনের ওপর নিবদ্ধ। তিনি কলমটা হাতে নিয়ে খাপটা খুললেন।

"এক কথায় কেউ আমাকে বিশ্বাস করুক অথবা অবিশ্বাস করুক, সেই সুযোগ আমি কাউকে কখনো দিই না," খোঁড়া যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করলাম আমি। "আমার সন্দেহগুলোর কোনো প্রমাণ এখনো খুঁজে পাই নি। এমনো বলছি না যে, সবগুলো সন্দেহই যুক্তি নির্ভর। স্পারচিনো যা কিছু করছে তার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করলে সে আরো বেশি মজা পাবে।"

"কে, তুমি বোধহয় নিজেকে খুব একা ভাবছো?"

"হ্যা, অবশ্যই একা ভাবছি। কারণ আমি সত্যিই একা।"

"এ ধরণের পরিস্থিতি একবার উদ্ভব হলে তা চলতেই থাকে," বিড়বিড় করলেন এথরিজ। "পরিস্থিতি এক সময় এমন রূপ নেয় যে, আসল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরে যায়।"

হর্ন রিমড্ চশমার পেছনে ক্লান্ত চোখ জোড়ার ওপর একটু আঙুল বুলিয়ে নিয়ে লিগ্যাল প্যাড থেকে একটা কাগজ টেনে বের করলেন। হলুদ কাগজের মাঝ বরাবর দাগ কেটে তিনি দুইটা কলাম তৈরী করলেন। এভাবে এথরিজ তার এই নিক্সনিয়ান লিস্ট তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটা কলাম রাখলেন সুবিধাগুলো উল্লেখ করার জন্যে। অবশ্য এখন পর্যন্ত আমি কী সুবিধা লাভ করতে পেরেছি, তার কিছুই জানি না। পৃষ্ঠার অর্ধেক পর্যন্ত এগোনোর পর নাটকীয়ভাবে দেখতে পেলাম একটা কলামের তথ্যসূত্র অন্যটার চাইতে বেশ দীর্ঘ আকার লাভ করেছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে এথরিজ তালিকার দিকে তাকিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন।

"কে," তিনি বললেন "কখনো কি মনে হয়েছে, এই কেসে তোমার আগে যারা কাজ করেছে তারা বেশি যোগ্যতা দেখাতে পারতো?"

"এই কেস সমাধা করার মতো কোনো বয়োজ্যেষ্ঠের নাম আমার জানা নেই," আমি জবাব দিলাম।

তিনি একটু হাসলেন। "কাউন্সিলর, এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব হলো না।"

"সত্যি কথাই বলছি, বিষয়টা নিয়ে আমি খুব বেশি চিন্তা করার সুযোগ পাই নি," আমি জবাব দিলাম।

"আমি তোমার কাছ থেকে সেটা আশাও করি না," আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে বললেন তিনি। "তোমার কাছ থেকে এটা আশা করছি না এই কারণে যে, তুমি নিজেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছো। তোমার সাথে এতো দ্রুত যোগাযোগ করার অনেকগুলো কারণের ভেতর এটাও একটা কারণ। তোমার একটা ভালো দিক হচ্ছে, কিছুই তুমি বাদ দাও নি—ফরেনসিক প্যাথলজির বিষয়গুলো থেকে শুরু করে প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়গুলোর প্রতি তুমি ভালো নজর রেখেছো। কিন্তু তোমার খারাপ দিক হচ্ছে রত্ন পাথরের মতো তুমি মাঝে মাঝে ঝল্সে ওঠো। উদাহরণ হিসেবে এক বছর কিংবা তারও আগের ওই কেসটার কথা ধরতে পারি। তুমি যদি চেষ্টা না করতে তাহলে ওই কেস কোনো দিনই হয়তো সমাধান করা সম্ভব হতো না। ফলে আরো হয়তো অসংখ্য মেয়ের জীবন চলে যেতো পারতো। কিন্তু জীবন বিপন্ন ক'রে তুমি পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলো।

"এখন আসা যাক গতকালকের প্রসঙ্গে।" এথরিজ একটু থামলেন। তারপর মাথা নাড়িয়ে হাসলেন। "যদিও আমি এতে খুশিই হয়েছি। তুমি নাকি সকালে একজনকে বেশ প্যাদানি দিয়েছো। রেডিওতে মনে হয় এমনই শুনলাম। সত্যিই কি তাই?"

"সত্যিকার অর্থে তেমন কিছু নয়," অস্বস্তি নিয়ে বললাম আমি।

"তুমি কি জানো, লোকটা কে? কিসের খোঁজ করছিলো ও?"

"আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারি নি," আমি বললাম। "কিন্তু লোকটা রিফ্রিজারেটরের ভেতরে থাকা ক্যারি হারপার এবং স্টারলিং হারপারের মৃতদেহের ছবি তুলেছিলো। এরপর সে ফাইল খুঁজতে শুরু করে।"

"ফাইলগুলো কি সে অক্ষরভিত্তিকভাবে খুঁজছিলো?"

" 'এম' ড্রয়ার পার হয়ে 'এন' ড্রয়ার খোলার চেষ্টা করছিলো," আমি বললাম।

" 'এম' দিয়ে কি ম্যাডিসন বোঝানো হয়েছে?"

"সম্ভবত," আমি জবাব দিলাম। "কিন্তু তার কেসের কাগজপত্র সামনের অফিসে তালাবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত। আমার ফাইল কেবিনেটে সত্যিকার অর্থে ম্যাডিসনের কোনো কাগজপত্রই এই রাখা হয় নি।"

দীর্ঘ নীরবতার পর, লিগ্যাল প্যাডের তর্জনি দিয়ে টোকা দিয়ে এথরিজ বললেন, "সাম্প্রতিক এই মৃত্যুগুলো নিয়ে যতোটুকু আমি জানি, এখানে তা লিপিবদ্ধ করেছি। বেরাইল ম্যাডিসন, ক্যারি হারপার এবং স্টারলিং হারপারের মৃত্যু। রহস্য উপন্যাসের মতো একই সূত্রে গাঁথা যেনো মৃত্যুগুলো, তাই নয় কি? আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে পাণ্ডুলিপি হারানোর বিষয়টি, যার দায় এসে পড়েছে মেডিকেল এক্সামিনারের অফিসের ওপর। কে, তোমাকে আমি দুটো উপদেশ দিতে চাই। প্রথমত : যদি কেউ পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে, তাহলে ওই ব্যক্তিকে কিংবা ব্যক্তিদেরকে সরাসরি আমার অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে বলবে। আইনের পোশাক পরে ট্রাম্পেট বাজালে ঠিকই দেখবে ইদুঁরগুলো বেরিয়ে এসেছে। আমার কর্মীদের এখনই কাজে এগিয়ে দিচ্ছি, দেখবে পুলিশ সরে দাঁড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়ত আমি তোমার ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখলাম, তোমাকে আসলে বরফের চাইয়ের মতো কঠিন হয়ে থাকতে হবে।"

"এর মাধ্যমে আপনি ঠিক কি বুঝাতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।" একরাশ অস্বস্তি নিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"নীচে কি আছে সেটাই উপর থেকে বের হয়ে থাকতে দেখা যায়," তিনি বললেন। "গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুই প্রেসের সামনে তোমার প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।" ঘড়ির চেনের ওপর আঙুল বুলাতে বুলাতে তিনি বললেন। "এসবের সাথে তোমার সম্পৃক্ততা কমিয়ে আনার চেষ্টা করো।"

"আমার সম্পৃক্ততা?" আমি প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করলাম। "আপনার কথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, চোখ-কান বুঁজে আমি আমার কাজ ক'রে যাবো, আর অফিস লাইম লাইটে আসুক এটাও চাইবো না?"

"হ্যা এবং না। হ্যা, তুমি তোমার কাজ ক'রে যাবে তবে মেডিকেল অফিসকে লাইম লাইটের বাইরে রেখে। যে রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে তোমার পক্ষে তা সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে।" এথরিজ একটু থামলেন। ডেস্কের ওপর হাতটা ভাঁজ ক'রে বললেন, "আমি রবার্ট স্পারাচিনো কেমন চরিত্রের মানুষ, তা কিছুটা হলেও জানি।"

"তার সাথে আপনার পরিচয় আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দুভার্গ্যবশত ল'স্কুলে আমি তার ক্লাশমেট ছিলাম," তিনি বললেন।

একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"কলম্বিয়া, একান্নতম ব্যাচ," এথরিজ বলে যেতে লাগলেন। "অসম্ভব মোটা, দাম্ভিক এক তরুণ, যার আত্মপক্ষ সমর্থন করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো। তাছাড়া ও ছিলো অত্যন্ত মেধাবী এবং সম্ভবত শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছিলো। এরপর প্রধান বিচারপতির সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করলে আমি অবশ্য এর কোনো প্রতিবাদ জানাই নি, কিংবা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করি নি।" এথরিজ একটু থামলেন। "আমি সে সময়ে ওয়াশিংটন চলে যাই। সেখানে দরিদ্র হুগো ব্ল্যাকদের সাথে কাজ শুরু করি, অন্যদিকে রবার্ট নিউ ইয়র্কেই থেকে যায়।"

"ওকি আপনাকে ক্ষমা করতে পেরেছিলো?" একরাশ কৌতহল নিয়ে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম। "আমার তো ধারণা আপনাদের ভেতর চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকার কথা। তার জায়গায় আপনি গ্র্যাজুয়েশনে শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন, বিষয়টা কি সে এতো সহজে ভুলতে পেরেছে?"

"আমাকে বড় দিনের কার্ড পাঠাতে ও কখনো ভুল করে না," এথরিজ শুষ্ক কণ্ঠে বললেন। "কম্পিউটার লিস্ট থেকে আমার নাম বের ক'রে কার্ড পাঠায়। কার্ডে ওর ছাপানো স্বাক্ষর থাকে, কিন্তু আমার নাম সবসময়ই ভুল বানানে লেখে। বুঝতে পারি, আমাকে অপমান করার জন্যেই সে এমন করে।"

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের মাধ্যমে কেন এথরিজ স্পারাচিনোর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইছে। "স্পারাচিনো শুধুমাত্র

BanglaBook.org

আমার সাথেই ঝামেলা পাকাতে চাইছে। মনে হয় না আমার সাথে আপনাকেও এর ভেতর জড়ানোর ইচ্ছে আছে তার," খানিকটা ইতস্তত ক'রে আমি বললাম।

"কি? পাণ্ডুলিপির ব্যাপারটা?"

"ওটা সম্পূর্ণ ভাওতাবাজি, তা কি ও জানে না? সাধারণ জনগণের ভেতর বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আমার প্রতি কি এক ধরণের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় নি?" এথরিজ মৃদু হাসলেন। "এগুলো ক'রে সে তার উদ্দেশ্য ঠিকই পূরণ করবে।"

"কিন্তু এভাবে তো ও আমাদের উৎসাহকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে," আমি মন্তব্য করলাম। স্পারাচিনো নিশ্চয়ই জানে যে, জনগণের ভেতর কোনো গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে আমার অফিস তা রাষ্ট্রের এ্যাটর্নির হাতে তা ছেড়ে দেবে। আপনিই বলেছেন যে, ওই মানুষটা প্রতিহিংসাপরায়ণ।"

এথরিজ হাতের পিঠের ওপর আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন। একটু থেমে তিনি বললেন, "রবার্ট স্পারাচিনো সম্পর্কে যা কিছু জানি তা আমি তোমাকে বলতে পারি। কলম্বিয়া থাকতে তার সম্পর্কে তথ্যগুলো আমি পেয়েছিলাম। ও একজন ভেঙে যাওয়া পরিবারের সন্তান। যখন মায়ের কাছে বেড়ে উঠছিলো তখন তার বাবা ওয়াল স্ট্রিটে প্রচুর অর্থ কামাচ্ছে। শিশু রবার্ট বছরে অনেকবারই পিতার কাছে নিউ ইয়র্ক বেড়াতে আসতো। ইঁচড়েপাকা স্বভাবের রবার্ট ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য জগতের প্রতি উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং এর জ্ঞানও লাভ করতে থাকে। একবার নিউ ইয়র্কে আসার পর এলগনকুইনে নিয়ে যাওয়াতে পিতাকে রাজি করাতে সক্ষম হয় সে। লাঞ্চ করার উদ্দেশ্যে সে এলগনকুইনে যায় নি, তার উদ্দেশ্য ছিলো আসলে ভিন্ন। রবার্ট কোনোভাবে জানতে পেরেছিলো যে, সেদিন ওই রেস্টুরেন্টে ডরোথি পার্কার উপস্থিত থাকবে এবং তার গোল টেবিল বৈঠক হওয়ার কথা সেখানে। রেস্টুরেন্টে ডরোথি পার্কারকে দেখে রবার্ট সোজা চলে যায় তার টেবিলের কাছে এবং মিস পার্কারের হাত ধরে সে বলে, 'মিস্ পার্কার, আমার নাম রবার্ট। আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।' তুমি চিন্তা করতে পারো, রবার্টের বয়স তখন মাত্র নয় কি দশ। ওই বয়সের একটা ছেলে মিস্ পার্কারকে সরাসরি গিয়ে বলছে 'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।' মিস্ পার্কার সহজেই কথাটা হজম ক'রে ফেলতে পারতেন বটে, কিন্তু তা না ক'রে পাল্টা জবাব দিলেন, 'এই কথাটা অসংখ্য মানুষের মুখ থেকে শুনেছি কিন্তু তোমার মতো পিচ্চির মুখ থেকে কখনো শুনতে হয় নি।' তার চারপাশ থকে হাসির হুল্লোর ওঠায় রবার্ট সেদিন অপমানিত বোধ করেছিলো। এই অপমানের কথা বোধহয় সে জীবনেও ভুলতে পারে নি।"

দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ছোট্ট একটা ছেলে তার মিষ্টি হাত এক তরুণীর দিকে বাড়িয়ে ধরেছে এবং এ ধরণের একটা মিষ্টি কথা বলছে, তাতে আমি বোধহয় মোটেও হাসতে পারতাম না। ওই শিশু নায়কের আচরণ যতোই বিব্রতকর মনে হোক না কেন, তাকেও বোধহয় ভুলে যাওয়া সম্ভব হতো না।

"এ কথা টেনে আনার একটা কারণ আছে, কে," এথরিজ বললেন, "একটা সাধারণ বিষয়ও গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। কলম্বিয়ায় স্পারাচিনো যখন

BanglaBook.org

আমাকে কথাগুলো বলেছিলো তখনও সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় ছিলো। একরাশ ঘৃণা নিয়ে তখন চিৎকার ক'রে বলছিলো, সে ডরোথি পার্কারকে দেখে নেবে। তাছাড়া এলিট সম্প্রদায়কে আর কখনো তার সামনে হাসির সুযোগ দেবে না। এরপর কি ঘটলো?" সরাসরি তিনি আমার দিকে তাকালেন। "ও তখন দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। বুক লইয়ার। এডিটর, এজেন্ট, লেখক সবাই এখন বলা চলে তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে মনে হয়তো কেউ তাকে গালি দিতে পারে কিন্তু কেউ হয়তো তার মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস পাবে না। সম্ভবত এখন সে প্রতিদিনই এলগনকুইনে লাঞ্চ করে। তাছাড়া বেশিরভাগ বই কিংবা সিনেমার চুক্তিপত্র ওখানেই স্বাক্ষরিত হয় সাধারণত। ওই রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হবে আর ডরোথি পার্কারের ভূত তাকে তাড়া করবে না এটাও কি সম্ভব?" এথরিজ একটু থামলেন। "ওই কথাগুলো কি ভুলে যাবার মতো?"

"না। যদি না মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে নিজ থেকে এই চিন্তা মাথা থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করে।" আমি মন্তব্য করলাম।

"এক্ষেত্রে আমি তোমাকে আবারো উপদেশ দিতে চাই," আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে এথরিজ বললেন, "স্পারাচিনোর ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও। যদি সম্ভবও হয় তাহলে তোমাকে আর তার সাথে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি না। কে, ওকে খাটো ক'রে দেখা তোমার মোটেও উচিত হচ্ছে না। এমনকি মনে মনে হয়তো ভাবছো, তাকে তো খুব সামান্য কিছুই বলেছো, কিন্তু তখন স্পারাচিনো দেখোগে ঠিকই তোমার মনের প্রতিটা গোপন চিন্তা জেনে ফেলেছে। আমি এখনো নিশ্চিত হতে পারি নি, বেরাইল ম্যাডিসন কিংবা ক্যারি হারপারের সাথে তার কী সম্পর্ক থাকতে পারে। আদৌ তাদের সাথে সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত নই। আপাত দৃষ্টিতে অমীমাংসিত রহস্যের মতো মনে হয়। তবে যতোটুকু ও জেনেছে, ঠিক আছে, কিন্তু এর বেশি এই মৃত্যু সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানতে দিবো না।"

"ইতিমধ্যে ও অনেক বেশি জেনে গেছে," আমি বললাম। "যেমন ধরা যাক বেরাইল ম্যাডিসনের পুলিশ রিপোর্ট। আশা করি এটা জিজ্ঞেস করবেন না যে কি ভাবে—"

"তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ও খুবই পারদর্শী," এথরিজ আমাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললেন। "যেখানে তথ্য প্রকাশ প্রয়োজন, সেখানে ছাড়া আর কোথাও কোনো তথ্য প্রকাশের প্রয়োজন নেই। তোমার অফিসের নিরাপত্তা আরো জোরদার করতে হবে, নিরাপত্তা কর্মীদের সতর্ক ক'রে দিতে হবে, বিশেষ লকের ব্যবস্থা করতে হবে ফাইলগুলো সংরক্ষণে, তোমাকেও সচেতন হতে হবে, কে। তোমার অনুমতি ছাড়া কোনো কর্মীই যেনো কোনো তথ্য প্রকাশ করতে না পারে তা দেখার দায়িত্ব কিন্তু তোমারই। প্রতিটা ক্ষেত্র থেকেই স্পারাচিনো তার সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে। এই গোপনীয়তা রক্ষার কারণে অনেকেই হয়তো মর্মাহত হবে, তোমার কাছেও খারাপ লাগতে পারে এগুলো। বিষয়টা কোর্টে না ওঠা পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছুই বলা যাবে না,

BanglaBook.org

সাফ সাফ জানিয়ে দিবে সবাইকে। এরপর আমরা হয়তো ওর পাবলিসিটির বাতাসের গতি এন্টার্কটিকার দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবো।"

"আপনি যে এটা করবেন সে হয়তো সেটা অনুমান করতে পারবে," আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম।

"কোনো সহকারী কাজটা করার বদলে তুমি সেটা করবে?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"ভালো, তেমন হলেই ভালো," তিনি জবাব দিলেন।

আমি বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত। স্পারাচিনোর অতি উৎসাহের কথা আমি সহজে ভুলবো না। অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার দেবী নেমেসিস সে সংকল্প ক'রে বসে আছে—যেভাবেই হোক প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করছে সে। কিন্তু এ্যাটর্নি জেনারেলের দ্বন্দ্বে জড়াতে বোধহয় সে চাইবে না। আবার পাহারার কুকুর, অন্যান্য নিরাপত্তাকে পাশ কাটিয়েও সে যেতে পারবে না। সুতরাং সবকিছু বাদ দিয়ে স্পারাচিনোর পক্ষে আমার সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়াটাই বিশেষ সুবিধাজনক। এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে ও সহজেই ক্ষিপ্ত ক'রে তুলতে পেরেছে আমাকে, আর এরই মধ্যে আমার মাথার ভেতর নতুনভাবে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে মার্ক। এ ক্ষেত্রে ওর ভূমিকা কতোটুকু?

"সবকিছু নিয়ে তুমি প্রচণ্ড বিরক্ত হয় উঠেছো, এ বিষয়ে অবশ্য তোমাকে দোষও দেয়া যাবে না," এথরিজ বললেন। "এক্ষেত্রে তোমার আত্মঅহংকার জলাঞ্জলি দিতে হবে। এই মুহূর্তে তোমার আবেগ দেখালে চলবে না, কে। তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার।"

এথরিজের কথাগুলো আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম।

"স্পারাচিনোর বিনোদন পার্ক থেকে বেরিয়ে আসার টিকেট বোধহয় আমরা পেয়ে গেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই পাণ্ডুলিপি নিয়ে সবার মনেই এক ধরণের কৌতুহল জন্মেছে। যেভাবেই হোক তোমার পক্ষে এটা খুঁজে বের করা সম্ভব, নয় কি?"

আমার মুখটা মনে হলো রাগে গরম হয়ে উঠছে। "টম, কোনোভাবেই জিনিসটা আমার অফিসে আসে নি—"

"কে," শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি, "সেটা আমার প্রশ্ন নয়। অনেক কিছুই তোমার অফিসে সময়মতো আসে না। কিন্তু একজন মেডিকেল এক্সামিনার হিসেবে তোমাকে অনেক কিছুই জোগাড় করতে হয়। প্রেসক্রিপশন, ওষুধ ইত্যাদি অনেক কিছু। সামান্য বুক ব্যথা এবং আকস্মিকভাবে তার থেকে কারও মৃত্যু—তুমি পরিবারের সদস্যদের সাথে বলে খুঁজে বের করতে পারো, ওই মৃত্যু বুক ব্যাথার কারণেই শুধু নয়, এই ঘটনার পেছনে হয়তো জড়িয়ে আছে কারো আত্মহত্যার প্ররোচনা। জোর ক'রে কারও মুখ থেকে তুমি কথা আদায় করতে পারবে না বটে, কিন্তু তদন্ত ক'রে সত্য খুঁজে বের করতে পারবে। এমনকি পুলিশকে না জানানো ঘটনাও তোমরা অনেক সময় খুঁজে বের করতে সক্ষম।"

"টম, আমি কোনো যেন তেন স্বাক্ষী হতে চাইছি না।"

BanglaBook.org

"আমি জানি তুমি একজন দক্ষ স্বাক্ষী। অবশ্যই তুমি যেন তেন স্বাক্ষী হতে চাইবে না। তেমন হতে চাওয়াটা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হবে না," তিনি বললেন।

"পুলিশের সাধারণত খুব ভালো জেরা করতে পারে," আমি পূর্বকথার সূত্র ধরে বললাম। "তারা ধরেই নেয় সাধারণ জনগণ তাদের কাছে সত্য বলছে না।"

"তুমিও কি তেমনই ধারণা করো?" এথরিজ প্রশ্ন করলেন।

"আপনার স্থানীয় ডাক্তার বন্ধু তেমনই ধারণা করে। লোকে আসলে মনে মনে যা কল্পনা করে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা সেটুকুই প্রকাশ করে। লোকে যা কিছু মনে করে, সেটাই করার চেষ্টা করে। কোনো ডাক্তারই বোধহয় আশা করে না যে, তার রোগী মিথ্যে বলছে।"

"কে, তুমি সাধারণের কথা বলছো," তিনি বললেন।

"আমি চাইছি না এরকম কোনো অবস্থানে—"

"কে, সাধারণ কিছু সূত্র দেখে এবং মৃত্যুর ধরণ দেখে একজন মেডিকেল এক্সামিনার অনেক কিছু বলে দিতে পারে। তারা মৃতদেহ পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট তৈরি করে তাতে পুলিশের কাজ অনেক সহজ হয়ে আসে। একদিক থেকে তোমাদের ক্ষমতা অনেক। পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তোমাদের। শুধু মাত্র একটাই ক্ষমতা নেই—সরাসরি তোমরা কাউকে গ্রেফতার করতে পারো না। তুমি তা ভালোভাবেই জানো। আর এটাও জানো, পুলিশ কখনোই ওই পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করতে যাবে না। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে, ওই পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করার ক্ষমতা রাখে।" তিনি শান্তভাবে আমার দিকে তাকালেন। "এটা কিন্তু তোমার খুবই প্রয়োজন। ওদের চাইতেও বেশি প্রয়োজন। কারণ এর সাথে তোমার সুনাম জড়িয়ে আছে।"

এখন আসলে আমার কিছুই করার নেই। এথরিজ বর্তমানে স্পারাচিনোর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর আমি তাদের মাঝখানে বলির পাঠায় পরিণত হয়েছি।

"কে, ওই পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করো," ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে মন্তব্য করলেন এ্যাটর্নি জেনারেল। "আমি তোমাকে জানি। বিষয়টার প্রতি মনোযোগী হও। হয় পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করো, নয়তো ওটার ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। ইতিমধ্যে তিন জন মারা গেছে। এর মধ্যে একজন আবার পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী। হয়তো অনেকের মতো আমিও একজন তার ভক্ত হতে পারতাম। এই ঘটনার তল কতোটা নিচে, আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে। এর পাশাপাশি স্পারাচিনো সম্পর্কে যে তথ্যই তোমার কাছে আসবে, তুমি তা সাথে সাথে আমাকে জানাবে। চেষ্টা ক'রে দেখো, চেষ্টা করবে তো?"

"অবশ্য করবো, স্যার," আমি জবাব দিলাম। "অবশ্যই আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো।"

BanglaBook.org

আমি বিজ্ঞানীদের জ্বালাতন করা শুরু করলাম।

তথ্য বিশ্লেষণের বিষয়টা এমন এক ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যার থেকে হয়তো চোখের নিমেষে যে কোনো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিষয়টা কাগজের লেখার

মতো নির্জলা এবং বাস্তবধর্মী। বুধবার সন্ধ্যায় আমি, সেকশন চিফ উইল এবং মেরিনো এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বিচিত্র এক কাজ নিয়ে।

আমি আসলে কতোটুকু আশা করছি, সে বিষয়ে আদৌ নিশ্চিত নই। ইচ্ছে করলে খুব সহজ একটা সমাধান বের করা সম্ভব, মিস্ হারপার হয়তো ওই দিন ফায়ারপ্লেসে বেরাইল ম্যাডিসনের পাণ্ডুলিপিটাই পুঁড়িয়ে ছিলেন। বিষয়টার স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে, আরো হয়তো বলতে পারি, বেরাইল পাণ্ডুলিপিটা তার প্রিয় বান্ধবীর কাছে জমা রেখেছিলো। মিস্ হারপার যে তার পরিবারের গোপনীয়তা কারো সামনে প্রকাশ হত দেবেন না, সে ব্যপারে নিশ্চিত থাকা যায়। আমরা বিষয়টার একটা সহজ ইতি টানতে পারি—জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু এতো সামান্য পরিমাণ টাইপ করা পোঁড়া কাগজ আমরা উদ্ধার করেছি যে, বিষয়টাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার ব্যপারে কারোরই মন সায় দিতে চাইছে না। ছাইয়ের ভেতর পুড়ে না যাওয়া কাগজের পরিমাণ অতি সামান্যই। আকারেও সামান্য। কোনোটাই বোধহয় দশ সেন্টের রৌপ্য মুদ্রার চাইতে বড় নয়। এর ভেতর আবার আছে তারও চাইতে ক্ষুদ্র টুকরো যা ইনফ্রারেড ফিলটার লেন্সের নিচে পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। থোকায় থোকায় কুঞ্চিত সাদা ছাই। এগুলোই আমাদের কাছে মহামূল্যবান রত্ন-পাথরের মতো মনে হচ্ছে। মহা মূল্যবান রত্ন-পাথরের মতো এই ছাই পরীক্ষা করার মতো কোনো প্রয়োগিক বিদ্যা আমাদের জানা নেই অথবা রাসায়নিক পরীক্ষারও কোনো পদ্ধতি নেই। মেরিনো অতি যত্নে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্সে ছাইগুলো জোগাড় ক'রে এনেছে। এগুলো একটা একটা ক'রে আলাদা করা যে কতোটা দূরূহ ব্যাপার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা টুকরোও যেনো কোনোভাবে উড়ে যেতে না পারে, তার জন্যে নথি সংরক্ষণের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রেখে যতোদূর সম্ভব বায়ু মুক্ত ক'রে নিয়েছি।

কাজটা যে এতোটা কষ্টকর এবং পীড়াদায়ক হতে পারে, তা বোধহয় অন্য কাউকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার মতো ক'রে ছাইয়ের গাদায় আমরা চিমটা দিয়ে একটা একটা ক'রে শব্দ কিংবা অক্ষরযুক্ত পোড়া কাগজের টুকরো খুঁজে বের করছি একটা টুকরো এখান থেকে, একটা ওখান থেকে, এভাবেই। অনুমান করা যায় মিস্ হারপার প্রায় বিশ পাউনড ওজনের ছেঁড়া কাগজ ওই দিন পুড়িয়েছিলেন। কাগজগুলোতে কার্বন রিবন দিয়ে টাইপ করা হয়েছিলো। বেশ কিছু কারণে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, যে কাগজ গাছের ছাল কিংবা আঁশ থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে তা আগুনে পোড়ানো হলে তার ছাইয়ের রঙ হবে কালো, আর যে কাগজ তুলা থেকে প্রস্তুত, তার ছাইয়ের রঙ হবে সাদা। মিস হারপারের ফায়ারপ্লেস থেকে যে ছাইগুলো পেয়েছি, তার রঙ একেবারেই সাদা। এই বিশ পাউন্ডের ভেতর অর্ধ-দগ্ধ কাগজের টুকরো খুঁজে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ও মাথায় রাখতে হবে যে কার্বন কখনো আগুনে পুড়ে না। আগুনের তাপে বরং টাইপ করা অক্ষরগুলো স্পষ্টভাব ভেসে ওঠে। এ ধরণের প্রায় বিশ টুকরো কাগজ খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। কিছু শব্দ সাদা ছাইয়ের ওপর স্পষ্টভাবে ভেসে উঠেছে। আর বাকিগুলো দুর্ভাগ্যবশত বিচিত্র সব শব্দাংশ।

BanglaBook.org

"*এ আর আর আই ভি*," উইল বানান ক'রে শব্দটা উচ্চারণ করে নাকের ডগায় এগিয়ে আসা কালো চশমাটা পেছন দিকে ঠেলে সারিয়ে নিলো। তার কমবয়সী চেহারায় ক্লান্তির স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। মন প্রাণ ঢেলে এই কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে উইল।

আমার নোটপ্যাডে শব্দগুলো লিখতে লাগলাম।

"এরাইভড্, এরাইভিং, এরাইভ," লজ্জিত কণ্ঠে ও বললো। "ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে শব্দটা কী হতে পারে।"

"এরাইভাল, এ্যারাইভিস্ট," আমার ধারণা উচ্চ কণ্ঠে জানান দিলাম।

"*এরাইভিস্ট?*" মেরিনোকে অবাক মন হলো। "ঘোড়ার ডিমের সেটা আবার কি?"

"বলা যেতে পারে সামাজিকভাবে ক্ষমতা অর্জনকারী," আমি জবাব দিলাম।

"যে রহস্যে ছিলাম, সেই রহস্যেই থেকে গেলাম আমি," বিব্রতভাবে মন্তব্য করলো উইল।

"বেশিরভাগ মানুষই বোধহয় রহস্যের ভেতর থেকে গেছে," আমি আর কথা বাড়াতে দিলাম না। নোট প্যাডের ওপর চোখ আঁটকে রাখতে রাখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমার ইচ্ছে করছে নিচ তলার নেমে 'এ্যাডভিল'-এর বোতল খুলে বসি। তাতে চোখের ক্লান্তি দূর হবে কিনা জানি না, কিন্তু মাথা ব্যথা যে খানিক কমবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

"হায় জিশু, রক্ষা করো," অভিযোগের সুরে বললো মেরিনো। "শব্দ শব্দ আর শব্দ। আমার এই হতভাগ্য জীবনে এতোসব শব্দ বোধহয় এক সাথে দেখি নি। এর অর্ধেকও বোধহয় কানে শুনি নি। যদিও এ কারণে আমি মোটেও হতাশ নই।"

ডেস্কের নিচে পা নাচাতে নাচাতে মেরিনো সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ক্যারি হারপারের টাইপরাইটারের খুলে নেয়া রিবন থেকে একে একে যে শব্দগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে উইল তা একটা কাগজে লিখে নিয়েছে। মেরিনো এখন সেই কাগজ পড়তে ব্যস্ত। মোটেও এটা কার্বন রিবন নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায় মিস্ হারপার যে কাগজগুলো পুড়িয়েছেন, তা ক্যারি হারপারের টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করা হয় নি। মনে করা যেতে পারে, ঔপন্যাসিক হয়তো নতুন কোনো বইয়ের কাজ শুরু করেছিলো। এগুলো নিয়ে মেরিনো বোধহয় খুব বেশি মাথা ঘামাতে চাইছে না।

"ভাবছি এই গোবরগুলো বিক্রি করা যাবে কিনা," মেরিনো বললো।

ওদের মনে এ ধরণের ধারণা পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই আমার মন্তব্য ওদের জানানো উচিত।

"তোমরা জানো না," পূর্ব কথার রেশ ধরে মেরিনো বললো, "কোনো প্রখ্যাত লেখকের মৃত্যুর সাথে সাথে এমন ঘটা অতি স্বাভাবিক ব্যপার। পাবলিশাররাও এখন একটা টুকরো কাগজ ছাপানোর জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।"

"হ্যা। এ ধরণের বিষয়কে বলা যেতে পারে *সাহিত্যের টেবিলের উচ্ছিষ্ট*," আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম।

BanglaBook.org

"হুহ্?"

"কিছু মনে করো না। এখানে মাত্র দশ পাতাও হব না, মেরিনো।" ম্লান কণ্ঠে বললাম আমি। এর থেকে একটা বই তৈরি করা বোধহয় সম্ভব নয়।"

"হ্যা। সুতরাং এগুলো বোধহয় বইয়ের বদলে *এ্যাসকোয়ার* কিংবা *প্লেবয়*'র খাদ্য হতে পারে। সম্ভবত এখনও এটার সামান্য কিছু অর্থমূল্য আছে," মেরিনো মন্তব্য করলো।

"এই শব্দটা নিঃসন্দেহে কোনো স্থান কিংবা কোম্পানির নাম নির্দেশ করছে," মেরিনোর আলোচনা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলো উইল। "ইংরেজি 'সি' 'ও' অক্ষর দুটো বড় হাতের।"

আমি বলতে বাধ্য হলাম, "চমৎকার। খুবই বমৎকার।"

মেরিনো আড়চোখে আমার দিকে একটু তাকালো।

"খুব সাবধান। জোরে নিঃশ্বাস ফেলবেন না।" সাদা ছাইয়ের ওপর কালো অক্ষরে সি ও অক্ষর ফুটে আছ। সেটা চিমটা দিয়ে খুব সাবধানে ধরে রেখে মেরিনোকে উইল সাবধান ক'রে দিলো।

"কাউন্টি, কোম্পানি, কান্ট্রি, কলেজ," শব্দটা কিসের হতে পারে তার ধারণা দেবার চেষ্টা করলাম আমি। শরীরের রক্ত আবারো দ্রুত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে যেনো নিজেকে আবারো জাগিয়ে তুলছে।

"হ্যা, তবে বি ও আর, বোর দিয়ে কি হতে পারে?" মেরিনোকে একটু বিভ্রান্ত মনে হলো।

"এ্যান আরবার?" উইল জানতে চাইলো।

"ভার্জিনিয়ার কোনো কাউন্টি কি হতে পারে না?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

কিন্তু আমরা জানি ভার্জিনিয়ার এমন কোনো কাউন্টি নেই যার নামের শেষে বোর অংশটুকু যুক্ত আছে।

"হারবার," আমি বললাম।

"ঠিক আছে। কিন্তু তার পরেই আছে 'কো', এটা নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন," উইল দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমার মন্তব্য মেনে নিলো। "হারবার কোম্পানি," মেরিনো মন্তব্য করলো।

আমি টেলিফোন ডাইরেক্টরির দিক তাকালাম। এর ভেতর পাঁচটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নাম আছে, যার শুরু হারবার দিয়ে : হারবার ইস্ট, হারবার সাউথ, হারবার ভিলেজ, হারবার ইমপোর্টস, এবং হারবার স্কোয়ার।

"কিন্তু মনে হয় না এর ভেতর আমাদের কাঙ্ক্ষিত কোনো নাম লুকিয়ে আছে।" মেরিনো মন্তব্য করলো।

ডাইরেক্টরি এ্যাসিসটেন্সকেও ফোন ক'রে জানতে চাইলাম, উইলিয়ামসবুর্গ এলাকায় 'হারবার' সংশ্লিষ্ট কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নাম তার জানা আছে কিনা। অথবা কোনো অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। এরপর আমি

BanglaBook.org

উইলিয়ামসবুর্গ পুলিশ বিভাগের ডিটেকটিভ পটিটকে ফোন করলাম। তাকেও আমি একই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু পটিট কাজে আসার মতো কোনো তথ্য দিতে পারলো না।

"আমার মন হয় না এই একটা বিষয় নিয়ে ঝুলে থেকে কোনো লাভ আছে," তিক্ত কণ্ঠে বললো মেরিনো।

উইল আবারো বাক্সভর্তি ছাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মেরিনো আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে তালিকাভুক্ত শব্দ এবং শব্দাংশগুলোতে চোখ বুলাতে লাগলো।

তুমি, তোমার, আমি, আমার, আমরা এবং ভালো, এই শব্দগুলো বেশ কয়েকবার ক'রে এসেছে। অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ শব্দগুলো প্রাত্যহিক জীবনে খুব বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা হয় এবং হয়, ছিলো, ওই, যা, একটি, এবং এই। কিছু কিছু শব্দ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। যেমন—শহর, বাড়ি, জানি চিনি, স্থান, ভয়, কাজ, চিন্তা এবং মিস। এগুলো বাদেও বেশ কিছু অসম্পূর্ণ শব্দ পাওয়া গেছে, যা অনুমানের ওপর ভিত্তি ক'রে সম্পূর্ণ শব্দের রূপ দিতে হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে ভয়। এক্ষেত্রে ধরে নেয়া যেতে পারে শব্দটা ভয়ংকরই হব। সূক্ষ্ম তারতম্য অবশ্য থাকতেই পারে। সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে শব্দগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে বোধহয় কখনোই তা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সবাই ভয়ংকর শব্দটা সাধারণত যেভাবে ব্যবহার ক'রে থাকে, 'এটা কি ভয়ংকর ঘটনা নয়?' বিশেষণের প্রয়োগেও এটা অন্যরকম হতে পারে। যেমন, 'মানুষটা ভয়ংকর প্রকৃতির।' কিংবা অবস্থার বর্ণনা করতে চাইলে বলা যেতে পারে, 'আমি ভয়ংকর অবস্থার ভেতর আছি,' কিংবা, 'আমি ভয়ংকর রকমের হতাশ।' ভালোবাসা সংক্রান্ত কোনো বাক্যের প্রয়োগের সময় এই শব্দের ব্যবহার আবার হয়ে যেতে পার—'তোমার অনুপস্থিতি আমি ভয়ংকরভাবে অনুভব করছি।' 'তুমি ভয়ংকর সুন্দর।' এমন বাক্য যদি কেউ ব্যবহার করে তাহলেও হয়তো ভুল হবে না।

এই সবকিছু বাদেও নামের কিছু ক্ষুদ্রাংশ খুঁজে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্টারলিং এবং ক্যারি।

মিস্ হারপার যে কাগজগুলো পুড়িয়েছেন সেটা আমি ধারণা করতে পারলাম। "আমার ধাণা, পোড়া কাগজগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত চিঠি," আমার মন্তব্য জানালাম। "এই টাইপ করা কাগজগুলো আসলে ওই কাজেই ব্যবহার করা হয়েছিলো।"

উইল আমার সাথে একমত হলো।

"বেরাইলের বাড়িতে কোনো স্টেশনারি দেখতে পেয়েছিলে ব'লে মনে পড়ে?" মেরিনোকে আমি প্রশ্ন করলাম।

"কম্পিউটার পেপার, টাইপিং পেপার, ওগুলোই। তুমি যেমন অতি মূল্যবান কার্পেটের কথা বলছো, তেমন কিছু নয়," ও বললো।

"ওর প্রিন্টারে ইঙ্ক রিবন ব্যবহার করা হয়েছে।" চিমটা দিয়ে আরেকটা টুকরো খুঁজে বের করে মন্তব্য করলো। "আরেকটা বোধহয় খুঁজে পাওয়া গেছে।"

BanglaBook.org

আমি তার দিকে একটু তাকালাম।

এই বার কেবল পাওয়া গেলো *ওর সি*।

"বেরাইলের কম্পিউটার এবং প্রিন্টার ছিলো ল্যানিয়ার," আমি মেরিনোকে জানালাম। "সবসময় সে এই কম্পিউটারই ব্যবহার করেছে কিনা তা খুঁজে বের করাটা মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"আমি তার সমস্ত রিসিপ্ট খুঁজে দেখেছি," ও বললো।

"কতো বছর হলো কম্পিউটার ব্যবহার করছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় বছর হবে," মেরিনো জবাব দিলো।

"একই কম্পিউটার?"

"না," মেরিনো জবাব দিলো। "তবে ওই ঘোড়ার ডিমের একই প্রিন্টার ব্যবহার করেছে সে। ডেইজি হুইলের হিসেব মতো প্রায় ষোলোশ' পাতা প্রিন্ট হয়েছে। সব সময় অবশ্য একই ধরণের রিবন ব্যবহার করেছে। কম্পিউটারের আগে সে কীভাবে লিখতো সে ব্যাপার আমার কোনো ধারণা নেই।"

"হু, বুঝতে পারছি।"

"তুমি বুঝতে পারছো বলে আমি খুশি হয়েছি," তিক্ত কণ্ঠে বললো মেরিনো। "আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

ভার্জিনিয়ার কোয়ানটিকো'তে যে এফবিআই ন্যাশনাল একাডেমি ভবনটা আছে সেটা ইট এবং কাঁচের অদ্ভুত এক সমন্বয়ে নির্মিত। এক বছর আগে এখানে আমার অবস্থানের কথা সহজে ভুলবো না।

শুক্রবার সকালে বেন্টন ওয়েসলি আমাদের সাথে জরুরি এক সভায় মিলিত হওয়ার কথা দিয়েছেন। একাডেমির ফোয়ারাটার কাছে মেরিনোকে আগে থেকেই অপেক্ষায় থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে ও লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলো। ওর হাঁটার ধরণ দেখে মনে হলো যেনো আমার দুটো পদক্ষেপের সমান ওর একটা পদক্ষেপ। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত লবি ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো, এটাকে এফবিআই একাডেমি না বলে ব্যয়বহুল মটেল বললেই বোধহয় ভালো হতো। হয়তো এর নাম দেয়া যেতো কোয়ানটিকো হিলটন। ফ্রন্ট ডেস্কে গিয়ে মেরিনো তার রিভলভার পরীক্ষা করিয়ে দু'জনের পক্ষে ভিজিটিং রেজিস্টারে স্বাক্ষর করলো। ওয়েসলি টেলিফোনে স্বাক্ষাৎ করার অনুমতি দেবার পর, রিসেপসনিস্ট আমাদের বুকে ভিজিটার্স পাস আঁটকে দিলো।

কাঁচ দিয়ে বিভক্ত করা বিভিন্ন অফিস কক্ষকে গোলক ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে। ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, এমনকি এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিংয়ে সহজেই যাওয়া-আসা করা যায়। এর জন্যে মূল ভবন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না। কতোবার যে আমি এখানে এসেছি আর পথ ভুল করেছি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন্ পথে কোথায় যেতে হবে, সে বিষয়ে মেরিনো নিশ্চিত। আমি ওর পেছন পেছন এগুতে লাগলাম। বিভিন্ন রঙের পোশাক পরিহিত ছাত্রদের প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখলাম। কেউ কেউ আবার আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। প্রতিটা বিভাগের ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন রঙের পোশাক। খাকি প্যান্ট এবং লাল জামার ছাত্ররা নতুন পুলিশ অফিসার। কালো প্যান্ট, ধূসর জামা এবং চকচকে পালিশ করা কালো জুতার ছাত্ররা হচ্ছে নতুন ডিটেকটিভ এজেন্ট। এদের ভেতর যারা অভিজ্ঞ তাদের পোশাকের রঙ আবার ভিন্ন। তাদের পোশাক হচ্ছে কালো জামা, কালো প্যান্ট এবং কালো জুতা। এফবিআই এজেন্ট হিসেবে পরিচিত হবে যারা তারা পরেছে নীল প্যান্ট এবং খাকি জামা। হোস্টেজ টিমের সদস্যদের পোশাক সম্পূর্ণ সাদা। এখানকার ছাত্র হতে হলে নারী-পুরুষ উভয়েরই চমৎকার স্বাস্থ্য থাকা চাই।

আমরা একটা লিফটে প্রবেশ করলাম। মেরিনোকে *এল এল* অক্ষর খোঁদাই করা একটা বাটনে চাপ দিতে দেখলাম। *এল এল*-এর অর্থ কী হতে পারে! লো এ্যান্ড লো, অর্থাৎ কিনা, নিচে আরো নিচে। হুভার ভবনের সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রটি ষাট ফুট মাটির নিচে—যা কোনো ধরণের বোমা মেরেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। নিচের দু'তলা ফায়ারিং রেঞ্জ। তারও নিচে এই আশ্রয় কেন্দ্র। আমার কাছে সব সময়ই মনে হয়, একাডেমি তাদের আচরণ বিজ্ঞান বিভাগকে স্বর্গের কাছাকাছি না রেখে নরকের কাছ

BanglaBook.org

ঘেঁষে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নামের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সর্বশেষ এর নাম করণ হয়েছে, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্ট, অথবা সিআইএ (অন্য আরেকটি সংস্থার নামের অদ্যাক্ষরের সাথে গুলিয়ে পেলার ইচ্ছাকৃত প্রয়াস)। অবশ্য কাজের ধরণ একটুও পাল্টায় নি। আমদের চারপাশে মনোবিকারগ্রস্ত, সামাজিক বিকারগ্রস্ত মানুষের ছড়াছড়ি, তারপরও আছে ভয়ঙ্কর সব খুনিরা—শয়তান প্রকৃতির মানুষগুলোকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এরা যে সবার মাথা ব্যথার কারণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লিফট থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ হলওয়ে পার হয়ে আমরা একটা প্রশস্ত অফিস কক্ষে প্রবেশ করলাম। ওয়েসলি আমাদেরকে তার কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে এসে একটা কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করলেন। বিশালাকৃতির চকচকে একটা টেবিলের ওপাশে রয় হ্যানোওয়েল ব'সে আছেন। এই ফাইবার এক্সপার্ট কোনো মিটিয়ে একবার দেখার পর, পরবর্তী মিটিংয়ে আমাকে একেবারেই ভুলে যান। তার সাথে হাত মেলাবার সময় প্রতিবারই নিজের পরিচয় দেবার প্রয়োজন পড়ে আমার।

"হ্যা, হ্যা, ডাঃ স্কারপেট্টা। কেমন আছো তুমি?" সবসময় যেমন আচরণ করেন এবারো তেমনই আচরণ করলেন তিনি।

ওয়েসলি দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে মেরিনো চারদিকে নজর বুলিয়ে একটা এ্যাসট্রে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হলো। ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের মতোই ধূমপানের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি নিষেধ আরোপিত হয়ে আছে এই একাডেমিতে। মেরিনো অবশেষে কাগজ ফেলার বাস্কেটের ভেতর থেকে একটা ডায়েট কোকের দুমড়ানো ক্যান বের ক'রে আনলো। আপাতত এটাকেই তার এ্যাসট্রে বানানোর ইচ্ছে। মেরিনোকে কোক ক্যান এ্যাসট্রে হাতে নিতে দেখে প্যান্টের পকেট থেকে আমিও সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম।

ওয়েসলির সাদা জামার পেছন দিকটা দুঁমড়ে আছে। তার চোখেও স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ দেখতে পেলাম আমি। তিনি ফোল্ডারের ভেতর থেকে এক তাড়া কাগজ বের করলেন। অতিরিক্ত কোনো কথায় না গিয়ে সরাসরি কাজের প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি।

"স্টারলিং হারপার সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেলো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

গতকাল আমি তার হিস্টোলজি স্লাইডগুলো পরীক্ষা করেছি, এবং তা থেকে যা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। যা আমি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি তার সাথে মিস্ হারপারের আকস্মিক মৃত্যুর আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য সম্পূর্ণ নিশ্চিতও হতে পারি নি।

"মিস্ হারপার ক্রনিক মাইলোসাইটিক লিউকেমিয়ায় ভুগছিলেন," আমি বললাম।

ওয়েসলিকে উৎসুক মনে হলো। "ওটাই তার মৃত্যুর কারণ?"

"না। সত্যিকারে অর্থে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারি নি, আদৌ তিনি এ সম্পর্কে কিছু জানতেন কিনা," আমি বললাম।

BanglaBook.org

"অদ্ভুত তো!" হ্যানোওয়েল মন্তব্য করলেন। "একজন লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত আর সে তা জানে না?"

"এধরণের ক্রনিক লিউকেমিয়ার লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ নাও পেতে পারে। অন্যভাবে বললে, রোগটা দীর্ঘদিন কারো শরীরে গুপ্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে।" আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। "রাতের বেলা ঘাম, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলোই শুধুমাত্র হয়তো তার ভেতর ছিলো। নয়তো এই রোগ আগেই ধরা পড়তো এবং যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতো। মিস্ হারপারের অসুস্থতা মনে হয় না মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো। তার এটা রক্তক্ষরণজনিত লিউকেমিয়া ছিলো না। তাছাড়া শরীরের অভ্যন্তরে কোনো ইনফেকশনও খুঁজে পাওয়া যায় নি।"

হ্যানোওয়েলকে খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব'লে মনে হলো। "তাহলে তার মৃত্যু হলো কিসে?"

"ঠিক বলতে পারছি না," সত্যটা স্বীকার ক'রে নিলাম আমি।

"কোনো ধরণের ঔষুধ কিংবা ড্রাগ?" কাগজে নোট নিতে নিতে জানতে চাইলেন ওয়েসলি।

"টক্সিক ল্যাবরেটরিতে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে," আমি তথ্যটা জানালাম তাদের। "তার প্রাথমিক রিপোর্টে রক্তে মাত্র পয়েন্ট জিরো থৃ পার্সেন্ট এ্যালকোহল পাওয়া গেছে। অন্যদিকে এই পরীক্ষায় তার শরীরে ডেক্সট্রোমেথের ফ্যানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ডেক্সট্রোমেথেরফ্যান হচ্ছে এক ধরণের এ্যান্টিটুসিভ, যে উপাদান কফ উপশমে সাহায্য করে। মিস্ পারকারের ওপর তলার বাথরুমের সিঙ্কের তাকে একটা রোবিটুসিন-এর বোতল পাওয়া গেছে। তবে বোতল থেকে সামান্য অংশই ব্যবহার করা হয়েছে। বোতলে অর্ধেকেরও বেশি পরিমাণ ঔষুধ অবশিষ্ট ছিলো।"

"তাহলে ওই ঔষধকে বোধহয় দায়ি করা যায় না," আপনমনে বিড়বিড় করলেন ওয়েসলি।

"সম্পূর্ণ বোতলের ঔষুধও যদি কেউ খেয়ে ফেলে তাহলেও তার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা নেই," আমি তাকে বললাম, "আমি আপনাদের সাথে একমত যে, বিষয়টা সত্যিই আমাকে হতবুদ্ধি ক'রে ফেলেছো।"

"তুমি কি আমাদেরকে দৌড়ের ওপর রাখতে চাও? তার কী হয়েছিলো দয়া ক'রে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো," ওয়েসলি বললেন। ওয়েসলি আরো বেশ কিছু পাতা উল্টালেন। পাতাগুলো উল্টিয়ে তিনি পরবর্তী প্রসঙ্গে চলে এলেন। "রয় হ্যানোওয়েল ম্যাডিসন কেসের ফাইবারগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। আমরা ওই প্রসঙ্গে তোমার সাথে কিছু আলোচনা করতে চাই। এরপর পিটের প্রসঙ্গে আলোচনা করবো, কে"—উনি আমাদের দিকে এক নজর তাকালেন—"তোমাদের সাথে ভিন্ন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আছে আমার।"

ওয়েসলি প্রসঙ্গটা নিয়ে যা কিছুই ধারণা ক'রে থাকুক না কেন, তাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। যদিও তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণে আমি মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। হ্যানোওয়েলের ভেতর এক ধরণের দ্বৈতচরিত্র লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত তার

BanglaBook.org

সার্বক্ষণিক অবিচলিত মনোভাব দেখে মনে মোটেও স্বস্তি অনুভব করা যায় না। তার চুল ধূসর বর্ণের, চোখের ভুরু এবং চোখের মণি ধূসর বর্ণের। যখনই আমি তাকে দেখি, তখনই মনে হয় তিনি আধো ঘুমিয়ে আছে। এ সময় তার চেহারাও ফ্যাকশে দেখায়। দেখে আমার সন্দেহ জাগে, হয়তো তার ব্লাড প্রেসার আছে।

"এর ভেতর একটা ব্যাতিক্রম আছে," হ্যানোওয়েল বলতে শুরু করলেন, "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ডাঃ স্কারপেট্টা যে ফাইবার দেখিয়েছে তা খুবই অদ্ভুত প্রকৃতির—বিশেষত ক্রশ প্রকৃতির ওই ফাইবার সচরাচর দেখা যায় না। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে চাই, ওই ছয়টি ফাইবার ছয়টা আলাদা আলাদা উৎস থেকে এসেছে। তোমার রিচমন্ডের পরীক্ষকও এই একই মন্তব্য করেছিলো। তার সাথে আমার আলোচনাও হয়েছে। এর ভেতরকার চার ধরণের ফাইবার অটোমোবাইল কার্পেটে ব্যবহার করা হয়।"

"আপনি সেটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"নাইলন ফাইবার কার্পেটে ব্যবহার করলে সূর্যের আলো এবং গরমে খুব দ্রুত তার রঙ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে এতে নাইলন ফাইবার সাধারণত ব্যবহার করাই হয় না। বিষয়টা তুমিও ঝুঝতে পারবে," হ্যানোওয়েল বললেন। "যদি প্রিমেটালাইজ ডাই ফাইবারের ব্যবহার না করা হয় তাহলে ফাইবারের সাথে আলট্রা ভায়োলেট এবং থারমাল স্টেবিলাইজার যুক্ত করার প্রয়োজন হয়। আমি এক্স-রে ফ্লুরেসেন্স পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি ওই চার লাইলন ফাইবারের ভেতর খুব সামান্য পরিমাণে মেটাল যুক্ত আছে। ওই ফাইবার কার কাপের্টের অংশ নয় বলছি ঠিকই, কিন্তু ওই কার কার্পেটের সাথে ও ধরণের ফাইবার চলে আসা বিচিত্রও নয়।"

"মডেল হিসেবে ও ধরণের ফাইবার কি আমরা নতুনভাবে তৈরি করতে পারি না?" মেরিনো জানতে চাইলো।

"তুমি যা বলছো, সেটা হচ্ছে এক ধরণের লাগামহীন চিন্তা," হ্যানোওয়েল বললেন। "যখনই আমরা কোনো অপরিচিত ফাইবার নিয়ে কথা বলবো, তখন, প্রথমেই আমাদের কেমিক্যালের অনুপাতগুলো জানতে হবে। জঞ্জালকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া গাড়িটা আমাদের এখানে নির্মিত হয় নি, নির্মিত হয়েছে জাপানে। আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিই। টয়োটা কোম্পানির গাড়িতে যে কার্পেট ব্যবহার করা হয়, তা আমাদের দেশ থেকে দানাদার প্লাস্টিক আকারে জাপানে চলে যায়। জাপান কার্পেট বুননের জন্যে থান তৈরির কাজটুকু ক'রে দেয়। এরপর বুনানো থান আবার আমাদের দেশে ফেরত আসে। এখানেই সেই থান থেকে কার্পেট তৈরি করা হয়। সেই কার্পেট আবার ফেরত চলে যায় জাপানে। তারা সেগুলো গাড়ির ভেতর স্থাপন করে।"

হ্যানোওয়েল একা একা বকবক ক'রে গেলেন। এগুলো আমার কাছে অর্থহীন ব'লে মনে হলো।

"আমাদের দেশের গাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখি না। ক্রাইসলার কর্পোরেশনের কথাই ধরা যাক, তারা কার্পেট রঙ করার জন্যে তিনটা আলাদা সরবরাহ

BanglaBook.org

প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ। বছরের মাঝখানে এসে তারা আবার সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে। তোমার এবং আমার কথাই ধরো, আমরা দু'জনেই সাতাশি মডেলের লেবেরন ব্যবহার করছি। ফেলটেন্যান্ট আমাদের উভয়ের গাড়ির ভেতরে ব্যারগুন্ডি রঙের কার্পেট পাতা। বারগুন্ডি রঙ বলেই যে একই প্রতিষ্ঠান এগুলো সরবরাহ করেছে, তার কোনো মানে নেই। হয়তো তোমারটা এবং আমারটা আলাদা প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত কার্পেট। বিষয় হচ্ছে, আমি নির্দিষ্টভাবে নাইলন ফেবৃকস পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। অন্য দু'টো ফেবৃক্স সম্ভবত বাড়িতে ব্যবহৃত কার্পেট থেকে এসেছে। আর বাকি চার ধরণের এসেছে কার কিংবা অটোমোবাইল কার্পেট থেকে। রঙ এবং বুননের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ওলেফিন, ডাইনেল, একরেলিক এবং তুমি যে কিম্ভুতকিমাকার ফাইবার খুঁজে পেয়েছো, সেটা।"

"অবশ্যই," ওয়েসলি মন্তব্য করলেন, "খুনী এমন এক পেশার সাথে যুক্ত যাতে বিভিন্ন ধরণের কার্পেটের সংশ্লিষ্টতা আছে, যখন হত্যা করে, তখন তার পরনে এমন কোনো পোশাক ছিলো যাতে ওই অদ্ভুত দর্শনের ফাইবার ঘটনাস্থলে চলে আসে।"

উল, করডুরয় কিংবা ফ্লানেল জাতীয় পোশাক হতে পারে, আমি চিন্তা ক'রে দেখলাম।

"ডাইনেলের ব্যাপরটা কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সাধারণত মহিলাদের পোশাকে বেশি ব্যবহার করা হয়। উইগ, কৃত্রিম পশম," হ্যানোওয়েল জবাব দিলেন।

"হ্যা, কিন্তু খুব অতিরিক্ত মাত্রায় নয়," আমি বললাম। "একটা জামা কিংবা ঢিলা পায়জামা ডাইনেল থেকে তৈরি হতে পারে। এ থেকে পলেস্টার জাতীয় কাপড় তৈরি করা যায়। এটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, খুনী এতো জঞ্জাল শরীরে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো কেন।"

"হ্যা, বিষয়টা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে," হ্যানোওয়েল মন্তব্য করলেন।

"হয়তো ওই খুনী মাথায় কোনো উইগ ব্যবহার করেছিলো," মেরিনো সম্ভাবনার কথা জানালো। "আমরা জানি, বেরাইল আগন্তুককে নিজেই ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলো। অন্যভাবে বলতে গেলে সে আগন্তুককে মোটেও ভয় পায় নি। বেশির ভাগ মহিলা অন্য কোনো মহিলাকে দরজার সামনে দেখে ভয় পায় না।"

"উভলিঙ্গের কেউ?" ওয়েসলি মন্তব্য করলেন।

"হতে পারে," মেরিনো বললো। "সুদর্শনা কোনো তরুণী, সাধারণত যেমন দেখা যায়। কাজটা সেরেই চম্পট দিয়েছে। তাদের চেহারা ভালো ক'রে লক্ষ্য না করলে আমিও ধরতে পারবো না সেটা।"

"খুনী যদি ধস্তাধস্তি ক'রে থাকে," আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম, "তাহলে তার শরীরের সাথে ময়লা চলে আসাটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? যদি তার কাজের জায়গাতেই ফাইবারগুলো থেকে থাকে তাহলে এটা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় সে ওই জায়গাতে পোশাক বদল করে নি।"

BanglaBook.org

"যদি না সে রাস্তার ময়লার ভেতর কাজ ক'রে থাকে," মেরিনো বললো। "নিশ্চয়ই সে এমন জায়গায় দিন-রাত যাওয়া আসা করে, যেখানে ওই ফাইবারগুলো ছড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে। যেমন ধরা যেতে পারে কোনো মোটেল । মোটেলে বিভিন্ন ধরণের কার্পেট থাকার সম্ভাবনা থাকে।"

"খুনীর শিকার বেছে নেয়ার ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই অস্পষ্ট, এ থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না," আমি বললাম।

"না, তবে বীর্য কিংবা লালার অনুপস্থিতির কারণে কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যায়," মেরিনো প্রতিবাদ জানালো। "পুরুষ ট্রান্সভেসটাইটরা, অর্থাৎ উভলিঙ্গরা মেয়েদের পোশাক এবং মেয়েদের মতো সাজ-সজ্জা করতে পছন্দ করে, ওরা সাধারণত মেয়েদের ধর্ষণ করার জন্যে ঘুর ঘুর করে না।"

"ওরা নিশ্চয়ই তাদেরকে খুন করার উদ্দেশ্যেও ঘুর ঘুর করে না," আমি জবাব দিলাম।

"আমি ব্যতিক্রমের কথা বলছি," হ্যানোওয়েল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পূর্বের কথা টেনে আনলেন। "এই কমলা রঙের একরেলিক ফাইবারের ব্যাপারে তুমি দেখি বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠেছো।" হ্যানোওয়েল তার চোখ জোড়া আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করলেন।

"তিন পাতার লবঙ্গের মতো দেখতে যে ফাইবার," আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"হ্যা," মাথা নাড়িয়ে সমর্থন জানালেন হ্যানোওয়েল। "ওই আকৃতিটা সত্যিই অদ্ভুত ধরণের। ওই ফাইবারের উৎসের কথা আমি শুধু একটাই জানি। উৎস বলতে উৎপাদনের কথা বলছি। তাও অনেকদিন আগেকার কথা—সত্তরের দশকে পলিমাউথ এধরণের ফাইবার উৎপাদন করতো নাইলনের কার্পেট প্রস্তুত করার কাজে। ওগুলো এই একই রকমের তিন পাতার লবঙ্গের মতো দেখতে। বেরাইল ম্যাডিসনের কেসের ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরণের ফাইবার খুঁজে পেয়েছি।"

"যে কমলা রঙের ফাইবার খুঁজে পেয়েছি তা একরিলিক," আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। "ওটা নাইলন নয়।"

"ডাঃ স্কারপেট্টা, তুমি ঠিকই বলেছো। এই প্রশ্নবিদ্ধ ফাইবারের পেছনে একটা ঘটনা তোমাদের জানাতে চাই। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে একরিলিক বনাম নাইলন। সত্যিকার অর্থে কমলার মতো এতো উজ্জ্বল রঙ অটোমোবাইল কার্পেটে ব্যবহার করা হয় না। তাছাড়া আমাদের ধরে নিতে হবে, এই ফাইবারের উৎস অনেক কিছু হতে পারে—এমনকি সত্তরের দশকে পলিমাউথ যে ফাইবার তৈরি করতো সেটা হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। অথবা অন্য ধরণের অটোমোবাইলের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে।"

"সুতরাং বলতে চাইছেন, ইতিপূর্বে আপনারা এরকম কমলা রঙের ফাইবার আর কখনো দেখেন নি?"

মেরিনো সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন।

BanglaBook.org

"সে বিষয়টাই তোমাদের কাছে বলতে চাইছি," হ্যানোওয়েল একটু ইতস্তত করলে ওয়েসলি হ্যানোওয়েলের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। "গত বছর এই একই ধরণের ফাইবার কিন্তু আমাদের হাতে এসেছিলো। গৃসের এথেন্সে একটা বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন বিমান ছিনতাই ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। নিশ্চয়ই তোমাদের ঘটনাটা মনে থাকার কথা। ওই বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন থেকে রয় এরকমই কিছু ফাইবার উদ্ধার করেছিলো।"

কক্ষের ভেতর নীরবতা নেমে এলো।

এমন কি মেরিনো পর্যন্ত বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো।

ওয়েসলি আগের মতোই বলে যেতে লাগলেন। "ঘটনাস্থলে ছিনতাইকারী দু'জন আমেকিান সৈনিককে হত্যা করে। হত্যার পর দু'জনের মৃতদেহ টারমার্কের উপর ছুঁড়ে ফেল দেয়। চব্বিশ বছর বয়সী চেট রামসি একজন মেরিন সেনা—তার মৃতদেহই হাইজ্যাকাররা প্রথম টারমার্কে ছুড়ে ফেলে। তার রক্তাক্ত বাম কানের সাথে ওই কমলা রঙের ফাইবার লেগে ছিলো।"

"প্লেনের আভ্যন্তরীণ কোনো সাজসজ্জা থেকে কি ওই ফাইবার লেগেছিলো?" আমি জানতে চাইলাম।

"এক কথায় এরকম সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়," হ্যানোওয়েল জবাব দিলেন। "আমি কেবল তুলনা দেবার জন্যে এই উদাহরণটা দিয়েছি। কার্পেট, প্লেরে সিট কিংবা কম্বল যেখানে রাখা থাকে সে সব জায়গাতে এই ফাইবার থাকতে পারে। তাছাড়া ওই ফাইবারের সাথে বেরাইলের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা ফাইবারের তুলনা কার যাবে না। কিংবা তুলনা করাটাও ঠিক হবে না। রামসি যে কোনো স্থান থেকে ওই ফাইবার পেয়ে থাকতে পারে এবং এমনও ধারণা করা যাবে না, নিজের বহন করা ফাইবারগুলোই তার রক্তের সাথে আঁটকে গিয়েছিলো। অথবা, টেরোরিস্টদের কাছ থেকে সরাসরি ফাইবারগুলো রামসি'র শরীরে আসাও বিচিত্রও নয়। এছাড়া আরেকটা যুক্তি থাকতে পারে, ওই ফাইবার হয়তো অন্যকোনো যাত্রীর কাছ থেকে এসেছিলো। কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই আহত হওয়ার পর ওই যাত্রী নিশ্চয়ই রামসিকে স্পর্শ করেছিলো। ঘটনাস্থলের উপস্থিত স্বাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায়, রামসিকে টেরোরিস্টরা গুলি করার পর কেউই তাকে স্পর্শ করে নি। অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে তাকে টেরোরিস্টরা প্লেনের সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাকে প্রথমে মারধোর করার পর গুলি করা হয়। তারপর মৃতদেহ প্লেনেরই একটা কম্বলে জড়িয়ে টারমার্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হয়। এটা বলে রাখা প্রয়োজন, ওই কম্বলের রঙ ছিলো তামাটে।"

মেরিনো প্রথম মুখ খুললো এবং কৌতুক করারও সুযোগ ছাড়লো না। "গৃসের একটা প্লেন হাইজ্যাক হওয়ার সাথে ভার্জিনিয়ার দু'জন লেখক হত্যার সম্পর্কটা একটু ব্যাখ্যা করা হবে কি?"

"অন্ততপক্ষে নির্দিষ্ট এক ধরণের ফাইবার দুটো ঘটনার সাথেই যুক্ত হয়ে আছে," হ্যানোওয়েল বললেন। "প্লেন হ্যাইজ্যাক এবং বেরাইল ম্যাডিসনের মৃত্যু। লেফট্যানান্ট, এমন বলছি না যে, দুটো অপরাধ সম্পর্কযুক্ত। তবে, এই অদ্ভুত

BanglaBook.org

ফাইবারটি সচরাচর দেখা যায় না, এরকম একটি ফাইবার এথেন্সের ঘটনা এবং এখানকার ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে, এই ব্যাপারটা আমাদেরকে একটু খতিয়ে দেখতে হবে বৈকি।"

এখানে সম্ভাবনার চাইতেও সন্দেহের প্রশ্ন বেশি জড়িত। একই ধরণের কাহিনী ব্যক্তি, স্থান অথবা বস্তু আমি এভাবে চিন্তা করছি। এই তিন বিষয়ের যে কোনো একটা মিলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আমার মাথায় বিষয়টা এভাবেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমি বললাম, "ওরা যে টেরোরিস্ট সদস্য ছিলো তা কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায় নি। দু'জনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে। আর বাকি দু'জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওদের আর ধরা যায় নি।"

ওয়েসলি মাথা নাড়লেন।

"বেন্টন, ওরা যে টেরোরিস্ট ছিলো সে বিষয়ে কি আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

খানিকক্ষণ থেমে তিনি জবাব দিলেন, "ওরা টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য ছিলো কিনা তা হয়তো জানতে পারবো না, কিন্তু ধারণা করতে পারি। ওরা আমেরিকা বিরোধী কাজ করেছিলো। ওই প্লেনটা ছিলো আমেরিকান, তাছাড়া তিন ভাগ যাত্রীও ছিলো আমেরিকান।"

"হাইজ্যাকাদের পরনে কোন্ ধরণের পোশাক ছিলো?" আমি জানতে চাইলাম।

"সাধারণ পোশাকই—পোশাকের ভেতর অভিনবত্ব কিছু ছিলো না।"

"অর্থাৎ, যে দু'জন হাইজ্যাকারকে মেরে ফেলা হয় তাদের শরীরে কমলা রঙের ফাইবারের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমরা নিশ্চিত নই," হ্যানোওয়েল জবাব দিলেন। "ওদের টারমার্কের ওপর গুলি করে হত্যা করা হয়েছিলো। মৃত দুই হাইজ্যাকারের দেহ পরীক্ষা করতে দ্রুত আমরা ওখানে পৌছতে পারি নি। তাছাড়া নিহত দুই সৈনিকের মৃতদেহের সাথে ওদের মৃতদেহও এখানে নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। দুর্ভাগ্যবশত গৃসের প্রতিনিধির কাছ থেকে শুধুমাত্র ফাইবার রিপোর্টটুকুই পেয়েছিলাম আমরা। ব্যক্তিগতভাবে ওদের মৃতদেহ আমার পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি, ওদের পোশাকও পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বলতে বাধ্য হচ্ছি, অনেক কিছুই পেতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু এটাও ঠিক কোনো হাইজ্যাকারের মৃতদেহে যদি কমলা ফাইবারের অস্তিত্ব পাওয়াও যেতো, তাহলে আমাদের পক্ষে এর উৎস সম্পর্কে হয়তো জানা সম্ভব হতো না।"

"আরে, আমাকে এ কোন্ ধরণের কথা শোনাচ্ছেন?" মেরিনো জানতে চাইলো।

"কি? আপনি হয়তো বলতে চাইছেন, ওই পালিয়ে যাওয়া দুই হাইজ্যাকার এই ভার্জিনিয়ায় এসে খুনগুলো করেছে?"

"পিট, এখনো আমরা নিশ্চিত হতে পারি নি," ওয়েসলি বললেন। "আপাপতত বিষয়টা অদ্ভুত মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

"ওই চার হাইজ্যাকারকে আমরা কখনোই এক সাথে করতে পারবো না। জানতে পারবো না তারা কোন্ দলের সদস্য ছিলো," আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

"তাদের কী উদ্দেশ্য ছিলো আসলেই আমরা তা জানি না, অথবা তাদের সত্যিকারের পরিচয়ও জানি না—আমার যতোটকু স্মরণে আসে, শুধু এটুকুই জানি যে, মৃত দু'জন ছিলো লেবানিজ, আর পালিয়ে যাওয়া দু'জন গৃসের নাগরিক। যতোটুকু মনে হয়, তাদের মূল টার্গেট ছিলো আমেরিকান এ্যাম্বাসেডর। ওই প্লেনে সেদিন তার সপরিবারের অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্য গৃসে যাওয়ার কথা ছিলো।"

"তুমি যা যা বলেছো, তার সবই সত্য," ওয়েসলি তিক্ত কণ্ঠে সমর্থন জানালো। "দিন কয়েক আগে প্যারিসে অবস্থিত আমেরিকান এ্যাম্বাসিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর এ্যাম্বাসেডরের ভ্রমণের বিষয়টা গোপনে পরিবর্তন করা হয়। এমনকি রিজার্ভেশনও পরিবর্তন করা হয় নি, জানাজানি হওয়ার ভয়ে।"

ওয়েসলি সরাসরি আমার দিকে তাকাতে পারলেন না। একটা কলম হাতে নিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে মৃদুভাবে টোকা দিতে লাগলেন। "আমার মনে হয় না হাইজ্যাকাররা আত্মঘাতি দলের সদস্য," ওয়েসলি মন্তব্য করলেন। "প্রোফেশনাল অস্ত্র জোগাড় করতে পেরেছিলেন, এই যা।"

"ঠিক আছে, আমি সবই মেনে নিচ্ছি," অধৈর্য কণ্ঠে বললো মেরিনো।

"কিন্তু কেউই এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারে নি যে, বেরাইল ম্যাডিসন এবং ক্যারি হারপার প্রফেশনাল অস্ত্রের মাধ্যমে খুন হয়েছে। আপনারা জানেন, ওদের চোরাগুপ্তা হামলার মতো ক'রে হত্যা করা হয়েছে।"

"তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে, আমাদের প্রথমেই ওই কমলা ফাইবারের উৎস খুঁজে বের করতে হবে," আমি মন্তব্য করলাম। "এবং সেটা করা সম্ভব হলে এর পেছনে দুটো ঘটনার যোগসূত্রই খুঁজে বের করতে পারবো। সেক্ষেত্রে অবশ্য স্পারাচিনোকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হচ্ছে। আর যাইহোক তাকে এ্যাম্বাসেডরের হত্যার চেষ্টা কিংবা প্লেন হাইজ্যাক করার সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়।"

ওয়েসলি কোনো জবাব দিলেন না।

মেরিনো হঠাৎই পকেট-নাইফ বের ক'রে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ সমান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

হ্যানোওয়েল চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটু দেখে নিলেন। যখন বুঝতে পারলেন কারো কোনো প্রশ্ন করার আগ্রহ নেই, তখন তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মেরিনো আরেকটা সিগারেট ধরালো। মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, "বিষয়টা আসলে বুনো হাঁসের পেছনে তাড়া করা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আমি কোনাভাবেই মেলাতে পারছি না ইন্টারন্যাশনাল হিটম্যান কেন এদের হত্যা করবে? একজন রোমান্টিক লেখিকা, আরেকজন লেখক—কয়েক বছর ধরে যার কোনো বই-ই বাজারে আসে নি।"

"আমি বলতে পারবো না," ওয়েসলি বললেন। "তবে সবকিছু নির্ভর করছে কার সাথে কী সম্পর্ক তার ওপর। জঘন্য! এটা অনেক বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। সবকিছুই ঘটতে পারে। হাতের কাছে যে এভিডেন্সই পাওয়া যাবে, তা বিশ্লেষণ করাই

BanglaBook.org

হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এর পরের এজেন্ডা নিয়ে আমরা কতা বলতে পারি। জেব প্রাইস।"

"ও আবার পথে নেমে পড়েছে," মেরিনোর মুখ থেকে আপনা আপনি কথাটা বেরিয়ে গেলো।

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম।

"কবে?" ওয়েসলি জানতে চাইলো।

"গতকাল," মেরিনো জবাব দিলো। "জামিনে মুক্তি পেয়েছে ও।"

"তুমি কি বলবে, ও সেটা জোগাড় করলো কীভাবে?" প্রশ্ন করলাম তাকে। "কী ভয়ঙ্কর ব্যপার, মেরিনো কথাটা এতোক্ষণ আমাকে মোটেও জানায় নি।"

"ডাক্তার কিছু মনে করো না," ও বললো।

আমি জানি তিনভাবে জামিন পাওয়া সম্ভব। প্রথমত ব্যক্তিগত পরিচিতির মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত অর্থের বিনিময়ে অথবা সম্পত্তির বিনিময়ে, তৃতীয়ত ব্যক্তিগত জামিনদার। এই জামিনদার দশ পার্সেন্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে জামিনের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে শুধুমাত্র জামিন দিলেই চলবে না, জামিনদারকে এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে যে, জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তি জেল থেকে মুক্তি পেলে তল্পিতল্পা নিয়ে কোথাও ভেগে যাবে না।

"আমি জানতে চাইছিলাম, এর ব্যবস্থা কিভাবে করলো ও?" আবারো আমি প্রশ্ন করলাম। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটে বের ক'রে কোকের দুমড়ানো ক্যানটা একটু কাছে এগিয়ে নিলাম যেনো দু'জনেই তা ব্যবহার করতে পারি।

"আমি যতোটুকু জানি তা হচ্ছে, জেব প্রাইস্ একজন উকিলকে ডেকে নিয়ে আসে এবং ব্যাংকে একটা এসক্রো একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে এরপর সেই একাউন্টের পাস বই লাকির কাছে পাঠিয়ে দেয়," মেরিনো ব্যাখ্যা করলো।

"লাকি?" প্রশ্ন করলাম।

"হু, লাকি বন্ডিং কোম্পানি। সিটি জেল থেকে এক ব্লক দূরে সেভেনটিন স্ট্রিটে অবস্থিত," মেরিনো জবাব দিলো। "চার্লি লাকের একটা বন্ধকী দোকান আছে—বন্দীদের জিনিসপত্র বন্ধক রেখে ও অর্থ সাহায্য করে। হক এ্যান্ড ওয়ার্ক নামেও সে পরিচিত। চার্লির সাথে মাঝে মাঝেই হাওয়া খেতে বেরুতাম। এরই মধ্যে আমাদের হাসি-তামাশাও চলতো। মাঝে মাঝে সে যেমন অতিরিক্ত বকবক করতে পারে, তেমনি মুখে কুলপও আঁটকে রাখতে পারে। ইতিপূর্বে এমনই ঘটতে দেখেছি। তবে এ ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। ওর মুখ থেকে কোনোভাবেই প্রাইসের উকিলের নাম আমি বের করতে পারি নি। তবে আমি ধারণা করতে পেরেছি, ওই ব্যাটা এই শহরের উকিল নয়।"

BanglaBook.org

"প্রাইসের নিশ্চয়ই উঁচু মহলের সাথে উঠা বসা আছে," মন্তব্য করলাম আমি।

"তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না," শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করলেন ওয়েসলি। "তাহলে আর তার মুখ খোলানো যাচ্ছে না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"এখন আপাতত সে মুখ বন্ধই রাখবে। আমি নিশ্চিত, প্রাইস এমনই করবে," মেরিনো তার মন্তব্য জানালো।

"ওই খুনীর ব্যাপারে তাহলে কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছো?" ওয়েসলি নোট নিতে নিতে প্রশ্ন করলেন। "তুমি কি আগের মতোই এগিয়ে যেতে চাইছো?"

আমার হয়ে মেরিনোই জবাব দিলো। "প্রথমে জেব প্রাইসের প্রসঙ্গে কিছু বলে নিতে চাই। ওর কাছে যে অস্ত্র পাওয়া গেছে, তা লাইসেন্সকৃত। ছয় বছর আগে ওই অস্ত্রের লাইসেন্স দেয়া হয়—বয়স্ক এক বিচারক এই লাইসেন্স ইসু করেছিলেন। তিনি অনেক দিন হলো অবশ্য অবসর নিয়েছেন। অবসর নেবার পর দক্ষিণের কোনো শহরে তিনি চলে যান। প্রাইসের অতীতের রেকর্ড ঘাটতে গিয়ে জানতে পারি ব্যক্তিগত জীবনে ও অবিবাহিত। ডিসি'র ফিনকলস্টেইন নামক এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো। সোনা রূপার বন্ধকী কারবার করে ওই প্রতিষ্ঠান। চাকুরির কারণেই লাইসেন্সকৃত অস্ত্র সংগ্রহ করে। এরপর কি অনুমাণ করা যায়? হ্যা, প্রাইস ওই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে আসে।"

"ওই স্থান ত্যাগ সংক্রান্ত রিপোর্ট কি বলছে?" ওয়েসলি নোট নিতে প্রশ্ন করলেন।

"প্লেনের কোনো টিকে বুকিং পাওয়া যায় নি। উননব্বই মডেলের একটা বি এমডব্লিউ রেজিস্ট্রেশন করা হয় ডিসি'এর একটা অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানায়—ডুপোন্ট সর্কেলের কাছের একটা অ্যাপার্টমেন্ট। গত শীতে যে প্রাইস ওই স্থান ত্যাগ করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ওর আইআরএস রিপোর্ট হাতে পেয়েছি, গত পাঁচ বছরের রিটার্ন আমি পরীক্ষা ক'রে দেখছি।"

"গোপনে নজরদারী করেছিলো, এমন কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার যে একাজে সে নিয়োজিত ছিলো না তাতে আমি নিশ্চিত," মেরিনো জবাব দিলো।

ওয়েসলি আমার দিকে তাকালেন, "আমার মনে হয় কেউ তাকে ভাড়া করেছিলো, কী কারণে আমরা এখন পর্যন্ত জানি না। তবে নিশ্চিত যে, সে তার মিশনে ব্যর্থ হয়েছে। ওকে যে মদদ দিয়েছিলো নতুনভাবে হয়তো সে আবার চেষ্টা করতে চাইছে। এখন কথা হচ্ছে ওর মিশনের পরবর্তী শিকার তুমি হও, তা আমি মোটেও চাই না।"

"ওই শিকারীর হাত থেকে যে, নিজেকে রক্ষা করতে পারবো, সেটার নিশ্চয়তাই বা কিভাবে দিবো আপনাকে?"

"ভেবে-চিন্তেই আমি তোমাকে কথাগুলো বলছি," অভিজ্ঞ পিতাদের মতো করেই তিনি আমাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করলেন, "আমার ইচ্ছে, যেখানে তোমাকে আক্রমণ করার সুযোগ আছে, সে স্থানগুলো তুমি পরিত্যাগ করবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, তোমার অফিস অন্যান্য সহকর্মীরা উপস্থিত না থাকলে মোটেও তোমার ওখানে অবস্থান করা উচিত হবে না। আমি কিন্তু শুধুমাত্র উইকএন্ডের কথাই বলছি না। হয়তো তুমি সন্ধ্যা ছয়টা, সতটা পর্যন্ত অফিসে বসে কাজ করতে থাকলে, অথচ তোমার সব সহর্মীরা ততোক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, আর তুমি কি করলে, গাড়িতে বসার জন্যে একা একা পার্কিংলটে বেরিয়ে এলে এমনই সব বিষয়গুলোকে পরিবর্তন করতে বলছি আমি। সম্ভব হলে পাঁচটার ভেতর বেরিয়ে পড়বে। এ সময় বেরুলে চারদিকের চোখ-কান খোলা থাকে।"

BanglaBook.org

"আপনার উপদেশগুলো আমি মনের ভেতর গেঁথে নিলাম।"

"আর যদি দেরিতে বেরুতে হয়, তাহলে সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে নিবে। গাড়ি পর্যন্ত ওরাই তোমাকে এগিয়ে দিবে।"

"আরে দূর, এ কাজে আমাকে ডাকলেই তো হয়," মেরিনো আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললো। "তোমার কাছে তো আমার পেজার নাম্বার আছেই। আমাকে কাছকাছি না পাওয়া গেলে দ্রুত একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা বললেই হবে।"

"ভালো, আমি দিব্যি বুঝে গেছি। যদি ভাগ্য আমার সহায় হয়, তাহলে বোধ হয় মধ্যরাতে বাড়ি পৌছতে পারবো।"

"আমি শুধু অতিরিক্ত সাবধান হতে বলছি তোমাকে," কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন ওয়েসলি। তত্ত্বকথা আওড়ানোর সময় এখন নেই যে, তা তুমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছো। ইতিমধ্যে দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে। খুনী এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। ভিকটিমোলজি, মোটিভেশন ইত্যাদির কোনোটাই এখন পর্যন্ত আমার কাছে পরিস্কার হয় নি।"

ওয়েসলি'র কথাগুলো ঠিক মানতে পারলাম না। অসম্ভব ব'লে যদি কোনো কথা থেকে থাকে, সম্ভব কথাটা অবশ্যই এর পাশে চলে আসতে বাধ্য। এক আর এক যোগে কখনো তিন হয় না। নাকি হয়? স্টারলিং হারপারের মৃত্যু আর তার ভাইয়ের মৃত্যুর ধরণ মোটেও এক নয়। আবার বেরাইল ম্যাডিসনের মৃত্যুর ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু তাতে কি এসে যায়?

"তুমি আমাকে বললে, বেরাইল যে রাতে খুন হয় সে রাতে মিস্ হারপার শহরের বাইরে ছিলেন," মেরিনোর কাছে জানতে চাইলাম আমি। "এর বাইরে আর কিছু কি জানতে পেরেছো?"

"না।"

"সত্যিই যদি শহরের বাইরে গিয়ে থাকে, ধারণা করতে পারো কোথায় যেতে পারেন?"

"না। বেরাইলের মৃত্যুর রাতে হারপার তার সাদা রোলস রয়েসে চেপেছিলেন, এটুকুই শুধু বলতে পারি।"

"তুমি কি সে বিষয়ে নিশ্চিত?"

"কালপিপার পানশালায় আমি খোঁজ নিয়েছি," ও বললো। "প্রতিদিন যে সময় তিনি ওখানে যেতেন, সেদিনও তিনি একই সময়ে ওখানে গিয়েছিলেন। প্রতি দিনকার মতো তিনি সাড়ে ছয়টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসেন।"

BanglaBook.org

* * *

সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রবাহের কারণে দীর্ঘ ছুটির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। সোমবার সকালে কর্মীসভায় আমি ছুটি নেবার সিদ্ধান্তের কথা সবাইকে জানালাম। যেমন ধারণা করেছিলাম, কম বেশি প্রত্যেককেই একটু অবাক হতে দেখলাম।

প্রতিপক্ষ জেব প্রাইসের কারণেই আমাকে সহকর্মীদের ভেতর দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে দিন কয়েকের জন্যে বালির ভেতর মুখ লুকাতে হচ্ছে। ছুটি কাটাতে কোথায় যাচ্ছি, স্বাভাবিকভাবে সবাই প্রশ্ন করেছিলো। কিন্তু কিছুই তাদের বলিনি। অবশ্য আমি নিজেই জানি না বালির ভেতর মুখ লুকানোর জন্যে আদৌ কোন্‌টা নিরাপদ জায়গা হতে পারে।

বাড়ি ফিরে আমি ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একে একে বিভিন্ন এয়ারলাইনে ফোন ক'রে জানতে চাইলাম, রিচমন্ডের বেয়ার্ড এয়ারপোর্ট থেকে বেরাইলের খুন হওয়ার রাতে মিস্ হারপার কোনো গন্তব্যে আদৌ রওনা হয়েছিলেন কিনা।

"হ্যা, আমি জানি টিকেট ক্যানসেল করতে চাইলে আমাকে বিশ পার্সেন্ট জরিমানা প্রদান করতে হবে," বিষয়টা যে আমার জানা ইউএস এয়ারের এজেন্টকে নিশ্চিত করলাম আমি। "আপনি ভুল করেছেন, আমি আসলে টিকেটের দিন পাল্টাতে চাইছি না। টিকেটটা এক সপ্তাহ আগের। আমি শুধু জানতে চাইছি সেদিন উনি আদৌ আপনাদের বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন কিনা, শুধু এটুকুই জানতে চাইছি।"

"ওই টিকেট আপনার নয়?"

"না," তৃতীয়বারের মতো আমাকে একই উত্তর দিতে হলো। "ওই টিকেট মিস্ হারপারের নামে ইসু করা হয়েছিলো।"

"তাহলে আমাদের সাথে তাকেই যোগাযোগ করতে হবে।"

"স্টারলিং হারপার আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না। কারণ তিনি এখন মৃত," আমি তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

নীরবতা নেমে এলো।

"আমার ধারণা যখন তিনি আপনাদের বিমানে ভ্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তার পূর্বক্ষণেই মৃত্যুবরণ করেন," আমি ব্যাখ্যা করলাম, "শুধু যদি আপনি একটু কষ্ট ক'রে কম্পিউটার শিডিউল চেক ক'রে দেখেন..."

এ ভাবেই চলতে লাগলো। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আসল তথ্য পেতে আমাকে আরো কতোক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইউএস এয়ারে কিছুই পাওয়া গেলো না। ডেল্টা এয়ার, ইউনাইটেড, আমেরিকান কিংবা ইস্টার্ন এয়ারের এজেন্টদের কম্পিউটার ডাটা থেকে কোনো তথ্যই আমি পেলাম না। প্রত্যেকটি এজেন্ট আমাকে একই তথ্য জানালো যে, বেরাইল ম্যাডিসনকে যখন হত্যা করা হয়, অর্থাৎ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে মিস্ হারপার রিচমন্ড থেকে বিমানে কোথাও ভ্রমণ করেন নি। যতোদূর ধারণা করা যায়, তিনি ড্রাইভিং জানতেন না। সুতরাং গাড়ি নিয়ে তার পক্ষে শহর ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বিকল্প যানবাহন হিসেবে শুধু থাকতে পারে বাস কিংবা ট্রেন।

এ্যামট্রাকের এক একেন্ট জন জানালো, তাদের কম্পিউটার নাকি ডাউন হয়ে আছে। কম্পিউটার ঠিক হওয়ার পর সে তথ্যটা সংগ্রহ ক'রে আমাকে জানিয়ে দিবে। ঠিক সেই মুহূর্তে ডোরবেলটা বেজে ওঠায় নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম।

BanglaBook.org

এটা মোটেও শান্ত বিকেল নয়। দিনটাকে বুনো আপেলের মতো টক মনে হচ্ছে আমার কাছে। তীর্যকভাবে আসা সূর্যের আলো এসে লিভিংরুম রাঙিয়ে দিচ্ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পার্কিংলটে দাঁড়িয়ে আছে একটা মাজডা সিডান। সিডানের উইন্ডশিল্ডের ওপর সূর্যের আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছে। পিপহোলে চোখ লাগিয়ে দেখলাম দরজার সামনে সোনালী চুলের এক আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে। আগন্তুক বয়সে তরুণ, মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চামড়ার জ্যাকেটের কলারটা উচুঁ হয়ে আছে। সম্ভবত কান দুটোকে শীতের ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য। লুগার অটোমেটিকটা আমার হাতে প্রচণ্ড ভারি আর কঠিন বলে মনে হলো। হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম যেনো দ্রুত ডোড়বেল্টটা খুলে ফেলতে পারি। আমরা মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত ওকে চিনতে পারলাম না।

"ডা: স্কারপেট্টা?" ভীত কণ্ঠে জানতে চাইলো তরুণ আগন্তুক।

ভেতরে আসার কোনো সুযোগই আমি তাকে দিতে চাই না। আমার ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে রিভলভারেরর হাতলটা ধরে রেখেছি।

"এভাবে আপনার দরজা পর্যন্ত ছুটে আসার কারণে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত," ও বললো, "আমি আপনার অফিসে ফোন করেছিলাম। ওখান থেকে জানানো হলে, আপনি নাকি ছুটিতে আছেন। ফোনবুকে আপনার নাম্বার পেলাম, দেখলাম অনেকক্ষণ থেকে তা ব্যস্ত হয়ে আছে। সুতরাং বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না, আপনি বাড়িতেই আছেন। যাইহোক, সত্যিই আপনার সাথে আমার জরুরি একটু আলাপ আছে। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?"

মেরিনো আমাকে যে ভিডিও টেপ দেখিয়েছিলো তার চাইতে অনেক বেশি নিরীহ মনে হলো সামনো দাঁড়ানো মানুষটাকে।

"কোন্ বিষয়ে?" শান্ত কণ্ঠে আমি জানতে চাইলাম।

"বেরাইল ম্যাডিসন। বেরাইল ম্যাডিসনের বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে চাই আপনার সাথে," ও বললো। "আমার নাম এ্যাল হান্ট। আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না আমি, কথা দিচ্ছি।"

দরজা থেকে পিছিয়ে আসায় ও ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেলো। লিভিংরুমের সোফার উপর বসার সময় ওর মুখটা ফ্যাকাশে সাদা মনে হলো। সরাসরি আমার হাতে ধরা রিভলভারের বাটের দিকে তাকিয়ে রইলো ও। "আপনার তাহলে একটা অস্ত্র আছে," ও বললো।

"হ্যা, আমার একটা অস্ত্র আছে," আমি জবাব দিলাম।

"এ ধরণের জিনিস আমার মোটেও পছন্দ নয়।"

"হ্যা, ওগুলো মোটেও ভালো লাগার মতো জিনিস নয়," আমি সমর্থন জানালাম তাকে।

"না, ম্যাডাম," ও বললো, "একবার বাবা আমাকে নিয়ে হরিণ শিকারে গিয়েছিলেন। তখন আমি একেবারে ছেলেমানুষ। বাবা একটা হরিণীকে গুলি করলে তা

BanglaBook.org

দেখে হরিণটা কাঁদতে লাগলো। হরিণটা হরিণীর পাশে শুয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি কখনোই গুলি ছুড়তে পারবো না।"

"তুমি কি বেরাইল ম্যাডিসনকে চিনতে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পুলিশ তাকে নিয়ে আমার সাথে কথা বলেছিলো," হান্ট একটু ইতস্তত করলো। "একজন লেফটেন্যান্ট। লেফটেন্যান্ট মেরিনো। উনি আমার সাথে কথা বলার জন্যে কারওয়াশ সেন্টারে এসেছিলেন। আমি ওখানেই কাজ করি। পরে, বিস্তারিত আলাপের জন্যে হেডকোয়ার্টারেও ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। আমাদের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। বেরাইল একবার গাড়ি আমার ওখানে এসেছিলেন। ওখানেই তার সাথে আমার কথা হয়।"

মাঝপথে তাকে আমি থামিয়ে দিলাম। "মি: হান্ট—"

"দয়া ক'রে আমাকে শুধু এ্যাল বললেই চলবে।"

"ঠিক আছে, ও নামেই ডাকা যাবে," আমি বললাম। "এখন বলো, তুমি কেন আমার সাথে দেখা করতে চাইছিলে? যদি কোনো কিছু তুমি জেনেই থাকো, তাহলে লেফটেন্যান্ট মেরিনোকে বলছো না কেন?"

হঠাৎ তার চিবুক গোলাপী রঙ ধারণ করলো। মাথা নীচু ক'রে ও হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আপনাকে আমি যা বলতে চাই, তা আসলে পুলিশকে জানানোর মতো বিষয় নয়," ও বললো। "আমার মনে হয়ে বিষয়টা আপনি বুঝতে পারবেন।"

"তোমার সেই রকম ধারণা হলো কেন? তুমি আমাকে তো চেনো না," আমি বললাম।

"বেরাইলের বিষয়টা নিয়ে আপনি আলাদাভাবে চিন্তা করছেন। নিয়মানুযায়ী মেয়েরা মেয়েদের দুঃখ বুঝতে পারে। তাছাড়া মেয়েরা নিরীহ প্রকৃতির হয়ে থাকে। ছেলেদের চাইতে মেয়েদের মনে অনেক দয়া থাকে," ও বললো।

পারতপক্ষে ওর আচরণ আমার কাছে স্বাভাবিকই মনে হলো। আপাত দৃষ্টিতে হান্টের আমার কাছে আসার কারণ, হয়তো ও মনে করছে আমি ওকে কোনাভাবে অপমান করার চেষ্টা করবো না। ও আসলে আমার কাছ থেকে ভরসা পেতে চায়। ভগ্নহৃদয়ের একজন মানুষ, ওর দু'চোখে একরাশ হতাশা দেখতে পেলাম। এ সময় মনে হলো, কোনো ব্যাপারে ও মারাত্মক আতঙ্কিত।

হান্ট জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি কোনো কিছুর ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হয়েছেন কখনও, ডাঃ স্কারপেট্টা, যদিও আপনার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোনো এভিডেন্সই নেই।"

"তুমি যে রকম আমাকে মনে করছো সে রকম কোনো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই আমি।"

"কিন্তু আপনি একজন গবেষক বিজ্ঞানী।"

"আমি একজন বিজ্ঞানী সেটা হয়তো মেনে নেয়া যায়।"

BanglaBook.org

"কিন্তু বিজ্ঞানী হলেও আপনি অন্যের প্রতি সহানুভুতিশীল," কথাটা জোর দিয়ে বললো সে। এখন আমি ওর ভেতর এক ধরণের বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য করলাম। "আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই আপনি তা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন, তাই নয় কি?"

"হ্যা," আমি বললাম। "এ্যাল, তুমি কী বলতে চাইছো আমি বোধহয় তা বুঝতে পারছি।"

আমার কথা শুনে হলো ও যেনো খাকিটা আশ্বস্ত হতে পেরেছে। হান্ট গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিলো। "বিষয়টা আমি জানি, ডাঃ স্কারপেট্টা। আমি জানি বেরাইল ম্যাডিসনকে কে হত্যা করেছে।"

ওরা কথা শুনে আমি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালাম না।

"আমি তাকে চিনি। এটাও জানি ও কী চিন্তা করে, কিংবা ওর অনুভূতিগুলো। এই কাজটা সে কেন করেছে তাও আমি জানি," আবেগ জড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বললো হান্ট।

"যদি আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বলি, তাহলে আপনাকে অঙ্গীকার করতে হবে, সবকিছু নিয়ে আপনি আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন, আরো অঙ্গীকার করতে হবে আমার কথা শুনে আপনি পুলিশের কাছের ছুটবেন না। পুলিশ আসলে বিষয়টা কোনোভাবেই বুঝতে পারবে না। পুলিশের লোকেরা যে অন্য রকমের হয় তা তো আপনি জানেনই, জানেন না?"

"তুমি আমার কাছে যা যা বলবে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি?" আরেকবার আশ্বস্ত করলাম তাকে।

সোফার পেছন দিকে ও আরাম ক'রে হেলান দিলো। জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কাছে তাকে চিত্রশিল্পী এ্যাল গ্রেকোর মতো মনে হচ্ছে। সহজাত প্রবৃত্তির বসেই আমার ডান হাতটা পকেটে ঢুকে গেলো। রিভলবারে রবারের বাটটা আমার হাতের তালুতে অনুভব করতে পারলাম স্পষ্ট।

"ইতিমধ্যে পুলিশ আমাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে," ও বললো। "আসলে আমাকে বুঝার ক্ষমতা ওদের নেই। আমি কেন মনোবিজ্ঞান ছাড়লাম, এটা তাদের কাছে চিন্তার বিষয়। পুলিশ কোনোভাবেই আমার কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করে নি। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাস্টার ডিগ্রি। তাতে কি এসে যায়? আমি নার্সের কাজ করেছি, আর এখন আমি কি করছি? একটা কারওয়াশ সেন্টারে কাজ করছি। আপনার কি মনে হয় এমন একজন মানুষকে পুলিশ পাত্তা দেবে?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

"যখন একেবারে ছোটো থাকতেই স্বপ্ন দেখতাম, আমি একজন মনোবিজ্ঞানী হবো। আর তা যদি সম্ভব না হয়, নিদেনপক্ষে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ," ও বলে যেতে লাগলো। "এগুলো আমার ভেতর সহজাতভাবেই এসেছে। আমি যাই হই না কেন, আমার ভেতর যে মেধা ছিলো তা দিয়ে নিশ্চয়ই বড় কিছু হতে পারতাম।"

"কিন্তু তুমি তা হতে পারো নি," আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলাম। "কেন?"

BanglaBook.org

"কারণ এটা আমাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ক'রে ফেলেছে" মাথা নীচু ক'রে জবাব দিলো। "আমার ভেতর কিছু অদ্ভুত অনুভূতি ঘটতে থাকে। ওই অনুভূতিকে আমি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। অন্য মানুষের সমস্যা আমি খুব সহজে অনুভব করতে পারি। যারা বিপদগ্রস্ত তাদের মানসিক অবস্থাও আমি বুঝতে পারি। ফরেনসিক ইউনিটে কাজ করার সময় আমি ঠিক জানি না বিষয়টা কেন আমার পেছনে তাড়া ক'রে ফিরতো। অনেকেই ছিলো অপরাধী উন্মাদ। ওদের নিয়ে আমি গবেষণা করছিলাম। ওই গবেষণা ছিলো আমার থিসিসের অংশ।" ধীরে ধীরে হান্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো আচরণ করতে লাগলো। "ওই সময়কার কথা আমি কখনো ভুলবো না। ফ্রাঙ্কি। ফ্রাঙ্কি ছিলো প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত এক তরুণ। চেলাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে সে তার মাকে মেরে ফেলেছিলো। আমি ফ্রাঙ্কিকে বোঝার চেষ্টা করলাম। সম্পূর্ণভাবে তাকে নিরীক্ষণ করলাম, দেখলাম তার জীবনটা শীতের বিকেলের মতোই নির্মল কোমল।

আমি তাকে বললাম, 'ফ্রাঙ্কি, ফ্রাঙ্কি এটা কি করলে তুমি? এই সামান্য কারণে? তুমি কি মনে করতে পারো, ওই সময় তোমার মনের ভেতর কী খেলা করছিলো?'

"ও বললো যে সব সময় ফায়ারপ্লেসের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে থাকতে ও খুব পছন্দ করে। প্রায় সময়ই সে নাকি ওভাবে বসে থাকে। ওই দিন ফ্র্যাঙ্কি দেখতে পেলো, ফায়ারপ্লেসের আগুনটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, আর হিসহিস ক'রে ওখান থেকে এক ধরণের শব্দ হচ্ছে। শব্দটা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। ফ্রাঙ্কির কাছে মনে হলো ওই শব্দ তাকে বিদ্রুপ করছে। এমন সময় ফ্র্যাঙ্কির মা ঘরে এসে ঢুকলেন। তিনি একবার ফ্রাঙ্কির মুখে দিকে তাকালেন—প্রতিদিন তিনি একইভাবে ওর দিকে তাকান কিন্তু ফ্রাঙ্কি ওর মায়ের চোখের দিকে তাকিয়েই খুব জোরে চিৎকার ক'রে উঠলো, এরপর তার আর কিছুই মনে নেই। শুধু বুঝতে পারলো শরীরটা চিটচিটে আঠালো তরল পদার্থে ভিঁজে গেছে। ফ্রাঙ্কি তার মায়ের মুখটা খুঁজে পেলো না। আর এও বুঝতে পারলো চিটচিটে তরল পদার্থটা আসলে ওর মায়ের রক্ত। এরপর অনেক রাত আমি ঘুমাতে পারি নি। যখনই ঘুমানোর চেষ্টা করেছি, তখনই দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়া ক'রে ফিরেছে। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পেতাম, ও কাঁদছে—সমস্ত শরীর মা'র রক্তে ভিজে আছে। ওকে বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ও আসলে কী করেছে। আমি যেভাবে গল্পটা বললাম, সেভাবেই আমি শুনেছিলাম, দেখেছিলাম। আর ঘটনাটা আমাকে একইভাবে নাড়া দিয়েছিলো।"

শান্তভাবে আমি ব'সে রইলাম। কল্পনা করার শক্তি আমার রহিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানী কিংবা বলা যায় বিজ্ঞান হতাশা নিয়ে আমার সামনে বসে আছে। এখন তাকে হতাশাগ্রস্থ একজন মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "এ্যাল, তোমার কি কখনো কাউকে খুন করতে ইচ্ছে হয়েছে?"

"সবারই কখনো না কখনো কাউকে খুন কতে ইচ্ছে করে," আমার চোখে চোখ রেখে ও উত্তর দিলো।

"প্রত্যেককেরই তেমন মনে হয়? তুমি নিশ্চিত?"

BanglaBook.org

"হ্যা। প্রত্যেকটা মানুষেরই এই ক্ষমতা আছে। অবশ্যই এই ক্ষমতা আছে।"

"তোমার কাকে খুন করতে ইচ্ছে হয়েছে?"

"আমার কাছে আসলে কোনো অস্ত্র নেই, উঃ, ওই জিনিসটা আমার কাছে ভয়ংকর মনে হয়," ও জবাব দিলো। "এমনকি আমি কারও মনে আঘাত করারও চেষ্টা করি নি এ কারণে। যদি একবার মনে হয় আপনাকে দিয়ে কোনো কিছু করা সম্ভব, তাহলে আপনি তা করতে পারবেনই। কাউকে হত্যা করতে হবে এমন চিন্তা মাথায় চলে এলে কোনো বাঁধাই পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়াতে পারে না। এটা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু ঘটিয়েছে, প্রথমে বিষয়টা তার মাথায় চিন্তার আকারেই এসেছে। একজনের চাইতে আরেকজন কে কতোটুকু ভালো বা মন্দ সেটা কোনো বড় কথা নয়।" তার গলা কাঁপতে লাগলো। "এমনকি ওই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কারণে তারা বুঝতে পারে না কী করছে অথবা কাজগুলো কেন করছে।"

"বেরাইলের ক্ষেত্রে কি কারণ থাকতে পারে?" আমি জিজ্ঞেস কলাম।

আমার চিন্তাগুলো শান্ত এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে মাথার ভেতর ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এখন আমি অসুস্থবোধ করছি, ফলে সামনের সমস্ত চিন্তাগুলো নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিয়েছি : দেয়ালের কালচে দাগ, স্তনের কাছে গভীর ক্ষত আর জমে থাকা লাল রক্ত, ওর বইগুলো পড়বো বলে আলমিরার তাকে সাজিয়ে রেখেছি।

"যে মানুষটা তাকে ভালোবাসতো, সে-এই কাজটা করেছে," ও বললো।

"ভালোবাসা এতো নৃশংসভাবে প্রদর্শন করা যায় কি?"

"ভালোবাসা নৃশংস হতে পারে," ও বললো।

"তুমি কি ওকে ভালোবাসতে?"

"আমরা দু'জন অনেকটা একইরকম ছিলাম।"

"কোন্ দিক দিয়ে?"

"যা কিছু করার কথা ছিলো, সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ে করতে পারি নি," ও আবারো হাতটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। "একেবারেই একা, স্পর্শকাতর এবং অন্যের দুঃখকে বোঝার ক্ষমতা। এ কারণেই অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন নিজেকে। তার সম্পর্কে আমাকে কেউ-ই কিছু বলে নি। কিন্তু তার ভেতরকার অনুভূতি আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। বেরাইলের ভেতরকার ক্ষমতা কতোটুকু এবং তা দিয়ে তিনি কী করতে পারবেন, কেন জানি না আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তাকে প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। আমি অবশ্য জানি না কী কারণে। কোনো কিছু থেকে তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। এ কারণেই আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিলাম। তাকে যেহেতু বুঝতে পেরেছিলাম সেহেতু ওই দুঃখ থেকে উদ্ধার চেয়েছিলাম।"

"তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে না কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পরিস্থিতিটা আমাদের পক্ষে ছিলো না। হয়তো তার সাথে যদি অন্য কোথাও দেখা করতাম তবে সেটা সম্ভব হোতো।" ও জবাব দিলো।

BanglaBook.org

"এ্যাল, যে মানুষটা এই নৃশংস ঘটনা ঘটলো, তার সম্পর্কে তুমি কি জানো?" প্রশ্ন করলাম তাকে। "পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূলে থাকলেও কি তাকে উদ্ধার করতে পারতে?"

"না।"

"না?"

"পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূলে থাকলেও সে কিছুই করতে পারতো না, কারণ সে ছিলো ওই কাজের অযোগ্য। এবং তা আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম।" হান্ট বললো।

তার আকস্মিক পরিবর্তন আমি বুঝতে পারলাম। মনে হলো এখন সে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। আবার দৃষ্টি সেই তার হাতের দিকে। শক্ত মুঠো পাকিয়ে হাতটা সে কোলের ওপর ফেলে রেখেছে।

ও বললো, "তার নিজের মত প্রকাশের কোনো ক্ষমতা ছিলো না এবং পৃথকভাবে তার মত প্রকাশের ক্ষমতাও ছিলো না। আকর্ষণ থেকেই আকৃষ্টতার সৃষ্টি হয়। ভালোবাসাকে অনেক সময় অস্বাভাবিকতা কিংবা এক ধরণের রোগ বলেও মনে হতে পারে। যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে, তখন সে একটা নিয়মের ভেতর দিয়ে এগোতে থাকে, কারণ তখন সে নিজেকে খুব অসহায় মনে করতে পারে, নিজেকে অবাঞ্ছিতও মনে করতে পারে। এ কারণেই তার মনে হতে পারে সবাই তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। তখন গোপন ভালোবাসার কেনো জবাব না পেলে ধীরে ধীরে সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নিজের ভেতরে যে ক্ষমতাগুলো ছিলো, সেগুলোর ওপর থেকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এটা অনেকটা ফ্রাঙ্কির সেই কাল্পনিক কথা শোনার মতো। অবচেতন মন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।"

"ও কি বুদ্ধিমান ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বিচার বিশ্লেষণ করলে তো তেমনই মনে হয়।"

"ওর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিলো?"

"সমস্যা হচ্ছে, তার মেধাকে সে কখনো প্রকাশ করতে পারে নি।"

"কেন?" আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। "আমি বলতে চাইছিলাম বেরাইল ম্যাডিসনকে ও বেছে নিলো কেন?"

"বেরাইল ম্যাডিসনের স্বাধীনতা ছিলো, খ্যাতি ছিলো, কিন্তু তার ভেতর ওগুলো ছিলো না," হান্ট বললো। তার চোখ চকচক করছে। "ও ভেবেছিলো, বেরাইল ম্যাডিসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে সে। কিন্তু ও খুব বেশি ভেবে বসে ছিলো, ওর ভেতরকার যে দুর্বলতাগুলো ছিলো সেগুলো সে সংশাধন করার চেষ্টা করেছিলো। ও তাকে কাছে পেতে চেয়েছিলো।"

"তাহলে তুমি বলছো ও জানতো বেরাইল ম্যাডিসন একজন লেখিকা ছিলো?" আমি বললাম।

"তার কাছ থেকে খুব কম বিষয়ই আপনি লুকিয়ে রাখতে পারবেন। কোনোভাবে হয়তো সে জানতে পেরেছিলো বেরাইল একজন লেখিকা।"

BanglaBook.org

"ওই রাতে কি ঘটেছিলো তুমি কি তা জানো?" প্রশ্ন করলাম। "এ্যাল, যে রাতে বেরাইল মারা যায়, সে রাতে আসলে কি ঘটেছিলো?"

"সংবাদপত্রে যতোটুকু এসেছে, ততোটুকু শুধু জানি।"

"সংবাদপত্রে যা কিছু পড়েছিলে তা কি তোমার মনে আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বেরাইল ম্যাডিসন বাড়িতেই ছিলেন," সংলাপ আওড়ানোর মতো করে বললো, "সময়টা ছিলো সন্ধ্যাবেলা, সে হঠাৎই তার দরজায় এসে হাজির হয়। সম্ভবত আগন্তুককে বেরাইল ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিলেন। ঘটনার বিশ্লেষণে জানা যায় মধ্যরাতের খানিক আগে সে বেরাইলের বাড়ি থেকে চলে যায় এবং এরপরই বার্গলার এ্যালার্ম বাজতে শুরু করে। ছুরি দিয়ে আঘাত ক'রে তাকে হত্যা করা হয়। তাকে যে যৌন নিগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিলো, তার অনেকগুলো প্রমাণ পাওয়া যায়। এর বেশি কিছু বোধহয় আমি আর পড়ি নি।"

"তোমার কি এ বিষয়ে আলাদা কোনো মতামত আছে?" ভোঁতা কণ্ঠে আমি জানতে চাইলাম। "তুমি সংবাদপত্রে যতোটুকু পড়েছো, তার বাইরে কিছু ঘটতে পারে, এমন কোনো ধারণা?"

চেয়ারে আবার সে হেলান দিয়ে বসলো। নাটকীয়ভাবে তার ভেতর আবারো পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আবেগে তার চোখ জোড়া অন্যরকম মনে হলো। নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে।

"দৃশ্যটা আমি কল্পনা করতে পারছি," ও বললো।

"যেমন?"

"এই বিষয়টা আমি পুলিশকে বলতে চাইছিলাম না।"

"আমি তো পুলিশ নই," আমি তাকে বললাম।

"ওরা আমাকে বিশ্বাস করতো না," ও বললো। "কোনো কারণ ছাড়াই যে ওগুলো দেখতে পেয়েছি কিংবা অনুভব করতে পেরেছি, কোনোভাবেই তা আমি ওদের বোঝাতে পারতাম না। বিষয়টা অনেকটা ফ্রাঙ্কির মতো।" ওর চোখ আবার পানিতে ভরে উঠলো। "বিষয়টা একেবারে ভিন্ন ধরণের। কী ঘটতে চলেছে আমি তা সহজে বুঝতে পারি। অনেক সময় আমার পক্ষে তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলাও সম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা সবসময় বিস্তারিতভাবে কিছু জানার চেষ্টাও করেন না। এমনকি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর চেষ্টাও করেন না। কেন তারা এমন করে, জানেন কি?"

"আমি ঠিক বলতে পারবো না..."

"কারণ, ফ্রাঙ্কির মতো মানুষদের জগৎ সম্পর্কে বোধহয় আপনাদের কোনো ধারণা নেই। বিষয়গুলোকে আপনারা এক ধরণের মারাত্মক দুর্ঘটনা হিসেবে ধরে ব'সে থাকেন। ওর মায়ের মুখটা এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো যে, চেহারা কোনোভাবে চেনার উপায় ছিলো না। অথবা বেরাইলের কথাই ধরুণ, কী নৃশংসভাবেই না তাকে হত্যা করা হলো। ফ্র্যাঙ্কির মতো মানুষদের পেছনে পুলিশ তাড়া ক'রে বেড়ায়, কিন্তু যখন তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তখন তারা কোনো কিছুই স্মরণে আনতে পারে না।"

BanglaBook.org

“তুমি কি তাহলে বলতে চাইছো, বেরাইলের খুনী পরবর্তীতে কিছুই স্মরণে করতে পারে নি?”

ও মাথা নাড়লো।

“তুমি কি সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত?”

“আপনার সবচেয়ে দক্ষ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এ বিষয় নিয়ে তাকে দশ লক্ষ বছর ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে গেলেও এর কোনো উত্তর তিনি খুঁজে পাবেন না,” হান্ট বললো। “আসল সত্য কোনোভাবেই জানা যাবে না। এটাকে বলা যেতে পারে, সহজতাভাবে সৃষ্ট একটা বিষয়।”

“তুমি যা চিন্তা করেছিলো, সেগুলো নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করো।” আমি বললাম।

নিচের ঠোঁটটা ও কামড়ে ধরলো। একই সাথে ঘন ঘন নিঃশ্বাসও ফেলতে লাগলো। “আমি কি দেখেছিলাম কিংবা কল্পনা করেছিলাম সেটাই আপনি জানতে চাইছেন তো?”

“হ্যা,” আমি জবাব দিলাম।

“বেরাইলের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর অনেক সময় পার হয়ে যায়,” হান্ট বলতে শুরু করলো। “কিন্তু সে যে একজন মানুষ সে ব্যাপারে বেরাইল একেবারেই উদাসীন ছিলো যদিও অতীতে হয়তো সে তাকে কোথাও দেখে থাকবে—অতীতে যখন সে তাকে দেখেছিলো তখন তার সম্পর্কে বেরাইলের কোনো ধারণই ছিলো না। হতাশা, বেরাইলের প্রতি আবিষ্টতাই তাকে ওই পর্যন্ত টেনে এনেছিলো। তার মুখোমুখি হবার একটা তাড়না বোধ করেছে সে।”

“কি?” আমি প্রশ্ন করলাম, “কিসের তাড়না?”

“আমি অবশ্য তা বলতে পারবো না।”

“বেরাইলের পিছু নেবার ব্যাপারে ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তখন ওর অনুভূতি কি হয়েছিলো?”

হান্ট তার চোখ বন্ধ ক'রে বললো, “রাগ, প্রচণ্ড রাগের কারণ, ও যা করতে চেয়েছিলো তা সে করতে পারে নি।”

“রাগের কারণ, সে বেরাইলের সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি?” আমি প্রশ্ন করলাম।

হান্ট এখনো চোখ বন্ধ রেখেই ধীরে ধীরে দু'পাশে মাথা নাড়লো। “না, সম্ভবত এটা বাহ্যিকভাবে মনে হলেও এর শেকড় প্রোথিত ছিলো অনেক গভীরে। রাগের কারণ, শুরু থেকে যেভাবে শুরু করবে বলে ভেবে রেখেছিলো, সেভাবে সে এগুতে পারে নি।”

“কখন থেকে বেরাইলকে সে জানতো? ছেলেবেলা থেকে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যা।”

“ও কি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো?”

BanglaBook.org

"হ্যা, মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো ও," হান্ট উত্তর দিলো।

"কার কাছ থেকে?"

হান্ট এখনো চোখ বন্ধ ক'রে রেখেছে। ও জবাব দিলো, "ওর মা'র কাছ থেকে। এমনটি ধরে নেয়া যেতে পারে, বেরাইলকে যখন সে খুন করছিলো, আসলে তার মনে হয়েছিলো, অন্য কাউকে নয়, তার মা'কেই সে খুন করছে।"

"এ্যাল, তুমি কি ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিক বিষয়ক বইগুলো পড়েছো? তোমার কি এই বিষয়গুলো জানা আছে?"

চোখ খুলে ও সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালো। দেখে মনে হলো, আমি তাকে কী জিজ্ঞেস করেছি মোটেও সেটা শুনতে পায় নি।

আবেগ জড়ানো কণ্ঠে আবারো সে বলতে শুরু করলো, "আপনি হয়তো তাকে ধন্যবাদ জানাবেন এ কারণে যে, ঘটনাটা ঘটানোর আগে কতোবার সে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছে। চিন্তা-ভাবনা না করেই সে বেরাইলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় নি। সময়ের ক্ষেত্রে হয়তো গরমিল থাকতে পারে, কিন্তু পরিকল্পনায় কোনো ফাঁক ছিলো না। বেরাইলকে ও এ্যালার্ম বাজানোর কোনো সুযোগ দেয় নি। ইচ্ছে করলে বেরাইল তাকে ঘরে ঢুকতে বাঁধা দিতে পারতো, কিন্তু তা করে নি। বেরাইল পুলিশ ডাকতে পারতো, ওর বর্ণনা দিতে পারতো পুলিশকে। সে এমনভাবে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো, যাতে বেরাইলের মনে কোনো রকমের সন্দেহ জাগতে পারে নি।"

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, লোকটা বেরাইলের ফয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তার চেহারা কল্পনায় আনতে পারলাম না, অথবা তার চুলের রঙও কল্পনা করতে পারলাম না—শুধুই একটা আবছা দেহাবয়ব এবং দীর্ঘ ফলার একটা ছুরি দেখতে পেলাম, যা দিয়ে সে বেরাইলকে হত্যা করেছে।

"এক সময় সে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না," হান্ট আবার বলতে শুরু করলো। "পরবর্তীতে কী ঘটতে পারে, এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। বেরাইলের আতংক তার জন্যে মোটেও স্বস্তিদায়ক ছিলো না। বিষয়টাকে সে প্রথম অবস্থায় মোটেও প্রথা হিসেবে মনে করে নি। অর্থাৎ তার হয়তো বেরাইলকে খুন করার ইচ্ছে মনের ভেতর জেগে ওঠে নি। যখন বেরাইল ছুটাছুটি শুরু করলো, তার হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করলো, তার চোখে আতঙ্ক দেখতে পেলো, তখনই বুঝতে পারলো বেরাইল তাকে অস্বীকার করছে। সে বুঝতে পারলো ভয়ঙ্কর কিছু করতে চাইছে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একজন খুনি হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলো। বেরাইলের চিৎকার, রক্ত উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছিলো তাকে।"

ও আমার দিকে তাকালো। এক সময় দেখলাম, ওর চেহারা থেকে সমস্ত আবেগ মুছে গেছে। খানিক বাদে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ডাঃ স্কারপেট্টা, আপনি কি বিষয়টা মেলাতে পারছেন?"

"আমি তোমার কথা শুনছি," কেবল এটাই বললাম তাকে।

"ও আমাদের সবার মাঝেই ছিলো," ও বললো।

"এ্যাল, ওর ভেতর কি কোনো রকমের অনুশোচনা জেগেছিলো?"

BanglaBook.org

"ও এসব কিছুর বাইরে ছিলো," এ্যাল বললো। "কী ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানার পর, আমার মনে হয় না ও খুব স্বস্তিবোধ করেছিলো। কী করবে না করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। মনে থেকে সে কখনোই বেরাইলকে হত্যা করতে চায় নি। ও এক ধরণের ফ্যান্টাসির ভেতর ছিলো। বেরাইল তাকে বুঝতে পারবে, তার কাছে আসবে, এমনই সব কল্পনা করছিলো সে। মৃত্যুর পরও বেরাইল তার কথা ভাববে এই রকম কল্পনা করতে থাকে সে। কিন্তু তার মধ্যে থাকা যৌক্তিক মনটা অতৃপ্ত আর উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে। কেউই পুরোপুরিভাবে অন্য আরেকজনের হতে পারে না, এই ভাবনাটা সে ভাবতে শুরু করে তখন।"

"তুমি আসলে কি বুঝাতে চাইছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তার কৃতকর্ম তার উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে নি," হান্ট জবাব দিলো। "ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিলো না—ঠিক যেমনটি সে নিশ্চিত ছিলো না তার মায়ের সাথে ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে। আবারো সেই অবিশ্বাস। তার উপর বেরাইলের সাথে তার চেয়েও বেশি বৈধ এবং যৌক্তিক কয়েকজনের সম্পর্ক ছিলো।"

"যেমন, কাদের কথা বলতে চাইছো তুমি?"

"পুলিশ।" ওর চোখ জোড়া আমার ওপর নিবদ্ধ হলো। "এবং আপনি।"

"তার হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করছি সে জন্যে?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। এক ধরণের শীতল অনুভূতি আমার সমস্ত শীরছাড়া বয়ে গেলো যেনো।

"হ্যা।"

"কারণ বেরাইল আমাদের সাথেই প্রথম যোগাযোগ করা চেষ্টা করেছে, এবং তার চাইতে কিংবা অন্যান্যদের চাইতে বেরাইলের সাথে আমাদের সম্পর্ক বেশি আন্তরিক ছিলো?" আমি বললাম।

"হ্যা।"

"কখন তুমি এটা বুঝতে পারলে?"

"ক্যারি হারপার খুন হলেন যখন।"

"ওই কি ক্যারি হারপারকেও খুন করেছে?"

"হ্যা।"

"কেন?" আমি কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালাম।

"কারণ সে বেরাইলকে ভালোবাসতে চেয়েছিলো," হান্ট জবাব দিলো, "ওর কাছে মনে হয়েছে হারপার একজন ঘৃণ্য ব্যক্তি। যে ব্যক্তিই বেরাইলের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করেছে, সে-ই বিপদের ভেতর আছে। এই বিষয়টাই আমি লেফটেন্যান্ট মেরিনোকে জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জানি, তিনি বিষয়টা সহজভাবে গ্রহণ করবেন না। তিনি মনে করতে পারেন আমার মাথার স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে।"

"ওই মানুষটা কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "বেরাইলকে কে হত্যা করেছে?"

এ্যাল হান্ট সোফার সামনের দিকে এগিয়ে এলো। দু'হাতে মুখটা ঘষতে লাগলো সে। যখন আমার দিকে তাকালো, দেখলাম মুখটা তার রক্তিম হয়ে উঠেছে।

"জিম জিম," হান্ট ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো।

BanglaBook.org

"জিম জিম?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"আমি ঠিক জানি না," তার কণ্ঠ ভেঙে আসলো, "নামটা আমার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথার ভেতর থেকে শব্দটা আমি শুনতে পাচ্ছি, শুধুই শুনতে পাচ্ছি..."

আমি নিশ্চুপভাবে ব'সে থাকলাম।

"অনেকদিন আগে ভালহাল্লা হসপিটালে আমি কাজ করতাম," ও বললো।

"ফরেনসিক ইউনিটে?" আবার আমি মুখ খুললাম, "ওই হসপিটালে যখন তুমি কাজ করতে, তখন কি জিম জিম ওখানকার রোগী ছিলো?"

"আমি বলতে পারবো না," ঝড়ের মতো তার দু'চোখে আবেগ এসে জড়ো হতে লাগলো, "তার নামটা আমি শুনি, ওই জায়গাটাও দেখি। ওর ধূসর স্মৃতিগুলো যেনো আমি স্পর্শ করতে পারি। ঘটনাটা অনেকদিন আগেকার। সুতরাং সবকিছুই এখন আমার কাছে বিবর্ণ হয়ে এসেছে। জিম জিম। জিম জিম। যেনো কু ঝিক্ ঝিক্ ক'রে রেলগাড়ি ছুটে চলেছে। শব্দটা কোনোভাবেই থামছে না। এই শব্দ শুনে আমার মাথা ব্যথা করে।"

"কখনকার কথা বলছো তুমি?" আমি জানতে চাইলাম।

"দশ বছর আগে," ও কেঁদে ফেললো।

আমি বুঝতে পারলাম তখন সম্ভবত হান্ট তার মাস্টার থিসিস সম্পন্ন করছিলো না। ঐ সময় সে মাত্র কৈশোর উত্তীর্ণ একজন।

"এ্যাল," আমি বললাম, "তুমি ফরেনসিক ইউনিটে কোনো থিসিস করছিলে না। তুমি সেখানে রুগি হিসেবে ভর্তি হয়েছিলো।"

ও দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। খানিকটা সংযত হওয়ার পর ও আর কথা বলতে চাইলো না। সহজেই অনুমান করা যায় প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণে কথা বলার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে তার। কারো সাথে দেখা করার কথা স্মরণ করে সে খানিকটা অনুতপ্ত হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। নিজেকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। হৃদস্পন্দন আমার আগের মতো বেড়েই চললো। এক কাপ কফির জন্য প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করলাম। এরপর কিচেনে ঢুকে পরবর্তী কাজগুলো কি হতে পারে মনে মনে গুছিয়ে নিলাম। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠায় আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম।

"কে স্কারপেট্টা বলছেন?"

"বলছি।"

"আমট্র্যাক থেকে জন বলছি। ম্যাডাম, আপনি যে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন, তা আমি খুঁজে পেয়েছি। আমি দেখতে পারছি...স্টার্লিং হারপার সাতাশে অক্টোবর ভার্জিনিয়ার একটা রাউন্ড টিকেট কিনেছিলেন। তিনি একত্রিশ তারিখে ওখানে থেকে ফিরে আসেন। আমার রেকর্ড বলছে, উনি ট্রেনে ভ্রমণ করেছিলেন। আপনি কি সময়টা জানতে চান?"

সমস্ত তথ্য একটা কাগজে লিখে নিতে নিতে আমি অনুরোধ জানালাম, "কোন স্টেশন থেকে তিনি ট্রেনে চেপেছিলেন?"

BanglaBook.org

জবাবে সে বললো, "উনি ট্রেনে চেপেছিলেন ফ্রেডারিকস্‌বুর্গ স্টেশন থেকে, আর গিয়েছিলেন বাল্টিমোরে।"

আমি মেরিনোর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। এখন মেরিনো রাস্তায়। বিকালে বাড়ি ফিরে সে নিজের মতো ক'রে সংবাদটা পরিবেশন করলো।

"আমার কি আসার প্রয়োজন আছে?" হতবিহ্বল হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার আসার কোনো প্রয়োজন দেখছি না," টেলিফোনের লাইনে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "ও যা করেছে তা নিয়ে আর নতুন কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। ও একটা নোট লিখে তার আন্ডারপার্সের সাথে পিন দিয়ে আটকে রেখেছিলো। নোটে উল্লেখ করেছে যে, সে এই ঘটনার জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, এছাড়া তার অন্য কোনো উপায় ছিলো না। ঘটনাটা খুবই সামান্য। এর পেছনে কোনো রহস্যও নেই। সব কিছু আমরা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছি। তাছাড়া এখানে ডাঃ কোলম্যান উপস্থিত আছেন," মেরিনো, আমারই একজন স্থানীয় মেডিকেল এক্সামিনারের নাম উল্লেখ ক'রে বললো।

আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার খানিক বাদে, জিনটার পার্ক কলোনির বাড়িতে ফিরে যায়। বাবা-মা'র সাথে ওখানেই সে থাকে। তার বাবার স্টাডি রুম থেকে সে একটা প্যাড এবং কলম নিয়ে বেসমেন্টে নেমে যায়। সেখানে চিকন কালো চামড়ার বেল্টটা খুলে মেঝের ওপর জুতা আর ট্রাউজার খুলে রাখে। হান্টের মা কাপড়গুলো নেবার জন্যে বেসমেন্টে নেমে দেখেন তার একমাত্র সন্তান লন্ড্রি রুমের পাইপে বেল্টের সাথে ঝুলে আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

মধ্যরাত থেকে বরফের মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। সকালে উঠে আমার দৃষ্টি সীমায় আসা পৃথিবীটাকে মনে হলো যেনো স্বচ্ছ কাঁচের মতো। শনিবারটা বাড়িতেই কাটিয়ে দিলাম। বসে বসে এ্যাল হান্টের বলা কথাগুলো মনে করতে লাগলাম। নিজেকে অপরাধী বলেই মনে হলো। একটু যদি লক্ষ্য করতাম, তাহলেই হয়তো বুঝতে পারতাম, কথাগুলো ওর মোটেও স্বাভাবিক ছিলো না। সাধারণত মানুষ আত্মহত্যা করার আগে এ ধরণের এলোমেলো সব কথা বলতে থাকে। হয়তো চেষ্টা করলে ওকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করতে পারতাম।

হতবিহ্বলের মতো তার নামটাও আমি তালিকায় সংযুক্ত করলাম। ইতিমধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দু'জন শিকার হয়েছে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের, অন্য দু'জনের মৃত্যু অস্বাভাবিক, আপাতদৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায় নি আদৌ সেগুলো হত্যাকাণ্ড কিনা। তবে সবগুলো মৃত্যুর মধ্যে সূক্ষ্ম এক ধরণের যোগসূত্র থেকেই যাচ্ছে। বোধহয় সবকিছুর সাথে ওই কমলা রঙের ফাইবারের যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। শনি এবং রবিবার আমাকে বাড়ির অফিসেই কাজ সারতে হলো, কারণ আমার ডাউনটাউনের অফিসকে জানানো হয়েছে দীর্ঘদিন আমি অফিসের কোনো দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছি না। এই যদি তাদের জানানো হয়, তাহলে আর আমরা দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন কোথায়? আমাকে ছাড়াই দিব্যি কাজগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। লোকজন আমার সংস্পর্শে এসেই মরে যাচ্ছে। আমার সম্মানিত কলিগরা এ্যাটর্নি জেনারেলের মতোই আমার কাছ থেকে এর ব্যাখ্যা চাইছে, তবে তাদেরকে বলার মতো কিছু আমার কাছে নেই।

ইতিমধ্যে আমি যা যা জানতে পেরেছি, শুধু সেগুলো নিয়েই চিন্তা ক'রে যাচ্ছি। কম্পিউটারে বসে আমি নোট তৈরি করেছি। এর জন্য বিভিন্ন বইয়েরও সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাছাড়া আমি বিভিন্ন স্থানে ফোন করেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করছি।

সোমবার সকালে স্টেপল মিল রোডের আমট্র্যাক স্টেশনে মেরিনোর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত ওর সাথে আমার আর কোনো কথা হয় নি। অপেক্ষমান দুই ট্রেনের মাঝখানের প্লাটফর্ম ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। ট্রেনের ছায়া পড়ার কারণে প্লাটফর্মের ওপর আবছা অন্ধকার। ইঞ্জিনের গরমে চারদিকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। চারপাশ থেকে তেলের গন্ধ ভেসে আসছে। ট্রেন কামরার একেবারে শেষের দিকে আমরা সিট পেয়ে গেলে স্টেশনের ভেতর থেকেই আমরা আলোচনা শুরু করলাম।

"ডা: মাস্টারসন খুব কম কথা বলার মানুষ," যে শপিং ব্যাগটা এতোক্ষণ আমার হাতে ধরা ছিলো, তা নীচে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম। ডা: মাস্টারসন হান্টের মানসিক চিকিৎসা করেছিলেন। "কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তিনি হান্টকে যতোটা চেনার চেষ্টা করেছেন তারচেয়ে অনেক ভালো করেই চিনতেন।" বুঝতে পারলাম না যখনই কোনো ট্রেনের সিটে বসি, কেন যেনো আমার ফুটরেস্ট কাজ করে না!

BanglaBook.org

মেরিনো হাই তুলে আরাম ক'রে তার সিটে বসলো। তার সিটে অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। ও তারটার সাথে পাল্টানোর প্রস্তাবও দিলো না। প্রস্তাব দিলে নিঃসন্দেহে আমি তা লুফে নিতাম। মেরিনো অবশেষে মুখ খুললো, "সুতরাং তুমি বলতে চাইছো, হান্ট যখন আঠারো-উনিশ বছরের, তখন সে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলো?"

"হ্যা, হান্ট মারাত্মক ডিপ্রেশনের ভেতর ছিলো সে সময়ে," আমি বললাম।

"হু, বুঝতে পারছি। সহজেই তা অনুমান করা যায়।"

"তোমার অনুমান করার কারণ?"

"ঐ টাইপের লোকেরা ডিপ্রেশনেই ভুগবে।"

"কোন্ টাইপেরর, মেরিনো?"

"ঐ যে, ওর সাথে যখন কথা বলছিলাম তখন সমকামী কিংবা হিজরা শব্দটি আমার মাথায় ঘুরছিলো," মেরিনো মন্তব্য করলো।

মেরিনোর বোধহয় খুব বেশি বিচিত্র মানুষের সাথে পরিচয় ঘটে নি।

অনেকটাই নিঃশব্দে, মন্থর গতিতে ট্রেনটা এগিয়ে চলেছে। অনেকটাই যেনো শান্ত পানির ওপর দিয়ে নৌকা এগিয়ে চলার মতো।

"আমি আশা করেছিলাম ওই কথাগুলো তুমি টেপ ক'রে রাখবে," আরেকবার হাই তুলে কথাগুলো বললো মেরিনো।

"ডাঃ মাস্টারসনের সাথে বলা কথাগুলো?"

"না, ওই হান্টের সাথে বলা কথাগুলো। যখন তোমার বাড়িতে ও গিয়েছিলো," ও বললো।

"ওটা ছিলো নিতান্তই মামুলি একটা আলোচনা, সুতরাং রেকর্ড করার কোনো প্রয়োজন ছিলো ব'লে মনে হয় নি," অস্বস্তি নিয়ে জবাব দিলাম আমি।

"আমি জানি না। আমার মনে হয়, এ ধরণের খুনীরা অনেক কিছুই জানে, আর তা প্রকাশ করার জন্যে ঘুর ঘুর করতে থাকে।"

আমার লিভিং রুমের বসে হান্ট যা কিছু বলেছে, তার মূল্য থাকতো যদি সে বেঁচে থাকতো। তাছাড়া তার কোনো এ্যালিবাইও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিশ হান্টের বাবা-মাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে ওই বাড়ি খুঁজে দেখেছে। বেরাইল ম্যাডিসন কিংবা ক্যারি হারপারের হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুই তারা খুঁজে বের করতে পারে নি। তারপরও বড় বিষয় হচ্ছে, বেরাইলের মৃত্যুর সময় হান্ট তার বাবা মা'র সাথে ডিনারে ছিলো, অন্যদিকে হারপারের মৃত্যুর সময় সে বাবা মা'র সাথে ব'সে একটা অপেরা দেখছিলো। তদন্ত ক'রে এসমস্ত সত্যতাই খুঁজে পাওয়া গেছে। তার বাবা-মা'ই তথ্যগুলো দিয়েছে।

ট্রেনটা প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকায় আমরা মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠতে লাগলাম। ট্রেনটা হুইসেলের আর্তনাদ তুলে গতি বাড়ালো।

"তোমার ওই হান্টকে বেরাইল কোনো এক সময় অপমান করেছিলো হয়তো," মেরিনো বললো। "তুমি যদি আমার মন্তব্য জানতে চাও, তাহলে বলবো, হান্টের সাথে ওই খুনীর সম্পর্ক ছিলো। এমনো হতে পারে মৃত্যুর আগে ও সুবিধা গ্রহন করতে চেয়েছিলো।"

BanglaBook.org

"আমি অন্যরকম চিন্তা করছি। ওকে দেখে বেরাইলের হয়তো পুরাতন কোনো স্মৃতি জেগে উঠেছিলো," আমি জবাব দিলাম, "সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যে অক্ষমতা ছিলো, তা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিলো।"

"আমার ধারনায় হান্ট এবং খুনী একই কাপড় থেকে কেটে নেয়া দুই অংশ। বেরাইলের সাথে দু'জনেরই সম্পর্ক ছিলো। বেরাইল দু'জনের সাথেই প্রতারণা করেছিলো।"

"হান্টকে আমার কোনোভাবেই নৃশংস ব'লে মনে হয় নি।"

"সম্ভবত সে এই হত্যায় মদদ দিয়ে আসছিলো, কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে নিজেকে গুটিয়ে নেয়," মেরিনো বললো।

"আমরা কিন্তু এখনো জানি না বেরাইল এবং হারপারকে কে খুন করেছে," মেরিনোকে আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, "আমরা এটাও নিশ্চিত হতে পারি নি ওই খুনী হান্টের মতোই কেউ কিনা। আমরা আসলে কিছুই জানি না। মোটিভ সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি। এমনো হতে পারে, খুনী হয়তো জেব প্রাইসের মতো কোনো একজন অথবা সেই জিম জিম-এর মতো কেউ হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।"

"জিম জিম হচ্ছে আমার পাছা," বিদ্রুপাত্মকভাবে মন্তব্য করলো মেরিনো।

"মেরিনো, এই মুহূর্তে আসলে আমাদের কোনো সূত্রকেই অবহেলা করা উচিত নয়।"

"তুমি জিম জিম নামের এক জনের পেছনে ছুটে বেড়াতে চাইছো, না? ও নাকি ভালহাল্লা হসপিটাল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে, আর এখন একজন খণ্ডকালীন টেরোরিস্ট শরীরে কমলা রঙের একরেলিক ফাইবার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব কিছু চিন্তা ক'রে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।" চোখ বন্ধ ক'রে সিটটাতে নড়েচড়ে বসলো মেরিনো। "আমার আসলে ছুটি নেয়া প্রয়োজন।"

"আমারও," বললাম আমি, "তোমার কাছ থেকে আমার ছুটি নেয়া প্রয়োজন।"

গতরাতে বেন্টন ওয়েসলি আমাকে ফোন ক'রে হান্ট সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। কোথায় যাচ্ছি এবং কেন যাচ্ছি, তখনই আমি তাকে সমস্ত কিছু খুলে বলেছি। তখনই তিনি আমার প্রস্তাবকে এক কথায় নাকচ ক'রে দেন। একা একা আমি এতো দূরে যাবো তিনি কোনোভাবেই তা মেনে নিতে পারছিলেন না। টেরোরিস্ট, উজি-গান এবং গ্ল্যাসার তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকায় তিনি নির্দেশ দেন যে, মেরিনোও আমার সাথে যাবে। এ ধরণের নির্দেশে আমি অবশ্য কিছু মনে করি নি। সকাল ছয়টা পয়ত্রিশের ট্রেনে বাড়তি কোনো টিকেট ছিলো না। ফলে মেরিনো বাধ্য হয়ে ভোর চারটা আটচল্লিশের টিকেট কেটেছে। রাত তিনটার সময় আমার ডাউনটাউনের অফিসে গিয়ে ঢুকতে হয়েছিলো স্টাইরোফোমের বাক্সটা নেবার জন্য। এই বাক্সটাই এখন শপিং ব্যাগের ভেতর আছে। আমাকে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। রাতে ঘুম আসছে না। জেব প্রাইসকে নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করছি না, ওর জন্যে মেরিনোই যথেষ্ট।

BanglaBook.org

ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরা ঝিমুচ্ছে। ওদের মাথার ওপরকার বাতিগুলো নেভানো। অল্পক্ষণ বাদেই ট্রেনটা অ্যাপল্যান্ডের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলো। আমি দেখে অবাক হলাম, সারিবদ্ধ এই অতি সাধারণ বাড়িগুলোতে মানুষ থাকে কীভাবে। জানালার কাঁচগুলো সবই অন্ধকারে ঢেকে আছে, বাড়ির সামনের ফ্ল্যাগ লাগানোর পোলগুলো যেনো আমাদের স্যালুট জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা ঘুমন্ত দোকানের সামনে দিয়ে এগুতে লাগলাম—চুল কাটার দোকান, স্টেশনারীর দোকান, ব্যাংক—কলেজের কাছে এসে ট্রেনের গতি বেড়ে গেলো।

অন্যদের মতো আমিও ঝিমুতে লাগলাম, তবে কোনো স্বপ্ন দেখলাম না। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর যখন আমি চোখ খুললাম, দেখতে পেলাম কোয়ানটিকো ক্রিকের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমি মার্ককে নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। চিন্তা করতে লাগলাম অনেকদিন আগেকার নিউ ইয়র্কের সেই রাতগুলোর কথা। এ্যানসারিং মেশিনে আমার সেই রহস্যময় মেসেজের পর আমি মার্কের গলা থেকে আর একটা শব্দও শুনতে পাই নি। ও কী করছে সেটা ভেবে একটু অবাকই হলাম। অবশ্য তা জানতে গিয়েও আমার ভয় হচ্ছে।

মেরিনো ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ পিটপিট ক'রে আমার দিকে তাকালো। এখন সকালের নাস্তা এবং সিগারেটের সময়, অবশ্য ওগুলোর জন্যে আলাদাভাবে অর্ডার দেবার কিছু নেই।

ডাইনিং কারের প্রায় অর্ধেকটাই মানুষে ভর্তি হয়ে আছে। একজন কম-বয়সী লোক কানে হেডফোন লাগিয়ে কী যেনো শুনছে। এক ক্লান্ত মহিলা তার ঘুমন্ত বাচ্চাকে কাঁধের ওপর চেপে ধরে রেখেছে। এক বৃদ্ধ দম্পতি কার্ড খেলায় ব্যস্ত। আমরা কোণার দিককার একটা খালি টেবিলে গিয়ে বসলাম। একটা সিগারেট ধরাতেই মেরিনো খাবার কিনতে চলে গেলো। এখন যা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগলো তা হচ্ছে, সকালের নাস্তা হিসেবে গরম গরম প্যাকেট করা হাঁস এবং ডিমের স্যান্ডউইচ পাওয়া গেছে।

মেরিনো দাঁত দিয়ে হ্যামের সেলোফেন ছিঁড়তে ছিঁড়তে সিটের ওপর যত্ন ক'রে নামিয়ে রাখা শপিংব্যাগটার দিকে তাকালো। এই ব্যাগের ভেতর স্টিরোফোমের বাক্সের ভেতর যত্ন করে স্টারলিং হারপারের লিভার, টিউবের ভেতর রক্ত এবং গ্যাস্ট্রিক কনটেন্টস্ ড্রাই-আইসের মধ্যে রাখা আছে।

"কতোক্ষণ আগে এটা তরল অবস্থায় ছিলো?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"আমরা সময়ক্ষেপন করতে যাচ্ছি, কাজ না হলে সমস্ত সময় আমাদের নষ্ট হবে," আমি জবাব দিলাম।

"আমাদের হাতে সময় আছে বলেই বোধহয় তা নষ্ট করার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু ঘোড়ার ডিমের ওই কফ সিরাপ নিয়ে তুমি লেগে আছো কেন? গত রাতে যখন আমি আধো ঘুমের ভেতর ছিলাম তখন দেখলাম এগুলো নিয়ে তুমি বকবক করছো।"

"হ্যা, আজ সকালেও যেমন তুমি আধো ঘুমের ভেতর ছিলে।"

BanglaBook.org

"তুমি কি কখনো ক্লান্ত হও না?"

"আমি খুবই ক্লান্ত, মেরিনো, মনে হয় না আমার শরীরে জীবন বলে কিছু আছে।"

"তুমি ভালোভাবে বেঁচে থাকো, এটাই আমি আশা করি," কফির কাপ এগিয়ে দিতে দিতে মন্তব্য করলো মেরিনো।

রেকর্ড করা লেকচারের মতো আসল বিষয়টা আমি মেরিনোকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম।

"মিস্ হারপারের বাথরুমে ডেক্সট্রো মেথেরফ্যান নামের একটা কফ সাপরিজেন্টের বোতল পাওয়া গেছে, সেটা তুমি ভালোভাবে জানো। ডেক্সট্রোমেথের ফ্যান সাধারণত স্বল্প মাত্রার কফ সাপরিজেন্ট। খুবই অতিরিক্ত মাত্রায় ওই ঔষুধ সেবন না করলে কারুরই কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এটা ডি-আইসোবার-এর এক ধরণের মিশ্রণ। এর একটা আলাদা নামও আছে। সেটা হয়তো তোমার না জানলেও—"

"ও হ্যা? তুমি কিভাবে বুঝলে ওটা না জানলেও চলবে?"

"তিন ধরণের নিস্তেজক ওষুধের ভেতর এন-মিথাইলমোরফিনান অন্যতম।"

"তুমি ঠিকই বলেছো। ওই ঘোড়ার ডিমের বিষয়গুলো আসলে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

আমি বললাম, "এছাড়াও আরেক ধরণের ওষুধ রয়েছে যা এল-আইসোমারভুক্ত। এল-আইসোমারের কম্পাউন্ড হচ্ছে লেভোমেফেরফেন। লেভোমেথারফেন মারাত্মক এক নেশা জাতীয় ওষুধ যা মরফিনের চাইতে পাঁচ গুণ বেশি ক্ষমতাশালী। সাধারণ চোখে এই দুই ওষুধের ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ দুই ধরণের ওষুধ দেখতে একই রকম। এই ওষুধের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে একটা যন্ত্রের প্রয়োজন—যার নাম পোলারিংমিটার। ডেক্সট্রো মেথোরফ্যানের ভেতর দিয়ে আলো প্রবাহিত করলে তা ডান দিকে বেঁকে যাবে।"

"অন্য কথায় বলতে গেলে ওই পরীক্ষা বাদে তুমি এই দুই ঔষুধের পার্থক্য বের করতে পারছো না," মেরিনো বললো।

"না, সাধারণ টক্সিক পরীক্ষা থেকে কোনো কিছু খুঁজে বের করা সম্ভব নয়," আমি তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। "লেভোমেথোরফ্যান এসেছেই ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান থেকে, কারণ এই ওষুধের কম্পাউন্ড হচ্ছে একই। আলো ভিন্ন ভিন্ন দিকে বেঁকে যাওয়ার এই পরীক্ষা বাদে অন্য কোনো পরীক্ষা নেই এর। একে তুমি ডি-সুক্রোজ এবং এল-সুক্রোজের সাথেও তুলনা করতে পারো—গঠনগতভাবে এগুলো একই রকমের হলেও দুইয়ের ভেতর বেশ বড় পার্থক্য থেকে গেছে। ডি-সুক্রোজের তালিকায় আছে আমাদের সাধারণ চিনি, কিন্তু এল-সুক্রোজে কোনো পুষ্টিগুণই খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

"আমি এর সবকিছু বুঝতে পেরেছি, এমন কিন্তু বলছি না," চোখ জোড়া কঁচলে নিয়ে মেরিনো বললো। "আমি বুঝতে পারছি না, কোনো কম্পাউন্ড একবার একইরকম, আবার ভিন্নরকমের হচ্ছে কিভাবে?"

BanglaBook.org

"এভাবে চিন্তা করো, ডেক্স ট্রো মেথোরফ্যান এবং লেভোমেথোরফ্যান হচ্ছে একই চেহারার যমজ," আমি বললাম, "বলাই বাহুল্য তারা কোনোভাবেই একই ব্যক্তি নয়, কিন্তু দেখতে তারা একই রকমের—শুধু একজন ডানহাতি, অন্যজন বাঁহাতি। একটা খুবই সাধারণ, অন্যটা হচ্ছে অতি মারাত্মক। কোনো উপকারে আসতে পারলাম?"

"হ্যা, এখন বোধহয় কিছুটা অনুমান করতে পারছি। তা কতোটুকু লেভোমেথোরফ্যান মিস্ হারপারের মৃত্যুর কারণ হতে পারে?"

"ত্রিশ মিলিগ্রামই বোধহয় যথেষ্ট। অন্য কথায় একশ' বায়ান্ন মিলিগ্রাম ট্যাবলেট," আমি জবাব দিলাম।

"এরপর তার কি হলো বলতে চাইছো?"

"মাদক জাতীয় ঔষুধ গ্রহণ করার মতো তিনি অবশ্যই গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলেন, এরপরই তার মৃত্যু ঘটে।"

"মিস্ হারপার কি এই ঔষুধ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন?"

"সম্ভবত তিনি জানতেন," আমি জবাব দিলাম, "আমরা জানি, তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তিনি হয়তো তার আত্মহত্যাকে দ্রুত এগিয়ে আনতে চেয়েছিলেন অন্তত। ওই গলে যাওয়া প্লাস্টিক দেখে এমন ধারণা ক'রে নেয়া যায়। তাছাড়া যে ছাইগুলো পাওয়া গেছে, হয়তো তিনি তার মৃত্যুর আগেই পুঁড়িয়েছিলেন। এমনও হতে পারে, কফ সিরাপের বোতলটা ফেলে রেখে তিনি হয়তো আমাদের কোনো পথ দেখাবার চেষ্টা ক'রে গেছেন। এটা এক ধরণের চ্যালেঞ্জও হতে পারে। বোতলটা দেখার পর টক্সিক টেস্টে ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান দেখে আমি মোটেও অবাক হই নি।"

মিস্ হারপারের কোনো আত্মীয় বেঁচে নেই—বন্ধু-বান্ধবদের ভেতর যদি কেউ থেকেও থাকে তার সংখ্যাও নিশ্চয়ই হাতেগোণা। কিন্তু কারো সাথে তিনি মাঝে মাঝেই ভ্রমণে যেতেন। প্রমাণ পাওয়া গেছে, সম্প্রতি তিনি বাল্টিমোর গিয়েছিলেন। বাল্টিমোর ভ্রমণের কথা উঠলে প্রথমেই মাথায় আসে জন হপকিন্সের নাম—পৃথিবীখ্যাত অনকোলজি ক্লিনিক। কয়েক জায়গায় ফোন ক'রে আমি নিশ্চিত হয়েছি, মিস্ হারপারকে রক্ত এবং বোনম্যারো ওয়ার্ক-আপের জন্যে নিয়মিতভাবে সেখানে যেতে হতো।

এই রোগের কথা সবার কাছে তিনি গোপন রেখেছিলেন। যখন তার মেডিকেশনের তথ্যটা আমি জানতে পারি, তখনই আমার মাথায় চিন্তাটা ঘুরপাক খেতে থাকে। আমার ল্যাবে কোনো পোলারিংমিটার যন্ত্র নেই, তাছাড়া লেভোমেথোরফ্যান পরীক্ষা করার মতো অন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। ফলে বাধ্য হয়েই জন হপকিন্সের ডা: ইসমাইলকে আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম তার ওখানে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে। ডা: ইসমাইল এক কথাতেই আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

এখন সাতটাও বাজে নি, ইতিমধ্যে আমরা ডিসি পেরিয়ে এসেছি। শহরে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত গাছ-পালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে হঠাৎই সাদা রঙের জেফারসন মেমোরিয়ালটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

BanglaBook.org

[অনকোলজি ক্লিনিকের প্যাথলজি ল্যাবের ভেতর আমরা ডা: ইসমাইলের সাথে দেখা করলাম। শপিংব্যাগ খুলে স্টাইরোফোমের বাক্সটা আমি যত্ন ক'রে তার ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

"এই স্যাম্পল নিয়েই কি আমরা আলোচনা করেছিলাম?" হাসিমুখে তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন।

"হ্যা", আমি জবাব দিলাম। "ওগুলো বোধহয় এখনো বরফে জমাটবদ্ধ হয়ে আছে। ট্রেন স্টেশন থেকে সরাসরি আমরা আপনার এখানে চলে এসেছি।"

"ওই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি আসলে কি করতে চাইছেন?" ল্যাবের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মেরিনো জানতে চাইলো।

আমার দেখা অন্যান্য ল্যাবরেটরির মতোই সাধারণ একটা ল্যাবরেটরি ডা: ইসমাইলের।

"আসলেই এটা সাধারণ একটা পরীক্ষা," শান্ত কণ্ঠে বললেন ডা: ইসমাইল। "প্রথমে আমি গ্যাস্ট্রিক স্যাম্পলের বিভিন্ন অংশগুলো আলাদা ক'রে নেবো। সেটাই এই পরীক্ষার সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর কাজ। যখন কাজটা হয়ে যাবে, তখন বিচ্ছিন্ন অংশগুলো পোলারিংমিটারের ভেতর স্থাপন করবো। পোলাংরিমিটার দেখতে অনেকটাই টেলিস্কোপের মতো। কিন্তু এটার লেন্স ইচ্ছেমতো ঘুরানো সম্ভব। আইপিসের ভেতর চোখ লাগিয়ে লেন্সটা ধীরে ধীরে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরাতে থাকবো। যদি ওষুধটা ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান হয়ে থাকে, তাহলে আর প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই, পোলারিংমিটারের আলো ডান দিকে বেঁকে যাবে। লেন্সটা ডানদিকে যতোই ঘুরতে থাকবো, আলো ততোই উজ্জ্বল হতে থাকবে। লেভোমেথোরফ্যানের ক্ষেত্রে ঘটবে ঠিক এর উল্টো ফলাফল।"

ডা: ইসমাইল লেভোমেথোরফ্যান সম্পর্কে আমাদের আরো বিস্তারিত তথ্য জানালেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের ব্যথা উপশমের জন্যে সাধারণত বেশি ব্যবহার হয় এই ওষুধ। ওষুধটা তৈরিও করা হয়েছো জন হপকিন্স ক্লিনিকের তত্ত্বাবধানে। এই ক্লিনিকে যারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, তার একটা লিস্ট বের করলেন ডা: ইসমাইল। বাড়তি তথ্য হিসেবে মিস্ হারপারের চিকিৎসার একটা রেকর্ড পেলাম আমরা।

"তিনি প্রতি দু'মাস পর পর রক্ত এবং বোনম্যারো ওয়ার্কআপের জন্যে এখানে আসতেন। প্রতিবারই তাকে এই ওষুধ দেয়া হতো। দুশো বায়ান্ন মিলিগ্রাম ট্যাবলেটের সমপরিমাণ ওষুধ তার জন্যে বরাদ্ধ করা ছিলো," ডা: ইসমাইল মনিটর বুকের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন। "দাঁড়ান দেখছি...শেষবার তিনি এখানে এসেছিলেন অক্টোবরের আটাশ তারিখে। হিসেব মতো পঁচাত্তর ট্যাবলেট এখনো থাকার কথা, একশো ট্যাবলেট খরচ হওয়ার কথা নয়।"

"আমরা সেগুলো খুঁজে পাই নি," আমি বললাম।

"খুব লজ্জার কথা," দুঃখিত চোখে ডা: ইসমাইল আমার দিকে তাকালেন। "এখানে চিকিৎসা নিয়ে, তিনি বেশ ভালোই ছিলেন। মিস্ হারপার খুবই চমৎকার মহিলা। তাকে এবং তার মেয়েকে দেখে সবসময় আমার খুবই ভালো লাগতো।"

BanglaBook.org

বেশ খানিকবাদে আম মুখ খুলতে বাধ্য হলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তার মেয়ে?"

"আমার তো তেমনই মনে হয়েছে। কমবয়সী এক তরুণী। সোনালী চুল..."

মেরিনো মাঝপথে তার কথা থামিয়ে দিলো, "শেষবারও কি ওই তরুণী মিস্ হারপারের সাথে ছিলেন, অক্টোবরে যখন তিনি এখানে এসেছিলেন?"

ডাঃ ইসমাইল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "না, শেষবার অবশ্য তাকে দেখা যায় নি। মিস্ হারপার একাই এসেছিলেন সেবার।"

"কতো বছর ধরে মিস্ হারপার এখানে চিকিৎসা করাচ্ছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাকে চার্ট দেখে বলতে হবে। তবে এতোটুকু বলতে পারি, বেশ অনেক দিনই হবে, এই ধরুন বছর দুয়েক।"

"তার মেয়ে, ওই সোনালী চুলের তরুণী, সব সময়ই কি তার সাথে আসতেন?" প্রশ্ন করলাম।

"প্রথম দিকে তাকে দেখি নি," ডাঃ ইসমাইল জবাব দিলেন, "কিন্তু গত বছর থেকে তাকে মিস্ হারপারের সাথে প্রতিবারই দেখেছি। শুধু শেষ অক্টোবরে তাকে দেখা যায় নি। আমার খুব ভালো লাগতো। অসুস্থতার সময় পরিবারের একজনের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া কতোজনেরই বা ভাগ্যে জুটে?"

"এখানে চিকিৎসা করাতে আসার পর সাধারণত কোথায় উঠতেন তিনি?"

দেখলাম মেরিনোর চোয়াল আবারো শক্ত হয়ে উঠেছে।

"বেশিরভাগ রোগী সাধারণত আশপাশের হোটেলেই উঠেন। কিন্তু মিস্ হারপার সৈকতের কাছের হোটেলে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন," ডাঃ ইসমাইল বললেন।

"আপনি জানেন, কোন্ হোটেলে?" মেরিনো জানতে চাইলো।

"উহুঁ। আমার ঠিক ধারণা নেই..."

হঠাৎই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কাগজ পোড়ানোর সেই সাদা ছাই।

আমি দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "দয়া ক'রে আপনার টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা কি একবার দেখতে পারি?"

মিনিট পনেরো বাদে আমি এবং মেরিনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ক্যাবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাথার উপর উজ্জ্বল সূর্য থাকলেও চারপাশ এখনো তেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি।

"উফ!," মেরিনো বললো। "আশা করছি, তোমার কথাই ঠিক হবে।"

"আশা করি খুব জলদি আমরা আরো অনেক কিছু খুঁজে বের করতে পারবো," তিক্ত কণ্ঠে বললাম তাকে।

টেলিফোন ডাইরেক্টরির বাণিজ্যিক তালিকায় আমি একটা হোটেলের নাম খুঁজে পেলাম—হারবার কোর্ট। *বোর কো, বোর সি*। পোড়া কাগজের শব্দাংশগুলো আমার মাথাতেই ছিলো। হারবার প্যালেসের রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে গিয়ে হারবার কোর্ট, শহরের সবচেয়ে অভিজাত হোটেল।

BanglaBook.org

"আমি আসলে বুঝতে পারছি না," একটা ট্যাক্সি আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় মেরিনো মন্তব্য করলো, "এই সব ঝামেলার প্রয়োজনটা কি? সন্দেহ নেই, মিস্ হারপার আত্মহত্যা করেছেন। তাই নয় কি? তাহলে রহস্যময়ভাবে এই ঝামেলার প্রয়োজনটা কি? তোমার মাথায় নতুন কোনো ভাবনা এসেছে কি?"

"হারপার ছিলেন একজন গর্বিত মহিলা। তার মতো একজন মহিলার আত্মহত্যা করাটা ঠিক মানায় না। তার দুর্বলতা বাইরের কেউ জানুক, এটা যে তিনি চাইবেন না আমি তা ভালোভাবেই জানি। আমি যখন তার বাড়িতে ছিলাম তখনই বুঝতে পেরেছি, তিনি কতো শক্ত ধাঁচের মহিলা।"

"কেন?"

"ধরে নাও, তার শারীরিক দুর্বলতা কারো সামনে প্রকাশ হতে দেন নি তিনি।" দেখলাম, হারবারের দিকেই আমরা পায়ে হেটেই রওনা দিয়েছি।

"এই আইসোমার কতোটা মারাত্মক তিনি তা জানতেন?"

"আমার ধারণা তিনি তা জানতেন," আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে আত্মহত্যা ধরে নিতে অসুবিধা কোথায়?"

"কারণ তিনি সম্মানের সাথে মারা যেতে চেয়েছিলেন। এমনো হতে পারে তিনি আত্মহত্যর কথা অনেকদিন আগে থেকেই চিন্তা ক'রে রেখেছিলেন—অর্থাৎ যখন থেকে ক্যান্সার ধরা পড়ে তখন থেকে। তিনি হয়তো কষ্ট সহ্য করতে চাইছিলেন না, অথবা অন্যের কষ্টের কারণও হতে চাইছিলেন না। লেভোমেথোরফ্যান তার জন্যে ছিলো সবচেয়ে পছন্দের। খুবই কার্যকরী ওষুধ—কিন্তু তা কখনোই আমরা জানতে পারতাম না, যদি না তার বাড়িতে ডেক্সট্রো মেথোরফ্যানের বোতল পাওয়া যেতো।"

"ধ্যাত্," ট্যাক্সির জন্যে অপক্ষা করতে করতে অস্বস্তি প্রকাশ করলো মেরিনো। "আমি তোমার কাজে মুগ্ধ। বিশ্বাস করো, সত্যিই মুগ্ধ।"

"এটা খুবই ট্র্যাজিক একটি ঘটনা!"

"ট্র্যাজিক কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না," একটা চুয়িংগাম মুখে পুরে দিয়ে মেরিনো মন্তব্য করলো। "আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই চাইতাম না, দিনের পর দিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকি। নাকের সাথে টিউব লাগানো, শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আমার যদি সহ্য না হয়ে থাকে, মিস্ হারপারেরও নিশ্চয়ই তা সহ্য হতো না।"

"তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন বলে আত্মহত্যা করেন নি।"

"আমি জানি," বিষয়টার লাগাম টানার চেষ্টা করলো মেরিনো, "কিন্তু এর সাথে সম্পর্ক আছে। অবশ্যই আছে। তিনি বেশি দিন বেঁচে থাকতেন না। এরপর বেরাইল মরে গেলো, তার ভাইয়েরও করুণ পরিণতি ঘটলো," ও স্রাগ করলো, "তাহলে আর তিনি কার জন্যে বেঁচে থাকবেন?"

আমরা একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। ঠিকানাটা চালককে দেখাতেই সে ট্যাক্সিটাকে বাড়ালো সামনের দিকে। মিনিট দশেক আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। অবশেষে ছোটো ছোটো গাছপালায় ছাওয়া ঝকঝকে একটা বাড়ির পার্কিং লটে এসে

BanglaBook.org

ট্যাক্সিটা থেমে গেলো। ডোরম্যান দরজা খুলে দিতেই উজ্জ্বল আলোকিত গোলাপী এবং ক্রিম রঙের লবিতে এসে প্রবেশ করলাম আমরা। প্রত্যেকটা জিনিসই দেখতে পেলাম নতুন, ঝকঝকে পরিস্কার এবং যত্ন ক'রে পালিশ করা। ঝকমকে আসবাবের পাশে সুন্দরভাবে ফুল বিন্যস্ত করা। হোটেলে কার কোথায় কী প্রয়োজন, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে হোটেলের কর্মচারীরা, তবে কারোর ভেতরই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি নেই।

চমৎকারভাবে সাজানো ম্যানেজারের রুমটা আমাদের দেখিয়ে দেয়া হলো।

আমরা যখন অফিস ঘরে প্রবেশ করলাম ম্যানেজার তখন টেলিফোনে কথা বলছে। ডেস্কের ওপর রাখা পেতলের নেমপ্লেট থেকে তার নাম জানতেন পারলাম—টি.এম ব্ল্যান্ড। ব্ল্যান্ড আমাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে তার টেলিফোন আলাপ সংক্ষিপ্ত করলো। মেরিনো মোটেও সময় নষ্ট না ক'রে আমরা যে কারণে সেখানে উপস্থিত হয়েছি তা ব্যাখ্যা করলো তার কাছে।

"আমাদের হোটেলের অতিথিদের তালিকা একান্তই গোপনীয়," ম্যানেজার ব্ল্যান্ড হাসিমুখে বললেন।

মেরিনো বেশ আরাম ক'রে একটা চামড়ার চেয়ারে ব'সে সিগারেট ধরালো। সামনে বেশ বড় হরফে 'ধূমপান না করার জন্য ধন্যবাদ' লেখা সর্তকবাণীটা সে দেখেও না দেখার ভান করলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওয়ালেট বের ক'রে তার ব্যাজটা ম্যানেজারকে দেখালো সে।

"পিট মেরিনো," স্বাভাবিক কণ্ঠে পরিচয় দিলো সে। "রিচমন্ড পুলিশের হোমিসাইড বিভাগ। আর, ইনি হচ্ছেন ডাঃ কে স্কারপেট্টা, ভার্জিনিয়ার চিফ মেডিকেল এক্সামিনার। আমরা জানি, আপনাকে এই বিষয়গুলো গোপন রাখতে হয়। তাছাড়া এই গোপনীয়তার কারণে আপনার হোটেলের প্রতি আলাদা ধরণের সম্মানও আছে আমাদের কাছে। কিন্তু মিঃ ব্ল্যান্ড, ভেবে দেখুন মিস্ হারপার মারা গেছেন। তার ভাই ক্যারি হারপার মৃত এবং শুনলে হয়তো চমকে উঠবেন, বেরাইল ম্যাডিসনও আজ মৃত। এদের মধ্য থেকে ক্যারি হারপার এবং বেরাইল ম্যাডিসনকে হত্যা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারি নি মিস্ হারপারের ভাগ্যেও তেমন কিছু ঘটেছে কিনা। এই ঘটনাগুলোর কারণেই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি।"

"ডিটেকটিভ মেরিনো, আমি সংবাদপত্রে পড়েছি," মিঃ ব্ল্যান্ড বললেন। "যতোটা সম্ভব আমাদের হোটেল অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবে।"

"তাহলে বলুন, উনারা আপনার হোটেলের উঠেছিলেন কিনা?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"ক্যারি হারপার কখনো আমাদের এখানে ওঠেন নি।"

"কিন্তু তার বোন এবং বেরাইল ম্যাডিসন উঠেছিলেন।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন," মিঃ ব্ল্যান্ড উত্তর দিলেন।

"কতো দিন পর তারা আপনাদের এখানে আসতেন, এবং শেষ কবে এসেছিলেন?"

"আমাকে মিস্ হারপারের একাউন্ট দেখে বলতে হবে," মিঃ ব্ল্যান্ড বললেন। "কিছু সময়ের জন্যে যদি আমাকে মাফ করেন!"

BanglaBoi.org

মিনিট পনেরোও হবে না, তারপরই ফিরে এলেন মিঃ ব্ল্যান্ড। ফিরে এসে আমাদের হাতে একটা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট ধরিয়ে দিলেন।

"আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন," চেয়ারে বসতে বসতে তিনি বললেন। "গত দেড় বছরে মিস্ হারপার আমাদের এখানে ছয় বার উঠেছেন।"

"প্রায় দু'মাস পর পর," হিসেবে ক'রে আমি বলে উঠলাম, "শুধুমাত্র ব্যতিক্রম আগস্টের শেষ সপ্তাহে এবং অক্টোবরের শেষের কয়েকদিন মিস্ হারপার এখানে একাই এসছিলেন।"

ম্যানেজার সাহেব মাথা নড়লেন।

"তাদের এখানে আসার কারণ সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"ব্যবসার কারণে হতে পারে। কেনাকাটাও হতে পারে। সাধারণ সময় কাটানোর জন্যেও আসতে পারেন। সত্যিকার অর্থে আমি এর কিছুই জানি না। অতিথিদের ওপর নজর রাখার অভ্যেস আমাদের হোটেলের নেই।"

"আমাদেরও তাদের সম্পর্কে জানার অভ্যেস নেই, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা মারা যাচ্ছে," মেরিনো বললো, "আমাকে বলুন, এখানে যখন দুই মহিলা থাকতেন, তখন আপনি কি কি লক্ষ্য করেছেন।"

মিঃ মিঃ ব্ল্যান্ডের মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো। ভদ্রলোক ভীতভাবে সোনালী রঙের বলপয়েন্ট দিয়ে নোট প্যাডের ওপর কিছু একটা লিখলেন। গোলাপী রঙের জামার বুক পকেটে তিনি কলমটা আঁটকে রাখলেন। খানিকট কেশে নিলেন তিনি।

"আমি যা লক্ষ্য করেছি শুধু তাই আপনাদেরকে বলতে পারবো," মিঃ ব্ল্যান্ড বললেন।

"দয়া ক'রে ব্যাখ্যা করুন, আমাদের উপকার হবে," মেরিনো বললো।

"দুই মহিলা আলাদাভাবে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণত বেরাইল ম্যাডিসনের আগেই মিস্ হারপার এখানে চলে আসতেন। আবার তারা একসাথেও হোটেল ত্যাগ করতেন না।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, তারা কি একই সময় হোটেল ত্যাগ করতেন না?"

"আমি বুঝাতে চাইছি, তারা হয়তো একই দিনে চেক-আউট করতেন, তবে একই সময় নয়। তাছাড়া তারা একই ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতেন না। যেমন ধরুণ একই ক্যাব, বা এধরণের কিছু।"

"তারা দু'জনে কি ট্রেন স্টেশনের দিকে যেতেন?" জানার ইচ্ছেটা আমি চাপা দিতে পারলাম না।

"আমি যতোটুকু জানি বেরাইল সবসময় লিমো ভাড়া করতেন এয়ারপোর্ট যাওয়ার জন্যে," মিঃ ব্ল্যান্ড জবাব দিলেন, "কিন্তু, হ্যা। আমার বেশ স্মরণ আছে, মিস্ হারপারের ট্রেনে ভ্রমণ করার অভ্যেস ছিলো।"

BanglaBook.org

"তাদের থাকার ব্যবস্থা কি রকম ছিলো?" প্রিন্ট আউটের ওপর নজর বুলিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

"হ্যা," মেরিনো আমার প্রশ্নের সমর্থন জানালো, "এখানে আপনি তাদের থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নি," প্রিন্ট আউটের তর্জনী দিয়ে টোকা দিয়ে বললো সে, "তারা কোন্ ধরণের রুম ভাড়া করতেন? ডাবল নাকি সিঙ্গেল? আপনি জানেন নিশ্চয়ই সিঙ্গেল বিছানা, নাকি ডাবল বিছানা?"

তার চিবুক আবারো রক্তিম হয়ে উঠলো। মিঃ ব্র্যান্ড জবাব দিলেন, "তারা সবসময় ডাবল রুম নিতেন। রুমগুলো ছিলো সমুদ্রের দিকে মুখ করা। ডিটেকটিভ মেরিনো, উনারা আমাদের অতিথি ছিলেন। বিস্তারিত সবকিছুই জানার অধিকার আপনার আছে, কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ জানাবো আপনাদের, তা হলো এই তথ্যগুলো যেনো সংবাদপত্র কিংবা পত্রিকায় প্রকাশ না হয়।"

"আরে দূর, এ আপনি কি বলছেন? আমাকে কি ওই শয়তান রিপোর্টারদের মতো মনে হয় নাকি?"

"আপনি বলছিলেন, তারা এখানে বিনা খরচে থাকার সুযোগ পেতেন?" ব্যাপারটা পরিস্কার করার জন্যে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যা, ম্যাডাম।"

"বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলবেন কি?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"মিঃ জোসেফ ম্যাকটাইগুর কল্যাণে," মিঃ ব্র্যান্ড জবাব দিলেন।

"ক্ষমা করবেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না?" আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "রিচমন্ডের বিশিষ্ট কন্ট্রাক্টর? আপনি যে জোসেফ ম্যাকটাইগুর কথা বললেন, তিনি কি সেই একই ব্যক্তি?"

"জ্বি হ্যা, মৃত মিঃ ম্যাকটাইগু ওই ওয়াটারফ্রন্ট এলাকার অন্যতম ডেভেলপার। এই হোটেলেও তার প্রচুর অবদান আছে," মিঃ হারপার জবাব দিলেন। "এই হোটেলের প্রতি তার অনুরোধ ছিলো যে, আমরা যেনো মিস্ হারপারকে এখানে আতিথ্যের ব্যপারে যথাসম্ভব সহযোগীতা করার চেষ্টা করি। মিঃ ম্যাকটাইগুর মৃত্যুর পরও আমরা সেই চেষ্টা চালিয়ে গেছি।"

এরপরই ডোর ম্যানকে এক ডলারের টিপস্ ধরিয়ে দিয়ে আমি এবং মেরিনো একটা ক্যাবে চেপে বসলাম।

"তুমি কি আমাকে বলবে এই জোসেফ ম্যাকটাইগু লোকটা কে?" ট্রাফিকে আমাদের ক্যাব থেমে যাওয়ার পর মেরিনো আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার মনে হচ্ছে ওই মানুষটাকে তুমি ভালোভাবেই চোনো।"

"রিচমন্ডের চেম্বারলাইন গার্ডেনে আমি তার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এ সম্পর্কে আমি তোমাকে ইতিপূর্বে জানিয়েছি।"

"হায় ঈশ্বর।"

"হ্যা, এই তথ্যটা জানার পর আমি আবারো একটা প্যাঁচের ভেতর পড়ে গেলাম।"

BanglaBook.org

"এখন তুমি এটা নিয়ে আবার কী করতে চাইছো, আমাকে বলবে কি?"

এ বিষয়ে নিজেই আসলে জানি না, মেরিনোকে আর কি বলবো! তবে নিঃসন্দেহে তথ্যটা আমাকে চমকে দিয়েছে।

"আমার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরছে," মেরিনো পূর্ব কথার সূত্র ধরে বললো, "হঠাৎই এসেছে মাথায়, মিস্ হারপার যখন ট্রেনে রওনা হচ্ছেন, বেরাইল তখন কেন আকাশযান বেছে নিচ্ছে?"

"এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, মেরিনো," আমি বললাম, "তারা কোনোভাবেই একসাথে ভ্রমণ করতে চাইতেন না। মিস্ হারপার এবং বেরাইল কোনো বিপদের ভেতর পড়তে চাইছিলেন না।" আমি একটুক্ষণ থেমে নতুনভাবেই বোধহয় চিন্তা ক'রে নিলাম। "এমনো হতে পারে বেরাইলের নতুন বইয়ের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করছিলেন মিস্ হারপার। হারপার পরিবারের সকল তথ্য বেরাইলকে একমাত্র মিস্ হারপারই দিতে পারতেন।"

মেরিনো তার পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো। খানিকক্ষণ চুপ থেকে মেরিনো বললো, "আমার মন্তব্য শুনতে চাও তুমি? ওই মহিলা দু'জন ছিলেন পুরোদস্তর সমকামী।"

রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পেলাম ক্যাব-ড্রাইভারের চেহারায় এক ধরণের ঔৎসুক্য ছড়িয়ে পড়েছে।

"আমার মনে হয়, ওই দুই মহিলা একে অপরকে খুব ভালোবাসতেন," শান্ত কণ্ঠে বললাম তাকে।

"তাহলে তাদের ভেতর হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। এই বাল্টিমোরে প্রতি দু'মাস পর পর তারা এখানে ছুটে আসতো। কারণ এখানে কেউ তাদের চিনতে পারবেন না কিংবা বিরক্ত করতে আসবে না।"

"তুমি জানো," মেরিনো তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো, "বেরাইলের কি-ওয়েস্টে ছুঁটে যাওয়ার এটাও হয়তো একটা কারণ হতে পারে। বেরাইল একঘেয়েমিতে ভুগছিলো। সেকারণেই হয়তো কি-ওয়েস্ট তার ভালো লেগেছিলো।"

"হোমাফোবিয়ার চিন্তাটা বোধহয় তোমাকে পাগল ক'রে তুলেছে। তোমার ওই চিন্তাটা আসলেই খুব বিরক্তিকর। তোমার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। মানুষ তোমার এই আচরণ দেখে অবাক হবে।"

"হ্যা, তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছো," মেরিনো বললো। তাকে মোটেও অখুশি ব'লে মনে হলো না।

আমি চুপ ক'রে থাকলাম।

মেরিনো আবারো পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলো, "আসল ব্যাপার হচ্ছে, বেরাইল সম্ভবত ওখানে কিছু মেয়ে বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলো।"

"মেরিনো, সম্ভবত কি-ওয়েস্টে গিয়ে তুমি ব্যাপারটা দেখে এসেছিলে!"

"না, এ ধরণের তামাশা করার মোটেও সাহস হবে না আমার। আমেরিকার এইডস্-এর রাজধানী শহরের মশাও নাকি ভয়ংকর।"

"তার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তুমি কি ফ্লোরিডা পুলিশকে কোনো নির্দেশ দিয়েছো?" গম্ভীরভাবে জানতে চাইলাম তার কাছে।

"ওদের কয়েকজন আমাকে জানিয়েছে যে, যতোদূর সম্ভব তারা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। দুঃখজনক ওই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে দেখেছে। তারা ওখানে কোনো খাবার খেতে ভয় পায়, এমনকি পানি পান করতে পর্যন্ত ভয় পায়। বেরাইল এমনি এক রেস্টুরেন্টে বসে চিঠিতে লিখেছিলো এইড্‌সে আক্রান্ত হয়ে ওখানে কীভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে। পুলিশ ওখানে সবসময় হাতে গ্লাভস পরে থাকে।"

"ইন্টারভিউ নেবার সময়েও?"

"আরে হ্যা, মুখে সার্জিকাল মাস্কও এঁটে রাখে—অন্ততপক্ষে যে হতভাগা মারা যাচ্ছে তাদের সাথে কথা বলার সময়। কাজের কাজ তেমন কিছুই হয় নি। এমনকি কোনো তথ্যও জোগাড় করা সম্ভব হয় নি।"

"কাজের কাজ যে কিছুই হবে না, তা আগেই জানতাম," আমি মন্তব্য করলাম, "তুমি মানুষের সাথে কথা বলার সময় মনে করো, তারা বুঝি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। এ কারণেই মানুষ তোমার সাথে মন খুলে কথা বলতে চায় না।"

মধ্যসন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরে এলাম, দেখলাম আমার এ্যানসারিং মেশিনে অসংখ্য মেসেজ এসে জমা হয়ে আছে।

আমি আশা করছি এর ভেতর থেকে হয়তো মার্কের একটা মেসেজ পেয়েও যেতে পারি। বিছানায় ধার ঘেঁসে বসে আমি এক গ্লাস মদ পান করতে করতে মেসেজগুলো শুনতে লাগলাম। মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে শুনতে পেলাম বার্থার কণ্ঠ।

বার্থা আমার হাউসকিপার। ফ্লু'তে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে ব'সে আছে। ফলে আগামীকাল সে কাজে আসতে পারবে না। আগামীকাল সকালে আমার সাথে ব্রেকফাস্ট সারতে চান এ্যাটর্নি জেনারেল। ওই সময় জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে তিনি আমার সাথে আলোচনা করবেন। বিশেষত বেরাইল ম্যাডিসনের সম্পত্তির ভেতর থেকে তার একটা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করতে চান। তিন জন রিপোর্টার হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানতে চেয়েছে। মা ফোন করেছিলেন, তিনি জানতে চাইলেন বড় দিনের উৎসবে আমার জন্যে তিনি হ্যাম নাকি টার্কির ব্যবস্থা করবেন। সারা বছর দেখতে না পেয়ে অন্তত একটা ছুটিতে দেখতে পাবেন, তিনি এমনই আশা করছেন।

চাপা কণ্ঠস্বরের একটা মেসেজ প্রথম অবস্থায় ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"...তোমার মাথার চুল চমৎকার সোনালী রঙের। কে, তোমার ওগুলো কি আসল চুল, নাকি ব্লিচ্ ক'রে ওরকম করেছো?"

টেপটা আবার রিওয়াইন্ড করলাম আমি। কোনো কিছু চিন্তা না করেই পাশের টেবিলের ড্রয়ারে আমি হাত ঢুকিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

"ওই চুলগুলো তোমার আসল নাকি ব্লিচ করা, কে? পেছনের পোর্চের কাছে তোমার জন্যে একটা ছোট্ট উপহার রেখেছি আমি।"

কোনো কিছু না ভেবে আমি রুগার অটোমেটিকটা বাড়িয়ে ধরলাম। টেপটা আরেকবার রিওয়াইন্ড ক'রে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলাম।

কথাগুলো ধীর, শান্ত, ছাড়াছাড়াভাবে বলা, উচ্চারণ শুনে বুঝা যায় শ্বেতাঙ্গ কেউ হবে। প্রত্যেকটা রুমে ঘুরে ঘুরে আমি প্রতিটা আলো জ্বালিয়ে দিলাম। পেছনের পোর্চ কিচেনের ওদিকটাতে অবস্থিত। জানালার পর্দা সরিয়ে দিলে লনের পাখিকে খাবার দেবার পাত্রগুলো চোখে পড়লো।

পোর্চ থেকে ছড়ানো আলোতে সমস্ত লন আলোকিত হয়ে আছে। যতোদূর চোখ যায়, আমার সীমানার গাছপালাগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পোর্চে ওঠার লাল সিঁড়িগুলো চোখে পড়লো, কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। ডোর-নবের উপর দিয়ে আমি আঙুল বুলিয়ে নিলাম। এরপর আচম্কা ডেড-বোল্টটা খুলে ফেললাম।

কাঠের দরজা বেশ সহজেই খুলে যাওয়ার কথা, কিন্তু খুললো না। দরজা খানিক ফাঁক ক'রে দেখলাম।

একটা তার শক্তভাবে ওপাশের নবের সাথে যুক্ত হয়ে পাশের জানালায় শক্তভাবে আঁটকানো। এ কারণেই দরজা টেনেও সহজে খোলা যাচ্ছে না।

মেরিনোর কতা শুনে মনে হলো তাকে বুঝি বিছানা থেকে টেনে নামানো হয়েছে।

"এক্ষুণি তুমি আমার এখানে চলে আসো!" স্বাভাবিক থেকে অনেক কড়া শোনালো আমার কণ্ঠস্বর। আমার অবস্থা তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

"উত্তেজিত হওয়ার কারণ নেই," শান্ত কণ্ঠে বললো মেরিনো, "আমি না আসা পর্যন্ত দরজা খুলবে না। কী বললাম বুঝতে পারলে? আমি এখনই রওনা হচ্ছি।"

আমার বাড়ির সামনে সারিবদ্ধভাবে চারটা ক্রুজার এসে দাঁড়ালো। অফিসারদের হাতে ধরা শক্তিশালী টর্চের আলোয় চারপাশের গাছপালা আর ঝোপঝাড় আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো মুহূর্তেই।

"কে-নাইন ইউনিট ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে," আমার কিচেন টেবিলের ওপর রেডিও ওয়্যারলেসটা রেখে মেরিনো আমাকে আশ্বস্ত ক'রে বললো।

এই প্রথমবার আমি মেরিনোকে জিনস্ পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। সাদা এক জোড়া এ্যাথলেটিক্ কেডস্ এবং আটো ধূসর রঙের টি-শার্টে তাকে আরো বেশি রুচিশীল পেশাকের সচেতন ব্যক্তি ব'লে মনে হলো। কিচেনের ভেতরটা কফির মিষ্টি গন্ধে ভরে আছে। অতিথিদের কথা চিন্তা ক'রে আমি পট ভর্তি করেই কফি বানিয়েছি। কোনো কিছু করার বাকি থাকলো কিনা চারদিকে চোখ বুলিয়ে আরেকবার দেখে নিলাম।

"তুমি ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা আরেকবার আমাকে খুলে বলো তো," একটা সিগারেট ধরিয়ে মেরিনো আমার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

"আমি এ্যানসারিং মেশিনের মেসেজেগুলা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম," আমি পূর্বের ঘটনাগুলো আবারো উল্লেখ করলাম, "সর্বশেষে মেসেজটাই ছিলো এটা। আমার ধারণা এই হুমকি কোনো কমবয়সী শ্বেতাঙ্গ কেউ দিয়েছে। উচ্চারণ শুনে ধারণা করা যায় আর কি। তোমার মতো ক'রে তুমি এটা শুনে দেখো। আমার চুল নিয়ে ও মন্তব্য করেছে। ও জানতে চেয়েছে, কোথা থেকে আমি এই চুল ব্লিচ করি।" মেরিনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিলো। "এরপর সে বললো, ও নাকি পেছনের পোর্চের ওপর একটা উপহার রেখেছে। এখানে ছুটে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কোনো কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার জন্যে কী অপেক্ষা করছে, তার আমি কিছুই জানি না। কিছুই আমার জানা নেই। বাক্সের ভেতর নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু একটা থাকতে পারে—গিফটপেপার মোড়ানো ভয়ংকর কিছু একটা। যখন আমি দরজা খুলেছিলাম, কাঠের উপর দিয়ে কোনো কিছু ঘঁষটানোর শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। ওটা ওপাশের দরজার সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে।"

প্লাস্টিকের এভিডেন্স এনভেলোপের ভেতর সোনার চেনের সাথে আঁটকানো একটা মেডালিয়ন।

"তুমি কি নিশ্চিত, পানশালায় তুমি এই মেডালিয়নটা ক্যারি হারপারের গলায় দেখতে পেয়েছিলে?"

"আরে হ্যা," শক্তমুখে মেরিনো জবাব দিলো, "এ নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশই নেই। এতোদিন জিনিসটা কোথায় ছিলো তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেও লাভ নেই। ওই আগন্তুক এটা হারপারের গলা থেকে অলক্ষ্যে সরিয়ে নিয়েছিলো। এখন সেটাই তোমাকে বড়দিনের উপহার হিসেবে প্রদান ক'রে গেছে। মনে হচ্ছে আমাদের এই বন্ধুটির তোমার জন্যে বেশ দরদ আছে।"

"মেরিনো, দয়া ক'রে তুমি আর আমাকে খুঁচিও না!" বিরক্ত হয়ে আমি বললাম।

"আরে, তুমি কি মনে করছো আমি তোমার সাথে তামাশা করছি?" মেরিনো আগের মতোই বলে যেতে লাগলো। মুখটা শক্ত ক'রে এনভেলোপটা কাছে টেনে নিয়ে নিবিষ্টভাবে সে মেডালিয়ানটা পরীক্ষা করতে লাগলো। "লক্ষ্য করেছো, আংটাটা একটু বেঁকে গেছে। শেষমাথাটাও তাই। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হারপারের গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। সে হয়তো এটা পরে ছিলো তখন।" সিগারেটের ছাই ফেলে আবার বলতে লাগলো সে, "হারপারের গলায় তুমি কি কোনো ক্ষত দেখতে পেয়েছিলো? অর্থাৎ চেন টেনে ছিঁড়ে নেবার ফলে যে রকম ক্ষতের সৃষ্টি হয় আর কি?"

"ও ধরণের ক্ষত পরীক্ষা করার জন্যে ক্যারি হারপারের গলার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট ছিলো," ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি।

"এ ধরণের জিনিস কি তুমি এর আগে কখনও দেখেছো?"

"না।"

আঠারো ক্যারাট গোল্ডের এই মেডালিয়নটা দেখতে ছোটোখাটো একটা অস্ত্রের মতো। ১৯০৬ সাল লেখাটা খোদাই করা ছাড়া আর কিছু তাতে লেখা নেই।

BanglaBook.org

"এর পেছন দিকে চারটা জুয়েলারি কোম্পানির মার্ক খোদাই করা আছে। সম্ভবত জিনিসটা ইংল্যান্ডে তৈরি করা হয়েছিলো," আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। "এই মার্কগুলো আসলে এক ধরণের আর্ন্তজাতিক কোড। এই কোডগুলো অনেক কিছুরই নির্দেশ করে—কোথায় তৈরি, কবে তৈরি এবং কার জন্যে তৈরি করা হয়েছে ইত্যাদি। একজন জুয়েলার এটার মমার্থ উদ্ধার করতে পারবে। আমি জানি এটা ইতালিতে তৈরি নয়—"

"ডাক্তার—"

"আঠারো ক্যারাটের সোনার জন্যে পেছনে সাত-পঞ্চাশ স্ট্যাম্প ব্যবহার হতো, আর চৌদ্দ ক্যারাটের জন্যে প্রায় পাঁচশ'—"

"ডাক্তার—"

"স্কোয়ার্জচাইল্ডে আমার পরিচিত একজন জুয়েলারি বিশেষজ্ঞ আছে—"

"এই যে, " মেরিনো প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, "এটা আসলে কোনো ব্যাপার নয়। বুঝতে পারলে?"

আমি ওটার উপর হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত লোকের মতো হামলে পড়লাম।

"কারোর বংশ তালিকা এই নেকলেসে খোঁদাই ক'রে লেখা থাকলে সেটা কোনো কাজে আসবে না—কিন্তু যে শয়তান নেকলেসটা তোমার দরজার কাছে ফেলে রেখে গেছে তার নাম পাওয়া গেলে দারুণ ব্যাপার হবে।" মেরিনোর চোখ দুটো নরম হয়ে এলো, কণ্ঠটা একটু খাদে নামিয়ে বললো সে, "তোমার কাছে কি ব্র্যান্ডি আছে?"

"তুমি এখন ডিউটিতে আছো।"

"আমার জন্যে বলি নি," হাসতে হাসতে বললো মেরিনো, "বলেছি তোমার জন্যে। আকণ্ঠ পান ক'রে তোমার একটু ধাতস্ত হওয়া প্রয়োজন।" দুই ইঞ্চি পরিমাণ—আঙুল দিয়ে পরিমাণটুকু ইঙ্গিত করলো সে, "এরপর না হয় কথা বলা যাবে।"

আমি বার খুলে ছোটো একটা স্নিফটার নিয়ে ফিরে এলাম। জ্বলতে জ্বলতে তরল পদার্থটকু গলা দিয়ে নিচে নেমে গেলো, আর অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলাম, প্রতিটা রক্ত কণিকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শরীরের ভেতর যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করছিলাম, মনে হলো এতোক্ষণে তা থেমে গেছে। মেরিনো কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। তার আগ্রহ আমাকে অনেকগুলো বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিলো। বাল্টিমোর থেকে ফেরার সময় যে সুটটা পরে এসেছিলাম, সেটা এখনো আমার শরীরে। পরিধেয় প্যান্টি ঘামে ভিঁজে চুলকাতে শুরু করেছে। আমি চিন্তা ক'রে দেখলাম, তখন থেকে আমার মুখ ধোয়া হয় নি, এমনকি দাঁতও মাজা হয় নি। অস্বস্তিকরভাবে মাথার তালু চুলকাচ্ছে এখন। ভয় পেলাম, না জানি আমাকে কতোটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

"ওই শয়তান মনে হয় না খামোখাই ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে," ব্র্যান্ডির গ্লাসে আমার চুমুক দেয়া দেখতে দেখতে মেরিনো মন্তব্য করলো।

"এই কেসের সাথে জড়িয়ে গেছি বলে ও সম্ভবত আমাকে একটু ভড়কে দেবার চেষ্টা করছে। তাড়িয়ে বেড়াতে চাইছে। এটা সাধারণ সাইকোপ্যাথদের মতো কোনো

কাজ নয়। আমাকে একটা সুভেনু পাঠিয়েছে এমনটিও আমি বিশ্বাস করি না।" সত্যিকার অর্থেই আমি এমন বিশ্বাস করতে চাচ্ছি না। মেরিনোও বোধহয় এটা বিশ্বাস করতে চাইছে না।

"তোমার বাড়ির দিকে নজর রাখার জন্য আমি দু'একটা ইউনিটের ব্যবস্থা করছি," মেরিনো বাললো। "তাছাড়া আমি তোমার জন্য কিছু নিয়ম বেঁধে দিচ্ছি পরবর্তীতে যেগুলো তুমি মেনে চলবে। আমি আর তোমার কোনো বোকামী দেখতে চাই না।" ও আমার চোখের দিকে তাকালো। "তোমার রুটিনের ভেতর কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। সচরাচর যে কাজগুলো তুমি ক'রে থাকো, তার কিছু কিছু তোমাকে বাদ দিতে হবে। প্রতি শুক্রবার গ্রোসারিশপে যাও, এখন থেকে যাবে বুধবার। অন্য গ্রোসারিশপও বেছে নিতে হবে তোমাকে। চারদিকে ভালোভাবে না দেখে ঘর থেকে কিংবা গাড়ি থেকে বেরুবে না। তোমার চোখে যদি সন্দেহজনক কিছু পড়ে, কোনো অচেনা গাড়ি তোমাকে অনুসরণ করছে, অথবা তোমার বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়েছে, কিংবা ধরো কোনো অচেনা লোক বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করছে, তাহলে নিজে থেকে কিছু করতে যাবে না। দরজা জানালা বন্ধ ক'রে পুলিশকে ফোন করবে। বাড়ির ভেতর একা একা থাকলে তোমার অস্বস্তি লাগতে পারে, আমার মনে হয় কোনো পুলিশ তোমাকে সঙ্গ দিলে ভালো হয়। তাহলে বুঝতে পারবো সবকিছু ঠিক মতোই চলছে।"

"আমার একটা বার্গলার এ্যালার্মের প্রয়োজন," আমি বললাম।

"বেরাইলেরও বার্গলার এ্যালার্ম ছিলো।"

"সে ঐ বানচোতটাকে তার বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলা।"

"তুমি কাউকে ঢুকতে না দিলেই যে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে তা কিন্তু নয়।"

"আমার এ্যালার্ম সিস্টেম এড়িয়ে কি ও ভেতরে ঢুকতে পারবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সবকিছুই সম্ভব।"

আমার মনে পড়লো ওয়েসলিও এমনই বলেছিলেন।

"অন্ধকার নেমে আসার পর, কিংবা কেউ না থাকলে এক মুহূর্তেও তুমি অফিসে থাকবে না। বাড়িতে ফেরার ক্ষেত্রেও একই কথা বলবো তোমাকে। সাধারণত তুমি অন্ধকার নেমে আসার পর বাড়ি ফেরো, তখন পার্কিংলটে কেউই থাকে না। এই সময় তোমাকে পাল্টাতে হবে। এ্যানসারিং মেশিন সব সময় চালু ক'রে রাখবে। যে কোনো মেসেজ আসুক না কেন, তা রেকর্ড ক'রে রাখবে। পরবর্তীতে এ ধরণের যে কোনো কল পেলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে। এরকম আবার কল পেলে তোমার লাইনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"বেরাইলের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবস্থা করেছিলে?" ভেতরকার রাগটা আমার প্রকাশ পেয়েই গেলো।

মেরিনো কোনো জবাব দিলো না।

BanglaBook.org

"কি মেরিনো? এসব ব্যবস্থার ফলে কি আমার অধিকারগুলো সমুন্নত থাকবে? নাকি আমার কোনা ক্ষতি হওয়ার পরই সবার টনক নড়বে?"

"তুমি চাইছো আজ রাতে আমি সোফায় ঘুমাই?" শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো মেরিনো।

সকাল থেকে আমার ওপর দিয়ে প্রচুর ধকল গিয়েছে। সুতরাং মেরিনোর প্রস্তাব আমার ভালো লাগারই কথা।

"আমি ভালোই থাকবো," বললাম তাকে।

"অস্ত্র সাথে রাখার জন্যে তোমাকে কি একটা লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, কে?"

"একটা অস্ত্র সাথে থাকলেই কি নিরাপদে থাকা যায়? আমি কিন্তু তেমন মনে করি না।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে মেরিনো কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো। "জজ রেইনহার্ডের সাথে সকালে আমি কথা বলবো আমার মনে হয়ে এতে তোমার বেশ উপকার হবে।"

আমাদের আলোচনা এ পর্যন্তই চললো। ঘড়িরকাটা এরই মধ্যে মধ্যরাত ঘোষণা দিচ্ছে।

খানিক বাদে আবারো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। অনেক চেষ্টা ক'রেও ঘুমাতে পারলাম না। আরেকবার গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢাললাম, এরপর আরো একবার। বিছানায় শুয়ে এই মুহূর্তে আর কিছুই করার মতো খুঁজে পেলাম না। এথরিজ সম্ভবত ঠিকই বলেছেন, কেসের সাথে নিজেকে আমি খুব বেশি জড়িয়ে ফেলেছি।

যখন আমি সম্পূর্ণ ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। দেখলাম, এথরিজ সিগারেটের আগুনে পুড়িয়ে তার বুকে গোল গোল ছিদ্র তৈরি করছে। ফিল্ডিং বালিশের মতো দেখতে একটা মৃতদেহ নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু তাতে সে কোনো শিরা-উপশিরা খুঁজে পাচ্ছে না। এলোমেলো পায়ে মেরিনো একটা পোগো স্টিক্ নিয়ে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করছে, আমি জানি সে উপর থেকে পড়ে যাবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

ভোর বেলায় ঘুম থেকে জেগে আমার লিভিংরুমে এসে দাঁড়ালাম। জানালার ওপাশের সবকিছু আমার ছায়ার মতো মনে হচ্ছে।

স্টেট গ্যারাজ থেকে আমার প্লাইমাউথ গাড়িটা ফিরে আসে নি। বাইরে দাঁড়ানো বিশালাকৃতির স্টেশন ওয়াগনটার দিকে তাকিয়ে অমি অবাক হয়ে ভাবলাম একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে ওই গাড়িতে লুকিয়ে এখানে চলে আসা এবং ড্রাইভিং ডোরটা বন্ধ করার সময়ও আমার পা'দুটো খপ্ ক'রে ধরে ফেলাটা কতোটুকু কঠিন কাজ হবে। তার তো আমাকে খুন করার প্রয়োজন হবে না। অকস্মাৎ ওরকম কাউকে দেখলে আমি হার্ট এ্যার্টাকেই মারা যাবো। যতো দূর চোখ যায়, সামনের রাস্তা একেবারে জনশূন্য হয়ে আছে। রাস্তার লাইটগুলো এখন মিটমিট ক'রে জ্বলছে। আশেপাশে কোনো শব্দও শুনতে পেলাম না। বাইরের কোনো কিছুই আমার কাছে অসাধারণ মনে হচ্ছে না। ক্যারি হারপার যখন পানশালা থেকে ফিরছিলেন তখনও সম্ভবত কোনো কিছুই অসাধারণ মনে হয় নি তার কাছে।

এ্যাটর্নি জেলারেলের সাথে আজ আমার ব্রেকফার্স্ট করার কথা। হাতে এক ঘন্টা সময় থাকলেও এখনই আমাকে বেরুতে হবে। আর তা করতে হলে প্রায় ফুট ত্রিশেক রাস্তা একা একা হেটে যেতে হবে গাড়ি পর্যন্ত। এই ভোরবেলাতেও আকাশে বৃত্তাকার চাঁদটা ম্লানভাবে চারপাশে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। লনের সবুজ ঘাসের ওপর বরফ জমে রঙ পাল্টে এখন রুপালী দেখাচ্ছে।

ওদের বাড়িতে লোকটা কিভাবে ঢুকতে পেরেছিলো? আমার বাড়িতেই বা ঢুকলো কি করে? তার নিশ্চয়ই কোনো গাড়ি আছে। কিন্তু গত সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় তেমন কিছু আমার নজরে আসে নি। কতোটা ক্ষমতা থাকলে একজন খুনী গাড়ি নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে পারে? নিঃসন্দেহে সাহস আছে তার। বিষয়টা নিয়ে বোধহয় কেউ তেমন কিছু চিন্তাও করছে না, এমন কি ওয়েসলি পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেন নি। এই খালি রাস্তায় একা একা কেন বেরিয়ে এলাম এই ভেবে অমি একটু অবাকই হলাম। তাছাড়া ওয়েসলির আচরণ আমাকে বেশ বিব্রত করছে।

সাধারণ আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে এথরিজের সাথে আমি ব্রেকফার্স্ট শুরু করলাম।

"এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার, ওয়েসলি হয়েতো তোমাকে সব কথা খুলে বলেন নি," এথরিজ বললেন।

"অতীতে সবসময় তিনি আমার সাথে খোলামেলাই কথা বলেছেন।"

"বুরো মুখ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কে। এর ভেতর অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।"

"ওয়েসলির মাথায় যে কোনো পরিকল্পনা খুব সহজে আসে," আমি পাল্টা জবাব দিলাম।

BanglaBook.org

"তার যুক্তি এবং মতামতের ভেতর আমি বুদ্ধির ছাপ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি তেমনভাবে কিছুই বলতে চান নি। মনে হচ্ছে এই কেসটা তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। মানুষটা মনে হচ্ছে যেনো বদলে গেছে। তার ভেতরকার সমস্ত রসবোধ হারিয়ে গেছে। মানুষটা আমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছেন। সেটাই আমার ভয়ের কারণ।"

আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম।

এথরিজ এবার মুখ খুললেন, "কে, তুমি এখনো একাকীত্বে ভুগছো, তাই নয় কি?"

"হ্যা, টম।"

"এবং এক ধরণের আতঙ্কের ভেতরেও আছো।"

"সেটাও সত্য," আমি সমর্থন জানালাম তাকে।

"কে, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো?" তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন আমাকে।

মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে, আরেকবার আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম।

ক্যাপিটল হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে আমরা চাপা কণ্ঠে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। রাজনীতিক এবং ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের অতি প্রিয় স্থান এই হোটেল। আমাদের তিন টেবিল পরেই বসেছেন সিনেটর পারটিন। কোনো এক সময় কম বয়সী একজনের সাথে গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছিলাম এই সিনেটরকে। এ কারণেই হয়তো তার চেহারাটা আমার বেশ চেনা হয়ে আছে।

"মানসিক চাপের ভেতর থাকলে প্রায় প্রত্যেকেই আমরা একাকীত্ব আর আতংকে ভুগতে থাকি। মনে হয় জনহীন স্থানে শুধু বুঝি আমি একাই আছি।" আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এথরিজ বললেন।

"আমার অবস্থাও সে রকমই। জনহীন প্রান্তরে একেবারে একা," আমি জবাব দিলাম।" আমি এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, কারণ এটাই সত্যি।"

"আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে নিয়ে ওয়েসলি কেন ভীত হয়ে পড়েছে।"

"অবশ্যই।"

"কে, তোমাকে নিয়ে যে কারণে আমি ভীত, ওয়েসলিও বোধহয় একই কারণে ভীত। কল্পনার ওপর ভর ক'রে কি কোনো তুমি সিদ্ধান্তে আসতে চাইছো? এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিন্তু মাঝে মাঝে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।"

"মাঝে মাঝে হয়তো হতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন সাধারণ কিছু বিষয়কে জটিল ক'রে তোলে, তা আরো বিপজ্জনক। যে কোনো ধরণের হত্যাকাণ্ডই মানসিক চাপ বাড়ানোর জন্যে যথেষ্ট।"

"যদিও সবসময় নয়।"

"প্রায় সবসময় তেমনই ঘটে, টম।"

"তুমি কি ভেবে ব'সে আছো, স্পারাচিনোর ষড়যন্ত্রের কারণেই এই মৃত্যুগুলো ঘটেছে?" এথরিজ আমাকে প্রশ্ন করলেন।

"স্পারাচিনোর ষড়যন্ত্রের কারণেই এগুলো ঘটছে, সেটা ভেবে নিলেই বোধহয় সবকিছু সহজ হয়ে যায়। ও যা করছে এবং খুনী যা করছে দুটো বিষয়ই রেল লাইনের

BanglaBook.org

মতো সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে। ওদের উভয়েই ভয়ংকর। তবে একই রকম নয়। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কও থাকার কথা নয়। একই শক্তি তাদের চালিত করছে এমনো বলবো না।"

"হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে ব'লে কি তোমার মনে হচ্ছে না?"

"আমি ঠিক জানি না।"

"আসলে জানার চেষ্টা করো নি তুমি।"

আমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, যেনো আমি আমার স্কুলের হোমওয়ার্কগুলো সেরে আসি নি। ভদ্রলোক এভাবে কথা না বললেই বোধহয় আমি বেশি খুশি হতাম।

"আপনার ধারণা ভুল, টম," আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলাম আমি। "আসলেই আমি জানি না, জিনিসটা কোথায় থাকতে পারে।"

"এমন কি হতে পারে, স্টারলিং হারপার মৃত্যুর আগে পাণ্ডুলপিটা তার ফায়ারপ্লেসের আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন?"

"আমার মনে হয় না। ডকুমেন্ট এক্সামিনার ওগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। খুবই সামান্য কিছু কাগজ পোড়ানো হয়েছিলো, আনুমানিক বিশ পাউন্ডের মতো। ওগুলো বেশ দামি কাগজ ছিলো। সাধারণত লিগ্যাল ডকুমেন্টের জন্যে উকিলরা যেমন ব্যবহার করেন। আমার ধারণা পৃথিবীর কোনো লেখকই পাণ্ডুলিপি রচনার জন্যে এতো দামি কাগজ ব্যবহার করবেন না। আমার মনে হয় মিস্ হারপার চিঠি কিংবা ব্যক্তিগত কোনো কাগজপত্র পুড়িয়েছিলেন।"

"বেরাইল ম্যাডিসনের লেখা চিঠি?"

"আমরা তার পাঠোদ্ধার করতে পারি নি।" কাগজগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটমুটি ধারণা থাকা সত্ত্বেও মিথ্যে বললাম তাকে।

"অথবা, ক্যারি হারপারকে লেখা চিঠি হতে পারে?"

"ওই বাড়িতে ক্যারি হারপারের কিছু ব্যক্তগত কাগজপত্র আমরা খুঁজে পেয়েছি," আমি বললাম। "ওগুলোর ভেতর বিব্রতকর কিছু খুঁজে পাই নি আমরা। তাছাড়া ওগুলোর ভেতর সাম্প্রতিক কোনো কাগজও আমরা খুঁজে পাই নি।"

"ওগুলো বেরাইল ম্যাডিসনের চিঠি যদি হয়েও থাকে, তাহলে মিস্ হারপার তা পোড়াতে যাবেন কেন?"

"আমি বলতে পারবো না," আগের মতোই জবাব দিলাম। যদিও জানি এথরিজ আবারো সেই স্পারাচিনোকে নিয়ে চিন্তা শুরু করেছেন।

স্পারাচিনো খুব দ্রুতই এগুচ্ছে। উকিল-নোটিশটা আমি দেখেছি—তেত্রিশ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ একটি উকিল নোটিশ। স্পারাচিনো আমাকে সম্পূর্ণভাবে চেপে ধরতে চাইছে। পুলিশ, গভর্নর সবাইকে আমার পেছন লেলিয়ে দিয়েছে। শেষবার রোজের সাথে আমার কথা হয়েছে, সে জানিয়েছে *পিপলস্* ম্যাগাজিনের একজন সাংবাদিক অফিসের লবিতে প্রবেশ করতে না পেরে অফিসের বাইরের ছবি তুলে নিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আমি একজন দুর্ধর্ষ মহিলা হয়ে উঠছি। ইতিমধ্যে সবাইকে এড়িয়ে চলার অদ্ভুত এক

BanglaBook.org

ক্ষমতা লাভ করেছি আমি। আমার মুখ থেকে এখন কেউ আর কোনো মন্তব্য শুনতে পারছে না।

"তুমি মনে করছো, আমরা একজন সাইকোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাই না?" আক্রমণাত্মকভাবে সরাসরি এথরিজ প্রশ্নটা করলেন আমাকে।

কমলা রঙের একলিক ফাইবারের সাথে হাইজ্যাকারের সম্পর্ক থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। চিন্তাটা মাথায় আসাতে বিষয়টা তাকে খুলে বলার চেষ্টা করলাম।

এথরিজ খানিকক্ষণ অর্ধসমাপ্ত খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। যখন তিনি মুখ তুলে তাকালেন, দেখলাম তার চোখে-মুখে একরাশ হতাশা।

"কে," তিনি আবার শুরু করলেন, "এ ধরণের কথা আসলে তোমার মুখে মানায় না।"

বিস্কুট নেবার জন্য আমি হাত বাড়ালাম।

"তোমার আসল বিষয় নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। সত্যিকার অর্থে যা কিছু ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে তা নিয়েই ভাবতে হবে। এ বিষয়ে তোমার নিজস্ব মতামতের কোনো মূল্য নেই।"

মনে হলো খাবারের চাইতে এখন আমার সিগারেটের বেশি প্রয়োজন। চিন্তাটা মাথয় আসতে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

"আমাকে একটা চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করতে হয়েছে। প্রয়োজনে সে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবে ব'লে হুমকি দিয়েছে—"

"নিশ্চয়ই স্পারাচিনো সম্পর্কে বলছেন?" তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আমি মার্ক জেমসের কথা বলছি," এথরিজ বললেন।

এমন ধরণের একটা তথ্য শোনার পরও চমকে ওঠার বদলে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলাম। জিজ্ঞেস করলা, "মার্ক এর ভেতর আসছে কোথা থেকে?"

"কে, এ বিষয় নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে হবে, তা ভাবতেও আমার অবাক লাগছে।"

"আপনি ঠিক কি বুঝাতে চাইছেন?"

"কয়েক সপ্তাহ আগে নিউ ইয়র্কে তোমাদের দেখা গিয়েছে। গাল্লাঘারে তোমাদেরকে দেখা গেছে," খাণিকক্ষণ থেমে তিনি আবার বললেন, "বছর খানেক হলো আমার সেখানে যাওয়া হয় নি।"

এখনো আমার মনোযোগ সিগারেটের দিকেই।

"যতোদূর মনে পড়ে, ওখানকার স্টেকটা বেশ সুস্বাদু..."

"দয়া করে এই অবান্তর কথাগুলো বন্ধ করুন, টম," শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি।

"ওখানে অনেক আইরিশ মদে বুঁদ হয়ে থাকে। মদে বুঁদ হয়ে ওরা হৈ-হুল্লোর করে—"

"চুপ করুন। ঈশ্বরের দোহাই লাগে, চুপ করুন আপনি," আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

BanglaBook.org

সিনেটর পারটিন সরাসরি আমাদের টেবিলের দিকে তাকালেন। প্রথমে তিনি এথরিজের দিকে তাকালেন, তারপর আমার দিকে। ওয়েটার আরো খানিকটা কফি এনে জানতে চাইলো, আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। অতিরিক্ত রাগের কারণেই হয়তো আমি ঘামতে লাগলাম।

"ভিত্তিহীন কথা বলে আমাকে খাটো করার চেষ্টা করবেন না, টম," আমি বললাম। "কে দেখেছে আমাকে?"

একটু শ্রাগ ক'রে এথরিজ বললেন, "তার পরিচয় জেনে তোমার কোনো লাভ হবে না।"

"আমি মার্ককে বহুদিন আগে থেকেই চিনি।"

"এটা কোনো উত্তর হলো না।"

"সেই ল'স্কুলে পড়ার সময় থেকে।"

"তোমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো সে?"

"হ্যা।"

"প্রেমিক?"

"হায় জিশু! টম, আপনার এ ধরণের মন্তব্য করা উচিত নয়।"

"আমি দুঃখিত, কে, কিন্তু বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ," ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে বললেন তিনি। কফির জন্যে এথরিজ হাত বাড়ালেন। ডাইনিং রুমের চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলেন তিনি। "শুধু এটুকু বলো, নিউ ইয়র্কে তোমরা একসাথে রাত কাটিয়েছো। তোমরা ওমনি'তে ছিলে।"

রাগে আমার চিবুক জ্বলতে লাগলো।

"কে, আসলে তোমার ব্যক্তিগত ব্যপার নিয়ে নাক গলানোর মোটেও ইচ্ছে নেই। অন্য কারোর আছে বলেও আমার মনে হয় না। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কে।"

একটু কেশে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন। "যত্তোসব আজেবাজে ঝামেলা। মার্কের অন্তরঙ্গ বন্ধু স্পারাচিনো জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে বিষয়টা তদন্ত করতে অনুরোধ জানিয়েছে—"

"তার অন্তরঙ্গ বন্ধু?"

"কে, বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ," এথরিজ আগের মতোই বলে যেতে লাগলেন। "আমি ঠিক জানি না, ল-স্কুলে পড়ার সময় তুমি মার্ক জেমসকে কতোটুতু জানতে, অথবা এতোদিনে কতোটুকু জানতে পেরেছো। কিন্তু আমি তাকে অনেক আগে থেকে জানি—তার সমস্ত রেকর্ড আমার জানা। তুমি ওর কাছ থেকে চলে আসার পর আমাকে কিছু তদন্ত করতে হয়েছিলো। সাত বছর আগে টালাহাসি'তে এক মারাত্মক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলো সে। দাঙ্গা, প্রতারণাসহ বেশ কিছু অভিযোগ অভিযুক্ত হয়ে তাকে অনেক দিন জেলে কাটাতে হয়। এরপরই সে স্পারাচিনোর সাথে হাত মেলায়। পরিকল্পিতভাবে অপরাধ সংঘটনের জন্যেই আসলে সে স্পারাচিনোর সাথে হাত মিলিয়েছিলো।"

BanglaBook.org

মনে হলো ভাইস দিয়ে কেউ যেনো আমার হৃদপিন্ড থেকে সমস্ত রক্ত চিপে বের ক'রে নিচ্ছে। আর নিশ্চয়ই আমার মুখ রক্তশূন্য হয়ে উঠতে লাগলো, যার কারণে এথরিজ আমার হাতে একটা পানির গ্লাস ধরিয়ে দিলেন। আমাকে স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে খানিকক্ষণ সময় দিলেন তিনি। কিন্তু যখন আমি তার চোখের দিকে আবার তাকালাম, তিনি আবার তার বক্তব্য প্রদান শুরু করলেন।

"কে, মার্ক কখনই ওরন্ডোর্ফ এ্যান্ড বার্জারের হয়ে কাজ করে নি। এমনকি ওই প্রতিষ্ঠান তার নাম পর্যন্ত শোনে নি। বিষয়টা অবশ্য আমাকে অবাক করে নি। আসলে আইন ব্যবসাই শুরু করতে পারে নি সে। কারণ তাকে এই ব্যবসায় নিষিদ্ধ করা হয়। ও শুধু স্পারাচিনোর ব্যাক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করছে।"

"ওরন্ডোর্ফ এ্যান্ড বার্জারের হয়ে কি স্পারাচিনো কোনো কাজ করেছে," আমি বেশ চিন্তাভাবনা করেই প্রশ্নটা করলাম তাকে।

"ও ওখানকার এনটারটেইনমেন্ট লইয়ার। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু মনে হলো চোখ থেকে পানি বেরিয়ে আসবে।

"কে, ওর কাছ থেকে দূরে থাকো," এথরিজ বললেন। পুনণরায় তিক্ত কিছু শোনাবার জন্যে তার গলার স্বর ইতিমধ্যে আবার পাল্টে গেছে। "ঈশ্বরের দোহাই লাগে, এগুলোর ইতি টানো। যদি তার সাথে কোনো কিছু করার কথা চিন্তা করে থাকো, তাহলে সব ভুলে যাও।"

"আমি তার সাথে কিছুই করার কথা চিন্তা করি নি," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তার কথার প্রতিবাদ জানালাম আমি।

"তার সাথে শেষ কবে তোমার যোগাযোগ হয়েছিলো?"

"কয়েক সপ্তাহ আগে ও ফোন করেছিলো। তখন ওর সাথে ত্রিশ সেকেন্ডরও বেশি কথা হয় নি।"

এথরিজ মাথা নাড়লেন। মনে হলো আমার কাছ থেকে আরো বেশি কিছু তথ্য আশা করছিলেন। "প্যারানয়েডের জীবনাচরণ। এক সময়কার ঘৃণ্য অপরাধীর সাথে সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা। আমার ধারণা মার্ক জেমস্ তোমার সাথে দীর্ঘক্ষণ টেলিফোনে আলাপ করেছিলো এবং আমার ধারণা কিছু চাইবার জন্যে সেখানে ডেকে পাঠিয়েছিলো তোমাকে। আমাকে বলো, নিউ ইয়র্কে তার সাথে কিভাবে দেখা হলো?"

"ও আমাকে দেখতে চেয়েছিলো। স্পারাচিনোর ব্যাপারে আমাকে সতর্ক ক'রে দেবার চেষ্টা করেছিলো," খোঁড়া যুক্তি দেখালাম আমি, "এর বাইরে সে আর কিছুই বলে নি আমাকে।"

"তার ব্যাপারে ও তোমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলো?"

"হ্যা।"

"সে কি বললো?"

"বললো, ও আমাকে রক্ষা করতে চায়।"

"আপনি কি তার কথা বিশ্বাস করেছেন?"

BanglaBook.org

"আমি জানি না ঘোড়ার ডিমের কী বিশ্বাস করবো," আমি বললাম।

"ওই মানুষটাকে তুমি ভালোবাসো?"

এ্যাটর্নি জেনারেলের দিকে আমি কঠিন দৃষ্টিতে তাকালাম।

"আমার জানা প্রয়োজন, তার সাথে তুমি কতোটা অন্তরঙ্গ। কে, এমন মনে করবে না যে, এগুলো শুনে আমি আনন্দ পেতে চাইছি।"

"টম, আপনিও ধরে নেবেন না, আমি তার সাথে ফূর্তি করতে গিয়েছিলাম," খানিকটা গলা চড়িয়ে কথাটা বলতে বাধ্য হলাম।

এথরিজ কোলের ওপর থেকে ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে ভাঁজ করলেন। এরপর সেটা তার খাবার প্লেটের নিচে গুঁজে রাখলেন।

"আমার ভয়ের কারণ আছে," শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি। আমিও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। "কে, ওই মার্ক জেমস্ তোমার মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। আর এই কারণেই আমার ধারণা, তোমার অফিসে ঢোকার পেছনে ওই মার্কই আছে—"

"কোন্ কারণে?" মাঝপথে তার কথা থামিয়ে দিয়ে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। "আপনি কি বলতে চাইছেন? কি প্রমাণ—" সিনেটর পারটিন এবং তার সঙ্গে এতোক্ষণ বসে থাকা তরুণ আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ানোর সাথে সাথে কথাটা আমার গলার কাছে আঁটকে গেলো। তারা কখন যে তাদের টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছেন, আমি তা খেয়ালই করি নি। চেহারার দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারলাম, আমাদের উত্তপ্ত বাক্যালাপে তারা বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠেছে।

"জন, আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে বেশ ভালো লাগছে," এথরিজ তার চেয়ার পেছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনার সাথে কি ওর পরিচয় আছে, কে স্কারপেত্তা, চিফ মেডিকেল এক্সামিনার?"

"অবশ্যই, অবশ্যই। হ্যা, আপনি কেমন আছেন, ডাঃ স্কারপেত্তা?" হাসিমুখে আমার সাথে হাত মেলালেন সিনেটর। "আর হ্যা, পরিচয় করিয়ে দেই, আমার ছেলে স্কট।"

আমি দেখলাম স্কট মোটেও তার বাবার মতো দেখতে হয় নি। সিনেটরের ছোটোখাটো শরীরের তুলনায় স্কট দীর্ঘ এবং সুঠাম শরীরের অধিকারী। সুন্দর চেহারার সাথে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে মাথার চুলগুলো কুচকুচে কালো। বয়স আনুমানিক বিশ বছর। কিন্তু তার দৃষ্টি মোটেও স্বাভাবিক মনে হলো না। কেমন যেনো জ্বলন্ত দৃষ্টি মনের ভেতর অস্বস্তি জাগায়। ছেলেকে নিয়ে সিনেটর আমাদের টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অস্বস্তি আরো যেনো বেড়ে গেলো। সিনেটরের এই আনুষ্ঠানিক আলাপচারিতা আমার কাছে মোটেও স্বাভাবিক মনে হলো না।

"এর আগে আমি তাকে কোথায় যেনো দেখেছি," ওয়েটার নতুন একটা কাফির পাত্র টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে যাওয়ার পর আমি এথরিজকে বললাম।

"কে? জন?"

"আরে না, সিনেটরের সাথে আমার আগে থেকেই আলাপ আছে। আমি তার ছেলের ব্যাপারে বলছি, স্কট, ওর চেহারা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে।"

BanglaBook.org

"সম্ভবত টেলিভিশনে দেখে থাকবে," ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে জবাব দিলেন তিনি। "ও একজন অভিনেতা, অথবা বলা যেতে পারে যে কোনো মূল্যে অভিনেতা হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় কিছু সিরিয়ালে সে অভিনয় করছে।"

"হায় ঈশ্বর!" আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম।

"কিছু সিনেমাতেও বোধহয় সুযোগ পেয়েছে। ও এখন ক্যালিফোর্নিয়াতে থাক না—নিউ ইয়র্কে থাকে।"

"না!" তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালাম।

এথরিজ শান্তভাবে আমা রতিকে তাকিয়ে কফির কাপটা নামিয়ে রাখলেন।

"এই সকালে এখানে আমরা ব্রেকফার্স্ট করবো সেটা তিনি জানলেন কিভাবে?" আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। গালাঘার। আমি এবং সে টেবিলে বসে কথা বলছিলাম, তার কয়েক টেবিল পরেই স্কট বসে বিয়ার পান করছিলো।

"আমি জানি না তিনি কীভাবে জানলেন," এথরিজ জবাব দিলেন। তার চোখ জোড়া চকচক ক'রে উঠলো। দেখে মনে হলো তিনি এক ধরণের চাপা স্বস্তি অনুভব করেছেন। "খুবজোর বলতে পারি, তাকে দেখে আমি মোটেও অবাক হই নি। কে, ওই তরুণ দিন কয়েক হলো আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছিলো।"

"আপনার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সাথে তার যোগাযোগ থাকার কথা নয়..."

"হায় ঈশ্বর, রক্ষা করো! আরে না," দায়সারাভাবে জবাব দিলেন তিনি।

"স্পারাচিনো?"

"আমার ধারণাও একইরকম। কথাটা তো একইরকম দাঁড়াচ্ছে, তাই নয় কি?"

"কেন?"

আবার তিনি চিবুক ঘষতে লাগলেন, তারপর বললেন, "আমি নিশ্চিত, কি ঘটছে না ঘটছে সবই তার জানা। স্পাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারে। অন্তরঙ্গতা থেকেও জানা সম্ভব।" এথরিজ আমার দিকে এক নজর তাকালেন। "আপনি এর যে কোনো একটা কারণকে ধরে নিতে পারেন।"

[স্কট পারটিনকে সহজেই চেনা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে। বেশ মনে আছে, গালাঘার-এ ও বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় নজর বুলাচ্ছিলো। তাকে দেখে আমার ভয় করছিলো। ভয়টাও অবশ্য একটু বিচিত্র কারণে—স্কট অসম্ভব সুদর্শন এক তরুণ। যত্ন ক'রে সাজানো ফুলের সাথে হয়তো অনায়াসেই তুলনা করা যেতে পারে এবং এ ধরণের একজনকে খুঁজে বের করা আসলেই কঠিন।

দুপুরের খানিক আগে আমার অফিস থেকে এলিভেটর দিয়ে নিচ তলায় আসার সময় মেরিনোকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার জোর তাগিদ অনুভব করলাম।

"আমি নিশ্চিত," আমি কথাটা আরেকবার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম মেরিনোকে। "গালাঘার-এ দু'টেবিলে বাদেই ও বসে ছিলো।"

"তার সাথে আর কেউ-ই ছিলো না?"

"ঠিক বলেছো তুমি। বিয়ার পান করতে করতে ও পড়ছিলো। ঠিক মনে করতে পারছি না, টেবিলে কোনো খাবার ছিলো কিনা, আসলেই আমি মনে করতে পারছি না,"

BanglaBook.org

কাঠ, বোর্ড এবং ধুলায় ভরা বড় একটা স্টোরেজ রুমের ভেতর দিয়ে হাটতে হাটতে তাকে বললাম। আমার মাথা এবং হৃৎপিণ্ডের ভেতর আবারো তোলপাড় শুরু হয়েছে। মার্কের আরেকটা মিথ্যা ধরা পড়েছে আমার কাছে। মার্ক বলেছিলো যে, স্পারাচিনো নাকি জানতো না আমি নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি। আর স্টেক হাউসে উপস্থিত হওয়াটা ছিলো নাকি তার একান্ত আকস্মিক। মার্কের ওই কথা কোনোভাবেই সত্য হতে পারে না। তরুণ স্কট ওখানে আমার ওপর নজর রাখার জন্য গিয়েছিলো। সবকিছু জেনে তাকে স্পারাচিনো পাঠিয়েছিলো গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে।

"ঠিক আছে, বিষয়টাকে তুমি অন্যভাবেও ভাবতে পারো," আগের সেই ধূলার গন্ধ ভরা প্যাসেজ ধরে হাটতে হাটতে বললো মেরিনো। "ধরো, স্কট বর্তমানে নিউ ইর্য়ক শহরে অবস্থান করছে। সুতরাং স্পারাচিনোর হয়ে সে পার্ট-টাইম গোয়েন্দাগিরি করতেই পারে। আমি কি ভুল বললাম? এমনও হতে পারে তোমার পেছন পেছন নয়, বরং মার্কের পেছন পেছনই স্কট গালাঘার-এ গিয়ে হাজির হয়েছিলো। মনে ক'রে দেখো, স্পারাচিনো মার্ককে ওই স্টেক হাউসে গিয়ে বসতে বলেছিলো—অন্তত মার্ক তোমাকে এমনই বলেছিলো। সুতরাং স্পারাচিনোর এটা নিঃসন্দেহে জানার কথা যে, ওই রাতে মার্ক খেতে যাচ্ছে। স্পারাচিনো আবার স্কট পারটিনের পেছনে পেছন ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলো। দেখতে চেয়েছিলো মার্ক সেখানে কী করছে। তোমরা যখন ওখানে ঢুকেছিলো, তার আগে থেকেই স্কট ওখানে বসে বিয়ার পান করছিলো সম্ভবত ও স্পারাচিনোকে ফোন করতে ভুলে গিয়েছিলো। মার্কের কথা শুনতে শুনতেই ফোন করার কথা ভুলে গিয়েছিলো। কেমন মজা দেখো! এরপর তো তুমি জানোই।"

মেরিনোর কথাগুলো আমার খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো।

"শুধু একটা তত্ত্ব দেবার চেষ্টা করলাম," মেরিনো আবার মন্তব্য করলো।

আমি যদিও জানি এটা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আসল সত্য হচ্ছে, আমি চরম এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি—মার্ক আমার সাথে চরমভাবে প্রতারণা করেছে। এথরিজের ভাষ্যমতে সে একজন ছিচকে অপরাধী।

"তোমাকে এই সমস্ত সম্ভাবনা নিয়েই চিন্তা করতে হবে," মেরিনো এই আলোচনার ইতি টানার চেষ্টা করলো।

"অবশ্যই। আমাকে হয়তো তেমনই করতে হবে," বিড়বিড় ক'রে বললাম আমি।

সরু প্যাসাজ পার হয়ে আমরা একটা ভারি স্টিলের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। চাবির গোছা থেকে আসল চাবিটা খুঁজে নিয়ে দরজা খুলে মাঝারি আকারের একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। এখানে ফায়ার আর্মস এক্সামিনার বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করেন। মানুষের বহনযোগ্য এমন কোনো অস্ত্র নেই যা এখানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় নি। দস্তার তীব্র গন্ধে বিষাক্ত মনে হলো স্থানটাকে। কক্ষে প্রবেশের মুখেই সমস্ত দেয়াল জুড়ে পেগবোর্ডের আলমিরায় হ্যান্ডগান এবং মেশিন পিস্তল সাজানো—এগুলোর বেশির ভাগই আদালতের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্র। পরীক্ষা করার জন্যেই এগুলোকে ল্যাবে আনা হয়েছে। একটা র‍্যাকে দেখলাম শর্টগান এবং রাইফেল সাজানো। ওপাশের দেয়ালটা ভারি স্টিলে তৈরি করা। এর গায়ে অগুনতি

BanglaBoi.org

ছোটো বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো প্যাক টিমের কারণে ব্যবহার করা গুলির গর্ত। মেরিনো কোনার দিকে এগিয়ে গেলো। সেখানে কিছু হাত-পা বিহীন নগ্ন ম্যানিকিন সাজিয়ে রাখা আছে। তার সাথে তালগোল পাকিয়ে ম্যানিকিনের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি। দেহ খণ্ডগুলো দেখে নাৎসি বাহিনীর সেই আউসভিজের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

"তুমি হালকা মাংস পছন্দ করো। তাই না?" ফ্যাকাশে রঙের একটা ম্যানিকিনের বুকের অংশ খুঁজে বের ক'রে নিয়ে বললো মেরিনো।

ওর কথায় মোটেও পাত্তা দিলাম না। বরং ক্যারিং কেস থেকে আমি আমার স্টেইনলেস স্টিলের রুগারটা বের করলাম। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে ও একটা ককেশিয়ান চেহারার মাথা বের ক'রে আনলো। চোখজোড়া বাদামী রঙে রাঙানো। বুকের ওপর ককেশিয়ান মাথাটা মেরিনো যত্ন ক'রে স্থাপন করলো। এরপর মাথাসহ দেহাংশটুকু স্থাপন করলো স্টিলের দেয়ালের সামনে রাখা একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের ওপর। আমার কাছ থেকে দেয়ালের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ কদম সামনে।

"এক চেষ্টাতেই তুমি ওটার ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে দিতে পারো," উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললো সে।

আমার রিভলভারে ওয়াডকাটার লোড করলাম। আড়চোখে মেরিনোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ট্রাউজারের পেছন পকেট থেকে একটা ৯এম.এম-এর পিস্তল বের ক'রে এনেছে। পিস্তলটা কক্ ক'রে ক্লিপটা টেনে বের করলো। যে পকেট থেকে মেরিনো পিস্তলটা টেনে বের ক'রে এনেছিলো, সেখানেই আবার গুঁজে রাখলো।

"শুভ বড়দিন," আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো।

"না, অসংখ্যা ধন্যবাদ তোমাকে," যতোটা সম্ভব ভদ্রোচিতভাবে তার প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিলাম।

"খুব দ্রুত কাজ সারতে পারবে তুমি, একসাথে পাঁচটা, মনে রেখো।"

"আমি মিসও করতে পারি।"

"আরে ধুর, ডাক্তার। মাঝে মধ্যে যে কারো গুলি ফস্‌কে যেতে পারে। তুমি যে রুগারটা ব্যবহার করো, তাতে কিছু সমস্যা আছে।"

"আমার কাছে যেটা আছে, ইচ্ছে করলে আমি সেটা দিয়েই ভালো কাজ সারতে পারি। মেরিনো, ও ধরণের সমস্ত জিনিস থেকেই কিছু না কিছু দস্যু ছিটকে বেরুবেই।"

"এরকম ঘোড়ার ডিমের অনেক অস্ত্রই প্রয়োজনের সময় কাজে আসে না," মেরিনো মন্তব্য করলো।

"আমি জানি, সিলভারটিস্ প্লাস এ্যামিনো ব্যবহার করলে পঞ্চাশ ফুট দূরের লক্ষ্য ভেদ করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।"

"এটা তুমি উল্লেখ করলে না, তিনগুণ বেশি গুলি করার সুযোগও তোমার আছে," মেরিনো তার পুরনো মন্তব্যকেই সমর্থন জানানোর চেষ্টা করলো।

ইতিপূর্বে আমি ৯ এমএম অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ওগুলো আমার মোটেও পছন্দ হয় নি। আমার স্পেশাল পয়েন্ট ৩৮ ওগুলোর চাইতে অনেক বেশি নির্ভুল এবং

BanglaBook.org

কার্যকরী। ওগুলোকে আমি কোনোভাবেই নিরাপদ বলতে পারি না, কারণ মাঝে মাঝেই ওগুলো জ্যাম হয়ে যায়। কখনোই আমি গুণের চাইতে পরিমাণকে বেশি প্রাধান্য দিই না। তাছাড়া হুট ক'রে কোনো তথ্য পাওয়া মাত্র নতুন কিছু বেছে নেবার পক্ষপাতিও নই আমি।

"তোমারও চিন্তা করতে হবে, একটা গুলি দিয়েই কিভাবে কার্যসিদ্ধি লাভ করা সম্ভব," কানের ওপর হিয়ারিং প্রোটেক্টরটা লাগিয়ে নিয়ে বললাম।

"হ্যা, যদি কোনো শয়তানের দু'চোখের মাঝখানে লাগানো সম্ভব হয়।"

রিভলভারটা বাম হাতের মুঠোয় শক্তভাবে চেপে ধরে সময়ক্ষেপন না ক'রে সাথে সাথে গুলি ছুঁড়লাম। আমার ছোঁড়া গুলি সোজা গিয়ে আঘাত করলো ম্যানিকিনের কপালের মাঝখানটাতে। এর পরের তিনটা গুলি গিয়ে বিঁধলো ওটার বুকে। আর পঞ্চমটা গিয়ে বিঁধলো তার বাম কাঁধে, খুব জোড় সেকেন্ড কয়েকের ভেতর ঘটনাগুলো ঘেটে গেলো। ম্যানিকিনের মাথার উর্ধাংশ বাক্সের ওপর থেকে দূরে ছিটকে পড়লো নিষ্প্রভ স্টিলের দেয়ালের ওপর।

কোনো কথা না বলে মেরিনো ৯ এমএমটা টেবিলের ওপর রেখে শোল্ডার হোলস্টারের ভেতর থেকে তার পয়েন্ট থৃ-ফাইভ সেভেন বের ক'রে আনলো। বুঝতে পারলাম, আমার কারণে ও খানিকটা চিন্তিত। সন্দেহ নেই আমার জন্যে যুতসই একটা অটোমেটিক খুঁজে বের করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। তার মনে ধারণা জন্মেছে, তেমন কিছু একটা খুঁজে বের ক'রে দিতে পারলে আমি হয়তো খুশিই হবো।

"ধন্যবাদ মেরিনো," আমি বললাম।

সিলিন্ডারটা টেনে মেরিনো ধীরে ধীরে তার রিভলভারটা উপর দিকে তুললো।

মেরিনো যেভাবে সবকিছু চিন্তা করছে তা নিঃসন্দেহে সমর্থন এবং ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তার মাথায় একবার এ ধরণের কোনো চিন্তা ঢুকে গেলে সে আর কারো কথাই শুনতে রাজি নয়। এই জেদ সে আমার ক্ষেত্রেও একইভাবে বজায় রাখে।

আমি পেছনে সরে আসার পর ও টানা ছয় রাউন্ড গুলি চালিয়ে গেলো ম্যানিকিনটার ওপর। ম্যানিকিনের মাথাটা অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মেঝের ওপুর ছিটকে পড়লো। খুব দ্রুত পুণরায় গুলি ভরে অস্ত্রটা খালি করে ফেললো ম্যানিকিনের দেহের ওপর। গুলিগুলো শেষ করার পর বারুদের পোড়া গন্ধে ঘরটা ভরে উঠলো। যতোদূর মনে পড়ে মেরিনোকে আমি কখনো এতোটা ক্ষব্ধ হতে দেখি নি।

"মাটিতে পড়ে থাকা কোনো মানুষের ওপর বোধহয় এতোটা নৃশংস আচরণ দেখানো যুক্তিযুক্ত নয়," আমি বললাম।

"হ্যা, তুমি অবশ্য ঠিকই বলেছো।" ও এয়ারপ্লাগটা মাথার ওপর থেকে খুলে নিলো। "এভাবে গুলি ক'রে আসলে কোনো লাভই নেই। তুমি আমার একটা মন্তব্য শুনবে?" অস্ত্রটা পরিষ্কার করতে করতে প্রশ্ন করলো মেরিনো। "তোমার বাড়িতে আসলে একটা শটগানের প্রয়োজন।"

ক্যারিং কেসের ভেতর রুগারটা ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে আমি অবশ্য কোনো মন্তব্য করলাম না।

BanglaBook.org

"অটোলোডিং রেমিংটন সম্পর্কে তো তোমার ধারণা আছে। থ্-ইঞ্চ ম্যাগনাম দ্বিগুনেরও বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ওটা দিয়ে। ইচ্ছে করলে যে কোনো শয়তানকে ধরাশায়ী করা যায়। ফিফ্‌টিন থার্টি-টু ক্যালিবারের বুলেট তিন রাউন্ডে তিন গুণ সফলতা।"

"মেরিনো," শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি, "আমি একেবারে ভালো আছি, সবদিক থেকে ঠিক আছি, বুঝতে পারছো? আমার মোটেও অস্ত্র ভাণ্ডারের প্রয়োজন নেই।"

কঠিন চোখে ও আমার দিকে তাকালো। "তোমার কি কোনো ধারণা আছে, একজন খুনী কিভাবে চুপি চুপি তোমার ঘরে প্রবেশ ক'রে তোমাকে গুলি করতে পারে?"

"না, আমার কোনো ধারণা নেই," আমি বললাম তাকে।

"ভালো, আমার আছে। আমি নিউ ইয়র্কে যাবো। ওই জানোয়ারের ওপর আমার অস্ত্রের সমস্ত গুলি খরচ ক'রে বুঝিয়ে দেবো, মানুষের পেছনে লেগে থাকার শাস্তি এমনই হয়। ওই শুয়োরের বাচ্চার বুকে গুলি করবো মোট চারবার, কিন্তু এরপরও অবশ্য সে মোটেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে না। বিষয়টাকে তুমি স্টিফেন কিংয়ের সাথে তুলনা করতে পারো। ওই শয়তান ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে আসতে থাকবে জীবন্তলাশের মতো।"

আমার ল্যাব কোটের পকেটে কিছু টিসু খুঁজে পেলাম। সেগুলো দিয়ে অস্ত্রটা তৈলাক্ত অংশ মুছে নিলাম যাতে করে সহজ ধরা যায়।

"ওই চোরা শিকারী বেরাইলকে অনুসরণ ক'রে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলো, ডাক্তার। ওই শয়তানটা ওরকমই। ও হচ্ছে উন্মাদগ্রস্ত মানুষ, তোমাকে তা প্রথম থেকেই বলে আসছি। মাছ ধরার হুইলে যা কিছুই ধরা পড়ুক না কেন, ও এক মুহূর্তের জন্যেও গিয়ার হালকা করতে রাজি নয়।"

"নিউ ইয়র্কের মানুষটা," পূর্ব আলোচনায় ফিরে যেতে চাইলাম, "ও কি মারা গেছে?"

"আরে, হ্যা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটেছিলো ওর। একই এ্যাম্বুলেন্সে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।"

"তোমরা খুব মারাত্মকবাবে আহত হয়েছিলে?"

মেরিনো আমার প্রশ্নের জবাব খুব স্বাভাবিকভাবেই দিলো, "না। মাত্র আঠারোটা সেলাই পড়েছিলো। মাংসগুলো চিরে চিরে গিয়েছিলো। জামা খুললে তুমি আমার শরীরের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারবে না। শয়তানটার কাছে একটা ছুরি ছিলো।"

"কি ভয়ঙ্কর!" আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম।

"ডাক্তার, ছুরি-চাকু আমার মোটেও পছন্দ নয়।"

"আমিও পছন্দ করি না," মেরিনোকে সমর্থন জানালাম আমি।

আমরা বাইরে বেরুলাম। গান-অয়েল এবং বারুদ ইত্যাদি মিলিয়ে মনে হলো আমার সমস্ত শরীরে নোংরা লেগে আছে। মানুষ যতোটা মনে করে, তার চাইতে শুটিং অনেক বেশি নোংরা কাজ।

BanglaBook.org

আমরা হাটতে হাটতে অফিস থেকে বেরিয়ে মেরিনো তার পেছন পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের ক'রে আনলো। এরপর সেখান থেকে একটা সাদা কার্ড বের ক'রে আমার হাতে ধরিয়ে দিলো।

"আমি এখানও কোনো আবেদন করি নি," অবাক হয়ে বললাম। যদিও আগে থেকেই অস্ত্র বহন করার একটা অনুমতিপত্র আমার কাছে আছে।

"ও, হ্যা, ভালো কথা। জাজ রেইনহার্ড এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন।"

"ধন্যবাদ মেরিনো," আমি বললাম।

দরজাটা খুলে দিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে ও শুধু একটু হাসলো।

ওয়েসলি এবং মেরিনোর নির্দেশ মাফিক অন্ধকার নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি অফিস থেকে বেরুলাম না। ইতিমধ্যে পার্কিংলট খালি হয়ে এসেছে। ডেস্কে বসে আমি খানিকক্ষণ ব্যস্ত সময় কাটালাম। কবে কী কাজ করতে হবে, ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে আমি তা দেখে নিলাম।

রোজ চমৎকারভাবে আমার জীবনকে সাজিয়ে রেখেছে। সমস্ত এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে রোজ, অথবা একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছে। এ সপ্তাহে আমার যে সব লেকচার দেবার কথা ছিলো এবং অটোপসি বিষয়ে নির্দেশনা দেবার কথা ছিলো, সেগুলোর দায়িত্ব ফিল্ডিংয়ের ওপর অর্পিত হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্মকতা হেলথ কমিশনার ইতিমধ্যে আমাকে তিনবার খোঁজ করেছেন। কিন্তু আমাকে না পেয়ে জানতে চেয়েছেন, আমি অসুস্থ কিনা।

ফিলডিং যতোদূর সম্ভব আমার কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করছে। তার দেয়া মাইক্রো ডিক্টেশন এবং অটোপ্সি প্রোটোকলগুলো রোজ টাইপ ক'রে রাখছে। আগের মতোই সূর্য উঠছে এবং ডুবছে, আর অফিসের কার্যক্রমও ঝামেলামুক্তভাবে এগিয়ে চলেছে। কারণ অফিসের প্রত্যেক স্টাফকে আমি বেশ বুঝেশুনে নির্বাচিত করেছি। শুধু তাই নয়, তাদের অত্যন্ত দক্ষ হিসেবে গড়েও তুলেছি। মাঝে মাঝে আমি এই ভেবে অবাক হই যে, ঈশ্বর সৃষ্ট এই পৃথিবীকে সবাই কতো সুন্দরভাবে চালিয়ে নিচ্ছে।

এই মুহূর্তে বাড়ির পথে রওনা না হয়ে চেম্বারলেইন ফার্মের পথ ধরলাম। এলিভেটরের দেয়ালে ইতিপূর্বে নোটিশগুলো যেভাবে ঝুলে থাকতে দেখেছিলাম, এখনও সেগুলো একইভাবে ঝুলে আছে। একজন অতি কৃশ এবং ছোটোখাটো মহিলার সাথে দেখা করতে এলিভেটর দিয়ে উপর উঠে গেলাম। ওই মহিলার নিঃসঙ্গ চোখজোড়া সহজে ভুলে যাওয়ার মতো নয়।

মিসেস ম্যাকটাইগুকে জানানো হয় নি যে, আমি তার সাথে দেখা করতে আসছি। কয়েকবার নক্ করার পর যখন দরজাটা খুলে গেলো, আসবাবপত্র ভর্তি ঘরের ভেতর থেকে উচ্চস্বরে টেলিভিনের শব্দ ভেসে আসতে শুনলাম।

BanglaBook.org

"মিসেস ম্যাকটাইগু?" মহিলাকে নতুন ক'রে পরিচয় দিলাম আমার। বুঝতে পারলাম না, মহিলা ঠিক আমাকে চিনতে পেরেছেন কিনা।

দরজা সম্পূর্ণ খোলার পর মিসেস ম্যাকটাইগুর মুখটা ভালোভাবে দেখা গেলো। "হ্যা! কেন? অবশ্যই! তুমি এখানে আসাতে খুব ভালো লাগছে আমার। তুমি ভিতরে আসবে না?"

মহিলার পরনে গোলাপী রঙের হাউসকোট এবং তার সাথে মেলানো স্লিপার। তার পেছন পেছন ঘরে ঢোকার পর, মহিলা টেলিভিশনটা বন্ধ ক'রে দিয়ে কাউচের ওপর থেকে একটা হালকা কম্বল সরিয়ে রাখলেন। মহিলা এখানে বসে এতেক্ষণ নাটব্রেড এবং জুস সারতে সারতে সান্ধ্যকালীন খবার দেখছিলেন।

"আমাকে ক্ষমা করবেন," আমি তাকে বললাম, "খাবার সময় আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে।"

"আরে না। আমি খাবার নিয়ে একটু টোকাটুকি করছিলাম আর কি। তোমাকে কি সামান্য কিছু দেবো?" দ্রুত সামলে নিয়ে আমার কাছে জানতে চাইলেন তিনি।

বৃদ্ধা যখন আমাকে তার হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছেন, তখন আমি সোফার একটা আসন দখল ক'রে বসলাম। এই মহিলার কথা শুনে বৃদ্ধ দাদীর কথা মনে পড়লো। গত গ্রীষ্মে মায়ামি ভ্রমণের সময় তার সাথে চমৎকার সময় কেটেছিলো। মৃত্যুর পূর্বে তার সাথে ওটাই আমার শেষ দেখা।

"সবাই বলছে, আজ রাতে নাকি প্রচণ্ড বরফ পড়বে," কাউচে বসেই মিসেস ম্যাকটাইগু মন্তব্য করলেন।

"এখনই চারদিকে কেমন ভেজা ভেজা আবহাওয়া," জবাব দিলাম আমি।

"বরফের চাইতেও এই আবহাওয়ায় বেশি ঠাণ্ডা লাগে।"

"আমি জানি, এরপরও ওরা তেমন কোনো ব্যবস্থা করে নি।"

"এই বরফের ভেতর গাড়ি চালাতে আমার মোটেও ভালো লাগে না," অশান্ত মনে বিক্ষিপ্ত সব চিন্তা করতে করতে আমি মন্তব্য করলাম।

"অন্তত এ বছর আমরা একটা সাদা বড়দিন উপহার পাচ্ছি। এটা কি আমাদের জন্যে এক ধরণের বিশেষ উপহার নয়?"

"অবশ্য এটা আমাদের জন্যে বিশেষ উপহার," এ্যাপার্টমেন্টের ভেতর টাইপরাইটারের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা দেখতে দেখতে আমি মন্তব্য করলাম।

"আমার মনেও নেই, কবে শেষ সাদা বড়দিন দেখেছিলাম।"

অস্বস্তির কারণেই হয়তো, তার কথাগুলোর ভেতর তেমন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া গেলো না। তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন, ওঁকে আকস্মিক দেখতে আসার পেছনে নিশ্চয়ই আমার কোনো কারণ আছে। আর অবশ্যই তা কোনো ভালো কারণ নয়।

"তুমি কি আসলেই কিছু খাবে না? এক গ্লাস পোর্ট দেবো?"

"না, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।" আমি তাকে বললাম।

কিছুক্ষণ আমাদের কেউই কোনো কথা বললো না।

BanglaBook.org

"মিসেস ম্যাকটাইগু," মূল আলোচনার আগে একটু ভূমিকা দেবার চেষ্টা করলাম। মহিলা আমার দিকে তাকালেন। তার দুচোখে একধরণের শিশুসুলভ সারল্য লুকিয়ে আছে। "আচ্ছা, ছবিগুলো কি আমাকে আরেকবার দেখানো সম্ভব? গতবার যখন এখানে এসেছিলাম সেবর ছবিগুলো আমাকে দেখিয়েছিলেন।"

কয়েকবার চোখ পিটপিট করে তাকালেন আমার দিকে। তবে ঝকমকে হাসিমাখা মুখে দেখতে পেলাম এক চিলতে হাসি, সেই সাথে হতাশা।

"ওই বেরাইল ম্যাডিসনের ছবিগুলো," আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

"কেন নয়, অবশ্যই দেখাবো," কাউচ ছেড়ে উঠতে উঠতে তিনি বললেন। সেক্রেটারি টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে বের ক'রে আনলেন প্যাকেটটা। যখন তিনি প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, দেখলাম তার চোখেমুখে এক ধরণের ভয় কিংবা দ্বিধা। শুধু ফটোগুলোই নয়, এবার আমি ক্রিম রঙের ফোল্ডার এবং খামটাও দেখতে চাইলাম।

হাতে নিয়েই বুঝতে পারলাম কাগজগুলো বিশ পাউন্ড ওজনের। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দামি কাগজে তৈরি এই ফোল্ডার এবং খাম। আলোর দিকে তুলে ধরাতে দেখতে পেলাম স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে সারস পাখির একটা জলছাপ। ফটোগ্রাফগুলোর দিকে এক নজর তাকিয়েই রেখে দিলাম। অন্যদিকে বিস্মিত চোখে মিসেস ম্যাকটাইগু আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আমি দুঃখিত," আমি বললাম। "আমি জানি আমার কাজকর্ম দেখে আপনি খুব অবাক হচ্ছেন।"

মহিলা কথা বলার ক্ষমতা যেনো হারিয়ে ফেলেছেন।

"আমি একটা বিষয়ে খুব অবাক হচ্ছি, মিসেস ম্যাকটাইগু—ওই ফটোগ্রাফগুলো দেখে মনে হচ্ছে, স্টেশনারির চাইতে অনেক পুরাতন। এর জবাব দেবেন কি?"

"এর কারণ," তিনি বললেন। ভীত চোখে মিসেস ম্যাকটাইগু আমার দিকে আগের মতোই তাকিয়ে রইলেন। "জো'র কাগজগুলোর সাথে ফটোগুলো পেয়েছিলাম। এনভেলোপের ভেতর যত্ন ক'রে ঢুকানো ছিলো।"

"এই কাগজগুলো কি আপনার?" যতোদুর সম্ভব সন্দেহ না জাগিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আরে না।" জুসের গ্লাসটা হাতে নিয়ে তিনি তাতে চুমুক দিলেন। "এগুলো আমার স্বামীর। আমি তাকে সব সময় এ ধরণের কাগজই ব্যবহার করতে দেখেছি। এ্যানগ্রেভ করা চমৎকার কাগজ—ব্যবসায়িক চিঠি-পত্র লেখার সময়েও তিনি এ ধরণের কাগজ ব্যবহার করতেন। উনি চলে যাওয়ার পর কিছু কাগজ আর এনভেলোপ রেখে দিয়েছিলেন। আমার কাছে যে পরিমাণ আছে, তাতে আগামীতে চলে যাবে।"

এখন বুঝতে পারলাম তাকে সরাসরি প্রশ্ন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

"মিসেস ম্যাকটাইগু, আপনার স্বামীর কি কোনো টাইপরাইটার ছিলো?"

"কেন হ্যা। সেটা আমি আমার মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি। ও ফনস্ চার্চে থাকে। চিঠিপত্র সবসময় আমি নিজ হাতেই লিখি। বাতের ব্যথার কারণে অবশ্য খুব বেশি লিখতেও পারি না।"

"কোন্ ধরণের টাইপরাইটার?"

BanglaBook.org

"এই দেখো। এতো কিছু তো মনে নেই। শুধু মনে আছে ইলেকট্রিক এবং একেবারে নতুন টাইপরাইটার," মহিলা স্মৃতি হাতড়ে কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন। "জো'র কয়েক বছর পর পরই এ ধরণের নতুন জিনিস কেনার নেশা ছিলো। এই ধরো, যখন কম্পিউটার বাজারে নতুন এলো, তখন সে একটা কম্পিউটার কিনে ফেললো। ওটা অবশ্য সে ব্যবহার করতো না। ম্যানেজারই ব্যবহার করতো। জো'কে আগাগোড়া টাইপরাইটারই ব্যবহার করতে দেখেছি।"

"বাড়িতে নাকি অফিসে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কেন, উভয় জায়গাতেই ব্যবহার করতো। মাঝে মাঝে ও অফিসের অনেক কাজ রাত জেগে বাড়িতেই সারতো।"

"মিসেস ম্যাকটাইগু, উনি কি হারপারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন?"

পকেট থেকে তিনি একটা টিসু বের ক'রে মুচড়াতে লাগলেন।

"আমি আসলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অনেক প্রশ্ন ক'রে ফেলেছি আপনাকে," ভদ্রতার খাতিরে বলতে বাধ্য হলাম আমি।

আসবাবপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলা।

"প্লিজ," শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম। "বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, নয়তো আপনাকে এই প্রশ্ন করতাম না।"

"এটা তার কারণে জানা প্রয়োজন, তাই না?" আগের মতোই টিসু পেপারটা মুচড়াতে মুচড়াতে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু এবরো তিনি আমার দিকে তাকালেন না।

"স্টারলিং হারপার।"

"হ্যা।"

"মিসেস ম্যাকটাইগু, দয়া ক'রে আমাকে কিছু একটা বলুন।"

"উনি চমৎকার মহিলা ছিলেন। সুদর্শন। ব্যবহারও ভালো ছিলো," মিসেস ম্যাকটাইগু বললেন।

"আপানার স্বামী কি মিস্ হারপারের সাথে যোগাযোগ করতেন?" আমি প্রশ্ন করলাম তাকে।

"আমার মনে হয় তিনি তা করতেন।"

"আপনি কিভাবে নিশ্চত হলেন?"

"মাঝে মাঝে যখন তিনি এমন চিঠি লিখতে বসতেন, তখন আমি তাকে প্রশ্ন করেছি, কাকে লিখছেন। এর জবাবে আমাকে বলতেন, ব্যবাসায়িক চিঠি লিখছেন তিনি।"

আমি কিছুই বললাম না।

"হ্যা। আমার জো," বৃদ্ধা হাসলেন। কিন্তু তার চোখজোড়া নিস্প্রভ মনে হলো। "ওর নারীপ্রীতি ছিলো বললে বোধহয় ভুল হবে না। তুমি জানো, ও সবসময় কোনো মহিলার হাতে চুমু খেতো এবং ওই মহিলার সাথে এমন ব্যবহার করতো যে নিজেকে তার রানী ব'লে মনে হতো।"

BanglaBook.org

"মিস হারপারও কি আপনার স্বামীকে লিখতেন?" খানিকটা ইতস্তত ক'রে প্রশ্ন করলাম তাকে। বৃদ্ধার পুরাতন দুঃখকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলতে আমার বেশ খারাপই লাগলো।

"সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।"

"আপনার স্বামী তাকে লিখতেন, আর মিস্ হারপার তার জবাব দিতেন না?"

"জো ছিলো পণ্ডিত মানুষ। প্রায়ই বলতো, একদিন সে একটা বই লিখবে। তাকে সবসময় কিছু না কিছু পড়তে দেখতাম। সেটা বোধহয় আপনিও জানেন।"

"এখন বুঝতে পারছ ক্যারি হারপারকে তিনি কেন এতো পছন্দ করতেন," আমি মন্তব্য করলাম।

"যখনই কোনো হতাশায় ভুগতেন, ক্যারি হারপার তখনই জো'কে ফোন করতেন। আমার মনে হয় এটাকে হয়তো লেখকরা নাম দিয়েছেন—রাইটারস্ ব্লক।' ক্যারি হারপার জো'কে ফোন ক'রে মজার মজার সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে কতো না বিষয় সব।" টিসু পেপারটা এখন দুমড়ে-মুচড়ে তার কোলের ওপর পড়ে আছে। "জো'র প্রিয় সাহিত্যিক ছিলো ফকনার, চিন্তা করতে পারো। তাছাড়াও হেমিংওয়ে এবং দস্তয়ভস্কি ছিলো তার প্রিয় লেখক। বেশিরভাগ সময় আমার আরলিংটনেই কেটেছে। কিন্তু ও এখানেই থাকতো। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না, এখান থেকে ও কতো চমৎকার সব চিঠি লিখতো আমাকে।"

আমি চিন্তা ক'রে দেখলাম, ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তিনি চিঠিগুলো লিখেছিলেন তার শেষ জীবনে। অত্যন্ত সুন্দরী এবং অবিবাহিতা মিস্ হারপারের কাছে তিনি চিঠিগুলো লিখতে শুরু করেছিলেন। মৃত্যুর আগে কিংবা আত্মহত্যার আগে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলে ছিলেন।

"তুমি ওগুলো খুঁজে পেয়েছো তাহলে?" মহিলা বললো।

"তাকে লেখা চিঠিগুলোর কথা বলছেন?"

"হ্যা। জো'র লেখা চিঠি।"

"না," ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবে, অন্তত আমি অর্ধেক সত্য বলতে পারলাম তাকে। "মিসেস ম্যাকটাইগু, সত্য বলতে আমরা আসলে তেমন কোনো কিছুই দেখতে পাই নি। পুলিশ কিছুই খুঁজে পায় নি—আপনার স্বামীর লেখা কোনো চিঠি লেটার হেড কিংবা স্টারলিং হারপারকে সম্বোধন করা কোনো কিছুই না।"

আমার এই কথা শোনার পর মিসেস ম্যাকটাইগুর মুখে এক ধরণের স্বস্তি দেখতে পেলাম যেনো।

"হারপারের সাথে আপনার কখনো কথা হয়েছে? ধরা যাক সামাজিকতা রক্ষা করতে কোনো আলাপ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যা, যতোদূর মনে পড়ে দু'বার দেখা হয়েছে। একবার ক্যারি হারপার আমাদের বাড়িতে ডিনার পার্টিতে এসেছিলেন। আরেকবার কোনো এক উপলক্ষ্যে হারপার এবং বেরাইল ম্যাডিসন আমাদের বাড়িতে সারা রাতের জন্যে অতিথি হয়েছিলেন।"

তার কথা শুনে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। "কবে তারা সারা রাতের জন্যে অতিথি হয়েছিলেন?"

BanglaBook.org

"জো'র মৃত্যুর মাস খানেক আগেকার ঘটনা। যতোদূর মনে পড়ে, বছরের প্রথম দিককার ঘটনা। আমাদের গ্রুপে যোগ দেবার এক মাস কিংবা দু'মাস পরের ঘটনা। আমার ঘটনাটা ভালোভাবে মন আছে, কারণ তখনো ক্রিস্টমাস ট্রি সজীব অবস্থাতেই ছিলো। বেশ মনে আছে, তার সাথে বেশ দুর্ব্যবহার করা হয়েছিলো।"

"বেরাইলের সাথে?"

"আরে হ্যা। মনে হয় ওরা কোনো ব্যবাসায়ীক কাজে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলো। আমার বিশ্বাস, ওরা বেরাইলের এজেন্ট খুঁজতেই গিয়েছিলা। রিচমন্ডে ফিরে এসে ওরা রাতে আমাদের সাথে ছিলো। অথবা, মনে হয় হারপারই ছিলো আমাদের সাথে। বেরাইল ছিলো না। সন্ধ্যার পর জো তাকে বাড়ি পৌছে দিয়েছিলো। এরপর হারপারকে পরদিন সকালে উইলিয়ামস্‌বুর্গে পৌছে দিয়েছিলো।"

"ওই রাতের কথা আর কিছু মনে আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে...হ্যা, মনে পড়েছে। আমি সেদিন ভেড়ার রানের স্টেক তৈরি করেছিলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ফিরতে ওদের বেশ দেরি হচ্ছিলো। কারণ আসার পথে এয়ারলাইনে নাকি হারপার তার লাগেজ হারিয়ে ফেলেছিলো।"

প্রায় বছর খানেক আগের এই ঘটনা আমি মনে করতে পরলাম। বেরাইলকে যখন থেকে হুমকি দেয়া হচ্ছিলো, এটা তার আগের ঘটনা—ইতিপূর্বে আমরা এ ধরণের তথ্যই পেয়েছি।

"বাইরে থেকে আসার পর ওরা বেশ ক্লান্ত ছিলো," মিসেস ম্যাকটাইগু বলে যেতে লাগলেন, "অবশ্য জো বেশ সুস্থই ছিলো। তার সাথে তোমার যদি কখনো মেশার সুযোগ ঘটতো, তাহলে বুঝতে ও কতোটা প্রফুল্লচিত্তের মানুষ ছিলো।"

মিসেস ম্যাকটাইগু কী বলবেন? যেভাবেই হোক তার স্বামী মিস্‌ হারপারকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন?

মার্কের ওই দৃষ্টি আমি এখনো ভুলতে পারি না। ভালোবাসা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো মার্ক। ওর সাথে থাকার সময় ওর দৃষ্টি দেখেই আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। যখন বুঝতে পারলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি জানতে পারলাম ও আমাকে নয় বরং ভালোবসে আরেকজনকে। সেটাও জানতে পারতাম না, যদি না সে তা আমার কাছে প্রকাশ করতো।

"কে, আমি দুঃখিত," জর্জ টাউনে প্রিয় বার-এ ব'সে আইরিশ কফি পান করতে বললো। বাইরে তখন ধূসর আকাশ থেকে বরফ ঝরে পড়ছে। শীতের কোট পরা ছেলে-মেয়েরা হাত ধরাধরি ক'রে বাইরে হেটে যাচ্ছে। "তুমি জানো, কে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"কিন্তু আমি তোমাকে একইভাবে ভালোবাসি না," আমি বললাম। আমার বুকের ভেতরকার সেই চাপা অনুভূতি এখনও আমি অনুভব করি।

ও টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলো। "জেনেশুনে তোমাকে আমি কখনও দুঃখ দিতে চাই নি।"

"অবশ্যই। অবশ্যই তুমি আমাকে দুঃখ দিতে চাও নি।"

"আমি দুঃখিত। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

BanglaBook.org

আমি তাকে জানি। যা বলছে সত্যিই বলছে। এর কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

আমি কখনই মেয়েটার নাম জানতে চাই নি। কারণ তার প্রয়োজন মনে করি নি। পরে জানতে পেরেছিলাম, মেয়েটার নাম জ্যানেট। মার্ক তাকে বিয়ে করেছিলো, পরে তার করুণ মৃত্যু ঘটে। কিন্তু পরবর্তীতে মনে হয়েছে, সবই তার মিথ্যে। আমাকে মার্ক যা যা বলেছে, তার সবই মিথ্যে।

"...উনি বেশ ক্ষেপে গিয়েছিলেন।"

"কে?" মিসেস ম্যাকটাইগুর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ক্যারি হারপার," তিনি জবাব দিলেন। মনে হলো বৃদ্ধা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, "তার লাগেজ হারিয়ে যাওয়ায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত পরের ফ্লাইটেই অবশ্য তার লাগেজ ফেরত আসে।" বৃদ্ধা অল্পক্ষণ থামলেন। "হায় ঈশ্বর, মনে হচ্ছে না জানি কতোদিন আগের কথা।"

"বেরাইল সম্পর্কে কিছু বলবেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ওই রাতের কথা কিছু কি আপনার মনে আছে?"

"আজ ওরা সবাই চলে গেছে," তার হাত আগের মতোই কোলের ওপর ফেলে রেখেছেন। মুখটা এখন থমথম করছে। কাঁচবিহীন আয়নার মতো সেখান থেকে কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

"মিসেস ম্যাকটাইগু, আমরা তাদের সম্পর্কে বলছিলাম। ওরা কিন্তু এখনও আমাদের সাথেই আছে।"

"আমারও তেমনই মনে হয়," মিসেস ম্যাকটাইগু আমাকে সমর্থন জানালেন। পানিতে তার দু'চোখে ভরে উঠেছে।

"আমাদের যেমন তাদের সাহায্য প্রয়োজন, তাদেরকেও আমাদেরও সাহায্য করা প্রয়োজন।"

তিনি মাথা নাড়লেন।

"ওই রাতের কথা কি মনে আছে আপনার?" আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম। "বেরাইল সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।"

"ও একেবারে চুপচাপ ছিলো সেদিন। তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু ফায়ারপ্লেসের আগুন দেখছিলো।"

"কেন?"

"কিছু একটা ঘটেছিলো হয়তো।"

"কি? কি ঘটেছিলো, মিসেস ম্যাকটাইগু?"

"বেরাইল এবং ক্যারি হারপার একে অন্যের ওপর অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছিলো," তিনি বললেন।

"কেন? তারা কি ঝগড়া করেছিলো?"

"এটা ঘটেছিলো একটা ছেলে লাগেজ ফেরত দিয়ে যাওয়ার পর। মিঃ হারপার ব্যাগ খুলে একটা খাম বের করলেন। খামটার ভেতর বেশ কিছু কাগজ ছিলো মনে হয়। আমি অবশ্য ঠিক বলতে পারবো না ওই খামের ভেতর আদৌ কী ছিলো। কিন্তু তিনি খুব বেশি পান করেছিলেন সে রাতে।"

BanglaBook.org

"এরপর কি ঘটলো?"

"তিনি তার বোন এবং বেরাইলকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করলেন। তারপর কাগজ ভর্তি খামটা তুলে নিয়ে আগুনের ভেতর ছুড়ে মারলেন। তিনি বললেন, 'যা আমি চিন্তা করেছি, তাই ঘটেছেম জঞ্জাল, যত্তোসব জঞ্জাল।' অথবা, ও ধরণের সব খোঁচা দেয়া মন্তব্য।"

"আপনি কি ধারণা করতে পারেন, মিঃ হারপার আগুনে কি ফেলেছিলেন? কোনো চুক্তিনামা হতে পারে?"

"আমার তেমন মনে হয় না," তিনি জবাব দিলেন। "আমার মনে হয় ওগুলো বেরাইলের কোনো লেখা হতে পারে। টাইপ করা কিছু কাগজ ছিলো ওগুলো। মিঃ হারপার সরাসরি বেরাইলের উপর ক্ষেপে ছিলেন।"

আমি চিন্তা করলাম, বেরাইল এটা আত্মজীবনী লেখার কাজে হাত দিয়েছিলো। অথবা, অন্তত সেটা মিস্ হারপার, বেরাইল এবং স্পারাচিনো নিউ ইয়র্কে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছিলো। আর তা ক্যারি হারপার হয়তো সহ্য করতে পারেন নি।

"জো মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছিলো," বাতের ব্যথায় আক্রান্ত আঙুলগুলো মালিশ করতে করতে তিনি বললেন।

"উনি কি ধরণের চেষ্টা করেছিলেন?"

তিনি বললেন, "বেরাইলকে জো তার বাড়িতে পৌছে দেয়।" মিসেস ম্যাকটাইগু অল্পক্ষণ একটু থেমে ভীত চোখে আমার দিকে তাকালেন। "এটা কেন ঘটেছে, তা আমি জানি।"

"কি, কেন ঘটেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যে কারণে তারা আজ মৃত," তিনি বললেন, "আমি তা জানি। এই অনুভূতি আচম্‌কা বারবারই তাড়া ক'রে ফেরে। অসম্ভব ভয়ের একটা অনুভূতি।"

"আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলুন। আমাকে সব খুলে বলতে পারবেন কি?"

"যে কারণে তারা আজ মৃত," তিনি কথাটার পুণরাবৃত্তি করলেন, "ঘরের ভেতর সেদিন রাতে অত্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিলো।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

শান্ত-নিরিবিলি এ্যালবেমারলে কাউন্টিতে অবস্থিত ভালহালা হাসপাতাল। এর কাছেই অবস্থিত ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটিতে আমাকে পড়াশুনার কারণে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে। তবুও পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত লাল ইটের ভয়ংকর দর্শন প্রাসাদসম এই হাসপাতাল আমার মনে কখনো আগ্রহ জাগায় নি। ব্যক্তিগত কিংবা পেশাগত কোনো কারণেই ইতিপূর্বে এই হাসপাতালের ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন হয় নি আমার।

প্রাসাদসম যে বাড়িতে এই হাসপাতাল গড়ে উঠেছে তা ছিলো বিখ্যাত এক হোটেল। ব্যবসায় ধস নামার কারণে তিন ভাই সেই হোটেল কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে এই ফ্রয়েডিয়ান ফ্যাক্টরি। এই তিন ভাইই ছিলো প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। বর্তমানের এটি ধনী ব্যক্তিদের মনোচিকিৎসার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এ্যাল হান্ট কম বয়সে চিকিৎসার জন্যে এখানে এসেছিলো, বিষয়টা আমাকে মোটেও ঔৎসুক্য জাগায় না, বিষয়টা আমাকে আমার আসল উৎসাহ, তার মনোচিকিৎসক কী আলোচনা করে সে বিষয়ে। ডাঃ ওয়ারনার মাস্টারসন পেশাগতভাবে এতোই কঠিন ব্যক্তি যে, সহজে তাকে টলানো সম্ভব নয়। আমার সথে তার কোনো কিছু আলোচনা করার কথা নয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার আলোচনা না করেও উপায় নেই।

বিশাল পার্কিংলট চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে ভিজিটরদের গাড়ি পার্ক করার জন্যে। আমি লবিতে প্রবেশ করলাম। ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার আর প্রাচ্যের অত্যন্ত মূল্যবান কার্পেট দিয়ে সাজানো হয়েছে হাসাপাতালের সামনের লবি। রিসেপশনিস্টের কাছে আমার পরিচয় দেবার সময় কারও কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম।

"ডাঃ স্কারপেট্টা?"

আমি দীর্ঘ লিকলিকে কালো শরীরের এক ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের পরনে ইউরোপিয়ান কাট নেভি-ব্লু রঙের সুট। ছোটো ছোটো ক'রে ছাঁটা ধূসর চুল দেখে মনে হবে, কেউ যেনো চুলের ওপর বালি ছিটিয়ে দিয়েছে। অভিজাত বংশের মানুষের মতো তার চোয়াল এবং কপালটা বেশ খানিকটা উঁচু।

"আমি ওয়ারনার মাস্টারসন," হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন তিনি।

নিঃসন্দেহে আমি অবাক হলাম। তিনি নাকি সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনের ছবি দেখে আমাকে চিনতে পেরেছেন।

"ভালো কথা, আমার অফিসে বসা যাক," শান্ত কণ্ঠে বললেন মাস্টারসন, "আমার ধারণা এখানে আসতে আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি? কি খাবেন বলেন? কফি? সোডা?"

হাটতে হাটতে তিনি কথাগুলো বলে যেতে লাগলেন। আমি তার দীর্ঘ পদক্ষেপে সাথে কোনোভাবেই পা মিলিয়ে চলার চেষ্টা করলাম। আমার ঠিক জানা নেই, জীবনের

BanglaBook.org

দৌড়ে জয়ী হওয়ার জন্যে ছোটো পা আদৌ কোনো অন্তরায় কিনা জীবনের দৌড়ে অবশ্য আমাকে একাই অংশ নিতে হয়েছে ট্রেনের গতিতে ছুটেছি। সুতরাং মোটেও বুঝতে পারি নি, আমি এগিয়ে আছি নাকি পিছিয়ে গেছি। দীর্ঘ পদক্ষেপের কারণে কার্পেট মোড়ানো করিডোরের শেষ মাথায় খুব দ্রুত পৌছে গেলেন ডা: মাস্টারসন। আমার পৌছানোর অপেক্ষায় তার কক্ষের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাকে। আমাকে নিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন। ডা: মাস্টারসন বসার পর আমি একটা চেয়ার দখল ক'রে বসলাম। ভদ্রলোক চমৎকার নক্সাকাটা অত্যন্ত দামি একটা পাইপে তামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন।

"ডা: স্কারপেট্টা বলার অপেক্ষা রাখে না," মোটা একটা ফাইল ফোল্ডারের পাতা উল্টাতে উল্টাতে ডা: মাস্টারসন তার বক্তব্য শুরু করলেন, "এ্যাল হান্টের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি আতঙ্ক বোধ করছি।"

"আপনি এতে অবাক হন নি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"খুব একটা হই নি।"

"কথা বলতে বলতে আমি তার কেস রিভিউতে একটু চোখ বুলাতে চাইছিলাম," আমি বললাম।

এ্যাল হান্টের রেকর্ডটা আমার হাতে দেওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা ইতস্তত করলেন ডাক্তার মাস্টারসন। মুহূর্তে ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে একটু হেসে বললেন, "অবশ্যই।" এরপর ফাইলটা তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

মেনিলা ফোল্ডার খুলে আমি পাতা উল্টাতে লাগলাম। এ্যাল হান্ট এখানে ভর্তি হওয়ার পর তার শারীরিক রিপোর্টসহ সবকিছু এখানে বেশ গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এগারো বছর আগে দশ এপ্রিল ভালহালা হাসপাতালে যখন তাকে ভর্তি করা হয়, তখন তার স্বাস্থ্য বেশ চমৎকার ছিলো। তার মানসিক অবস্থার বিবরণ আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

"যখন এখানে ভর্তি করা হয়, তখন কি হানট ক্যাটাটনিক (মানসিক উত্তেজিত অবস্থা—উত্তেজিতভাবে চেঁচামেচি করা, হাত-পা নাড়া ইত্যাদি।) পর্যায় ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অতিরিক্ত বিষন্ন এবং নিস্তেজ অবস্থায় ছিলো," ডা: মাস্টারসন জবাব দিলেন। "সে এখানে কেন এসেছে, মোটেও তা বলতে পারছিলো না। প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে যে আবেগগত শক্তি থাকার প্রয়োজন, তা সে সময় তার ভেতর ছিলো না। আপনি নোট দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানকার চিকিৎসকরা তার ওপর স্ট্যানফোর্ড বাইনেট অথবা মিনেসোটা মাল্টিপেসিক পারসোনালিটি ইনভেন্টরি (এম.এম.পি.আই) টেস্ট করার পরও তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারে নি।"

ওই টেস্টের রেজাল্ট আমি ফাইলেই খুঁজে পেলাম। এ্যাল হান্টের স্ট্যানফোর্ড বাইনেট পদ্ধতির ইন্টিলিজেন্ট টেস্টের রেঞ্জ হচ্ছে ১৩০। এই রেঞ্জ একজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই। তার স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতার কোনো ঘাটতি ছিলো, তা

BanglaBook.org

কোনোভাবেই বলা যাবে না। এ বিষয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। এম.এ.পি.আই টেস্টের রিপোর্ট মতে তাকে সিজোফ্রেনিয়ার অথবা অর্গানিক মেন্টাল ডিসঅর্ডার হিসেবেও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। ডা: মাস্টারসনের মতে, এ্যাল হান্টের সমস্যা ছিলো, সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের মতো আচরণ। এই মনোবিকার জনিত কারণে সে তার হাতের কব্জি কেটে ফেলে। আরেকবার সে ছুরি নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করেছিলো, সম্ভবত, আত্মহননের পথ বেছে নেবার জন্যে। এ ধরণের ছোটো ছোটো পদক্ষেপ থেকেই এক সময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় এই রোগীরা। কব্জি কেটে ফেলার পর হান্টকে নিয়ে তার মা স্থানীয় এক হাসপাতালে ছুটে যায়। সেখানে সেলাই দেবার পর রক্তপাত বন্ধ হয়। পরদিন তাকে এখানে ভর্তি করানো হয়। মিসেস হান্টের ভাষ্যমতে তার স্বামী ডিনারের সময় কোনো কারণে অত্যন্ত ক্ষেপে ওঠায় হান্ট এই কাণ্ড ঘটায়।

"ভর্তির পরপরই," ডা: মাস্টারসন তার পূর্বের বক্তব্যে রেশ ধরে বললেন, "এ্যাল কখনোই গ্রুপ কিংবা অকুপেশন থেরাপিতে অংশ নেয় নি। এমনকি সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানাদিতেও অংশ নেয় নি। সাধারণত হান্টের মতো রোগীদের এ ধরণের থেরাপি কিংবা এ ধরণের অনুষ্ঠানে অংশ নেবার প্রয়োজন হয়। ডিপ্রেশন কমানোর জন্য যে মেডিটেশন সেশনের ব্যবস্থা আমাদের এখানে রাখা হয়েছে, তাতে হান্ট মোটেও ভালো ফল করে নি। সত্যি বলতে, এ ধরণের সেশনে আমি তার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারি নি।"

এক সপ্তাহ পরও তেমন কোনো উন্নতি না হওয়ায় ডা: মাস্টারসন ইলেকট্রো কনভালসিভ ট্রিটমেন্ট অথবা ইসিটি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা গ্রহন করেন। বিষয়টা অনেকটা কোনো ভুলের কারণে কম্পিউটার রি-বুটিং করার মতো ব্যপার। এই পদ্ধতিতে রেইন পাথওয়ে'তে ইলেকট্রোম্যাগনেট তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যমে আংশিক স্মৃতি মুছে ফেলা হয়। নিয়মনুযায়ী, কম বয়সী কারও ওপর সাধারণত ইসিটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় না।

"ইসিটি পদ্ধতি কি তার ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিলো?" ফাইলে এ বিষয়ে কোনো রেকর্ড দেখতে না পেয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

"না। তেমন নির্ভরযোগ্য কোনো পদ্ধতি খুঁজে না পেয়েই আমি ইসিটি'র কথা চিন্তা করছিলাম। একদিন সকালে সাইকোড্রামা পদ্ধতি প্রয়োগের সময় অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে।"

আলোচনায় খানিক বিরতি দিয়ে তিনি নতুন ক'রে পাইপটা ধরালেন।

"সাইক্রোড্রামা সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা দেবেন কি?" আমি জানতে চাইলাম।

"আপনি একে স্মৃতি জাগানোর চেষ্টা এবং মনকে চাঙ্গা করার এক ধরণের পদ্ধতি বলতে পারেন। এ ধরণের সেশনের সময় রোগীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের প্রিয় ফুলের নাম জানতে চাওয়া হয়। টিউলিপ, ডেফোডিল, ডেইজি—যা তাদের মনে আসে এমন সব প্রিয় ফুলের নাম। এ্যাল হান্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথম বারের মতো এই সেশনে অংশ নিয়েছিলো। বুকের ওপর হাত রেখে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালো ও। তাকে দেখে মনে হলো, ফুলের বদলে হাতির বর্ণনা করছে যেনো। থেরাপিস্ট

BanglaBook.org

যখন তাকে প্রশ্ন করলেন কোন্ ফুলের কথা সে চিন্তা করছে, তাতে সে জবাব দিলো, 'প্যানজি' অর্থাৎ হিজরা বলে ।"

আমি কিছুই বললাম না । ওই মৃত তরুণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই ।

"অবশ্যই, আমার প্রথম অবস্থায় যে অনুভূতি হয়েছিলো হান্টের বাবারও ঠিক সেরকম হয়েছিলো ।" রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ পরিস্কার করে আবার বরতে লাগলেন তিনি । "পৌরুষহীন মেয়েলী স্বভাবের লক্ষণ দেখে তার সাথে রূঢ় এবং বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার শুরু করে সবাই । কিন্তু তার অবস্তা ছিলো আরো জটিল," একটু থামলেন তিনি । "হান্টের রঙ পছন্দ করা নিয়ে কি আপনি কৌতুহলী?"

"পরোক্ষভাবে তো অবশ্যই ।"

"প্যানজি কিন্তু এক ধরণের রঙও ।"

"হ্যা । খুব গাঢ় বেগুনি রঙ," আমি বললাম ।

"নীল এবং লালকে একসাথে মেশালে এই রঙ পাওয়া যায় । নীল হচ্ছে বিষন্নতার রঙ, আর লাল ক্রোধের । প্যানাজি ভগ্ন হৃদয়ের রঙ, দুঃখের রঙ । ওটা এ্যালের নিজস্ব রঙ যা ওর হৃদয় থেকে উৎসরিত হয়েছে ।"

"এটা এক ধরণের আবেগের রঙ," আমি বললাম, "প্রাণচাঞ্চল্য প্রকাশ করতেও এই রঙ ব্যবহার করা হয় ।"

"ডাঃ স্কারপেট্টা, এ্যাল হান্ট ছিলো প্রাণচাঞ্চল্য ভরা এক তরুণ । আপনি কি মনে করেন তার ভেতর অতিকল্পনা করার ক্ষমতা ছিলো?"

"তেমনভাবে চিন্তা করে দেখি নি," দায়সারাভাবে জবাব দিলাম আমি ।

"তার জাদুকারী চিন্তাকে অতিকল্পনা বলা যেতে পারে, টেলিপ্যাথি, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা । বলার অপেক্ষা রাখে না এ ধরণের মানুষেরা যখন প্রচণ্ড মানসিক চাপের ভেতর থাকে, তখন ভেবে নেয় অন্য মানুষের মনের খবর পড়তে পারছে তারা ।"

"তার ভেতর কি ওই ক্ষমতা ছিলো কি?"

"ওর স্বজ্ঞা ছিলো, অর্থাৎ বিচার বিশ্লেষণ না করে যা তার মনে আসতো, সেটাই বলার চেষ্টা করতো ।" নিভে যাওয়া পাইপটা তিনি আবার জ্বালালেন । "আমি বলতে চাই, মাঝে মধ্যে তার দু'একটা কথা সত্য হয়ে যেতো । বলা যেতে পারে ঝড়ে বক পড়ার মতো । সমস্যাটা আসলে সেখানেই । অন্য মানুষ কী চিন্তা করছে অথবা অনুভব করছে, তা সে বুঝতে পারে এমন দাবি ছিলো তার । এমনকি কেউ কোনো কাজ করেছে অথবা করতে যাচ্ছে, তেমন বিষয় নিয়ে ও বলার চেষ্টা করতো । তার কল্পনার ব্যাপ্তি ছিলো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত । বলা চলে সে নিজের মতো করে একা জগত তৈরি ক'রে নিয়েছিলো ।"

"ভয়ঙ্কর একটা জগত," আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম ।

"নিদেনপক্ষে এটা ভয়ঙ্করই । এখন সে মৃত ।"

"আপনারা বলছেন তার মনের জোর অত্যন্ত জোড়ালো ছিলো?"

Banglabook.org

"অবশ্যই।"

"তার এই বিষয়টা নিয়েই আমি চিন্তিত," আমি বললাম, "বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের কোনো ব্যক্তির অন্য কারোর দুঃখকষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা থাকার কথা নয়।"

"আহ্, ডাঃ স্কারপেট্টা বুঝতে পারছেন না কেন, এটা তার ম্যাজিকাল থিংকিং এর একটা অংশ। এ্যাল সামাজিক এবং পেশাগত ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতো। এ কারণেই নাকি সে খুব সহজে অন্যের দুঃখ বুঝতে পারতো। এ কারণে তাদের মনের ভাবও বুঝতে পারতো। বিষয়টা আমি এর আগেও আপনাকে উল্লেখ করেছি। সত্যিকার অর্থে এ্যাল হান্ট ছিলো সামাজিকভাবে খুবই নিঃসঙ্গ একজন।"

"মেট্রোপলিটান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছে, সে ওখানে যখন নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলো, সবার সাথে সে চমৎকার ব্যবহার করতো," আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"অবাক হওয়ার কিছুই নেই," মাস্টারসন বললেন। "ও এমারজেন্সি রুমের একজন নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলো। কিন্তু খুব বেশি দিন ওখানে কাজ করার সুযোগ হয় নি। তার কাজ নিয়ে কারো বিরূপ মন্তব্য করার অবকাশ নেই, কিন্তু কারো সাথে সে আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করে নি। কারো সাথে আন্তরিক ব্যবহার করলেও, সেটা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই করতো।"

"এ্যাল সাইকোলজিতে মার্স্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছিলো কিন্তু সাইকোথেরাপি চর্চা করার সুযোগ পায় নি," মন্তব্য করলাম আমি।

"আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"ওর বাবার সাথে কেমন সম্পর্ক ছিলো?"

"ছেলেবেলা থেকে নির্যাতনের কারণে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়," তিনি বললেন। "মিঃ হান্ট কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের ওপর সবসময় তিনি কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করেছেন। তার ধারণা জন্মে ছেলে হান্টের ভেতর পুরুষোচিত আচরণের অভাব আছে। তার এই মানসিক পীড়ন হান্টকে দুর্বল ক'রে তুলে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধকতার কারণেই যেভাবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিলো, সে ভাবে হয়তো সে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে নি। এরপর হান্ট তার মায়ের ছায়ায় বেড়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় তাকে দ্বিধান্বিত ক'রে তুলে। ডাঃ স্কারপেট্টা, আপনি শুনে হয়তো অবাক হবেন যে, এমন অনেক হোমোসেক্সুয়াল ব্যক্তি আছে যারা পরিবারের সদস্যদের ওপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে আনন্দ পেতে চায়।"

আমার মেরিনোর কথা মনে হলো। আমি জানি তার একজন কৈশোরোত্তীর্ণ ছেলে আছে। অন্য শহরে অবস্থানরত তার ছেলে সম্পর্কে মেরিনো কখনো কিছু আমাকে বলে নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কি কখনও মনে হয়েছে এ্যাল হোমোসেক্সুয়াল আচরণ করতো?"

"আমার মনে হয় ও মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলো। অতিরিক্ত নিঃসঙ্গতা ছিলো। যার কারণে যে কারোর আহ্বানে সাড়া দিতো এবং সঙ্গ পাওয়ার চেষ্টা করতো। এই সঙ্গ পাওয়ার ধরণ যে কোনো রকমের হতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা সেটাকে কোনোভাবেই হোমাসেক্সুয়াল আচরণ বলা যাবে না।"

"ডাঃ মাস্টারসন, সেদিন সাইকোড্রামা সেশনে কি ঘটনা ঘটেছিলো বলবেন কি? কোন্ বিষয়টা আপনার কাছে অদ্ভূত মনে হয়েছিলো? তার প্যানজি নিয়ে কল্পনা?"

"এই সেশনে এ্যালকে সহজে অংশ নিতে রাজি করানো গিয়েছিলো," তিনি বললেন। "কিন্তু আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিলো অন্য কারণে। বাবার মুখ থেকে শোনা বেশ কিছু কথা সে এক নাগাড়ে বলতে থাকে। এই কথাগুলো শোনার পর থেরাপিস্ট বুঝতে পারে কী ঘটতে চলেছে। থেরাপিস্ট এক্ষেত্রে তার বাবার ভূমিকায় অংশ নিয়ে তাকে বকাবকি শুরু করে, অর্থাৎ এ্যালের বাবা যেমন করতো তেমন আর কি। অবশ্য এই অভিনয়ের চাপ সে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে নি।"

"এ সময় সে কেমন ধরণের আচরণ করেছিলো? এ্যাল কি উগ্র আচরণ শুরু করে?"

"ও বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ে," ডাঃ মাস্টারসন বললেন।

"বাবার ভূমিকায় অভিনয়কারী থেরাপিস্ট কি ধরণের সংলাপ বলছিলেন, অর্থাৎ কি বলে বকাবকি করছিলেন?"

"বেশ কটু ভাষাতেই বকাবকি করেছিলেন, অদ্ভূত অপদার্থ, মানব জীবনের কলংক ইত্যাদি সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এই সমালোচনা শোনার পর এ্যাল অত্যন্ত সংবেদনশীল আচরণ করে। তার কিংকর্তব্যবিমূঢ় আচরণের এটাই আসল কারণ। এ্যাল ভাবতে শুরু করেছিলো অন্যের প্রতি সে খুবই অনুভূতিশীল। অন্যের প্রতির দয়ার উদ্রেক হলেই শুধু তার এই অনুভতি প্রকাশ পেতো।"

"এ্যালকে কি সোশালওয়ার্কে নিয়োজিত করা হয়েছিলো?" ফাইলের পাতা উল্টিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম। দেখলাম থেরাপিস্টের কোনো মন্তব্যের উল্লেখ নেই ফাইলে।

"অবশ্যই।"

"কার ধারণা ছিলো সেটা?" প্রশ্ন করলাম আমি। দেখলাম, ফাইলের কিছু পাতা কোনো কারণে গায়েব হয়ে গেছে।

"ওই থেরাপিস্টের ধারণা, যার কথা আমি আপনাকে বললাম," ভোঁতা কণ্ঠে জবাব দিলেন ডাঃ মাস্টাসন।

"সাইকোড্রামার ওই থেরাপিস্ট?"

তিনি মাথা নাড়লেন।

"এখনো কি তিনি এই হাসপাতালেই কর্মরত আছেন?"

"না," ডাঃ মাস্টারসন বললেন। "আমাদের সাথে জিমের বেশি দিন থাকা হয় নি—"

"জিম?" কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

BanglaBook.org

ডা: মাস্টারসন তার পাইপ থেকে পোড়া ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"জিম? তার নামের শেষ অংশ কি? আর তিনি এখন কোথায়?"

"আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি বেশ কয়েক বছর আগে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় জিম বারনেস্ মারা গেছেন।"

"কতো বছর আগে?"

ডা: মাস্টারসন আবার তার চশমার কাঁচ মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। "আমার যতোদূর মনে পড়ে, আট নয় বছর আগে।"

"এ ঘটনা কিভাবে ঘটলো? কোথায় ঘটলো?"

"আমার সবকিছু ভালোভাবে মনে নেই।"

"খুবই মর্মান্তিক," এই বিষয়য়ের প্রতি মোটেও আগ্রহ নেই, এমনভাবে মন্তব্য করলাম আমি।

"আমার জানতে আগ্রহ হচ্ছে, এ্যাল হান্ট কি আপনার ওই কেসের সন্দেহভাজন একজন?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"একটা নয়, দুটো কেস। দুটো নৃশংস হত্যাকাণ্ড," আমি বললাম।

"ভালো কথা। দুটো কেস।"

"ডা: মাস্টারসন, আপনার প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কোনো কেসে কাউকে সন্দেহ করা আমার কাজ নয়। এই কাজটা সম্পূর্ণভাবে পুলিশের। আমার এই তথ্য সংগ্রহের কারণ, এ্যাল হান্টের আত্মহত্যা।"

"ডা: স্কারপেট্টা, তার আত্মহত্যা বিষয়ে কি প্রশ্নের অবকাশ আছে? এ্যাল গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু কি এর ভেতর থাকতে পারে?"

"মৃত্যুর সময় তার পরনের পোশাক ছিলো অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। জামা এবং বক্সিং খেলার হাফপ্যান্ট।" বিষয়টা তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, "এ ধরণের বিষয়গুলো মাঝে মাঝে স্বাভাবিক মনে না-ও হতে পারে।"

"আপনি কি মনে করছেন, অবদমিত যৌনাকাঙ্খার কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে সে?" ভুরু কুঁচকে তিনি আমার দিকে তাকালেন। "মানে, স্বমেহন করার সময় দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু?"

"আমার মনে যে প্রশ্ন নাড়া দিয়েছে, তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি আমি।"

"হু, বুঝতে পারলাম। ইন্সুরেন্সের কারণে। আপনি ডেথ সার্টিফিকেটে এ ধরণের প্রশ্নের অবতারণা করেছেন বলেই হয়তো তার পরিবারের সদস্যরা নতুনভাবে উঠে পড়ে লেগেছে।"

"যে কোনো কারণ থাকতে পারে," আমি বললাম।

"আপনি তেমনই কি সন্দেহ করছেন?" তিনি ভ্রুকুটি করলেন।

"না," আমি জবাব দিলাম। "ডা: মাস্টারসন আমার মনে হয়, এ্যাল নিজের জীবন নিজেই নিয়েছে। বেসমেন্টে নামার পর এই ইচ্ছেটা তার মাথায় আসে। বেল্ট খুলে

BanglaBook.org

ফেলার সাথে সাথে হয়তো প্যান্ট খুলে যায়। ওই বেল্ট দিয়েই সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে।"

"ভালো কথা। ডা: স্কারপেট্টা আপনাকে আমি আরেকটা বিষয় জানাতে চাই, এ্যাল হান্ট কখনোই ধ্বংসাত্মক স্বভাবের ছিলো না, এছাড়া নিজের জীবন হরণ করার বিষয়টাও মেনে নিতে পারছি না আমি।"

আমি তার অনেক কথাই বিশ্বাস করেছি। অবশ্য এটাও বিশ্বাস, ও আমাকে খুব বেশি কিছু বলে নি। হয়তো সেটা স্মৃতিভ্রষ্টতার কারণেও হতে পারে। অনেক কিছু ভুলে যাওয়ার কারণে তার বক্তব্য গুছিয়েও বলতে পারে নি। জিম বারনেসই হচ্ছে আমার ধারণায় তার বলা সেই 'জিম জিম।'

"এ্যাল এখানে কতোদিন ছিলো?" প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

"যতোদূর মনে পড়ে, চার মাস।"

"আপনার ফরেনসিক ইউনিটে কি ও চিকিৎসাধীন ছিলো?"

"ভালহালা হাসপতালে কোনো ফরেনসিক ইউনিট নেই। আমাদের একটা ওয়ার্ড আছে, যাকে বলা হয় ব্যাকহল । ব্যাকহল ওয়ার্ডে ডিটি বা ডেলিরিয়াম ট্রিমেনস্ (মারাত্মকভাবে মদে আসক্ত ব্যক্তিদের অনেকের ভেতর এই মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের দেহে মারাত্মক খিঁচুনি দেখা যায়। এর সাথে অবাস্তব সব দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।) রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। এই রোগীরা খুব মারাত্মক প্রকৃতির হয়ে থাকে। মানসকি রোগে আক্রান্ত অপরাধীদের জন্যেও এখানে আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই।"

"এ্যালকে কি এই ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিতে হয়েছিলো?" আবার তাকে প্রশ্ন করলাম।

"এর কোনো প্রয়োজন হয় নি।"

"আমাকে এতোটা সময় দেবার জন্যে আপনাকে অসংখ্যা ধন্যবাদ," চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি তাকে বললাম। "যদি আপনি এই রিপোর্টগুলোর ফটোকপি আমার ঠিকানায় ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন, তাহলে খুবই উপকার হতো।"

"এই সামান্য কাজটুকু করতে পারলে খুশিই হবো," তিনি হাসিমুখে কথাটা বললেন বটে, কিন্তু আমার দিকে মোটেও তাকালেন না। "যদি কোনো প্রয়োজন হয়, আমাকে ফোন করতে ভুলবেন না আশা করি।"

দীর্ঘ করিডোর ধরে এগুবার সময় মনে হলো ফ্রাঙ্কির নামটা আমার মাথায় একবারো এলো না কেন। এমনকি তার নামটা পর্যন্ত একবারো উল্লেখ করি নি। ব্যাকহল। ব্যাকহলে সাইকোটিক অথবা ডেলিরিয়াম ট্রিমেনস্ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। এ্যাল হান্টের সাথে কথা বলার সময়ও ফরেনসিক ইউনিটের কথা উল্লেখ করেছিলো। এটা কি তার কল্পনা ছিলো, নাকি বিভ্রান্তি?

ডা: মাস্টারসনের ভাষ্যমতে ভালহালা'তে কোনো ফরেনসিক ইউনিটই নেই। এখন মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্কি নামে কেউ একজন ব্যাকহলে চিকিৎসাধীন ছিলো। তাহলে কি

BanglaBook.org

এ্যাল যখন এখানে এসেছিলো, তখন ফ্রাঙ্কিকে অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়? ফ্রাঙ্কি হয়তো তখন খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলো। মা'কে হত্যা করেছে এটা কি ফ্রাঙ্কির কোনো কল্পনা ছিলো? অথবা এমনো হতে মা'কে সে হত্যা করবে এমন চিন্তা করছিলো ফ্রাঙ্কি?

চেলাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে ফ্রাঙ্কি তার মা'কে হত্যা করে। সেভাবে চিন্তা করলে ক্যারি হারপারকেও একটা লোহার পাইপ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এরই মধ্যে আমার অফিসে ফিরে এলাম। বাইরে এতোক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। সিকিউরিটি গার্ডের সদস্যরা ইতিমধ্যে একবার এসে ঘুরে গেছে।

আমি কম্পিউটার নিয়ে বসলাম। কয়েকটা কমান্ড টাইপ করার পর স্ফটিকের মতো পর্দায় বেশ কিছু লেখা ফুটে উঠলো। খানিক চেষ্টার পরই আমি জিম বারনেসের কেসটা পেয়ে গেলাম। নয় বছর আগে, এপ্রিলের একুশ, আলবেমারলে কাউন্টির এক গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হন তিনি। একাই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—'মাথার সম্মুখভাগে মারাত্মক আঘাত।' তার রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা ছিলো দশমিক আঠারো ভাগ—স্বাভাবিকের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ মাত্রা। একই সাথে তার রক্তে নরট্রিপটাইলাইন (হাইড্রোক্লোরাইড লবণরূপে ব্যবহৃত মানসিক চাপবিরোধী ওষুধ। এন্টিডিপ্রেসান্ট এবং এমিট্রিপটাইলাইন অর্থাৎ অবসন্নতা প্রতিরোধক ওষুধের উপস্থিতিও ছিলো রক্তে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না জিম বারনেস খুব একটা সুবিধার মানুষ ছিলেন।

কম্পিউটার এ্যানালিস্টের অফিস তিন তলার হল রুমের পাশে অবস্থিত। অর্ধ বৃত্তাকার বাক্স আকৃতির মাইক্রোফিল্ম মেশিনটা টেবিলের ওপাশে এমনভাবে স্থাপন করা দেখে মনে হতো পারে যেনো ওখানে গৌতম বুদ্ধ ব'সে আছেন। আমার অডিও ভিজুয়াল বিষয়ক দক্ষতা একবারে সীমাবদ্ধ। ফিল্ম লাইব্রেরিতে ঢুকে আমি প্রয়োজনীয় রোলটা খুঁজে বের করে কোনোভাবে মেশিনের থ্রেডের সাথে রোলটা যুক্ত করলাম। আলো নিভিয়ে দেবার পর ধূসর কালোর ওপর ধীরে ধীরে সাদা অক্ষরগুলো ফুটে উঠতে লাগলো। মাইক্রো-ফিল্ম নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কাজ করায় আমার চোখে ইতিমধ্যে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

নব ঘুরিয়ে ফিল্মটাকে আমি স্পষ্ট ক'রে নিয়ে হাতে লেখা পুলিশি রিপোর্টটা আমি পড়তে লাগলাম। শুক্রবার আনুমানিক রাত দশটা পয়তাল্লিশ মিনিটের দিকে বারনেস ১৯৭৩ মডেলের একটা বিএমডব্লিউ নিয়ে ওয়ান-সিক্সটিফোর ইস্ট হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। বারনেস অত্যধিক জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ডান দিকের চাকা হঠাৎ রাস্তার পাশের পেভমেন্টের ওপর উঠে যাওয়ায় তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং একটা গাছের সাথে আঘাত লাগে। এই দিকের একটা সুবিধার দিক হলো, মেডিকেল এক্সামিনার এখানে তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন, যে বিকালে তাকে ভালহালা হাসপাতাল থেকে অপসারণ করা হয়, সে রাতেরই ঘটনা এটা। ওই হাসপাতালে বারনেস একজন সোশালওয়ার্কার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওদিন প্রায়

BanglaBook.org

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভালহালা থেকে বেরিয়ে পড়েন। ডা: ব্রাইন আরো লিখেছেন যে, ওদিন বারনেস প্রচণ্ডভাবে রেগে ছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো মাত্র একত্রিশ বছর।

মেডিকেল এক্সামিনারের রিপোর্টে দু'জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এদের একজন ডা: মাস্টারসন এবং অন্যজন ওই হাসপাতালেরই আরেক কর্মী মিস্ জেনি স্যাম্পল।

হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত কেসগুলো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। কোনো না কোনো অচেনা রাস্তায় কিংবা নির্জন সব স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে। যদি ভাগ্য সহায় থাকে, তাহলে আসল পথ খুঁজে পেয়ে কিছু পেলেও পাওয়া যেতে পারে। নয়তো, নয় বছর আগে এ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়া একজন থেরাপিস্টের সাথে বর্তমানের বেরাইল ম্যাডিসন এবং ক্যারি হারপারের হত্যাকাণ্ডের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে, কোথাও কোনো একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।

ডা: মাস্টারসনের কর্মীদের সাথে এই মুহূর্তে সরাসরি কোনো রসালাপ জমাতে চাইছি না। সম্ভাব্য যাদের সাথে আমি আলাপ করতে পারি, ইতিমধ্যে হয়তো তিনি তা ধারণা ক'রে নিতে পেরেছেন। আর যদি সে রকম হয়েই থাকে, ডাক্তার সাহেব যে তাদের মুখ খোলার ব্যাপারে সংযত হতে বলবেন, সেটাই স্বভাবিক। সুতরাং ভদ্র মার্জিত এবং মূর্খ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ক'রে আমার কোনো লাভ হবে না।

পরদিন শনিবার সকালে, এই বিষয়গুলো চিন্তা করার মাঝেই জন হপকিন্স হাসপাতালে আমি ফোন করলাম। আশা করলাম, ডা: ইসমাইলকে হয়তো আমি পেয়ে যাবো। আমার আশা পূরণ হলো। ডা: ইসমাইলকে আমি পেয়ে গেলাম। ইনি আমার মতকেই সমর্থন জানালেন। স্টারলিং হারপারের গ্যাস্ট্রিক কনটেন্ট এবং রক্তের যে নমুনা তার কাছে পাঠানো হয়েছিলে, তা পরীক্ষা ক'রে জানতে পেরেছেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে লেভোমেথেরফ্যান জাতীয় ওষুধ সেবন করেছিলেন। প্রতি এক লিটার রক্তে এর মাত্রা আট মিলিগ্রাম। সাধারণ মাত্রার চাইতে এটা অত্যধিক বেশি। এই মাত্রায় একজনের মৃত্যু কিংবা দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ধারণা করা যেতে পারে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ওষুধ এতো অধিক মাত্রায় সেবন করেছিলেন।

"স্টারলিং হারপার কি জানতেন, ডেক্সট্রোমেথেরফ্যান এবং লেভোমেথেরফ্যান, এই দুই ওষুধই একই গ্রুপ থেকে এসেছে?" আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম।

"এ ধরণের আলেচনা তার সাথে হয়েছিলো কিনা ঠিক মনে করতে পারছি না," তিনি বললেন। "কিন্তু মিস্ হারপার তার চিকিৎসা এবং মেডিকেশনের ব্যাপারে খুব উৎসুক ছিলেন। এমনো হতে পারে বিষয়টা নিয়ে তিনি আমাদের মেডিকেল লাইব্রেরিতে হয়তো পড়াশুনা করেছিলেন। যখন তাকে এই লেভোমেথেরফ্যান প্রথম

BanglaBook.org

প্রেসক্রাইব করেছিলাম, তখন এ বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন করছিলেন আমাকে। ঘটনাটা ক'বছর আগের হলেও বেশ মনে আছে আমার। এখন পর্যন্ত কিন্তু ওষুধটা পরীক্ষমূলক পর্যায়েই থেকে গেছে। তার অতি কৌতুহলের কারণে এ বিষয়ে অন্য কোথাও থেকেও জানতে পারেন..."

আমি চুপচাপ তার ব্যাখ্যা শুনে গেলাম। কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারবো না মিস্ হারপার স্বেচ্ছায় কফ্ সাপরিজেন্ট পারিবর্তন করেছিলেন কিনা। কিন্তু যদি তা করেও থাকেন, তার কারণ হয়তো আমি জানি। তিনি সম্মানের সঙ্গে মারা যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিঃসঙ্গভাবে হয়তো মারা যেতে চান নি।

রাইটিং প্যাড এবং একটা কলম নিয়ে আমি কিচেন টেবিলে বসলাম। আমি ভালহালা হাসপাতালের নাম্বারে ফোন করলাম।

"দয়া ক'রে জেনি স্যাম্পলকে কি দেয়া যাবে?" আমার পরিচয় উল্লেখ না করেই ডেস্ক ক্লার্ককে অনুরোধ জানালাম।

"ম্যাডাম, উনি কি এখানকার কোনো রুগি?" ডেস্ক ক্লার্ক পাল্টা জানতে চাইলো আমার কাছে।

"না, তিনি আপানাদের একজন কর্মী..." সন্দেহের কোনো সুযোগ না দিয়ে তাকে বললাম। "আমার ধারণা সে রকমই। আসলে জেনির সাথে বছরখানেক কোনো যেগাযোগ করার সুযোগ হয় নি আমার।"

ম্যাডাম, দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

খানিক বাদেই আবার তার গলা শুনতে পেলাম। "ম্যাডাম ক্ষমা করবেন। রেকর্ড খুঁজে দেখলাম, আমাদের এখানে এই নামের কোনো কর্মী নেই।"

ঘোড়ার ডিম! এটা কিভাবে সম্ভব? আমি অবাক হয়ে গেলাম। মেডিকেল এক্সামিনার ডা: ব্রাইন এই নামের সাথে ভালহালা হাসপাতালের ফোন নাম্বারই উল্লেখ করেছেন। তিনি কি কোনো ভুল করেছিলেন? আমি চিন্তা করলাম, নয় বছর আগেকার ঘটনা। এই নয় বছরে অনেক কিছু ঘটতে পারে। মিস্ স্যাম্পল অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন। তিনি বিয়েও করতে পারেন।

"আমি দুঃখিত," বললাম আমি। "স্যাম্পল তার কুমারী অবস্থার নাম।"

"তার স্বামীর নাম কি জানা আছে আপনার?"

"কি কাণ্ড দেখুন। আমি অবশ্যই জাতাম—"

"জিন উইলসন?"

দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম।

আমাদের এখানে জিন উইলসন নামের একজন আছেন," ওপাশের ডেস্ক ক্লার্ক বলে যেতে লাগলেন। আমাদের একজন ওকুপেশনাল থেরাপিস্ট। দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করবেন?" এবারো তার দ্রুত সাড়া পাওয়া গেলো। "হ্যা, তার মধ্য নাম স্যাম্পল। কিন্তু তিনি উইকেন্ডে হাসপাতালে আসেন না। সোমবার সকাল আটটায় কাজে যোগ দেবেন। আপনি কি তার জন্যে কোনো মেসেজ রাখতে চান?"

BanglaBook.org

"আজকে তার সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় আছে কি?"

দুঃখিত ম্যাডাম, অচেনা কাউকে বাড়ির ফোন নাম্বার দেবার নিয়ম নেই আমাদের।" তার কণ্ঠ শুনে মনে হলো, আমার আচরণে বোধহয় একটু অবাকই হয়েছে। "যদি আপনার নাম এবং ফোন নাম্বার দিতেন, তাহলে আমি তাকে আপনাকে ফোন করার জন্যে অনুরোধ জানাতে পারি।"

"আমি আসলে এই নাম্বরে বেশিক্ষণ থাকছি না," একটু চিন্তা ক'রে বললাম তাকে, "আমি পরে চেষ্ট করবো—এই এলাকায় পরে এলে তার সাথে দেখা করা যাবে। ভালহালার ঠিকানায় তাকে লেখাও যাবে।"

"হ্যা, ম্যাডাম। আপনি তাকে চিঠি লিখতে পারেন অবশ্য।"

"তো ঠিকানাটা কি যেনো?"

মহিলা ডেস্ক ক্লার্ক আমাকে ঠিকানাটা দিয়ে দিলো।

"এবং তার স্বামীর নাম?"

খানিক বিরতি। "আমার মনে হয় স্কিপ।"

এই নামটি লেসলি নামের ডাক নাম হিসেবেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। "মিসেস স্কিপ অথবা লেসলি উইলসন," বিড়বিড় করে বললাম, যেনো আমি এই ঠিকানাটাই লিখে নিচ্ছি। "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

ডাইরেক্টরি এ্যাসিসটেন্স থেকে জানতে পারলাম, চার্লোর্টস্‌ভিলে একজন লেসলি উইলসন আছেন। অন্যজন এল.পি. উইলসন এবং আরেকজনের নাম এল.টি উইলসন। আমি ডায়াল শুরু করলাম। তৃতীয়বারের চেষ্টায় এল.টি উইলসন নামের ভদ্রলোক জানালেন যে, 'জেনি' আশপাশেই কোথাও ঘুরতে বেড়িয়েছে, তবে ঘণ্টা খানেকের ভেতর সে বাড়ি ফিরে আসবে।

আমি জানি যে অচেনা এক কণ্ঠের কারো সাথে জেনি কোনোভাবেই স্বাভাবিক কথা বলতে চাইবে না। জেনি উইলসন এক্ষেত্রে ডা: মাস্টারসনের কাছে কথা বলার অনুমতি চাইবে। সেক্ষেত্রে তখন আর আমার কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু তার দরজায় গিয়ে হাজির হলে আমাকে ফিরিয়ে দেয়া তার পক্ষে একটু কঠিনই হবে, এটাই স্বভাবিক। তাছাড়া একজন মেডিকেল এক্সামিনারকে সহজে দরজা থেকে ফেরানোও সম্ভব নয়।

জিনস্‌ এবং লাল রঙের পুলওভার পরিহিত জেনি স্যাম্পল উইলসনকে দেখে বয়স মোটেও ত্রিশের বেশি মনে হলো না। শান্ত একজোড়া চোখ, পিঙ্গল বর্ণের চুল সব মিলিয়ে আলাদা এক ধরণের আকর্ষণ আছে জেনির ভেতর। দীর্ঘ পিঙ্গল রঙের চুলগুলো তার পেছন দিকে পনিটেইলের মতো শক্ত ক'রে বেঁধে রাখা। খোলা দরজা দিয়ে লিভিং রুমে চোখ পড়তে দেখলাম দুটো বাচ্চা ছেলে কার্পেটের ওপর ব'সে টেলিভিশনে কার্টুন দেখছে।

"ভালহালা হাসপাতালে আপনি কতোদিন কাজ করছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

তরুণী একটু ইতস্তত করলো। "উঃ, তা বারো বছরের মতো।"

আমি মুক্তি পেলাম যেনো। প্রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। নয় বছর আগে জিম বারনেসকে যখন ভালহালা থেকে পদত্যাগে বাধ্য করানো হয়েছিলো তার আগে থেকেই জেনি উইলসন সেখানে কর্মরত ছিলো। এর অর্থ দাঁড়ায় এগারো বছর আগে এ্যল হান্ট যখন চিকিৎসাধীন ছিলো তখনই অথবা তারও আগে জেনি ওখানে কাজে যোগ দিয়েছিলো।

জেনি দরজার কাছে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। ড্রাইভওয়ের কাছে একটা গাড়ি দাঁড় করানো ছিলো, দেখলাম সেটা এখন আর নেই। এর অর্থ হচ্ছে তার স্বামী কাজে বেড়িয়েছে। ভালো কথা।

"আমি বেরাইল ম্যাডিসন এবং ক্যারি হারপারের হত্যা বিষয়ে তদন্ত করছি," আমি বললাম।

তার চোখজোড়া বড় বড় হয়ে উঠলো। "আপনি আমার কাছে কি চান? আমি ওদের কাউকেই চিনি না—"

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি?"

"অবশ্যই। আমি দুঃখিত। ভেতরে আসুন আপনি।"

লাইলোলিয়াম পাতা, সাদা ফরমিকা এবং পাইন কাঠের তৈরি আসবাবে চমৎকারভাবে সাজানো কিচেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন কিচেনে সবকিছু চমৎকারভাবে সাজানে গুছানো। রেফ্রিজারেটরের ওপর সারিবদ্ধ শিশুখাদ্যের বাক্স, বড় কাঁচের জারে ভরে রাখা বিস্কুট, চাল এবং নাস্তা। ওখানে বসার পর দেখলাম ডিশওয়াসারে ডিশ পরিস্কার করা হচ্ছে। একই সাথে নাকে এসে লাগলো কেক বেক্ করার গন্ধ।

ভূমিকা না ক'রে সরাসরি আলোচনায় আসার চেষ্টা করলাম আমি। "মিসেস উইলসন, এগারো বছর আগে এ্যাল হান্ট ভালহালা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে এসেছিলো। ওই ব্যক্তি এই কেসের সাথে কিছুটা হলেও সম্পৃক্ত। ওর সাথে বেরাইল ম্যাডিসনের দেখা হয়েছিলো।"

"এ্যাল হান্ট?" ওকে দেখে বিভ্রান্ত মনে হলো।

"তাকে কি আপনার মনে আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। জেনি মাথা নাড়ালো। "আপনি বললেন যে, ভালহালাতে বারো বছর ধরে কাজ করছেন?"

"সত্যিকার অর্থে সাড়ে এগারো বছরের মতো।"

"এগারো বছর আগে এ্যাল হান্ট ওখানে যে চিকিৎসাধীন ছিলো ইতিমধ্যে তা আপনাকে জানিয়েছি।"

"নামটা আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে না..."

"গত সপ্তাহে ও আত্মহত্যা করেছে," আমি বললাম। এখন তাকে আরো বেশি বিভ্রান্ত মলে মনে হলো। "মিসেস উইলসন, মৃত্যুর খানিক আগে তার সাথে আমার কথা হয়েছিলো। তার সোশালওয়ার্কার নয় বছর আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। জিম বারনেস। তার সম্পর্কে আমি আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই।"

BanglaBook.org

একরাশ রক্ত যেনো তার ঘাড়ের কাছ থেকে ছলকে উঠলো। "আপনার কি মনে হয় ওই জিমের সাথে এ্যাল হান্টের আত্মহত্যার কোনো সম্পর্ক আছে?"

"এটা এমন এক প্রশ্ন, যার উত্তর দেয়া একেবারে অসম্ভব। আপাত দৃষ্টিতে ধরে নেয়া যায়, এই দুর্ঘটনার এক ঘণ্টা আগে জিম বারনেসকে ভালহালা থেকে অপসারিত করা হয়েছিলো," আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম, "আপনার নাম অথবা বলা যেতে পারে আপনার কুমারী নাম—মেডিকেল এক্সামিনার স্বাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।"

"তো, মানে, এ ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন রয়েছে," খানিক ইতস্তত ক'রে বললেন তিনি, "আসলে ওটা আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা ছিলো তা নিশ্চিত হওয়া যায় নি। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিলো। একজন তদন্তকারী ডাক্তার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।"

"ডাঃ ব্রাউন?"

"আমি তার নাম ঠিক মনে করতে পারছি না," জেনি বললো।

"মিসেস উইলসন, উনি আপনার সাথে কেন কথা বলতে চাইলেন?"

"জিমকে আমিই বেধহয় শেষ জীবিত দেখেছিলাম। আমার ধারণা ডাক্তার ফ্রন্ট ডেস্কে ফোন করায় বেটিই সম্ভবত আমার নাম রেফার করেছিলো।"

"বেটি?"

"ও সে সময় রিসেপশনিস্ট পদে ভালহালা হাসপাতালে কর্মরত ছিলো।"

"জিম ব্রাউনকে হাসপাতাল থেকে অপসারণ করার ব্যাপারে যা কিছু জানেন, তার আমি সবকিছুই জানতে চাইছিলাম।" কথাটা আমি বলার সময় সে কেকের অবস্থা একবার দেখে এলো।

যখন তিনি ফিরে এলো, তখন তাকে অনেকটাই ধাতস্থ মনে হলো। তাকে আর নার্ভাস মনে হলো না, বরং প্রচণ্ড রেগে আছে।

জেনি বললো, "ডাঃ স্কারপেট্টা, মৃত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদিও খারাপ কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি, জিম মোটেও ভালো প্রকৃতির মানুষ ছিলো না। ভালহালার জন্যে একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে। আসলে তাকে অনেক আগেই ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া উচিত ছিলো।"

"সত্যিকার অর্থে কি ধরণের সমস্যা সৃষ্টি ক'রে রেখেছিলেন তিনি?"

"রোগীরা তার সম্পর্কে বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য করছিলো। বলা যায় অভিযোগ জানাচ্ছিলো। কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা, তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ডাঃ মাস্টারসন এবং অন্যেরা থেরাপিস্টরা বারনেস সম্পর্কে একের পর এক অভিযোগ পেতে থাকে। কিন্তু ওই দিন সকালের আগপর্যন্ত তাকে হাতেনাতে কোনোভাবেই ধরা সম্ভব হয় নি। ওদিনই জিম বারনেসকে চাকুরি থেকে অব্যহতি দেয়া হয়, এবং পরবর্তীতে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটে।"

BanglaBook.org

"ওই ঘটনার স্বাক্ষী নিশ্চয়ই আপনি ছিলেন," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যা," আবারো কিচেনের অন্যপ্রান্তের মাইক্রোওভেনের কাছে এগিয়ে গেলো সে। তার মুখটা আবারো কঠিন হয়ে উঠেছে।

"কি ঘটেছিলো সেদিন?"

"আমি লবি ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সম্ভবত মাস্টারসন কোনো কারণে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় বেটি আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বললো। ও ফ্রন্টডেস্কে সুইচবোর্ডে কর্মরত ছিলো, ইতিপূর্বে তার নাম আমি আপনাকে জানিয়েছি, বর্তমানে টমি ক্রে নামের একজন ওখানে কর্মরত আছে।"

লিভিংরুম থেকে উদভ্রান্তের মতো চ্যানেল পরিবর্তন করার শব্দ শুনলাম আমি। মিসেস উইলসন, ছেলেরা কী করছে তা দেখার জন্যে ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো। এরপর আবার শুনতে পেলাম চ্যানেল সুইচ পাল্টনোর শব্দ। একটা চ্যানেলে এসে তা আবার থেমে গেলো। কার্টুন চরিত্রগুলো এখন একে অন্যকে গুলি করছে, মেশিনগানের মতো শব্দ ভেসে আসছে। "হ্যা, কী যেনো বলছিলাম?" কিচেন থেকে ফিরে এসে প্রশ্ন করলো সে।

"আপনি বেটি সম্পর্কে বলছিলেন," তাকে আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"ও, হ্যা, বেটি আমাকে জানালো যে, জিমের মা তাকে ফোনে চাইছে, মহিলা লং ডিসটেন্স কল করেছেন। সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণেই তিনি ফোন করেছেন। আমি ঠিক বলতে পারবো না, বিষয়টা কী ছিলো। কিন্তু বেটি জিমকে খুঁজে দেবার জন্য অনুরোধ জানালো। জিম তখন হলরুমে সাইকোড্রামা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা। হয়তো জানেন, ভালহালায় একটা হলরুম আছে। ওটা আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় ব্যবহার করতাম। বিশেষ ক'রে শনিবার রাতে নৃত্যানুষ্ঠান, পার্টি ইত্যাদি। ওখানে একটা স্টেজ আছে, অর্কেস্ট্রা স্টেজ। আমি পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করে যা দেখলাম, নিজের চোখকেও যেনো বিশ্বাস করাতে পারলাম না।" জেনি উইলসনে চোখ জোড়া রাগে জ্বলজ্বল করতে লাগলো। ও ক্লান্তভাবে ম্যাটের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো। "আমি ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং দেখতে লাগলাম। জিম আমার দিকে পেছন ফিরে ছিলো। তাছাড়া স্টেজের ওপর থাকায় আমাকে দেখতে পায় নি। ঠিক মনে নেই, পাঁচ ছয়জন রোগী ছিলো হয়তো ওখানে। ওরাও পেছন ফিরে চেয়ারে সারিবদ্ধভাবে বসে ছিলো। ফলে একটা রোগীর সাথে ও সত্যিকার অর্থে কী করছিলো, কেউই তারা দেখতে পায় নি। একটা বাচ্চা মেয়ে। ওর নাম রিটা। রিটার বয়স তখন বোধহয় তেরোর মতো ছিলো। ওই মেয়েকে তার সৎ বাবা ধর্ষণ করেছিলো। এরপর থেকে ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে—কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। জিম অতীতের সেই ঘটনারই পুণরাবৃত্তি করছিলো।"

"ধর্ষণ?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

"ওটা একটা শুয়োরের বাচ্চা ছিলো। ক্ষমা করবেন। কিন্তু বিষয়টা এখনো আমাকে বিব্রত করে। বুঝে শুনেই কাজটা করেছিলো। পরবর্তীতে বলছিলো, ও ধরণের

BanglaBook.org

কিছুই নাকি সে করে নি। শয়তানের বাচ্চা একটা মিথ্যাবাদী। ও সবকিছুই অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু আমি সব কিছু নিজ চোখে দেখেছি। আমিই জানি, আসলে ও কী করেছিলো। মেয়েটার সৎ বাবা তার সাথে যে ধরণের অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলো, একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো জিম। রিটা এতোটাই ভয় পেয়েছিলো যে, চেয়ারে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছিলো না। বরফের মতো চেয়ারে জমে গিয়েছিলো ও, জিম ওকে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করছিলো। হালকা স্বরে কথা বললেও বলরুমের ভেতর তার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। তার প্রতিটা বাক্যই শুনতে পেয়েছিলাম। তেরো বছরের তুলনায় রিটার দৈহিক গড়ন প্রায় তরুণীদের মতোই ছিলো। জিম তাকে প্রশ্ন করছিলো, 'রিটা, বাবা তোমার সাথে কি এই কাজটাই করেছিলো?' কথা বলার সাথে সাথে জিমের আঙুলগুলো রিটার সমস্ত দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ওখান থেকে আমি চুপ ক'রে সরে আসি। মিনিট খানেকের ভেতর ডা: মাস্টারসনকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়ার পূর্বপযন্ত সে জানতেও পারে নি আমি তার সমস্ত অপকর্ম দেখে ফেলেছি।"

আমি এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম, ডাক্তার মাস্টারসন কেন জিম বারনেস সম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা করতে রাজি হয় নি। এ্যাল হান্টের রিপোর্টের কিছু পাতা উধাও হওয়ার কারণও বুঝতে পারলাম। এ বিষয়গুলো যদি সবার কানে ওঠে, তাহলে এতো কষ্ট ক'রে গড়ে তোলা ভালহালা হাসপাতালের সুনাম নাকের ডগায় ঝুলতে থাকবে।

"আপনার ধারণা জিম বারনেস এ ধরণের ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটিয়েছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আগের অভিযোগগুলোকেও সত্য বলেই মনে হয়," জেনি উইলসন জবাব দিলো। রাগে তার চোখ জোড়া আরেকবার জ্বলে উঠলো।

"সবসময় মেয়েদের ওপরই এমন ঘটনা ঘটেছে?"

"সবসময় নয়।"

"ছেলে রোগীদের কাছ থেকেও আপনারা এ ধরণের অভিযোগ পেয়েছিলেন?"

"এক তরুণের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্ত বিষয়টাকে কেউই তেমনভাবে গুরুত্ব দেয় নি। এমনিতেই তার মানসিক সমস্যা ছিলো যৌন বিষয়ক। সম্ভবত শিশু বয়স থেকেই যৌন উৎপীড়নের শিকার হয় অথবা ও ধরণের কিছু একটা সমস্যা ছিলো তার। সুতরাং, যার মানসিক সমস্যার ধরণটা একটু অন্যরকম, সেরকম এক তরুণের ওপর জিম উপগত হয়েছে, বা উপগত হওয়ার চেষ্টা করেছে, তা হয়তো কেউই বিশ্বস করতে চায় নি।"

"ওই রোগীর নামটা কি আপনার মনে আছে?"

"হায় ইশ্বর!" ভুরু কুঁচকালো সে, "এটা তো অনেকদিন আগেকার কথা।" জেনি একটু চিন্তা করলো। "ফ্রাঙ্ক...ফ্রাঙ্কি। ও রকমই হবে। যতোদূর মনে পড়ে অন্যান্য রোগীরা তাকে ওই নামেই ডাকতো, ওর শেষের নামটুকু আমার ঠিক মনে নেই।"

"কতো বয়স ছিলো ওর?" অনুভব করলাম আমার নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

"ঠিক মনে করতে পারছি না। এই সতেরো, আঠারো..."

"ফ্রাঙ্কি সম্পর্কে আপনার কতোটুকু মনে আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। এটা গুরুত্বপূর্ণ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

ওভেন টাইমার বন্ধ হওয়ার সংকেত শোনা গেলে জেনি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। ফিরে আসার সময় আরেকবার ছেলে দুটোকে দেখে নিলো সে। চেয়ারে বসার পর দেখলাম, চরম বিরক্তিতে তার ভ্রু জোড়া কুঁচকে আছে।

জেনি বলতে শুরু করলো, "ওর সম্পর্কে আমার অল্প অল্প মনে আছে। ওখানে কাজ শুরু করার পর ফ্রাঙ্ককে প্রথমে আমি ব্যাকহলে দেখেছিলাম। মনে হয় ওটা পুরুষদের ওয়ার্ড। আমি তাকে অকুপেশনাল থেরাপি দিতাম।" চিবুকে তর্জনি ঠেকিয়ে জেনি কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করলো। "যতোদূর মনে পড়ে, ও খুব অধ্যবসায়ী ছিলো। পিতলের বোতাম লাগানো চমৎকার সব চামড়ার বেল্ট বানাতে পারতো। সেলাই করতেও ভালোবাসতো। বেশির ভাগ ছেলে সেলাই করা পছন্দ করতো না। ওরা বাসার কাজের প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিলো। এ্যাসট্রে অথবা ও ধরণের সব জিনিস বানাতে বেশি পছন্দ করতো। আমি বলবো, ও একজন দক্ষ শিল্পী ছিলো। তাছাড়া ওর ভেতর সব সময় এক ধরণের অবসেশন কাজ করতো। কাজের জায়গা একেবারে ঝকঝকে তকতকে ক'রে রাখতো। একটা ছোটো কাগজের টুকরো পর্যন্ত মেঝের উপর পড়ে থাকা পছন্দ করতো না। ও সব সময় মনে করতো কোনো কিছুই ঠিক মতো সাজানো গুছানো নেই, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থাতে নেই।" কথা থামিয়ে জেনি আমার দিকে তাকালো।

"জিম বারনেস সম্পর্কে ও কখনও অভিযোগ করেছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ভালহালা'তে আমি কাজ শুরু করার খুব বেশি দিন পর নয়," জেনি ইতস্তত করলো একটু। একটু ভেবে নিয়ে বললো, "সম্ভবত ফ্রাঙ্কি ওখানে আসার এক মাস পরেই জিমের ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলো। মনে হয় সে অন্য কোনো রোগীর সাথে বিষয়টা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করে। ওই রোগীই এরপর ডা: মাস্টারসনের কাছে অভিযোগ করেছিলো ওই বিষয় নিয়ে।"

"ওই রোগীকে কি আপনার মনে আছে? যাকে ফ্রাঙ্কি প্রথমে বিষয়টা জানিয়েছিলো?"

"না।"

"ওই রোগী কি এ্যাল হান্ট হতে পারে? আপনি বলছিলেন, ভালহালাতে আপনি খুব বেশি দিন আগে থেকে কাজ শুরু করেন নি। হান্ট সম্ভবত এগারো বছর আগে ওখানে চিকিৎসাধীনন ছিলো। সম্ভবত বসন্তে কিংবা গ্রীষ্মে ওখানে এসেছিলো।"

"এ্যাল হান্টকে ঠিক আমি মনে করতে পারছি না..."

"ওরা প্রায় সমবয়সী ছিলো," আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্ট করলাম।

BanglaBook.org

“বিষয়টা নিয়ে আমি বেশ কৌতুহলী,” সত্যিই তার চোখে আমি একরাশ কৌতুহল দেখতে পেলাম। “ফ্রাঙ্কির একজন বন্ধু ছিলো, আরেকজন কমবয়সী তরুণ। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। সোনালী চুল। সোনালী চুলের ছেলে। খুব লাজুক প্রকৃতির। আমি তার নাম মনে করতে পারছি না।”

“এ্যাল হান্টের চুল সোনালী রঙের ছিলো,” আমি বললাম।

নীরবতা।

“হায় ঈশ্বর!”

আমি আরো জোর দিয়ে বললাম, “ওই ছেলেটা খুব শান্ত আর লাজুক প্রকৃতির ছিলো...”

“হায় ইশ্বর,” জেনি আবার বললো, “আমি নিশ্চিত ও-ই হবে। হ্যা! ও গত সপ্তাহে আত্মহত্যা করেছে?”

“হ্যা।”

“ও কি জিমের কথা বলেছিলো আপনাকে?”

“ও জিম জিম নামের একজনের কথা বলেছিলো।”

“জিম জিম,” নামটা সে পুণরাবৃত্তি করেলো। “জিজ্। আমি ঠিক জানি না...”

“ফ্রাঙ্কির কি হয়েছিলো?”

“ও তখন ওখানে বেশি দিন হলো আসে নি। এই দু তিন মাস হবে।”

“ও বাড়ি ফিরে গিয়েছিলো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আমার ধারণা সে রকমই,” জেনি বললো। “ওর মার কী যেনো একটা ব্যাপার ছিলো। আমার মনে হয় ফ্রাঙ্কি তার বাবার সাথে থাকতো। ছোটো থাকতে ওর মা ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। সব মিলিয়ে তার পারিবারিক অবস্থা ছিলো খুবই দুঃখজনক। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভালহালার প্রায় প্রত্যেক রোগীর অবস্থাই ছিলো একই রকমের।” দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সে। “ঈশ্বর! এরকমই কিছু একটা হতে পারে। আজ আর সব আমার ভালোভাবে মনে নেই। ফ্রাঙ্কি।” জেনি তার মাথা নাড়ালো, “আমি ভাবছি তার কি হয়েছিলো?”

“আপনার কোনো ধারণা নেই?”

“একেবারেই না।” দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো মহিলা। তার চোখে এক ধরণের ভয় জমা হতে দেখলাম। “দু'জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই মনে করছেন না ফ্রাঙ্কিই...”

আমি কিছুই বললাম না।

“ওকে কখনোই আমার ভয়ংকর ব'লে মনে হয় নি। সত্যিকার অর্থে ও খুবই ভদ্র ছেলে ছিলো।”

জেনি একটুক্ষণ থামলো। তবে এবারো আমি কোনো মন্তব্য করলাম না।

“ও তাহলে আপনাকে পছন্দ করতো,” আমি বললাম।

BanglaBook.org

“ও আমার জন্যে একটা স্কার্ফ বুনে দিয়েছিলো। বেশ মনে আছে আমার। লাল সাদা এবং নীলে মেশানো। আমি পুরোপুরি ভুলে বসে আছি। মনেও করতে পারছি না জিনিসটা গেলো কোথায়?” ওর কণ্ঠ ম্লান শোনাচ্ছে এখন।

“মিসেস উইলসন, ফ্রাঙ্কি ঠিক কেমন ছিলো দেখতে?”

“লম্বা, লিকলিকে শরীর এবং কালো চুল,” চোখ বন্ধ ক’রে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলো সে, “এগুলো তো অনেকদিন আগের কথা।” জেনি আবারো আমার দিকে তাকালো। “ও কেমন দেখতে ছিলো সেটা দিয়ে আমি তাকে মনে রাখি নি, আমি তাকে মনে রেখেছি তার স্বভাবের কারণে। হয়তো সে দেখতে সুন্দর ছিলো, কুৎসিতও হতে পারে। চমৎকার একজন ছেলে ছিলো সেটাই আমার কাছে বড় কথা।”

“হাসপাতালের ফাইলে কি তার কোনো ছবি আছে?”

“না।”

আবারো নীরবতা নেমে এলো খানিকক্ষণের জন্যে। জেনি অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

“তার কথা মাঝে মাঝে জড়িয়ে যেতো,” একটুক্ষণ থেমে আবার বললো সে।

“ক্ষমা করবেন, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

“মাঝে মাঝে সে তোতলাতো। আমার বেশ মনে আছে। যখন ফ্রাঙ্কি খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়তো, তখন ওর কথা জড়িয়ে যেতো।”

জিম জিম।

এ্যাল হান্ট ঠিক এটাই বলেছিলো। ফ্রাঙ্কি যখন হান্টকে বলেছিলো বারনেস তার সাথে কি করেছে, বা করার চেষ্ট করেছে, তখন সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। ফলে তোতলাতে শুরু করে সে। জিম বারনেস সম্পর্কে এই কথাগুলো বলার সময় তার কথা জড়িয়ে যায়। জিম জিম!

জেনি উইলসনের বাড়ি থেকে চলে আসার পর আমি প্রথম যে পে-ফোনটি পেলাম সেখান থেকেই ফেনা করলাম। মেরিনো বোলিং খেলতে চলে গেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

ধূসর মেঘ বিশাল ঢেউয়ের মতো ব্লু রিজ পাহাড়ের পদদেশে এসে যেনো আছড়ে পড়েছে। ভালহালায় এসে এই দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করলো। মেরিনোর চলমান গাড়ির কাঁচে জোড়ালো বাতাস এসে ঝাপটা মারছে।

"যত্তোসব," গাড়ি থেকে বেরুনোর সময় অভিযোগের সুরে বললো মেরিনো। "আমাদের সবই প্রয়োজন।"

"কোন্ জিনিস কখন কাজে লাগে, আমরা তার কিছুই জানি না," মন্তব্য করলাম আমি। বাতাসের ঝাপটা সামলে আমরা সামনের দিকে এগুতে লাগলাম।

ডাঃ মাস্টারসনকে দেখলাম আমাদের জন্যে লবিতে অপেক্ষা করছেন। তার মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। আমাদের দেখে অনেক কষ্টে তিনি একটু হাসার চেষ্ট করলেন। মেরিনো যখন তার সাথে হাত মেলালো, দেখলাম দু'জনের চোখই ঝগড়াটে বেড়ালের মতো এক ধরণের চাপা রাগে জ্বলছে। আমার অবশ্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি শুধু আজ দর্শকের মতো হয়ে থাকতে চাই। ডাঃ মাস্টারসনের কিছু তথ্য আছে, যেগুলো আমাদের প্রয়োজন। সহজ-সরলভাবে তিনি তথ্যগুলো জানাবেন। এতে আমাদের জোর খাটানোর কিছু নেই। তবে যদি তিনি তথ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন, তাহলে অবশ্যই কোর্ট অর্ডার নিয়ে তাকে তথ্য প্রদানে বাধ্য করতে হবে। সময় নষ্ট না করে এক সাথে অফিস কক্ষে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

"এখন বলুন, কিভাবে আপনাদের আমি সাহায্য করতে পারি?" চেয়ারে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"আরো কিছু কিংবা বিস্তারিত তথ্য," আমি জবাব দিলাম।

"অবশ্যই। কিন্তু ডাঃ স্কারপেট্টা, আমি বিভ্রান্ত," তিনি কথাটা এমনভাবে বললেন, যেনো মেরিনো তার সামনে উপস্থিতই নেই। "আমি বুঝতে পারছি না, এ্যাল হান্ট সম্পর্কে এমন কোন্ তথ্য দেয়া হলো না যা কেস সমাধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। আপনি তার কেস হিস্ট্রি নিজে পড়ে দেখেছেন। তাছাড়া যতোটুকু আমার মনে ছিলো তার সবই আপনাকে খুলে বলার চেষ্টা করেছি—"

মেরিনো মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলো, "হ্যা, ভালো কথা। আপনার স্মৃতির পরীক্ষা নিতে এসেছি আমরা," কথাটা বলে মেরিনো সিগারেট বের করলো, "এ্যাল হান্ট সম্পর্কে এখন আমাদের কোনো আগ্রহ নেই।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"আমাদের আগ্রহ এখন তার শিক্ষককে নিয়ে," মেরিনো বললো।

"কোন্ শিক্ষক?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাঃ মাস্টারসন।

"ফ্রাঙ্কি নামটা শুনে কি কিছু বুঝতে পারছেন?"

ডাঃ ওয়াটসন তার চশমা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আমার ধারণা এভাবে চশমা পরিষ্কার করার অজুহাতে তিনি আসলে ভেবে নেবার সময় পাচ্ছেন।

BanglaBook.org

"এ্যাল হান্ট যখন একানে চিকিৎসাধীন ছিলো তখন এখানে আরেকজন রোগী ছিলো—কম বয়সী। তার নাম ফ্রাঙ্কি," মেরিনো বললো।

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিছু বুঝতে পারেন আর না পারেন, আমাদেরকে কেবল বলুন ফ্রাঙ্কি কে?"

"লেফটেন্যান্ট, এই সময়ের ভেতর ভালহালা হাসপাতালে আমরা প্রায় তিনশোরও বেশি রোগী পেয়েছি," তিনি জবাব দিলেন। " আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রত্যেককে মনে রাখা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। অন্তত পক্ষে যারা এখানে অতি অল্প সময়ের জন্যে ছিলো।"

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, ফ্রাঙ্কি নামের ওই ছেলে এখানে বেশি দিন ছিলো না?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

ডা: মাস্টারসন তার পাইপটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। বুঝতে পারলাম তিনি একটা ভুল ক'রে ফেলেছেন। একই সাথে তার দু'চোখে প্রচণ্ড ক্রোধও দেখতে পেলাম। "লেফটেন্যান্ট এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি আপনাকে কিছুই বলি নি। পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন তিনি। "কিন্তু আপনি ওই রোগী সম্পর্কে কিছু একটা ধারণা দিতে পারতেন। ওই ফ্রাঙ্কি আর কম বয়সী বলাতে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।"

তাকে স্মরণ করানোর দায়িত্ব আমিই নিলাম। "আমি বিষয়টাকে এভাবে স্মরণ করানোর চেষ্টা করছি, এ্যাল হান্ট এখানে থাকার সময় তার একজন বন্ধু ছিলো। সবাই তাকে ফ্রাঙ্কি নামেই ডাকতো। এ্যাল আমার সাথে কথা বলার সময় ওরকমই বলেছিলো। প্রথম দিকে তার চিকিৎসা ব্যাকহলে শুরু হয়েছিলো। এরপর তাকে দ্বিতীয় তলায় স্থানান্তরিত করা হয়। ওখানেই সম্ভবত এ্যাল হান্টের সাথে তার পরিচয় ঘটে। ফ্রাঙ্কির স্বাস্থ্য ছিলো ভালো, দীর্ঘ দেহ, ও সেলাই করতে ভালো বাসতো। সেলাই করা তার শখ ছিলো বলা যায়। আমার ধারণা অন্যান্য ছেলে রোগীদের চাইতে একেবারে আলাদা চরিত্রের ছিলো।"

"এ্যাল হান্ট আপনাকে এই তথ্য দিয়েছিলো?" এক রাশ বিরক্তি নিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"ফ্রাঙ্কি সেলাই করতে খুব পছন্দ করতো," তার প্রশ্নকে উপেক্ষা ক'রে আমি বললাম।

"কোন্ রোগী সেলাই করতে পছন্দ করতো, নাকি করতো না তা নিশ্চয়ই আমার বিবেচ্য বিষয় নয়, মনে থাকার বিষয়ও নয়," পাইপের দিকে তাকিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন।

"আরেকটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন, কোনো কারণে উত্তেজিত হলে ওর কথা জড়িয়ে যেতো," উত্তেজিত না হয়ে শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম, "ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কাজে কাউকে বাধ্য করানো হলে এ ধরণের আক্ষেপজনিত বিকার দেখা যেতেই পারে। আমাদের ভাষায় একে বলা হয়ে থাকে ডিসফোনিয়া। সেরকম হলে বিষয়টা নিয়ে আমাদের নতুনভাবে শুরু করতে হবে—"

BanglaBook.org

"এই সব না জানার ভান বাদ দিয়ে কথাবার্তা শুরু করুন, ডাক্তার," মেরিনো তীর্যকভাবে মন্তব্য করলো।

"আসলেই লেফটেন্যান্ট," ডা: মাস্টারসন তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলেন, "আমার সাথে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করার কোনো ওয়ারেন্ট আপনার কাছে নেই।"

"হ্যা, হ্যা, আপনি এটাও মনে রাখবেন, এখনও আপনার বিরুদ্ধে কোনো ওয়ারেন্ট জারি করা হয় নি। কিন্তু এক মিনিটের ভেতর আমি পরিস্থিতি পাল্টিয়ে ফেলতে পারি। ওয়ারেন্ট জারি ক'রে আপনার পাছা ঘুরিয়ে সোজা লকআপে নিয়ে গিয়ে ভরতে পারি। খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারি। সেটা কি ভালো হবে?" মেরিনো আড়চোখে তার দিকে তাকালো।

"আমার মনে হয় আমি আপনার অনেক জ্বালাতন সহ্য করেছি," শীতল কণ্ঠে কথাটা বললেন তিনি, "লেফটেন্যান্ট, আমাকে হুমকি দিয়ে কোনো লাভ হবে না।"

"আর আমার সাথে ঘুরিয়ে পেচিয়েও কথা বলার চেষ্টা করলে তার সাথে আমি কখনও ভালো ব্যবহার করি না," মেরিনো মন্তব্য করলো।

"ফ্র্যাঙ্কি কে?" আমি আবার চেষ্টা করলাম।

"আমি নিশ্চিতভাবে জানিয়েছি যে, তার সম্পর্কে আমার পক্ষে কিছুই জানানো সম্ভব নয়," ডা: মাস্টারসন জবাব দিলেন, "কিন্তু দয়া ক'রে যদি আপনি আমাকে মিনিট কয়েক সময় দেন, তাহলে কম্পিউটার নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে দেখতে পারি।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," আমি বললাম, "আমরা এখানে আছি তাহলে।"

মেরিনো নতুনভাবে মন্তব্য করার আগেই ডা: মাস্টারসন অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

"কি বিরক্তিকর লোকরে বাবা!"

"মেরিনো!" প্রায় ধমকে সুরে সাবধান করলাম তাকে।

"ওই ছেলেটার পেছনে দৌড়ানো মনে হয় না কোনো কাজের কাজ হচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এখানকার পঁচাত্তর ভাগ রোগীই হচ্ছে ষাটোর্দ্ধ। তুমি যেমন তরুণ নিয়ে চিন্তা করছো, ও তেমন নাও করতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত ফ্র্যাঙ্কিকে ও ঠিকই চিনতে পেরেছে। হয়তো দেখবে, ও কতো নাম্বারের জুতো পরতো তাও বলে দিতে পারবে।"

"সম্ভবত।"

"সম্ভবত নয়। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। নেই। ঐ ব্যাটা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।"

"তুমি যতোক্ষণ তাকে খোঁচাতে থাকবে, ও হয়তো এমই আচরণ করতে থাকবে।"

"ঘোড়ার ডিম।" ও চেয়ার ছেড়ে উঠে মাস্টারসনের ডেস্কের পেছনের জানালার পর্দা ফাঁক ক'রে ও বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো। "কেউ যখন মিথ্যা বলে, আমার প্রচণ্ড রাগ হয়। আমার ইচ্ছে করে খাঁমচে ওর পাছার মাংস তুলে নিই। ওদের এই

BanglaBook.org

জিনিসটা আমর মোটেও পছন্দ নয়। তাদের কোনো রোগী হয়তো জ্যাক দ্য রিপার হয়ে উঠছে, অথচ তাদের মোটেও কোনো মাথা ব্যথা নেই। ওরা এখন মিথ্যা বলে যাচ্ছে তোমার কাছে। হয়তো দেখো, ঠিকই সে ফ্রাঙ্কির খবর জানে। ঐসব জানোয়ারদেকে বিছানায় বেঁধে রেখে সুপ খাওয়াবে আর আমাদের কাছে এসে মিথ্যে বলবে।" একটু থেমে সে আবার বললো, "যাক, তুষারপাত তাহলে বন্ধ হয়েছে।"

মেরিনো চেয়ারে এসে বসা পর্যন্ত আমি চুপ ক'রে থাকলাম। "আমার মনে হয় তাকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেবার হুমকিটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।"

"আরে ওটা না করলে সে আমাদের পাত্তাই দিতো না, দিতো কি?"

"তাকে মুখ রক্ষা করার একটা সুযোগ তো দেবে, মেরিনো।"

মেরিনো আবার পর্দা ফাঁক ক'রে বাইরের দৃশ্য দেখার ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

"আমার মনে ও এখন বুঝতে পারছে, আমাদেরেকে সাহায্য করলে আখেরে তার ভালোই হবে," আমি বললাম।

"হ্যা, ভালো কথা, কিন্তু ময়লা জায়গায় ওর সাথে ইঁদুর-বেড়াল খেলা খেলে আমার কোনো ভালো হবে না।"

আমি অবশ্য অন্যরকম বিশ্বাস করি। অন্যের ঘর সামলানোর আগে আমার নিজের ঘর সামলানোর প্রয়োজন। ক্যারি হারপারের নেকলেস আমার দরজার নবের সাথে ঝুলিয়ে রাখা কিংবা এ্যানসারিং মেশিনের সেই ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলা কথা, *তোমার ওই সোনালী চুল আসল নাকি ব্লিচ করা?* কী জঘন্য প্রশ্ন। আমি অবাক হই, এতে তার কি এসে যায়?

"ফ্রাঙ্কিই যদি আমাদের খুনী হয়ে থাকে," দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি, "তাহলে স্পারাচিনো এবং হত্যাকাণ্ডগুলোর যোগসূত্র কোথায়।"

"আমাদের খুঁজে দেখতে হবে," আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বিড়বিড় ক'রে বললো মেরিনো। এরই মধ্যে সে শূন্য দরজার পথে একবার তাকিয়েও নিলো।

" 'আমাদের খুঁজে দেখতে হবে' এ কথার মানে কি?"

"একটা বিষয় থেকে যে আরেকটা বিষয় বেড়িয়ে আসে সেটা আমি ভালো করেই জানি," রহস্যময় কণ্ঠে বললো ও।

"কোন্ বিষয়? কোন্ বিষয় থেকে আরেকটা বিষয় বেড়িয়ে আসে, মেরিনো?"

ও এক নজর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবারো রাগে ফেটে পড়লো। "যাইহোক, ওই ব্যাটা কোন্ জাহান্নামে গেছে? ব্যাটা কি লাঞ্চে চলে গেলো নাকি?"

"সম্ভবত ও ফ্রাঙ্কির রেকর্ড খুঁজে দেখছে।"

"হ্যা, সম্ভবত!"

"কোন্ বিষয়ের কথা বলছিলে তুমি?" আমি তাকে আবারো প্রশ্ন করলাম, "তুমি কি নিয়ে চিন্তা করছো? ঠিক ঠিক ক'রে বলো।"

"বিষয়টাকে তুমি এভাবে বিবেচনা করো," মেরিনো বললো, "ওই বেরাইল ম্যাডিসনের কী ঘোড়ার ডিমের বই আর তার জন্যে সবাই মারা গেছে, তা কিন্তু আমার

Banglabook.org

মনে হয় না। ওদের সবাই আজ বেঁচে থাকতে পারতো। আমার ধারণায় এ্যাল হান্টও আজ বেঁচে থাকতো পারতো।"

"হঠাৎ ক'রে ঘটনাগুলো ঘটেছে, এমন কিন্তু আমি বলতে পারছি না।"

"হঠাৎ ক'রে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা আমিও বলতে বলছি না তোমাকে। তুমি সব সময় খুব বেশি কারণ খোঁজার চেষ্টা করো, কে। তোমাকে আমি সেটাই বলতে চাইছি, বুঝতে পারলে?" মেরিনো আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললো। এরপর ওর ক্লান্ত চোখজোড়া একটু কঁচলিয়ে নিলো। আবারো তার মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। "আমার কাছে এমনই মনে হয়েছে, বুঝতে পারছো? তুমিই বলো, স্পারাচিনো এবং ওই বইয়ের সাথে হয়তো একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু বেরাইলকে হত্যার ভেতর কি সম্পর্ক থাকতে পারে এবং এরপর একে একে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাগুলো? তারপর আবার হারপারের খুন হওয়া। তারপর আসে মিস্ হারপারের অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের পর মৃত্যু অথবা আত্মহত্যা। ক্যান্সার যখন তাকে ধীরে ধীরে খেয়েই ফেলছে এবং এক সময় সর্ম্পূভাবে খেয়ে শেষ ক'রে ফেলবে, সে সময় তার এই ওষুধগুলো খাওয়ার প্রয়োজন ছিলো কোথায়? এর মধ্যে এ্যাল হান্ট কি করলো—জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় গলায় বেল্ট লাগিয়ে ঝুলে পড়লো!"

লবঙ্গের মতো তিন পাতার কমলা রঙের ফাইবারের ব্যাপারটাও আছে এর ভেতর। সবকিছু মিলিয়ে আরো অনেক অনেক কিছু। বেরাইল ম্যাডিসনের পাণ্ডুলিপি, স্পারাচিনো, জেব্ প্রাইস, সিনেটর পারটিনের হলিউডি ছেলে, মিসেস ম্যাকটাইগু এবং মার্ক। এগুলোর সবই একটা দেহের অস্থি, শিরা-উপশিরার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু দেহের অংশের মতো হয়ে গেছে, সুতরাং কাউকেই আমি কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করতে পারছি না। মেরিনো একদিক থেকে ঠিকই বলেছে। একটা বিষয় থেকে অন্য আরেকটা বিষয়য় উদঘাটিত হতে পারে। অদৃশ্য কেউ কাউকে খুন করতে পারে না।

"লতায়-পাতায় জড়িয়ে পড়া এই ঘটনার ব্যাপারে যুক্তি নির্ভর কোনো তত্ত্ব কি তুমি দাঁড়া করাতে পেরেছো?" আমি মেরিনোকে জিজ্ঞেস করলাম।

"না, তেমন কিছুই এখন পর্যন্ত দাঁড় করাতে পারি নি।" লম্বা একটা হাই তুলে মেরিনো যে মুহূর্তে উত্তরটা দিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ডাঃ মাস্টারসন অফিস কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

তার হাতে বেশ কয়েকটা কেস ফাইল দেখে আমি মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট হলাম।

"এখন কাজের ব্যাপারে আসা যেতে পারে," আমাদের দিকে মোটেও না তাকিয়ে বললেন, "আমি খুঁজে দেখলাম, রেকর্ডে ফ্রাঙ্কি নামের কেউই নেই। ওটা তার ডাক নাম হতে পারে। যাইহোক, তারপরও আমি ভিন্নভাবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি—চিকিৎসার সময়, বয়স, এবং জাতি এগুলো মাথায় রেখে খুঁজে দেখেছি। তার ছয়টা এখানে আমি এনেছি। এই রেকর্ডের সবার বয়সই তেরো থেকে চব্বিশের ভেতর।"

"আপনি যতো সহজে চেয়ারে বসলেন আর পাইপ ধরালেন, ঠিক ততোটা সহজেই এই রেকর্ডের ভেতর থেকে আমাদের কাঙ্খিত মানুষকে খুঁজে বের করতে পারবো, তা

BanglaBook.org

আপনি ভাবলেন কিভাবে?" মেরিনো একটু খোঁচা দেবার চেষ্টা করলেও, তেমন কিছু অবশ্যই বললো না।

"আমি শুধুমাত্র তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা পড়বো। লেফটেন্যান্ট, গোপনীয়তার কারণেই তা করতে হবে। এখানকার কোনো ছোকরা যদি আপনাদের মনে আগ্রহ জাগায়, তাহলেই আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাবো। এটা কি যথেষ্ট নয়?"

"অবশ্যই যথেষ্ট," মেরিনো নতুন কোনো যুক্তিতর্কে যাওয়ার আগেই আমি জবাব দিলাম।

"প্রথম কেস," সবচেয়ে ওপরের ফাইলটা খুলতে খুলতে ডাঃ মাস্টারসন শুরু করলেন। "প্রথম কেসের এই ছেলেটার বয়স ছিলো উনিশ বছর। এসেছিলো ইলিনয়ের হাইল্যান্ড পার্ক থেকে। ভালহালায় ভর্তি হয়েছিলো ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে। সমস্যা সাবস্ট্যান্স এ্যাবিউজ—বিশেষত হিরোইন সেবন।" তিনি পাতা উল্টালেন, "ওর উচ্চতা ছিলো পাঁচ ফুট আট, ওজন একশো সত্তর পাউন্ড, পিঙ্গল চোখ, বাদামি চুল। এখানে তার তিন মাস চিকিৎসা হয়েছিলো।"

"এ্যাল হান্ট ওই সময় হাসপাতালে ভর্তি হয় নি। যতোদূর সম্ভব ও ভর্তি হয়েছে এপ্রিলে," আমি মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"ওরা কোনোভাবেই এক সময়কার রোগী হতে পারে না।"

"হ্যা, আপনি আসলে ঠিকই বলেছেন। আমার মতে তাকে বাদ দেয়া যেতে পারে।" তিনি ফাইলটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। আমি মেরিনোর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বললাম। বুঝতে পারছি, মেরিনো অযথাই আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ওর মুখ ক্রিস্টমাস ফুলের মতো লাল হয়ে আছে।

দ্বিতীয় ফাইল খুলে ডাঃ মাস্টারসন পুণরায় শুরু করলেন, "এরপর আমাদের কাছে আছে চৌদ্দ বছরের এক বালক, সোনালী চুল, নীল চোখ, উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন, ওজন একশো পনেরো। ও ভর্তি হয়েছিলো ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় ছয় মাস পর। ওর সমস্যা ছিলো উইথড্রল অর্থাৎ অসামাজিক বা ঘরকুনো স্বভাব এবং ফ্র্যাগমেন্টারি ডিলিউশন—অতি কল্পনা বা বিভিন্ন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কি। তাকে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তও বলা যেতে পারে—ডিসঅর্গানাইজড সিজোফ্রেনিয়া অথবা হেবেফ্রেনিক সিজোফ্রেনিয়া—অসংগত আচরণ।"

"জাহান্নাম থেকে তুলে আনা ঘোড়ার ডিমের এই শব্দগুলোর অর্থ কি, একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?" মেরিনো জিজ্ঞেস করলো।

"এ ধরণের রোগে আক্রান্তরা অসংবদ্ধ, বিশৃংখল, অত্যন্ত অসামাজিক আচরণের হয়ে থাকে। এছাড়াও তাদের ভেতর বেশ কিছু দোষ থাকে, যেমন ধরা যেতে পারে"—তিনি থেমে ফাইলের পাতার ওপর একটু চোখে বুলিয়ে নিলেন—"স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে খুব ভোরে হয়তো বাসস্ট্যান্ডে হাজির হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো স্কুলেই সে উপস্থিত হয় নি। আবার কোনোদিন হয়তো দেখা গেলো স্কুলে না গিয়ে সে গাছতলায় বসে আছে। বসে বসে নোটবুকে অশ্লীল সব ছবি আঁকছে।"

BanglaBook.org

"হ্যা, বুঝতে পারছি। এখন ও খুব নামকরা একজন চিত্রশিল্পী। থাকে নিউ ইয়র্কে," গম্ভীর কণ্ঠে বললো মেরিনো, "তার নাম ফ্রাঙ্কলিন, অথবা নামের প্রথম অক্ষর কি 'এফ'?"

"না। কোনো কিছুই মিলছে না।"

"সুতরাং এর পরের জন কে?"

"এর পরের জন হচ্ছে চব্বিশ বছরের এক তরুণ। এসেছিলো ডেলাওয়ার থেকে। লাল চুল, ধূসর চোখ, উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ, একশো পঞ্চাশ পাউন্ড। ও ভর্তি হয়েছিলো ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় জুনে। ও অর্গানিক ডিসইলিউশনাল সিনড্রোম মানে ভ্রান্ত বিশ্বাসজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলো। মস্তিষ্কের ডান অথবা বাম পাশের টেম্পোরাল লোবে এপিলিপসির কারণে তার এই সমস্যা হতে পারে। ও গাঁজাতে আসক্ত ছিলো। ওর আরেক সমস্যা ছিলো—ডিসফোরিক মুড। ভ্রান্ত বিশ্বাসজনিত কারণে সে নিজেকে পুরুষত্বহীন করার চেষ্টাও করেছে কয়েকবার।"

"এই ডিসফোরিক-এর অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"অতি উত্তেজনা, ছটফটে আচরণ, হতাশা ইত্যাদি।"

"এর আগে বা পরে, ও কি অপেরা গায়ক হওয়ার চেষ্টা করেছে নাকি?"

ডা: মাস্টারসনকে চরম বিরক্ত মনে হলো। অবশ্য আমি তাকে এ বিষয়ে মোটেও দোষ দিতে পারি না।

"নেক্সট," ড্রিল সার্জেন্টের মতো ক'রে বললো মেরিনো।

"চতুর্থ কেসের তরুণের বয়স আঠারো বছর। কালো চুল, পিঙ্গল চোখ, উচ্চতা পাঁচ ফুট নয়, একশো বিয়াল্লিশ পাউন্ড। ও এখানে এসেছিলো ১৯৭৯ সালের মে মাসে। প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলো। ওর মেডিকেল ইতিহাস"—মাস্টারসন আবারো পাতা উল্টিয়ে পাইপটা তুলে নিলেন—"কষ্ট ক'রে চেপে রাখা রাগ এবং মানসিক উত্তেজনা। এর সাথে লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যজনিত সমস্যাতেও ভুগছিলো, অর্থাৎ সে ছেলে না মেয়ে তা নিয়ে মনের ভেতর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করেছিলো। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে, সমকাম বিষয়টার প্রতি তার অহেতুক একটা ভয় ছিলো। ওর ধারণা জন্মেছিলো পুরুষদের ওয়ার্ডে তার সাথে সবাই সমকামে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছে—"

"ঠিক এইখানটাতে থামুন।" মেরিনো যদি একথাটা না বলতো, তাহলে আমিই তা বলতাম, "আমরা এই রোগী সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাই। ভালহালাতে ও কতো দিন ছিলো?"

ডা; মাস্টারসন তার পাইপটা ধরালেন। রেকর্ডের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে বললেন, "দশ সপ্তাহ।"

"তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে, এ্যাল হান্টও সে সময়ে এখানে ছিলো," মেরিনো বললো।

"আপনি ঠিকই বলছেন।"

BanglaBook.org

“সুতরাং ও ছেলেদের ওয়ার্ডে গেলো আর সাথে সাথে তার বিস্কুট হারিয়ে গেলো? কি হয়েছিলো? ওর মানসিক অবস্থটা কি ছিলো?” মেরিনো প্রশ্ন করলো।

ডা: মাস্টারসন আবার পাতা উল্টালেন। চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে বললেন, “ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলোকে সে অতি ক্ষমতা বলে ভাবতে শুরু করে। ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো ঈশ্বর তাকে কিছু করতে বলছে।”

“কি করতে বলছে?” চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রশ্ন করলো মেরিনো।

“তেমন নির্দিষ্ট কিছু নয়। এখানে শুধু লেখা আছে, বিক্ষিপ্ত কিছু চিন্তাভাবনার প্রকাশ।”

“আপনি বললেন ও প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলো?” মেরিনো আবারো প্রশ্ন করলো।

“হ্যা।”

“একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন? এই ধরুন অন্যান্য উপসর্গ?”

“ভ্রান্ত কিছু বিশ্বাস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করার পাশাপাশি দৃষ্টিবিভ্রম। অবাস্তব সব দৃশ্য দেখার পর সেগুলোকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে থাকা। অনেকের ভেতর বিভ্রান্তিজনিত কারণে অতিরিক্ত ঈর্ষাকাতরতার সৃষ্টি হতে পারে। ব্যক্তিত্বহীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। মাঝে মাঝে এ ধরণের রোগীদের ভেতর হিংসাত্মক মনোভাবও লক্ষ্য করা যেতে পারে,” ডা: মাস্টারসন জবাব দিলেন।

“ও কোথা থেকে এসেছিলো?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“মেরিল্যান্ড।”

“অসহ্য,” মেরিনো বিড়বিড় ক'রে বললো।

“ও কি বাবা-মা'র সাথেই থাকতো?”

“বাবার সাথে থাকতো।”

আমি বললাম, “আপনি কি নিশ্চিত যে, ও প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলো?”

এ বিষয়টা আমার জানার বিশেষ প্রয়োজন। এ ধরণের রোগীরা সুশৃঙ্খলভাবে কিছু চিন্তা করতে পারে না, ফলে সুশৃঙ্খলভাবে কাজও করতে পারে না। কোনো অপরাধ সংঘটনের আগেই তারা মারাত্মক সব ভুল ক'রে বসে থাকে। আমরা যাকে খুঁজছি, ও খুবই সুসংগঠিত একজন। সুপকিল্পিতভাবে সে একের পর এক অপরাধ ক'রে যাচ্ছে।

“ও যে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত এটা নিশ্চিত,” ডা: মাস্টারসন জবাব দিলেন। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, “রোগীদের নামের প্রথম অংশ আপনাদের ওই ব্যক্তির নামের সাথে মিলে যাচ্ছে, ফ্রাঙ্ক।” এরপর তিনি ফাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। মেরিনো এবং আমি ফাইলের ওপর চোখ বুলাতে লাগলাম।

ফ্রাঙ্ক ইথান এইমস্ অথবা ফ্যাঙ্ক ই.। এভাবে ‘ফ্রাঙ্কি’ও বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমার অবশ্য সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই। ডা: মাস্টারসনের সূত্র মতে ও ভালহালা ছেড়ে চলে যায় ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে। এইমস্ কোনো কারণে তার মেরিল্যান্ডে বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

“ও যে বড়িতেই ফিরে গিয়েছিলো, আপনি তা জানলেন কিভাবে?” মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের দিকে তাকিয়ে মেরিনো প্রশ্ন করলো, “এখান থেকে চলে যাওয়ার পর কি হয়েছিলো তা আপনি জানলেন কিভাবে?”

“ওর বাবা আমাকে ফোন করেছিলেন। ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন,” ডাঃ মাস্টারসন বললেন।

“এরপর কি হলো?”

“ফ্রাঙ্কের ব্যাপারে আমাদের আর কিছুই করার ছিলো না। লেফটেন্যান্ট, কেউ প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর কারো কিছু করার থাকে না।”

“আপনার কি মনে আছে, তাকে ফ্রাঙ্কি নামে কেউ ডাকতো কিনা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ডাঃ মাস্টারসন মাথা নাড়লেন।

“জিম বারনেসের কি হয়েছিলো? ও কি ফ্রাঙ্ক এইম্‌সের সোশালওয়ার্কার ছিলো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যা,” মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জবাব দিলেন।

“জিম বারনেসের সাথে ফ্রাঙ্ক এইম্‌সের কোনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিলো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি ইতস্তত করলেন। “সে রকমই একটা অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিলো।”

“কোন্ ধরণের অভিযোগ?”

“ডাঃ স্কারপেট্টা, যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। ঈশ্বরের দোহাই লাগে, আমি আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা করতে রাজি আছি। কিন্তু বিষয়গুলো আর কারো কানে তুলবেন না দয়া ক'রে।”

“আরে মশাই,” মেরিনো বললো, “আপনার এই অনুরোধ সবসময় আমাদের মাথায় থাকবে, বুঝতে পারছেন, আমি বলতে চাইছি, এই বিষয়গুলো নিয়ে তো আমরা প্রেস রিলিজ করতে যাচ্ছি না।”

“তাহলে তো এ্যাল হান্টের সাথে ফ্রাঙ্কের পরিচয় ছিলো?” আমি প্রশ্ন করলাম।

ডাঃ মাস্টারসন আবারো ইতস্তত করলেন, তার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। “হ্যা, ছিলো। এ্যাল হান্টই অভিযোগ করেছিলো।”

“বিঙ্গো!” বিড়বিড় ক'রে বললো মেরিনো।

“এ্যাল হান্ট অভিযোগ করেছিলো, এর মানে কি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“এর মানে হচ্ছে, ও আমাদের একজন থেরাপিস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলো,” ডাঃ মাস্টারসন জবাব দিলেন। প্রথম দিকে তার কণ্ঠ আত্মপক্ষ সমর্থন কার মতো শোনালো। “একটা সেশনে ও আমাকে এই অভিযোগ করেছিলো। আমরা এ বিষয়ে ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু ও কোনো জবাব দেয় নি আমাদের। ফলে এ্যাল হান্টের কথার সত্যতা যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। সত্যিকার অর্থে ফ্রাঙ্কের সহযোগীতা ছাড়া আমাদের কিছুই করার ছিলো না।”

BanglaBook.org

মেরিনো এবং আমি চুপ ক'রে তার কথা শুনে গেলাম।

"আমি দুঃখিত," ডাঃ মাস্টারসন বললেন। তাকে বেশ ভীত মনে হলো। "ফ্রাঙ্ক এখন কোথায় আছে, আমি কিছুই বলতে পারছি না। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তার সম্পর্কে আমার কোনো তথ্যই জানা নেই। সাত আট বছর আগে শেষবার ওর নাম শুনেছিলাম। তাও ওর বাবার মুখ থেকে।"

"ওর বাবার সাথে কি উপলক্ষ্যে কথা হয়েছিলো আপনার?" প্রশ্ন করলাম তাকে।

"ফ্রাঙ্কের বাবা মিঃ এইমস্ আমাকে ফোন করেছিলেন।"

"কি কারণে?"

"উনি ভেবেছিলেন, ফ্রাঙ্কের সাথে আমার কথা হয়েছে।"

"ভালো কথা, ফ্রাঙ্কের সাথে আদৌ কি আপনার কথা হয়েছিলো?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

"না," ডাঃ মাস্টারসন জবাব দিলেন। "আমি ফ্রাঙ্কের মুখ থেকে কোনো কথাই শুনি নি। দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না তার কাছে।"

"মিঃ এইম্সের কেন ধারণা হলো, ফ্রাঙ্কের সাথে আপনার যোগাযোগ হয়েছে?" বিব্রতকর এই প্রশ্ন না ক'রে আমি চুপ থাকতে পারলাম না।

"উনি ফ্রাঙ্ককে খুঁজে বের করতে চাইছিলেন। সম্ভবত আশা করেছিলেন, ও কোথায় থাকতে পারে সে সম্পর্কে আমার হয়তো কোনো ধারণা আছে। ওকে খোঁজার কারণ, ওর মা মারা গিয়েছিলো, মানে ফ্রাঙ্কের মা, এটুকুই।"

"কোথায় এবং কিভাবে মারা গিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কের মা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ফ্রিপোর্টে মারা গিয়েছিলেন। ওই মৃত্যু সম্পর্কে আসলে বিস্তারিত কিছুই জানি না।"

"স্বাভাবিক মৃত্যু?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না," ডাঃ মাস্টারসন আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন। "সত্যি কথা বলতে হলে বলবো, মোটেও তা স্বাভাবিক মৃত্যু ছিলো না।"

বিস্তারিত তথ্য খুঁজে বের করতে মেরিনোর বেশি সময়ের প্রয়োজন হলো না। ও ফ্রিপোর্ট পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন ক'রে সব তথ্য জোগাড় ক'রে ফেললো। ফ্রিপোর্ট পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যার কিছু আগে মিসেস উইলমা এইমস্কে 'গুপ্তঘাতক' পিটিয়ে হত্যা ক'রে রেখে যায় বাড়ির ভেতর। মুদির দোকান থেকে বাড়ি ফেরার খানিক বাদেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো বিয়াল্লিশ বছর। তার ব্লিচ করা সোনালী চুল, এবং চোখের রঙ নীল। হত্যার কারণ জানা সম্ভব হয় নি। মামলাটি এখনও নিষ্পত্তি হয় নি।

BanglaBook.org

এই গুপ্তঘাতক যে আসলে কে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত মেরিনোরও নিশ্চয়ই বিষয়টা অজানা নেই।

ও বললো, "তাহলে হান্টই সত্যিকার অর্থে একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা? সে জানতো যে ফ্রাঙ্ক নিজেই তার মাকে হত্যা করেছে। আর এটাও নিশ্চিত এই ঘটনাটা ঘটেছে এ দুই ফ্রুটকেক এক সাথে মিলিত হওয়ার অনেক আগেম থেকেই।"

আমরা দেখতে পেলাম বার্ড ফিডারের কাছে কাঠবিড়ালীটা ঘুর ঘুর করছে।

হাসপাতাল থেকে বেরুনোর পর মেরিনো আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিতে এলে একেবারে দরজার কাছ থেকে তাকে আমি ফিরে যেতে দিলাম না, অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে আমি ঘরের ভেতর আমন্ত্রণ জানালাম।

"তুমি কি নিশ্চিত বিগত বছরগুলোতে ফ্রাঙ্কি এ্যাল হান্টের কার ওয়াশ-সেন্টারে কাজ করে নি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"যতোদূর মনে পড়ে, তাদের বইতে ফ্রাঙ্কি কিংবা ফ্রাঙ্ক নামের কাউকেই দেখিনি," ও জবাব দিলো।

"তুমি ভালোভাবেই জানো, নাম পাল্টে নেয়াটা কোনো ব্যাপার নয়," আমি বললাম।

"যদি সে সত্যিই তার মা'কে পিটিয়ে হত্যা ক'রে থাকে, তাহলে নাম পাল্টিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, পুলিশ নিশ্চয়ই এরপর থেকে তাকে খুঁজতে শুরু করেছিলো।" ও কফির কাপ নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। "সমস্যা হচ্ছে, আমাদের কাছে ওর কোনো ইদানিংকার দৈহিক বর্ণর্না নেই। তাছাড়া তুমি হয়তো জানো না, মাস্টারওয়াশ হচ্ছে একটা রিভলভিং দরজা। এ কথা বলার মানে হচ্ছে, ওখানে কে ঢুকছে কে বেরুচ্ছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। দৈনিক, সপ্তাহে, মাসে তোমার কোনো ধারণা আছে কতোজন সাদা চামড়ার লোক ওখানে কাজ করছে? ধারণা আছে কতোজন লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের কিংবা কালো চামড়ার? রাস্তায় নেমে জনে জনে জিজ্ঞেস করলে কোনো কূলকিণারা পাওয়া যাবে না।

আমরা দু'জন বেশ অন্তরঙ্গ কিন্তু বৈসাদৃশ্যও আছে প্রচুর। এ ধরণের চিন্তা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। "ফাইবারগুলো এসেছে কারওয়াশের কোনো বস্তু থেকে," হতাশ কণ্ঠে বললাম আমি। "হান্ট কারওয়াশে কাজ করতো, বেরাইল সেখানে যেতো। সম্ভবত বেরাইলের হত্যাকারী কে, তা সে জানে। মেরিনো, তুমি কি বুঝতে পারছো আমি বলতে চাইছি, হান্ট এটা জানতো। ফ্রাঙ্কি তার মা'কে যে হত্যা করেছিলো সেটাও সে জানতো। কারণ ভালহালা ছাড়ার পর তারা কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ করেছিলো। এমনো হতে পারে ফ্রাঙ্কি হান্টের কারওয়াশ সেন্টারে কাজ নিয়েছিলো, তা হয়তো অতি সাম্প্রতিক সময়ে। আমার ধারণা কারওয়াশ সেন্টারে গাড়ি আনার পর বেরাইলের সাথে ফ্যাঙ্কিরই প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিলো।

"ওদের কর্মী সংখ্যা ছত্রিশ জন। এদের ভেতর এগারোজন হচ্ছে কালো চামড়ার, তার ভেতরে ছয়জন আবার মহিলা। তাহলে বাকি থাকছে আর ক'জন? পাঁচ, তাই না? ওদের বয়স বিশের নিচে অথবা তার কাছাকাছি। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, যখন ফ্রাঙ্কিরা ভালহালায় চিকিৎসাধীন ছিলো, তখন তাদের বয়স মাত্র আট-ন' বছর। সুতরাং ধরে

BanglaBook.org

নাও আমাদের ধারণা মোটেও সঠিক নয়। আর বাকি যে তিনজন থাকে, তাদের আমরা বিভিন্ন কারণে বাদ দিতে পারি।"

"কোন্ কারণে বাদ দিতে চাইছো?"

"ধরো যে, তাদের কেউ গত মাসখানেক কাজে যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ যে সময়ের আগেই বেরাইল মারা গেছে। অনেকের সাথে দৈহিক দিক থেকে মিল খুঁজে পাওয়া যায় নি। একজনের লাল চুল, আরেকজন প্রায় তোমার মতোই বেটেখাটো।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ।।"

"আমি ভালোভাবে জেনে শুনে এসেছি," বার্ড ফিডারের কাছে কাঠবিড়ালীটা গোলাপী চোখ দুটো কুচ্‌কে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। "তোমার কি ব্যাপার?"

"আমার আবার কি ব্যাপার?"

"তোমার ডাউন-টাউনের অফিস এখনো জানে যে, তুমি ওখানে কাজ করছো?" মেরিনো প্রশ্ন করলো।

প্রশ্নটা ক'রে মেরিনো সরাসরি আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো।

"সবকিছুই আন্ডারকন্ট্রোলে আছে," আমি বললাম।

"ডাক্তার, আমার তা মনে হয় না।"

"কিন্তু আমি নিশ্চিত।"

"আমার সাথে"—মেরিনো মোটেও নিজেকে শান্ত রাখতে পারলো না—"মনে হয় না তুমি সব খুলে কথা বলছো।"

"আমি দিন কয়েকের জন্য নিজেকে অফিসের বাইরে রাখতে চাইছি," শান্ত কণ্ঠে তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। "আমি বেরাইলের পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। এথরিজ বিষয়টা জানে। আমাদের জানা প্রয়োজন ওখানে আসলে কী রয়েছে। সম্ভবত তোমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছো তার কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে।"

"আশা করবো তুমি আমার নির্দেশগুলো মেনে চলবে," মেরিনো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"আমি সাবধানেই থাকবো," তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম।

"এবং তার কাছ থেকে আর কোনো হুমকি পাও নি, তাইতো?"

"তুমি ঠিকই বলেছো," আমি বললাম, "কোনো কল নয়, কোনো কিছুই নয়। তার কোনো পাত্তাই নেই।"

"ভালো, তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, ঘন ঘন ফোন ক'রে উত্যক্ত করা কিন্তু তার স্টাইল নয়। বেরাইলকে তেমনভাবে উত্যক্ত করে নি সে।"

আমি সে সব অবশ্য মনে করতে চাই না। মেরিনোকে নতুনভাবে উপদেশ দেবার সুযোগও দিতে চাই না। "ও যদি ফোন করে তাহলে স্বাভাবিক কণ্ঠে আমি বলবো, 'আরে ফ্রাঙ্কি যে, কেমন আছো তুমি? সবকিছু কেমন চলছে?' "

"এই যে! এটাকে ফাজলামি মনে করো না।" ও ফয়ারের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকালো, "তুমি এখনো বিষয়টাকে ঠাট্টা মনে করছো, তাই না?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই," ওর কাঁধের ওপর আল্‌তো ক'রে টোকা মেরে হাসলাম।

"ডাক্তার, আমি কিন্তু ভেবে চিন্তেই বলছি। ওরকম কিছুই করতে যেও না। তোমার মেশিনে সবকিছুই তুমি শুনেছো। ওই ঘোড়ার ডিমের ফোন তুমি কখনো ধরবে না—"

মেরিনো দরজা খুলে ভয়ে শিউড়ে উঠলো। ওর চোখে রীতিমতো আতঙ্ক।

"*হায় হায়...*" ও আমার বাড়ির পোর্চের দিকে এগিয়ে গেলো। আপনা আপনি রিভলবারটা উঠে এলো তার হাতে। অনেকটা উন্মাদের মতো আচরণ করছে সে।

ওর পেছন পেছন পোর্চ পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমিও খানিকটা শিউরে উঠলাম। শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো শরীরে।

রাতের অন্ধকারে মেরিনোর বিশালাকৃতির এলটিডি গাড়িটা আমার কাছে নরকের আগুন ব'লে মনে হলো। ক্ষয়ে যাওয়া সামান্য চাঁদের আলোটুকু গ্রাস ক'রে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা যেনো নাচছে। মেরিনোর জামার হাতা আঁকড়ে ধরে ঘরের ভেতর যখন ওকে টেনে আনলাম ঠিক সেই মুহূর্তে শুনলাম দূর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে আসছে। আর এর অল্পক্ষণের ভেতর প্রচণ্ড শব্দে মেরিনোর গাড়ির গ্যাসসিলিন্ডারটা বিস্ফোরিত হলো। লিভিং রুমের জানালাটা এমনভাবে আলোকিত হয়ে উঠলো যে, মনে হলো আকাশ থেকে আগুনের কোনো গোলা ছিটকে এসে পড়েছে ওখানে। সাথে সাথে আমার আঙিনার ছোট্ট ডগউড গাছে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো।

অন্ধকারে দাঁড়ানো মেরিনোকে আমার কাছে মনে হলো বিশালাকৃতির বুনো মহিষের মতো। নিজের হাতে থাকা পোর্টেবল রেডিওটা হাতড়াতে হাতড়াতে অভিসম্পাত করলো সে।

"বেজন্মা শুয়োরের বাচ্চা! বেজন্মা শুয়োরের বাচ্চা!"

ফ্লাটবেড ট্রাকের ওপর চাপিয়ে মেরিনোর আগুনে পোড়া গাড়িটা নিয়ে যাবার পরপরই তাকে আমি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। ও রাতে আমার বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলো। আমার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করতে তাকে নিষেধ করলাম। বাইরে এখন অনেকগুলো পেট্রল ইউনিট দাঁড়ানো আছে, সুতরাং নিরাপত্তাজনিত কোনো ভয় থাকার কথা নয়। ও আমাকে একটা হোটেলে উঠতে বলেছিলো, কিন্তু আমি তাতে রাজি হই নি। ও ওর মতো ক'রে আমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করছে, কিন্তু আমি চিন্তা করছি আমার মতো ক'রে। সামনের রাস্তা এবং ইয়ার্ড পানি দিয়ে ভিজিয়ে ফেলা হচ্ছে। নিচতলা কটু গন্ধ আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ইয়ার্ডের কমপক্ষে আধ ডজন ডগউড এবং সমসংখ্যক গাছ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার প্রতি মেরিনোর দুঃশ্চিন্তা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য হলেও আমি এখন সম্পূর্ণ একা থাকতে চাই।

মধ্যরাতের পর মোমের আলোতে যখন কাপড় বদল করছি, ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠলো। ফ্রাঙ্কির কণ্ঠ বিষাক্ত ধোঁয়ার মতো যেনো ছলকে উঠলো বেডরুমের ভেতর। আমার নিঃশ্বাস নিতেও সমস্যা হতে লাগলো।

BanglaBook.org

বিছানার কোণায় ব'সে শূন্য দৃষ্টিতে এ্যানসারিং মেশিনোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হৃদপিণ্ডটা এমনভাবে ওঠা-নামা করছে, মনে হচ্ছে পাঁজরের সাথেই বুঝি আঘাত লাগবে ওটার।

"....তোমার ওপর নজর রখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। নিশ্চয়ই তোমার কাছে বিষয়টা খারাপ লাগার কথা নয়? এটা তোমার জন্য বড় ব্যাপার, নয় কি? অন্য কেউ তো-তো-তোমার বাড়িতে থাকুক, এটা আমার মোটেও পছন্দ নয়। এখন তুমি জানো। এখন তুমি জানো।"

এ্যানসানিং মেশিন এক সময় থেমে গেলে ওটার মেসেজ লাইটটা মিটমিট করতে লাগলো। আমি চোখ বন্ধ ক'রে ফেললাম। হৃদপিণ্ডে যতোটুকু কুলোয়, সেভাবে ধীরে ধীরে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠায় দেয়ালে অদ্ভূতভাবে ছায়া ফেলছে। আমার ওপর কিভাবে আক্রমণ হতে পারে?

আমাকে কি করতে হবে, আমি তা জানি। এই একই কাজ বেরাইল ম্যাডিসনও করেছিলো। আমি এই ভেবে অবাক হচ্ছি, ওই মহিলা একই ধরণের ভয়ে শিউরে উঠেছিলো। গাড়ির ড্রয়ার খুলে ইয়েলো পেজটা বের করে ফোনেই একটা রিজারভেশন চাইলাম। এরপর বেন্টন ওয়েসলিকে ফোন ক'রে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম।

"কে, আমি তোমাকে এ ধরণের উপদেশ কখনোই দেবো না," তিনি বললেন। "না। কোনো কারণেই নয়। আমার কথা শোনো, কে—"

"এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই, বেন্টন। আমি কাউকে অন্তত বিষয়টা জানাতে চাইছিলাম। আপনি ইচ্ছে করলে মেরিনোকে জানাতে পারেন। কিন্তু দয়া ক'রে কোনো মধ্যস্থতা করবেন না। এটা আমার অনুরোধ। পাণ্ডুলিপিটা—"

"কে—"

"আমি যেভাবেই হোক ওটা খুঁজে বের করতে চাই। ওটা কোথায় থাকতে পারে, আমি তা ভেবে দেখার চেষ্টা করছি।"

"কে! তোমার চিন্তাটা মোটেও ঠিক নয়।"

"দেখুন," আমার গলা খানিকটা চড়ে গেলো। আমি কাজটা কখন করবো? যখন শুয়োরের বাচ্চা আমার দরজায় এসে লাথি মারবে অথবা আমার গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, তখন? মনে হচ্ছে এখানে আমি মৃতের মতো বেঁচে আছি। বেন্টন, আপনি কি চান না সবকিছুর দ্রুত সমাধান হোক?"

"তোমার এখন একটা এ্যালার্ম সিস্টেম চালু আছে। তোমার একটা রিভলভার আছে। আমার মনে হয় না, তুমিসহ তোমার গাড়িটা উড়িয়ে দিতে পারবে সে। উঃ, মেরিনো আমাকে ফোন করেছিলো। ওর মুখ থেকে সবকিছু শুনেছি। কেউ তার গ্যাসোলিন ট্যাঙ্কারে জলন্ত ন্যাকড়া রেখে দিয়েছিলো, সেখান থেকেই গ্যাসট্যাঙ্কে আগুন ধরে যায়। ওরা প্রাথমিক ধারণা করতে পেরেছে। আমি এ বিষয়ে তদন্ত ক'রে দেখবো—"

"বেন্টন, শুভরাত্রি।"

BanglaBook.org

"কে!"

আমি চুপচাপ ব'সে থাকলাম। খানিক বাদে ও ফোন করার পরও তার সাথে কোনো কথা বললাম না। তার রেকর্ড করা কথাগুলো মেশিনে চুপচাপ শুনে যেতে লাগলাম। দৃশ্যগুলোর কথা মনে পড়তেই ঘাড়ের পেছনের রক্তের দপ দপানি টের পেলাম। মেরিনোর গাড়িটা আগুনে জ্বলছে। দমকল বাহিনীর লোকেরা পানি ছিটিয়ে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে আমার আঙিনা থেকে। তবে আমি আমার ড্রাইভওয়ে'তে ছোট্ট সেই কাঠবিড়ালীটার পোড়া দেহ দেখার পর অন্য কিছু মনে হলা। আমার ধারণা কাঠবিড়ালী পাওয়ার লাইনের ওপর লাফিয়ে ওঠায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট ঘটে, আর ওটার জ্বলন্ত দেহ মেরিনোর গাড়ির ওপর পড়ায় সেখান থেকে গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। চব্বিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছোট্ট শরীরটা পুড়িয়ে ফেলার সাথে সাথে ফিউজটাও উড়িয়ে দেয়।

ওই মৃত কাঠবিড়ালীটাকে আমি জুতার বাক্সে ভরে আমার গোলাপ বাগানে কবর দিয়ে দিলাম। সকালের আলোতে ওর পুড়ে যাওয়া কালো দেহটা আর দেখতে হবে না আমাকে।

আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করার পরও বিদ্যুৎ এলো না। আমি নীচ তলায় নেমে এলাম। ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে আর ধূমপান ক'রে ভেতরকার ভয়টা দূর করার চেষ্টা করতে চাইলাম।

বার-এর ওপর রাখা রুগার অটোমেটিকটা হ্যারিকেনের আলোয় চকচক ক'রে উঠলো। আমি বিছানায় যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। যখন দরজা থেকে বেরিয়ে এলাম, আঙিনার দিকে তাকানোর সাহস পর্যন্ত হলো না। ভারি সুটকেসটা আমার পায়ের কাছে বাড়ি খাচ্ছে। গাড়ির কাছে দৌড়ে যাওয়ার সময় জমে থাকা পানিতে আমার গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে গেলো। অবাক হয়ে দেখলাম, বাড়ির সামনে একটাও পেট্রোল কার দাঁড়ানো নেই। নীরব রাস্তায় দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটালাম এয়ারপোর্টের দিকে। ভোর পাঁচটার খানিক বাদে এয়ারপোর্টে পৌঁছেই সোজা ছুটলাম লেডিস রুমের দিকে। ওখানে ঢুকে পকেটবুক থেকে হ্যান্ডগানটা নিয়ে গুলিগুলো বের ক'রে সেটা সুটকেসে ঢুকিয়ে লেডিস রুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

মায়ামি এয়ারপোর্টের বোর্ডিংবৃজ পার হয়ে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

এক কাপ কফি এবং *মায়ামি হেরাল্ড* কেনার জন্যে আমি একটু থামলাম। শীতের ব্লেজার খুলে জামার হাতা গুটিয়ে নিয়ে একটা ছোটো টেবিলে গিয়ে বসলাম। গরমে শরীরের একপাশ এবং পিঠের দিকে ঘামে ভিজে গেছে। গতরাত থেকে একটুও না ঘুমানোর কারণে চোখ রীতিমতো জ্বালা করছে, একই সাথে মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। *মায়ামি হেরাল্ড*'র পাতা খুলে বসার পর আমার অবস্থা আরো শোচনীয় মনে হলো। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একেবারে নিচের দিককার বাম কোণায় ছবিসহ একটা সংবাদ ছাপানো হয়েছে। ছবিতে ফায়ারবৃগেডের কর্মীরা মেরিনোর জ্বলন্ত গাড়িতে পানি ছিটাতে ব্যস্ত। গাড়ি থেকে গলগল ক'রে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর আঙিনার শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে পোড়া বেশ কিছু গাছপালা। তার নিচে বেশ বড় অক্ষরের ক্যাপশন লেখা :

পুলিশের গাড়িতে বিস্ফোরণ

> রিচমন্ড ফায়ারবৃগেড কর্মীদের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে যে, একটি আবাসিক এলাকায় সিটি হোমিসাইড ডিটেকটিভ অফিসারের গাড়িতে আকস্মিক এক বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সময় তার ফোর্ড এলটিডি গাড়িটা খালি ছিলো। বিস্ফোরণের কারণ রহস্যাবৃত।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কাল বাড়ির সামনে মেরিনোর গাড়ি দাঁড় করানো ছিলো, এবং কেন দাঁড় করানো ছিলো তার কোনো উল্লেখ করা হয় নি সংবাদে। ঈশ্বরকে এ কারণে ধন্যবাদ জানাতেই হবে। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত হতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে। কারণ আমার মা হয়তো সংবাদটা দেখে থাকবেন, তাই তাকে ফোন করার সাথে সাথে বললেন, "কে, আমার ইচ্ছে তুমি মায়ামিতে ফিরে আসো। রিচমন্ড আমার কাছে মোটেও ভালো লাগছে না। এখানকার মেডিকেল এক্সামিনারের অফিস খুব সুন্দরভাবে সাজানে হয়েছে। কে—তুমি ওখান থেকে সরে আসো। তোমার ভালোই লাগবে।" তিনি অবশ্য এগুলো বলতেই পারেন। মেয়ের ব্যাপারে উতলা হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। নিজ শহরের খারাপ দিকগুলো তার চোখে পড়বে না সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু আমি জানি, আমার নিজশহরটা কতোটা জঘন্য স্থান—হত্যা, গোলা-গুলি, ড্রাগ চক্রের দৌরাত্ম, বর্ণবাদী দাঙ্গা, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি হেন কোনো খারাপ কাজ নেই যা আমার নিজশহরে ঘটছে না। আমার তো মনে হয় সমস্ত বৃটিশ কমনওয়েলথে যতো অপরাধ সংঘটিত হয়, তার চাইতে অনেক বেশি অপরাধ সংঘটিত হয় ওখানে।

BanglaBook.org

পরে একসময় না হয় মা'কে ফোন করা যাবে। প্রভু আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু এখন তার সাথে আমার মোটেও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও, ভাড়া করা গাড়িতে 'সেভেন মাইল বৃজ'-এ না পৌছানো পর্যন্ত আমার বিশ্রামের অবকাশ নেই। আমি একেবারে দক্ষিণে এগিয়ে চলেছি। আমার একপাশে গাল্‌ফ অব মেক্সিকো, অন্য পাশে আটলান্টিক মহাসাগর। আমি কি-ওয়েস্টের হারানো দিনগুলোকে স্মরণ করার চেষ্টা করবো। আমার বেশ মনে আছে, শেষবার আমি এভাবেই গড়ি চালিয়ে গিয়েছিলাম, সেবার আমার সাথে ছিলো মার্ক।

ওর সৈকত, সমুদ্রের পানি এবং সূর্যের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। সম্ভবত প্রকৃতি তার সৃষ্টির প্রতি করুণা করে। সেদিন মার্ক প্রকৃতির কাছ থেকে সেই করুণা লাভ করেছিলো। ওই বছরের কথা আমার বেশ স্মরণে আছে। ও আমাদের পরিবারের সাথে এখানে সপ্তাহ খানেক কাটিয়েছিলো। ওর সাদা রঙের সুইমট্রাঙ্ক এবং উষ্ণ হাত ঠাণ্ডা, ভেজা বালির ভেতর আলাদা এক ধরণের অনুভূতি এনে দিয়েছিলো মনের ভেতর। হ্যাটের নিচ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ছিলাম। মার্ক নামের একজন তরুণকে যে আমি ভালোবেসেছিলাম তা বোধহয় কখনো ভুলতে পারবো না।

কি ওকে পাল্টে দিলো? এথরিজ ওর সম্পর্কে যেমন বলেছে, তা মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। মার্ক আসলে আগে থেকেই নষ্ট হয়ে গেছে। ভালো ঘরের সন্তান ভালো হয়, এই ধারণাকেই পাল্টে দিয়েছে ও। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেলে মানুষ তার সদ্ব্যবহার করবে ঠিকই, কিন্তু সেজন্যে অসৎ হতে হবে তার কোনো মানে নেই। মার্কের অপকর্মের কারণে তাকে আমি কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না।

ইউএস নেভাল হসপিটালের পাশ দিয়ে সমুদ্র সৈকত বাঁক নিয়ে নর্থ রুজভেল্ট বুলেভার্ডের দিকে এগিয়ে গেছে। কি-ওয়েস্টের আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমি ডুভালের দিকে এগিয়ে চললাম। এখানে আকাশে নীল রঙ যেনো চিরকালের জন্যে মুছে গেছে। রাস্তার পাশে পাম এবং মেহগনি গাছের সারি। শুধু তাই নয় এই গাছগুলো প্রতিটা বাড়ি এবং দোকানকে আলাদাও করেছে যেনো। ফুটপাতের পাশে বোগেনভিলিয়া এবং হিবিকাস গাছে লালচে বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে। ছোটো বাচ্চাদের এখানে চোখে পড়ে না বললেই চলে।

ইতস্তত ছড়ানো কিছু গাছের মাঝখান থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো 'লা কনচা'র বিশালাকৃতির হলিডে-ইনের কাঠামোটা সহজেই চোখে পড়ে। হোটেলের রিজার্ভেশন পেতে তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। এখনো মূলত টুরিস্ট সিজন শুরু হয় নি। টুরিস্ট সিজন শুরু হতে হতে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। প্রায় খালি পার্কিংলটে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে যখন হোটেল লবিতে প্রবেশ করলাম, তখন কেউই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো না। মেরিনোর কথাগুলো আমার মনে পড়লো। কিন্তু একই জেন্ডারের সঙ্গী তেমন একটা চোখে পড়লো না। সত্যি কথা বলতে একই জেন্ডারের সঙ্গী আমি জীবনে কমই দেখেছি। বরং এখানে এসে যে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি, সেটাই

BanglaBook.org

আমার জন্যে যথেষ্ট। হেপাটাইটিস কিংবা এইডস আক্রান্ত হবো, তেমন কোনো আতঙ্ক কখনোই আমার ভেতর কাজ করে না। বহুদিন আগে পুলিশ বিভাগে প্রশিক্ষণ নেবার সময় শিখেছিলাম, রোগে আক্রান্ত হবো, এই ভয় যদি আমার মনের ভেতর সবসময় কাজ করতে থাকে তাহলে কোনো কাজই সুষ্ঠভাবে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সমকামী বিষয়টাও আমাকে কখনো বিব্রত করে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বুঝতে পেরেছি ভালোবাসার ধরণ বিভিন্ন রকমের। ভালোবাসায় ঠিক কিংবা বেঠিক বলেও কিছু নেই। ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, সেটাই আসল ব্যাপার।

ডেস্ক ক্লার্ক আমার ক্রেডিট কার্ড ফেরত দেবার পর এলিভেটরটা দেখিয়ে দিলো। হোটেলের যে কক্ষ আমি ভাড়া নিয়েছি তা পাঁচ তলায়। কক্ষে ঢুকেই অন্তর্বাসগুলো খুলে ফেলে নিজের দেহটা বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম। একটানা চৌদ্দ ঘণ্টা ঘুমিয়ে তারপর জেগে উঠলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি অন্যান্য টুরিস্টদের মতোই ঘুরতে বেরুলাম। পার্থক্য শুধু ওদের সাথে কোনো অস্ত্র নেই, আমার সাথে আছে। আমার পকেটবুকে গুলি ভর্তি রুগার অটোমেটিক লুকিয়ে রেখেছি। আমার ধারণা, এই দ্বীপে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ বাস করে। এতোগুলো মানুষের ভেতর শুধু মাত্র আমি দু'জনের নাম জানি। এদের একজন পি.জে এবং অন্যজন ওয়াল্ট। শেষ আগস্টে বেরাইলের লেখা চিঠিগুলো থেকে এই নাম আমি জানতে পেরেছি। চিঠি থেকে কোনো সূত্রই আমি উদ্ধার করতে পারি নি—কোনো স্থান, কিংবা বাড়ি কিছু নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, কেউ একজন অন্তত ওদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করুক।

হোটেলের গিফট শপ থেকে কেনা ম্যাপ ধরে আমি হাঁটতে লাগলাম। ডুভালের পথ ধরে হাঁটতে গিয়ে সারিবদ্ধ দোকান, এবং ছোটো ছোটো থামের ওপর ছাউনি দেয়া রেস্টুরেন্টগুলো দেখে আমার নিউ ওরলিয়ানসের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের কথা মনে পড়ে যায়। সাইডওয়াক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার চোখে পড়লো চমৎকার জিনিসে সাজানো সব দোকান—মিনিয়েচার চিত্রকর্ম, বুটিক সিল্কের কাপড়, পেরুভিয়ান চকোলেটসহ অনেক কিছু। দেখলাম, আমার সামনে দিয়ে র‍্যাটল স্নেকের মতো আঁকাবাঁকাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে লা কঞ্চা টুর ট্রেন। বুঝতে পারলাম বেরাইল কেন আসলে এই জায়গা ছেড়ে যেতে চাইছিলো না। প্রতিটি পদক্ষেপেই বুঝতে পারছি, ফ্রাঙ্কির দেয়া সেই হুমকি আমার মন থেকে মুছে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আমি বাম দিকে ঘুরে সাউথ স্ট্রিটের পথ ধরলাম। তুলনামূলক এই রাস্তা অনেক নির্জন। রুক্ষ ডিসেম্বরে রিচমন্ডের অনেক রাস্তার সাথে একে তুলনা করা যায়।

সাদা কাঠামোর লুইস রেস্টুরেন্টটা এক সময় বসত বাড়ি ছিলো। লুইসের কোণ দিয়ে উঠে যাওয়া ভারনিকা ফুলের ঝাড় সাদা রঙের সাথে চমৎকারভাবে মানিয়ে গেছে। সারিবদ্ধ টেবিলের ওপর চমৎকারভাবে সাজানো তাজা ফুল। এসি ডাইনিং পার

BanglaBook.org

হয়ে আমি পোর্চে গিয়ে বসলাম। ওখান থেকে দিব্যি দেখতে পেলাম আকাশের নীল প্রান্তসীমা নীল সমুদ্রের পানিতে গিয়ে মিশেছে। তাজা ফুল দিয়ে সাজানো ঝুড়ি থেকে মনকে উৎফুল্ল করার মতো গন্ধ এসে লাগলো আমার নাকে। ওগুলো পোর্চের সিলিংয়ের নিচে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আটলান্টিকের পানি প্রায় আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে। খানিক দূরে নোঙর করা একটা সেইলবোট। একটা রাম এবং টনিকের অর্ডার দিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, বেরাইল তার চিঠিতে এ ধরণেরই সব বর্ণনা উল্লেখ করেছিলো।

ক্রেতারা বেশিরভাগ টেবিলই দখল ক'রে ব'সে আছে। এই ভিড়কে এড়িয়ে নির্জন কোনো টেবিল পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে লাগলাম। আমি যেখানে ব'সে আছি সেটা রেলিংয়ের একেবারে কোণ ঘেঁষে। চার সিঁড়ি নিচেই বিস্তৃত একটা ডেক। ওখানে একদল তরুণ-তরুণী বাথিংসুট পরে হৈ-হল্লা করছে। হলুদ রঙের বিকিনি পরা এক ল্যাটিন তরুণ পুড়ে যাওয়া সিগারেটের শেষাংশটুকু পানিতে ছুঁড়ে ফেললো। তারপর টলতে টলতে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় দফা বিয়ারের অর্ডার দিলো।

দীর্ঘ সময় নিয়ে আমি সালাদ এবং সেদ্ধ করা ঝিনুকের মাংস শেষ করলাম। নিচের ডেকে এতোক্ষণ যে তরুণ-তরুণী হৈ-হল্লা করছিলো তারা ওখান থেকে উঠে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এখন। অতি দ্রুত তারা নোঙর করা সেইলবোটের দিকে সাঁতরে যেতে লাগলো। বিল পরিশোধ ক'রে আমি বারটেন্ডারের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাজের অবসরে ক্যানোপি'র নিচে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে একটা নভেল পড়ছে লোকটা।

"কি লাগবে আপনার?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দ্রুত হাতের বইটা বারের নিচে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"ভাবছি, আপনি সিগারেট বিক্রি করেন কিনা," আমি বললাম, "রেস্টুরেন্টের ভেতর আমি অবশ্য কোনো মেশিন দেখতে পাই নি।"

"সেটাই," কথাটা বলে ও সিগারেটের কয়েকটা প্যাকেট মেলে ধরলো। ওগুলোর ভেতর থেকে আমার নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড বেছে নিলাম।

যে কোনো বার-এর সাধারণ দামের চাইতে অনেক বেশি নিলো আমার কাছ থেকে—দু'ডলার! কিন্তু এরপরও আমি তাকে অতিরিক্ত পঞ্চাশ সেন্ট টিপস্ দিলাম। ওর একজোড়া অবন্ধুত্বসুলভ সবুজ চোখ গ্রীষ্মের প্রখর ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। ওর চেহারায় এক ধরণের কাঠিন্য ফুটে উঠেছে।

"আপনাকে যদি একটা প্রশ্ন করা হয়, কিছু মনে করবেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ম্যাডাম, তাতে কিছু যায় আসে না, আপনি ইতিমধ্যেই একটা প্রশ্ন ক'রে ফেলেছেন," ও জবাব দিলো।

আমি হাসলাম। "অবশ্য ঠিকই বলেছেন। আমি ইতিমধ্যেই একটা প্রশ্ন ক'রে ফেলেছি। সুতরাং এখন আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাইছি। লুইয়ে কতোদিন হলো কাজ করছেন?"

BanglaBook.org

"পাঁচ বছর হতে চললো," তোয়ালেটা তুলে নিয়ে পিতলের বারগুলো ও পরিস্কার করতে লাগলো সে।

"তাহলে তো আপনার নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে চেনার কথা। ওই মহিলা স্ট্র নামে পরিচিত।" এই নামটাই তাকে বললাম। কারণ বেরাইল এখানে নিজেকে এ নামেই পরিচিত করেছিলো।

"স্ট্র?" হাতের কাজ না থামিয়েই নামটা আবার উচ্চারণ করলো সে।

"ডাক নাম। সোনালী চুল, হালকা-পাতলা গড়ন, খুবই সুন্দরী। গত গ্রীষ্মে প্রায় প্রতি বিকেলেই ও লুইয়ে আসতো। সম্ভবত আপনার টেবিলেই বসে বসে লিখতো।"

হাতের কাজটা থামিয়ে ও কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। "তার কথা জেনে আপনার কি হবে? উনি কি আপনার বান্ধবী?"

"উনি আমার রোগী," প্রথম চিন্তাতে যা মনে আসলো সেটাই বললাম। কথাটা সর্বাংশে মিথ্যেও নয় অবশ্য।

"হুহ্?" তার পুরুষ্ট ভুরু কুঁচকে গেলো, "একজন রোগী? কেমন রোগী? আপনি তার ডাক্তার?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"ভালো, আপনি আসলে তার কোনো ভালোই করতে পারবেন না, ডাক্তার। আমি আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি।" ভাঁজ করা চেয়ারটা মেলে ওটায় বসে হেলান দিলো। খানিকক্ষণ কিছুই বললো না।

"আমি এ ব্যাপারে অবগত আছি," আমি বললাম, "উনি যে মারা গেছে তা আমি জানি।"

"হ্যা, সংবাদটা শোনার পর খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ আগে পুলিশ এখানে এসেছিলো, অনেক খোঁচাখুচি করলো। আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে আসলে তারা কিছুই জানতে পারে নি। সত্যি বলতে, আমার সহকর্মীরাই ওই মহিলা সম্পর্কে কিছু জানে না তো বলবে কোথা থেকে? তিনি সত্যিকার অর্থেই শান্ত এবং একজন ভদ্র মহিলা ছিলেন," আমার কাছ থেকে বেশি দূরে নয়, একটা টেবিলের দিকে নির্দেশ ক'রে ও বললো, "ওখানে বসেতেই তিনি ভালোবাসতেন। বসে বসে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।"

"আপনার সাথে কি তার ভালো পরিচয় ছিলো?"

"অবশ্যই।" ও শ্রাগ করলো। "মাঝে মাঝে এক সাথে বসে পান করেছি। উনি করোনা এবং লাইম পছন্দ করতেন। কিন্তু তাকে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, সাধারণ মানুষ কিন্তু তা জানে না। আমি বলতে চাইছিলাম, উনি কোথা থেকে এসেছিলেন তা কেউই জানতো না। আসলে এটা হচ্ছে যাযাবর পাখিদের আবাস, কোথা থেকে কে আসে, তার খবর কেউই জানতে চায় না।"

"রিচমন্ড, ভার্জিনিয়া," আমি বললাম।

"আপনি জানেন," ও বলে যেতে লাগলো, "অনেকেই এখানে আসছে আবার চলে যাচ্ছে। কি-ওয়েস্ট হলো বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'দের তীর্থভূমি। এখানে অনেক

BanglaBook.org

শিল্পীও আছেন। আমি অনেক মানুষের সাথে মিশেছি, স্ট্র তাদের চাইতে অন্য রকমের ছিলেন না। কিন্তু যাদের সাথে মিশেছি তাদের কারো জীবনই হত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয় নি। জঘন্য!" ঘন দাড়ি চুলকে নিয়ে দু'পাশে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো কথাগুলো। "এটা চিন্তা করাও কঠিন।"

"এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে গেছে, যার কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি," একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম।

"হ্যা, ঘোড়ার ডিমের আপনি দেখি ধূমপান করছেন? আমার ধারণা ছিলো ডাক্তাররা বিষয়টা ভালোভাবেই জানে।"

"এটা নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর একটা অভ্যাস। তা আমি ভালোভাবেই জানি। আমি আশা করেছিলাম আপনি আমার জন্যে রাম এবং টনিকের ব্যবস্থা করবেন, কারণ আমি পান করতেও পছন্দ করি। দয়া ক'রে বারবানকোর্ট মিশিয়ে দেবেন।"

"চার, আট, কতোতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন?" অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলো সে।

"পঁচিশ, যদি আপনার কাছে থাকে তো।"

"না। সমস্ত দ্বীপ খুঁজে পচিশ বছরের পুরনো মদ পাওয়া যেতে পারে। খুবই কড়া। আপনাকে কাদিয়ে ছাড়বে।"

"তাহলে আপনার কাছে সেরা জিনিসই আছে দেখছি," আমি বললাম।

পেছনের তাকে একটা বোতলের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলো সে। এর এ্যামবার গ্লাস এবং লেবেলের ওপরকার পাঁচটা তারকা আমার বেশ পরিচিত। বারবানকোর্ট রাম, পনেরো বছরের পুরাতন। বেরাইলের কিচেন কেবিনেটে আমি এরকমই একটা বোতল দেখেছিলাম।

"বেশ চমৎকার একটা জিনিস পাওয়া গেছে," আমি বললাম।

ও চেয়ার থেকে উঠে রাম পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তরল হাইতিয়ান গোল্ডের এই রামের সাথে টনিক না মেশানো পর্যন্ত আসলে কোনো লাভ নেই। সবার শেষে ওটাকে দেখে আমার কে লাইমের মতো মনে হলো, যেনো তা এইমাত্র গাছ থেকে ছিড়ে আনা হয়েছে। পরিবেশনের সময় ও গ্লাসের মুখের কাছে চাকতি ক'রে কাটা লেবু আঁটকে দিলো। তোয়ালায় হাত মুছে ওটা তার ফেডেড লিভাইস জিনসের কোমরের কাছে গুঁজে রাখলো। চমৎকারভাবে ভাঁজ করা পেপার ন্যাপকিন আমার দিকে এগিয়ে দিলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমার জীবনের অন্যতম সেরা রাম আমি পান করলাম।

"এটা আমার পক্ষ থেকে আতিথেয়তা," ওর দিকে বারিয়ে দেয়া দশ ডলারের একটা নোট না নেবার ইশারা ক'রে বললো। "যে ডাক্তার ধূমপান করে এবং আমার পরিবেশন করা রামের প্রশংসা করে তাকে আমার ভালোই লাগে।" বারের নিচ থেকে নিজের প্যাকটা বের ক'রে নিলো।

"আমাকে বলতেই হচ্ছে," ম্যাচবক্স ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো সে, "ধূমপান এবং মদ পানের ব্যাপারে উপদেশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আপনি

BanglaBook.org

বুঝতে পারছেন, আমি কি বলছে চাইছি? মানুষ এসব কারণে আপনাকে বড় রকম অপরাধী ভাবতে শুরু করে। আমার মতে, বেঁচে থাকবো অথবা বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো। এটাই আমার আদর্শ।"

"হ্যা, আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন," আমরা দু'জনেই ঢক ঢক করে পান করার পর আমি বললাম।

"সবসময় তারা কিছু না কিছু দিয়ে আপনাকে বিচার করার চেষ্টা করবে। আপনি কি খাচ্ছেন, কি পান করছেন, কার সাথে ডেট করছেন—সব বিষয়ে তারা নাক গলাবে।"

"মানুষ মাঝে মাঝে অতিরিক্ত মাত্রায় বিচারক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, নিষ্ঠুরও হয়ে ওঠে," আমি বললাম।

"তেমনই হবে হয়তো।"

ও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো।

"যাইহোক," ও বললো, "স্ট্রকে নিয়ে কথা হচ্ছিলো, ডাক্তার। আপনি আসলে কি খুঁজে বের করতে চাইছেন? আশা করি এই প্রশ্ন করায় কিছু মনে করবেন নি?"

"তার মৃত্যুর সাথে বিভিন্ন বিষয় এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে, যার সবই আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে," আমি বললাম, "আশা করছি তার কোনো বন্ধু কিছু বিষয় খোলাসা করলে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে—"

"এক মিনিট দাঁড়ান," চেয়ারে সোজা হয়ে ব'সে আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললো, "তখন বললেন আপনি তার চিকিৎসক, কোন্ ধরণের চিকিৎসক?"

"আমি তাকে এক্সামিন করেছিলাম..."

"কখন?"

"তার মৃত্যুর পর।"

"আহ্! বলতে চাইছেন আপনি একজন *মরটিশিয়ান?*" একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে আমাকে সে প্রশ্ন করলো।

"আমি একজন ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট।"

"করোনার?"

"কম বেশি সেরকমই।"

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি," ও আমার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললো, "আপনাকে দেখে কেউ এটা ভাববে না।"

আমি জানি না এইমাত্র আমাকে প্রশংসা করা হলো কিনা।

"ওরা কি সব সময়—কী যেনো বললেন আপনি—ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট, হ্যা, আপনার মতো একজন ফরেনসিককেই এইসব কাজে লাগায় নাকি?"

"আমাকে আসলে কেউই এখানে পাঠায় নি। এখানে আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় এসেছি।"

"কেন?" তার চোখে একরাশ বিস্ময়। "অনেক পথ পারি দিয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই এখানে আসতে হয়েছে।"

BanglaBook.org

"তার কী হয়েছিলো আমার জানা প্রয়োজন। জানাটা আমার খুবই প্রয়োজন।"

"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন, পুলিশ আপনাকে পাঠায় নি?"

"পুলিশ অটোপ্সি করার জন্যে আমাকে কোথাও পাঠানোর ক্ষমতা রাখে না।"

"ভালো," ও হাসলো। "আপনার কথা শুনে আমার ভালোই লাগছে।"

পানীয় নেবার জন্যে আমি হাত বাড়ালাম।

"উন্নাসিকদেরে দল। ওরা একেকজন নিজেদেরকে ক্ষুদে র‍্যাম্বো ভাবে।" ও তার সিগারেট বের করলো। "এখানে ওরা রবার গ্লাভস পরে এসেছিলো, একবার ভেবে দেখেছেন? প্রভু জিশু! এবার ভেবে দেখুন, কাস্টমারদের সামনে আমাদের মুখ থাকে? আমাদের একজন ওয়েটার ব্রেন্টের কাছে গিয়েছিলো ওরা। ও মারা যাচ্ছিলো, অথচ ঐ বানচোতেরা কি করলো? তাকে পরীক্ষা করতে গেলো সার্জিকাল মাস্ক মুখে এঁটে, তারপরও ওর বিছানা থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, বেরাইলের ঘটনাটা যদি আমি জানতাম তবে তাদেরকে আমি একটুও সময় দিতাম না।"

নামটা কানে আসতে আমি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেললাম। যখন আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম, মানুষটাও বুঝে ফেললো, এইমাত্র সে কি বলে ফেলেছে।

"বেরাইল?" প্রশ্ন করলাম তাকে।

কোনো কথা না বলে ও আবার চেয়ারে হেলান দিলো।

আমি তাকে চেপে ধরলাম। "ওর নাম যে বেরাইল, আপনি সেটা জানেন?"

"আমি এতোটুকু শুধু বলতে পারি, পুলিশ তার সম্পর্কে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিলো।" আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই অস্বস্তি নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। আমার বারটেন্ডার বন্ধু মিথ্যে বলাতে তেমন পারদর্শী নয়।

"ওরা কি আপনার সাথে কথা বলেছিলো?"

"না। কী ঘটতে চলেছে তা দেখার পর নিজেকে আমি ওদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"আমি আগেই আপনাকে সব বলেছি। আমি পুলিশদের মোটেও পছন্দ করি না। ছেলেবেলা থেকেই আমি ওদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনে আসছি। কিছু কারণে ওরা সবসময় আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে, রেবন গগলস্ পরে নিজেদেরকে ওরা টিভি সিরিয়ালের অভিনেতা বলেই বোধহয় ভাবতে থাকে।"

"ও যখন এখানে ছিলো, তখনই আপনি তার নাম জানতে পেরেছিলেন," শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম, "পুলিশ আসার অনেক আগে থেকেই আপনি জানতেন তার নাম বেরাইল ম্যাডিসন।"

"যদি জেনেই থাকি, তাতে কি এমন ক্ষতি হয়েছে? এ আর এমন কি?"

"এ বিষয়ে উনি খুবই গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন," আমি তার প্রশ্নের জবাবে বললাম। "তার পরিচয় সবাই জেনে যাক, তা তিনি মোটেই চাইতেন না। তিনি কে, সাধারণ মানুষকে তা কখনোই বলার কথা নয়। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে নাম

BanglaBook.org

জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে, এ কারণে তিনি সবসময় নগদ টাকা ব্যবহার করেতেন। শুধু তাই নয়, নাম প্রকাশ হওয়ার ভয়ে চেক পর্যন্ত ব্যবহার করেন নি। তিনি প্রচণ্ড আতঙ্কের ভেতর ছিলেন। আতঙ্কে ছুটে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন—বাঁচতে চেয়েছিলেন।"

ও আমার দিকে চোখ বড় ক'রে তাকালো।

"দয়া ক'রে কতোটুকু আপনি জানেন, আমাকে খুলে বলেন। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি। আপনি ওর বন্ধু ছিলেন, সে কারণে আপনরি প্রতি আমার আলাদা এক ধরণের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।"

কিছু না বলে ও উঠে বারের সামনে থেকে সরে গেলো। আমি তার শুধু পেছন দিকটা দেখতে পেলাম। খালি বোতলগুলো এবং খানিক আগের তরুণ-তরুণীদের ফেলে রেখে যাওয়া খালি বিয়ারের ক্যানগুলো সংগ্রহ করতে লাগলো সে।

মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমি তার পেছনের জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দূরে তামাটে বর্ণের এক তরুণ নিজের নৌকার ভাঁজ পাল খুলছে সমুদ্র যাত্রার আয়োজন করার জন্যে। পাম গাছের পাতা বাতাসে শিষ বাজাচ্ছে। সৈকতে একটা কালো রঙের ল্যাব্রাডর কুকুর লাফালাফি করছে মনের আনন্দে।

"জুলু," কুকুরটার দিকে তাকিয়ে অনেকটা আপন মনেই বিড়বিড় ক'রে বললাম।

বারটেন্ডার নিজের কাজ থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালো। "আপনি কী বললেন?"

"জুলু," কথাটা আমি পুণরাবৃত্তি করলাম।

"বেরাইল তার একটা চিঠিতে জুলু এবং আপনার বেড়ালের কথা উল্লেখ করেছিলো। সে বলেছে, লুইয়ের পোষাপ্রাণীরা অনেক মানুষের চাইতেও ভালো খাবার খেয়ে থাকে।"

"কোন্ চিঠি?"

"এখানে থাকতে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিও সে। খুন হওয়ার পর ওগুলো তার বেডরুমে খুঁজে পাই আমরা। সে বলেছে, এখানকার প্রত্যেকেই যেনো পরিবারের সদস্যদের মতো। তার ধারণা এই কি-ওয়েস্ট পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান। আমার মনে হয় সে কখনই রিচমন্ডে ফিরে যেতো না। বাকিটা সময় হয়তো এখানেই কাটিয়ে দিতো।"

আমার কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অপরিচিত মনে হচ্ছে। কাজ শেষ ক'রে বারটেন্ডার যখন ফিরে এলো, তখন খানিক উত্তেজিত মনে হলো তাকে। আবেগ জড়ানো কণ্ঠে ও বললো, "আমি ঠিক জানি না বেরাইল আপনাকে কি বলেছে। কিন্তু হ্যা, আমি বেরাইলের বন্ধু ছিলাম বটে।"

ওর দিকে ঘুরে বললাম, "ধন্যবাদ আপনাকে। আমি নিজেকে তার বন্ধু ভাবতে পছন্দ করি। আর ওই কারণেই আমি তাকে বন্ধু মনে করি।"

ও এক নজর আমার দিকে তাকালো কিন্তু তার মুখের কাঠিন্য এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

BanglaBook.org

"আপনি কোনোভাবেই নিশ্চিত হতে পারছেন না, কে ঠিক আর কে ভুল," ও মন্তব্য করলো। "ও বিষয়ে নিশ্চত হওয়া আজকালকার দিনে খুবই দূরূহ ব্যাপার।"

তার অভিমানগুলো আমি অনুভব করতে পারলাম। "বেরাইল সম্পর্কে অন্য কেউ কি আর প্রশ্ন করেছিলো? পুলিশ বাদে অন্য কেউ? আমি বাদেও অন্য কোনো মানুষ?"

ও এক নিঃশ্বাসে একটা কোকের বেশ কিছুটা শেষ করে ফেললো।

"তেমন কেউ কি আছে?" সতর্ক হয়ে তাকে আমি প্রশ্নটা আবারো করলাম।

"তার নাম জানি না," ও পানীয়তে গভীরভাবে চুমুক দিলো। "দেখতে সুন্দর একজন। কম বয়সী, খুব জোর বয়স বিশের কাছাকাছি। কালো চুল। দামি পোশাক। দেখে মনে হবে, এই মাত্র যেনো *জি কিউ* ম্যাগাজিনের পাতা থেকে উঠে এসেছে। সপ্তাহ কয়েক আগের ঘটনা। ও নিজেকে একজন গোয়েন্দা ব'লে পরিচয় দিয়েছিলো। এইরকম জঘন্য কিছু আর কি।"

সিনেটর পারটিনের পুত্র।

"ও জানতে চাইছিলো বেরাইল এখানে কোথায় থাকতো?"

"আপনি তাকে বলেছিলেন?"

"মাথা খারাপ, আমি তার সাথে কথা পর্যন্ত বলি নি।"

"অন্য কেউ কি তাকে বলেছিলো?" জানতে চাইলাম।

"তেমনটি মনে হচ্ছে না।"

"তেমন মনে হয় না কেন? তাছাড়া আপনার নামটাও কি আমাকে বলবেন না?"

"তেমন মনে হয় না, কারণ তাকে আমি ছাড়া আর কেউই চিনতো না। আর আমি তখনই আমার নামটা জানাবো যখন আপনি নিজের নামটা আমাকে জানাবেন।"

"কে স্কারপেত্তা।"

"আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম। আমার নাম পিটার। পিটার জোনস্। বন্ধুরা আমাকে পিজে নামে ডাকে।"

লুই থেকে দুই ব্লক পরে অবস্থিত পিজে'র ছোট্ট বাড়িটা সম্পূর্ণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালায় ঘেরা। বারাকুডা যদি বাড়ির সামনে পার্ক করা না থাকতো, তাহলে কোনোভাবেই হয়তো জানতে পারতাম না গাছপালার আড়ালে রঙ চটানো কাঠের ফ্রেমের একটা বাড়ি থাকতে পারে। গাড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, পুলিশ কেন এর মালিককে অহরহ বিরক্ত করার জন্য তৎপর হয়ে থাকে। ক্ষয় হয়ে আসা বড় বড় চাকা এবং হেডারস্। সামনের এবং পেছনের দিকটা তুলনামূলকভাবে অনেক উঁচু। বাড়িতে তৈরি করা রঙের আস্তরণে জিনিসটার অদ্ভূত রূপ ধারণ করেছে।

"ওটা আমার বেবি," বুড়ো আঙুল তুলে নির্দেশ করলো পিজে।

"আমার তো মনে হচ্ছে তারচেয়েও বেশি কিছু," আমি বললাম।

"যখন আমার বয়স ষোলো, তখন থেকেই ওটা আমার সাথে সাথে আছে।"

BanglaBook.org

"আশা করি সারাজীবন আপনার সাথে সাথেই থাকবে," কথাটা বলে ডালপালা সরিয়ে আমি ওর পেছন পেছন অন্ধকার একটা শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"আহামারি তেমন কিছু নয়," দরজা খুলতে খুলতে ও মন্তব্য করলো। "শুধু একটা অতিরিক্ত বেডরুম আছে উপর তলায়। ওখানেই বেরাইল থাকতেন। ইদানিং ভাবছিলাম ওটা আবার ভাড়া দেয়া যায় কিনা। কিন্তু নতুন ভাড়াটিয়া নেবার ব্যাপারে আমি বেশ খুতখুতে।"

জাঙ্কইয়ার্ড ফার্নিচারে ভর্তি লিভিং রুমটা একেবারে এলোমেলো হয়ে আছে। সবুজ এবং গোলাপী রঙ করা কাউচ, শঙ্খ এবং প্রবাল দিয়ে বিচ্ছিরিভাবে সাজানো কয়েকটা ল্যাম্প, ওক্ কাঠের কোনো দরজা কেটে বানানো কফি টেবিল। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে রঙ করা নারকেল, স্টারফিশ, সংবাদপত্র, জুতা এবং বিয়ার ক্যান।

"বেরাইল কিভাবে জানলো যে, আপনি ঘর ভাড়া দিবেন?" কাউচের ওপর বসতে বসতে আমি প্রশ্ন করলাম।

"লুইয়ে আড্ডা মারতে গিয়ে," কয়েকটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে ও বললো। "এখানে আসার পর প্রথম কয়েকটা রাত তার ওশান কি'র ডুভালে কেটেছে। মোটামুটি ভালো মানের একটা হোটেল। অনুমান করলাম, দীর্ঘদিন যদি তিনি এখানে কাটিয়ে দেন, তাহলে সাথে নিয়ে আসা টাকাগুলো শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না।" পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে বসলো পিটার। "সেদিন নিয়ে তৃতীয়বারের মতো লুইয়ে লাঞ্চ করতে আসতে দেখলাম তাকে। তেমন কিছু খেতেন না। সালাদ নিয়ে ওই টেবিলে বসে পানির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তখনও তিনি কোনো কাজ শুরু করেন নি। শুধুই বসে থাকতেন। চারদিকের দৃশ্য দেখতেই যেনো তিনি ব্যস্ত। তার সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিন তার সাথে প্রথম কথা বলার সুযোগ পেলাম। রেলিংয়ে ঝুঁকে তিনি চারপাশের দৃশ্য দেখেছিলেন। তাকে দেখে কেন যেনো খুব অসহায় মনে হলো।"

"কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

পিটার শ্রাগ করলো। "আমার মনে হলো তিনি কি যেনো হারিয়ে ফেলেছেন। কোনো কিছু নিয়ে চাপা উৎকণ্ঠার ভেতর আছেন অথবা সেরকমই কিছু একটা। সুতরাং আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। অবশ্য প্রথম অবস্থাতেই তেমন কোনো সাড়া পেলাম না।"

"হ্যা, সহজে সাড়া দেবার মতো মহিলা ছিলো না সে," তার কথায় আমি সমর্থন জানালাম।

"তার কাছ থেকে বন্ধুত্বসূলভ সাড়া পেতে সময় লাগলো। সাধারণ কিছু প্রশ্নের ভেতর দিয়ে তার সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। যেমন, 'এটা আপনার এখানে প্রথম আসা?' অথবা 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' এরকমই ছোটোখাটো সব প্রশ্ন। মাঝে মাঝে এগুলোর জবাব পর্যন্ত তিনি দিতে চাইলেন না। মনে হলো যেনো তিনি ওখানেই উপস্থিত নেই কিংবা কিছু শুনতেই পান নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি পান করতে তিনি পছন্দ করেন। এভাবেই কথা বলতে শুরু করলাম। মনে

BanglaBook.org

হয় আমার কথাগুলো তার কাছে ভালো লাগলো। এরপর তাকে আমার সংগ্রহের ভালো একটা ড্রিংক পরিবেশন করলাম—করোনার সাথে লাইম। তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এরপর পরিবেশন করলাম বারবানকোর্ট, যেমনটি আপনাকে দিয়েছিলাম। ওটার আসলেই বিশেষত্ব ছিলো।"

"নিঃসন্দেহে তাতে তার ভেতরকার কাঠিণ্য দূর হয়ে গেলো," আমি মন্তব্য করলাম।

পিটার একটু হাসলো। "হ্যা, ঠিক ধরেছেন। আমি বেশ কড়া ক'রে ওটা তৈরি করেছিলাম। আমরা কিছু অবান্তর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বললাম। এরপরই অবশ্য তিনি জানতে চাইলেন এই এলাকায় কোনো থাকার মতো ঘর পাওয়া যাবে কিনা। তখনই তাকে জানালাম, আমার একটা খালি ঘর আছে, এবং তা দেখার আমন্ত্রণও জানালাম। দিনটা ছিলো রবিবার। আমি প্রতি রবিবারই একটু আগে বাড়ি ফিরি।"

"রাতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন?" জানতে চাইলাম আমি।

"বিষয়টা আমাকেও বেশ অবাক করেছিলো। আমার পক্ষ থেকে একটুও আগ্রহ দেখালাম না। কিন্তু তিনি দেখালেন। সমস্ত জড়তা কাটিয়ে এই বাড়িটা ঘুরে দেখতে লাগলেন। তখন ওয়াল্ট বাড়িতেই ছিলো। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুধু ব'সে আলাপ শুরু করলাম। খানিকক্ষণের ভেতর আমাদের আলাপ বেশ জমে উঠলো। এরপর থেকে আমরা তিনজন মিলে ওল্ড টাউনে'র রাস্তা ধরে হাটতে থাকতাম। আমাদের হাটা শেষ হতো একেবারে স্লপি জো'তে গিয়ে। বেরাইল ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। তাকে আমার খুবই স্মার্ট মহিলা ব'লে মনে হয়েছে।"

"ওয়াল্ট রূপার গহণা বিক্রি করতো," আমি বললাম, "ম্যালরি স্কোয়ারে।"

"আপনি তা জানলেন কিভাবে?" পিজে প্রশ্ন করলো আমাকে।

"বেরাইলের চিঠি থেকে," আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

ওকে দেখে খানিকটা মর্মাহত মনে হলো।

"ও স্লপি জো'র কথা উল্লেখ করেছিলো। আমার যতোটুকু ধারণা হয়েছে তাতে, বেরাইল আপনাকে এবং ওয়াল্টকে বোধহয় খুব পছন্দ করতো।"

"হ্যা, আমাদের আপনি একই বোতলের বিয়ার মনে করতে পারেন।" মেঝে থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে ও কফি টেবিলের ওপর ছুঁড়ে মারলো।

"আপনারা দু'জনেই বোধহয় তার একমাত্র বন্ধু ছিলেন?"

"বেরাইলের ভেতর আলাদা কিছু একটা ছিলো।" ও আমার দিকে তাকালো। "উনি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের ছিলেন। ইতিপূর্বে তার মতো কারো সাথেই আমার পরিচয় হয় নি, সম্ভবত আর হবেও না।" চেয়ারের পেছনে হাত নিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ও কথাগুলো বললো। "এখানে ব'সে তার সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগতো। উনি যা বলতেন, সবই আমার ভালো লাগতো।" পিটার তার আঙুলগুলো ফুটাতে লাগলো। "এমন নয় যে, আমি উনার থেকে দশ বছরের ছোটো বলে চিন্তা-চেতনার পার্থক্য ছিলো। আমার বোনও এরকমই। ডেনভারের একটা স্কুলের তিনি শিক্ষিকা। মানুষের কথা শুনেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই না। বারটেন্ডারের কাজ নেবার

BanglaBook.org

আগে এই হাত দিয়ে অনেক কিছু করতে হয়েছে আমাকে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কাজ, রাজ মিস্ত্রির কাজ, কাঠের কাজ অনেক কিছু। আমৃত্যু হয়তো আমাকে এরকমই ক'রে যেতে হবে। আমার এখানে আসার একমাত্র কারণ ওয়াল্ট। মিসিসিপি'তে ওর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সাথে সাথেই ছিলো আমার। আপনি বিশ্বাস করবেন, ওর সাথে পরিচয় হয়েছিলো একটা বাসস্ট্যান্ডে। লুজিয়ানা পর্যন্ত আমরা এক স্থানে কথা বলতে বলতে আসলাম। এর কয়েক মাস পর এখানে আস্তানা গাড়লাম। এর ভেতর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে।" পিটার আমার দিকে তাকালো। "এর সবই দশ বছর আগেরকার কথা। সবই আজ আমি ভুলে যেতে চাইছি।"

"জীবনে আপনি অনেক কিছু অর্জন করেছেন পিজে," শান্ত কণ্ঠে বললাম তাকে।

"হ্যা, অবশ্যই," চোখ বন্ধ ক'রে আবার সে সিলিংয়ের দিকে মুখ তুললো।

"ওয়াল্ট এখন কোথায়?"

"শেষবার শুনেছিলাম ও লডারডেল-এ আছে।"

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত," আমি বললাম।

"এটা ঘটতোই। আমি আর কি বলতে পারি?"

আকস্মিকভাবে কেমন যেনো নীরবতা নেমে এলো। চিন্তা ক'রে দেখলাম তাকে প্রশ্ন করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

"এখানে থাকতে বেরাইল একটা বই লেখার কাজে হাত দিয়েছিলো।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। যখন তিনি আমাদের দু'জনের সাথে পরিচিত হন নি, তার অনেক আগেই তিনি বইয়ের কাজটা শুরু করেছিলেন।"

"ওটা উধাও হয়ে গেছে।"

পিটার কোনো জবাব দিলো না।

"আপনার কাছ থেকে শোনা তথাকথিত সেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর এবং আরো অনেকে এটার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। আপনিও সেটা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। আমি সেইরকমই বিশ্বাস করি।"

এবারো সে চুপ ক'রে থাকলো। তার চোখ বন্ধ।

"পিজে, আমাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখেছি না, কিন্তু আশা করবো, আপনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শোনার চেষ্টা করবেন," শান্ত কণ্ঠে আমি বলে যেতে লাগলাম। "ওই পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করতে চাই। আমার ধারণা কি-ওয়েস্ট থেকে রিচমন্ডে ফিরে যাবার সময় ওটা সে সাথে ক'রে নিয়ে যায় নি। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?"

বন্ধ চোখ খুলে ও পিটপিট ক'রে আমার দিকে তাকালো। "ডাঃ স্কারপেট্টা, আপনার প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, ওটা আমার কাছে নেই। তার পাণ্ডুলিপি আমার কাছে থাকবে কেন? আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে যাবো কেন?"

"আপনি কি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জিনিসটা কোথায় আছে তা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না বলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

BanglaBook.org

"তাতে কিছু যায় আসে না। তাছাড়া আপনাকেই আমি প্রথম প্রশ্ন করেছি।"

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সোনালী রঙের ময়লা কার্পেটটার দিকে তাকালাম। কাউচে হেলান দিয়ে আমি বললাম, "যদিও বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার তেমন কোনো কারণ দেখছি না, পিজে।"

"ঘোড়ার ডিম! তেমন কোনো কারণ না থাকলে, আপনি এই অনুরোধও করতে পারেন না।"

"তার সম্পর্কে বেরাইল কি কিছুই বলে নি?" প্রশ্ন করলাম তাকে।

"আপনি কি বলতে চাইছেন, যে তাকে বিরক্ত করছিলো তার সম্পর্কে?"

"হ্যা।"

"হ্যা, আমি সেটা জানতাম," হঠাৎ ও উঠে দাঁড়ালো, "আমি তেমনভাবে আপনাকে চিনি না, তবুও একটা বিয়ার পরিবেশন করতে হচ্ছে আমাকে।"

"তেমনটা পেলে তো খুবই ভালো হয়," তার আতিথেয়তার প্রতি সম্মান জানিয়েই বললাম। যদিও এখন পর্যন্ত রাম পান করার ফলে মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

কিচেন থেকে ফিরে এসে ও আমাকে হিম শীতল একটা করোনোর বোতল ধরিয়ে দিলো। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে বোতলটা ভিজে আছে। বোতলের লম্বা মুখের কাছে কয়েক টুকরো লেবু ভাসছে। এর স্বাদ এক কথায় অপূর্ব।

পিজে তার চেয়ারে আবার বসলো। "স্ট্র, অর্থাৎ আমি বলতে চাইছিলাম বেরাইল, মনে হয় তাকে বেরাইল বলাটাই ঠিক হবে। সত্যি বলতে যখন তার কাছ থেকে সব শুনলাম, আমি কিন্তু মোটেও অবাক হই নি। আমার কৌতুহল জাগিয়েছিলো এটা। আমি তাকে এখানে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালাম। ভাড়াও চাইলাম না। ওয়াল্ট এবং আমি সবকিছু মিলিয়ে মনে হলো ভালোই লাগবে। আমাদের বোনের মতো থাকবেন। কিন্তু ঐ বানচোতটা আমার সাথেও ঝামেলা পাকিয়ে বসলো।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না," হঠাৎ চমকে উঠে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

"ঠিক সে সময়েই ওয়াল্ট চলে গেলো। ও চলে যাওয়ার পর বিষয়টা আমরা জানতে পারলাম। আমি জানি না। ওয়াল্ট নিজেকে পাল্টে ফেলেছিলো। বেরাইলের যা হয়েছিলো সেটা একমাত্র এই কারণে কিনা তা আমি জানি না। আমাদের মধ্যে সমস্যা ছিলো। তবে এর ফলে ওয়াল্টের কিছু একটা হয়েছিলো। ও একটু দূরে সরে গেলো। আমাদের সাথে কোনো কথা বলতে চাই তো না। তারপর এক সকালে তো চলেই গেলো।"

"এটা কখন ঘটেছিলো? এখানে পুলিশ আসার কয়েক সপ্তাহ আগে?"

ও মাথা নাড়লো।

"পিজে, সমস্ত ঘটনার সাথে আমিও আঁটকে গেছি," আমি বললাম। "ঘটনাগুলো আমাকে সম্পূর্ণভাবে আঁটকে ফেলেছে।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন? আপনাকে এভাবে কি আঁটকে ফেললো যার কারণে আপনাকে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে?"

"বেরাইলের দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়া ক'রে ফিরছে।" কোনোভাবে তাকে কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারলাম।

BanglaBook.org

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও আমার দিকে তাকালো।

"বর্তমানে আমাকে প্রায় পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে—যে কারণে বেরাইল পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো।"

"বুঝলেন, আপনারা কিন্তু আমার মাথা খারাপ ক'রে ফেলার চেষ্টা করছেন," হাত নাড়িয়ে ও বললো। "আপনি আসলে কি বলতে চাইছেন?"

"আজকের *মায়ামি হেরাল্ড* দেখেছেন? প্রথম পাতায় একটা ছবি ছাপানো হয়েছে। রিচমন্ডের একটা পুলিশের গাড়িতে আগুন জ্বলছে।"

"হ্যা," খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে ও জবাব দিলো। "একটু একটু মনে পড়ছে।"

"ওই আগুন লেগেছিলো আমার বাড়ির সামনে। যে পুলিশ ডিটেক্টিভের গাড়ি ছিলো সে তখন আমার বাড়িরই লিভিংরুমে ব'সে ছিলো। এটাই প্রথম নয়, এরকম বেশ কয়েকবার আমাদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝতেই পারছেন। ওই শয়তান আমার পেছনেও লেগে আছে।"

"প্রভু জিশু, কে এমনভাবে আপনাদের পেছনে লেগে আছে?" আমি বলবো সব জানার পরও প্রশ্নটা করলো সে।

"বেরাইলকে হত্যা করেছে যে লোক," খানিক ইতস্তত ক'রে বললাম। "ওই খুনী এরপর তার পরামর্শদাতা ক্যারি হারপারকে নৃশংসভাবে খুন করে। ওই নামটা হয়তো বেরাইলের মুখ থেকে অনেকবার শুনে থাকবেন।"

"অনেকবারই শুনেছি। জঘন্য। আমি এটা বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না।"

"পিজে, দয়া ক'রে আমাকে সাহায্য করুন।"

"আমি জানি না কিভাবে সাহায্য করতে পারবো," প্রচণ্ড হতাশ হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পায়চারী শুরু করলো পিটার। "ওই শুয়োর আপনার পেছন ঘোঁত ঘোঁত করতে এলো কেন?"

"ও এক ধরণের ভ্রান্ত ঈর্ষায় ভুগছে। তার মানসিক অবস্থা খুবই বিক্ষিপ্ত। ও একজন প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়াক। বেরাইলের সাথে যারই কোনো সম্পর্ক আছে, তাকেই ওই খুনী মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। আমি জানি না কেন। কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, ওই ব্যাক্তিটা আসলে কে। আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

"আমি ঠিক জানি না ও কোন্ নরকের কীট, অথবা কোন্ নরকে ব'সে আছে। যদি জানতাম, ঠিকই খুঁজে বের করতাম, আর শুয়োরের বাচ্চার মাথাটা গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতাম।"

"পিজে, ওই পাণ্ডলিপিটা আমার প্রয়োজন," আমি বললাম।

"এর সাথে ওই পাণ্ডুলিপির কি সম্পর্ক?" প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ও বললো।

সুতরাং, আমি তাকে বললাম। আমি তাকে ক্যারি হারপার এবং তার নেকলেস সম্পর্কে বললাম। আমি তাকে ফোনে হুমকি দেবার ব্যাপারটা জানালাম, জানালাম ফাইবারের রহস্য। পাণ্ডুলিপি চুরি করার মিথ্যা অপবাদ যে আমার উপর চাপানো হয়েছে, সেটাও আমি গোপন করলাম না। তবে কেসের ব্যাপারে বিস্তারিত আমি কারো সাথে কখনো আলাপ করি না। এক্ষেত্রেও করলাম না। তাছাড়া কেসের সাথে কারা

BanglaBook.org

কারা সংশ্লিষ্ট, সে সম্পর্কেও কিছুই জানালাম না। যখন আমার বক্তব্য শেষ করলাম, পিজে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যখন ও ফিরে এলো, দেখলাম ওর সাথে একটা আর্মিদের ব্যবহার করা ন্যাপস্যাক। ওটা সে আমার কোলের ওপর নামিয়ে রাখলো।

"এখানে," ও বললো, "ঈশ্বরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এই কাজটা আমি কখনই করবো না। বেরাইল, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত," বিড়বিড় করলো ও, "আমি সত্যিই দুঃখিত।"

ক্যানভাসের ফ্ল্যাপ খুলে আমি প্রায় হাজার পৃষ্ঠার টাইপ করা বান্ডিল বের ক'রে আনলাম। তার সাথে বেশ কিছু হাতে লেখা নোট এবং চারটা কম্পিউটার ডিস্কেট। সবকিছু এক সাথে ক'রে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা।

"উনি আমাদের বলেছিলেন, উনার যদি কিছু হয়েও যায়, তাহলেও যেনো এটা হাতছাড়া না করি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তার কাছে।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, পিটার। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন," আমি বললাম, এরপর তাকে আরেকটা প্রশ্ন না ক'রে পারলাম না।

"আপনি কি জানেন, বেরাইল 'এম' অক্ষরের একজনের কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলো? এই 'এম' অক্ষরের মানুষটা কে হতে পারে?"

ও শান্তভাবে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলো।

"আপনি কি জানেন, এই মানুষটা কে হতে পারে?" আবারো প্রশ্নটা করলাম।

"উনি নিজেই," ও জবাব দিলো।

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

" 'এম' মানে মাইসেলফ। তিনি নিজেই নিজের কাছে চিঠি লিখতেন।"

"আমরা দুটো চিঠি দেখেছি," আমি তাকে বললাম, "একটা চিঠি ওর বেডরুমের মেঝের ওপর পড়েছিলো। খুন হওয়ার পর আমরা ওটা খুঁজে পেয়েছিলাম। তার একটাতে আপনার এবং ওয়াল্টের কথা লেখা ছিলো। সম্বোধন করা হয়েছিলো 'এম' বলে।

"আমি জানি," চোখ বন্ধ ক'রে ও বললো।

"আপনি কিভাবে জানলেন?"

"যখন আপনি জুলু এবং বেড়ালের কথা বলেছিলেন, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওই চিঠিগুলো আপনি পড়েছেন। তখনই আপনার সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।"

"তাহলে আপনিও চিঠিগুলো পড়েছিলেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ও মাথা নাড়লো।

"আমরা অবশ্য আসল চিঠি খুঁজে পাই নি," বিড়বিড় ক'রে বললাম, "যে দুটো পেয়েছি, তাও ফটোকপি।"

"এর কারণ, তিনি সবগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলেন," দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও সোজা হয়ে বসলো।

BanglaBook.org

"কিন্তু বেরাইল তার পাণ্ডুলিপিটা পুড়িয়ে ফেলেন নি ।"

"না, বেরাইল বলেছিলেন, এখান থেকে কোথায় যাবেন, তার কোনো ঠিক নেই । অথবা নতুন জায়গায় যাওয়ার পর কোথায় উঠবেন তারও ঠিক নেই । পরবর্তীতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হলে আমি যেনো পাণ্ডুলিপিটা তার নতুন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই, কিন্তু উনি আর ফোন করেন নি । আপনি জানেন, তার পক্ষে আর ফোন করা সম্ভব হয় নি ।"

পিটার তার চোখ মুছলো । ও আমার দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো ।

"বইটা নিয়ে তার অনেক আশা ছিলো । বেঁচে থাকলে তার এই আশা হয়তো পূরণ হতো ।"

"পিজে, বেরাইল আসলে কি পুড়িয়েছিলো?"

"তার ডায়রি," ও জবাব দিলো, "যে চিঠিগুলো তিনি লিখেছিলেন, তা নিজের কাছেই লিখেছিলেন । উনি বলতেন এটা নাকি এক ধরণের থেরাপি এবং ওগুলো কাউকেই দেখাতে চান নি । ওগুলো ছিলো একান্ত ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সব চিন্তা । এখান থেকে চলে যাওয়ার আগের দিন বেরাইল দুটো বাদে সবগুলো চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন ।"

"আমি ও দুটো দেখেছি," প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললাম । "কেন? কেন তিনি ও দুটো পোড়ান নি?"

"কারণ আমাকে এবং ওয়াল্টকে ও দুটো দিতে চেয়েছিলেন ।"

"স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে?"

"হ্যা," ও বললো । ওর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে নামতে থাকলো । "উনি যে এক সময় এখানে ছিলেন তার একটি স্মারক বলতে পারেন । যেদিন তিনি চলে যাবেন, তার আগের দিন সমস্ত কিছু তিনি পুড়িয়ে ফেললেন । শুধু ও দুটো রেখে দিলেন । বিকেলে বাইরে বেরিয়ে ওগুলো ফটোকপি করলেন । আসল দুটো আমাদের দিয়ে কপি করাগুলো নিজের কাছে রেখে দিলেন । বললেন যে, আমাদের সম্পর্ক হয়তো এগুলোর মাধ্যমে দৃঢ় হয়ে থাকবে—এ ধরণের বাক্যই তিনি ব্যবহার করেছিলেন । ওই চিঠির কথাগুলোর মতোই আমাদের চিন্তা-চেতনার সামঞ্জস্য ছিলো । সুতরাং সম্পর্ক তো থাকবেই ।"

যখন ও আমাকে এগিয়ে দেবার জন্যে বাইরে নিয়ে এলো, ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে ওকে ধন্যবাদ জানালাম ।

সূর্য ডুবতে ডুবতেই আমি আমার হোটেলে ফিরে এলাম । ডুভালের বার-এর সামনে উৎফুল্ল মন নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন । আর বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে হাসির শব্দ, বিক্ষিপ্ত সুরধ্বনি । দোকান থেকে চুঁইয়ে আসা আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ডুভালের রাস্তা । আমি ন্যাপস্যাকটা বুকের কাছে ধরে হাটতে লাগলাম । সপ্তাহান্তে এই প্রথম বারের মতো নিজেকে সুখি ব'লে মনে হলো । বলা চলে একেবারে ঝাড়া হাত পা । যদিও আমার হোটেল রুমে কী অপেক্ষা করছে, তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত নই আমি ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

রুমে ঢুকেই দেখতে পেলাম সবগুলো আলো জ্বালানো। আমার ঠিক মনে আছে, বেরিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত আলো নিভিয়েই বেরিয়েছিলাম। যতোদূর মনে পড়ে দরজা লাগাতেও আমার ভুল হয় নি। তাছাড়া দেখলাম ভর্তি এ্যাসট্রেটা কে যেনো খালি ক'রে রেখেছে। বুঝলাম এগুলো হোটেল কর্মচারীদের গাফিলতি। বিছানার চাদর পাল্টাতে এসে ভুল ক'রে আলো জ্বালিয়েই বেরিয়ে পড়েছে। দরজা লাগিয়ে, গুণ গুন ক'রে একটা গানের সুর ভাজতে ভাজতে আমি বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম আমি বাদেও ঘরে অন্য কেউ একজন আছে।

মার্ক জানালার কাছে ব'সে আছে। ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা খোলা বৃফকেস। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ঠিক কোন্ দিকে আমার এগুনো উচিত। মুখে কিছু না বলে, আমার চোখের দিকে তাকিয়েই যেনো তার বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করলো। আতঙ্কে আমার হৃদপিণ্ড পাঁজরের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো যেনো।

মার্কের পরনে শীতের ধূসর সুট। ওকে দেখে মনে হলো মাত্র সে এয়ারপোর্ট থেকে এখানে এসে পৌছেছে। ওর সুটব্যাগ বিছানার ওপর পড়ে আছে। তার চিন্তায় যদি বিক্ষিপ্ততা না থাকতো, তাহলে নিশ্চিত, ন্যাপস্যাকের ভেতরকার মহা মূল্যবান রত্নের জন্যে সে পাগল হয়ে উঠতো। স্পারাচিনো তাকে পাঠিয়েছে। চিন্তা ক'রে নিলাম, রুগারটা হ্যান্ডব্যাগের ভেতর ঢুকানো। কিন্তু ওটা কখনোই মার্ক জেমসের দিকে তাক্ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যদি তাক করা সম্ভব হয়েও থাকে, সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও টৃগার টানা সম্ভব হবে না।

"তুমি ভেতরে ঢুকলে কি ভাবে?" ম্লান কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি তোমার স্বামী," পকেট থেকে একটা চাবি বের ক'রে আমাকে দেখিয়ে ও বললো।

"বেজন্মা," আমি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললাম। আমার হৃদয় ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

ওর চেহারায় অবশ্য কোনো পরিবর্তন হলো না। ও আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। "কে—"

"ওহ্, ঈশ্বর! তুমি একটা ইতর বদমাশ!"

"কে! আমি এসেছি কারণ বেন্টন ওয়েসলি আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। দয়া ক'রে আমার কথাটা বোঝার চেষ্ট করো।" চেয়ার থেকে ও উঠে দাঁড়ালো।

অবাক হয়ে দেখলাম, ও তার সুটব্যাগের ভেতর থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করলো। আমার পাশ কাটিয়ে বার-এ গিয়ে গ্লাস ভর্তি ক'রে বরফ মেশালো। তার চলাফেরার অভিব্যক্তি এতোটাই ধীর যে, আমার ভেতর রীতিমতো আতংকের সৃষ্টি করলো। ওকে দেখে খুব ক্লান্তও মনে হলো।

BanglaBook.org

“তুমি কি খাওয়া-দাওয়া করেছো?” আমার হাতে মদের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো।

ওকে পাশ কাটিয়ে স্বাভাবিকভাবে ন্যাপস্যাক এবং আমার পকেট বুকটা ড্রেসারের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

“আমি ক্ষুধায় একেবারে মরে যাচ্ছি,” টাইয়ের নট্ ঢিলা ক'রে নিয়ে বললো। “ঘোড়ার ডিম, আমাকে চারবার পরিকল্পনা পাল্টাতে হয়েছে। বিশ্বাস করবে না, সেই কোন্ সকালে পিনাট খেয়েছিলাম, তারপর থেকে আর কিছুই খাওয়া হয় নি।”

আমি কিছুই বললাম না।

“আমি অবশ্য ইতিমধ্যে খাবারের অর্ডার দিয়ে ফেলেছি,” শান্ত কণ্ঠে বললো মার্ক। “খাবার আসতে আসতে তুমি ততোক্ষণ তৈরি হয়ে নাও।”

জানালার কাছে গিয়ে আমি বাইরে তাকালাম। রক্ত বেগুনির সাথে মেশানো ধূসর রঙের মেঘ। কি-ওয়েস্টের ওল্ড টাউনের আকাশে ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে। মার্ক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে জুতো তুলে ফিতা খুলে তারপর পা-জোড়া বিছানার কোণায় উঠিয়ে দিলো।

“এখন বোধহয় তুমি সবকিছু শোনার জন্যে প্রস্তুত,” গ্লাসের বরফ নাড়াতে নাড়াতে বললো ও।

“মার্ক, তুমি যা-ই বলার চেষ্টা করো, কিছুই আমার কানে ঢুকবে না,” শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি।

“আমি সব শর্তে রাজি। বাঁচার জন্যে, বলতে পারো ভালোর জন্যেই অনেক মিথ্যে বলতে হয়েছে আমাকে।”

“হ্যা,” আমার বলা কথাটা প্রতিধ্বনিত হলো যেনো, “ভালোর জন্যেই করেছো। তুমি আমাকে খুঁজে পেলে কিভাবে? আমি এটা বিশ্বাস করবো না যে, বেন্টন তোমাকে আমার ঠিকানা দিয়েছে। ও মোটেও জানে না আমি কোথায় আছি, তাছাড়া এই দ্বীপে কমপক্ষে পঞ্চাশটা হোটেল এবং সম সংখ্যক গেস্ট হাউস রয়েছে।”

“ভুল বলো নি। হোটেল গেস্ট-হাউসের সংখ্যা এখানে সেরকমই হবে। কিন্তু একটা মাত্র ফোন কল থেকেই জেনে গেছি তুমি কোথায় আছো?” ও বললো।

হতাশ হয়ে বিছানার ওপর ব'সে পড়লাম আমি।

সুট জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা ক্রুসিয়ার বের করে আমার দিকে এগিয়ে ধরলো মার্ক। “পরিচিত মনে হয়?”

এটা সেই একই ধরণের ভিজিটর গাইড, যা মেরিনো বেরাইলের বেডরুমে খুঁজে পেয়েছিলো। এর ফটোকপি বেরাইলের কেস ফাইলের সাথে সংযুক্ত করা আছে পর্যন্ত। একই ধরণের গাইডের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এই কি-ওয়েস্টে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি। এর এক পাশে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট এবং দর্শনীয় স্থানগুলোর বিবরণ আর অন্যপাশে শহরের সম্পূর্ণ মানচিত্র। মানচিত্রে রাস্তাগুলোর পূর্ণ বিবরণ ছাপানো হয়েছে। একই সাথে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞাপন। ওই বিজ্ঞাপনের ভেতর এই হোটেলেরও উল্লেখ আছে।

BanglaBook.org

"অনেক চেষ্টার পর বেন্টন অবশেষে গতকাল আমার সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ্য হয়," ও বলে যেতে লাগলো, "তাকে কিছুটা হতাশ মনে হলো। বললো যে, তুমি নাকি কি-ওয়েস্টের পথে রওনা হয়েছো। এরপর আমরা লেনদেনের ব্যাপারটা সেরে নিলাম। সে কারণেই আমার এখানে আসা। এর পাশাপাশি তার ফাইলে বেরাইলের ক্রুসিয়ারের একটা ফটোকপিও ছিলো।"

"তুমি এটা কোথায় পেলে?" ক্রুসিয়ার তাকে ফেরত দিতে দিতে বললাম।

"এয়ারপোর্টে। হোটেলের তালিকার ভেতর এর নামও উল্লেখ ছিলো। প্রথম অবস্থায় ফোন করেই জানতে পারলাম তোমার নামে এখানে একটা রির্জাভেশন আছে।"

"বুঝলাম। বুঝলাম, পালানোর ব্যপারে আমি একেবারে আনাড়ি।"

"ওসব কথা বাদ দাও তো।"

"এই বুদ্ধিটা কোথা থেকে পেলাম, তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইবে," কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে আমি বললাম তাকে। "বেরাইলের কাগজপত্রগুলো তৈরি করার সময় ক্রুসিয়ারটার কথা মনে পড়লো। তাতে ডুভালের একটা হলিডে ইন হোটেলের বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। কেন যেনো মনে হলো প্রথম অবস্থায় বেরাইল কি-ওয়েস্টে এসে ওই হোটেলেই হয়তো উঠেছিলো।"

"উঠেছিলো?" গ্লাস আবার ভর্তি ক'রে নিয়ে প্রশ্ন করলো।

"না।"

মুখ হাত ধোবার জন্যে উঠতে যাবো, এমন সময় দরজায় টোকা দেবার শব্দ শুনে আমি আঁতকে উঠলাম। আর মার্ক সাথে সাথে তার সুট জ্যাকেটের নিচ থেকে পয়েন্ট নাইন বোরের পিস্তলটা বের ক'রে আনলো। জিনিসটা শক্তভাবে চেপে ধরে পিনহোল দিয়ে বাইরে দেখে নিলো সে।

জিনিসটা আবার সুট জ্যাকেটের নিচে ঢুকিয়ে নিয়ে মার্ক দরজা খুলে দিলো।

আমাদের খাবার নিয়ে একজন মহিলা এসে ঢুকলো আমাদের রুমে। এক ডলারের একটা নোট ধরিয়ে দিতেই মহিলা খুশিতে গলে গেলো। "ধন্যবাদ, মিস্টার স্কারপেট্টা। আশা করি আমাদের স্টেক আপনাদের ভালোই লাগবে।"

"তুমি আমার স্বামী পরিচয়ে এখানে ঢুকতে গেলে কেন?"

"আমি মেঝেতেই শোবো। কিন্তু তোমার একা একা এখানে থাকা চলবে না," জানালার কাছের একটা টেবিলের ওপর খাবারের পাত্রটা রাখতে রাখতে ও বললো। খাবারের পাত্রটা রেখে ও একটা মদের বোতলের কর্ক খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সুট জ্যাকেটটা খুলে ওটা বিছানার ছুঁড়ে দিলো। ন্যাপস্যাকের কাছেই ড্রেসারের ওপর ওর পিস্তলটা সম্পর্কে ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"খুদে শয়তান, কিন্তু আমার খুব ভালো বন্ধু," স্টেকের একটা টুকরো মুখে পুরতে পুরতে জবাব দিলো মার্ক, "বলতে পারো তোমার সাথের পয়েন্ট থার্টি এইটের মতো বন্ধু। ওটা নিশ্চয়ই তোমার ন্যাপস্যাকের ভেতরেই আছে?" প্রশ্নটা ক'রে মার্ক ন্যাপস্যাকের দিকে আড়চোখে তাকালো।

BanglaBook.org

"তোমার কৃতার্থে জানাচ্ছি, জিনিসটা আমার নোট বুকের ভেতর আছে" আমি তার মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করলাম, "ঈশ্বরের নামে কসম খেয়ে বলো তো, আমার পয়েন্ট থার্টি এইটের কথা কিভাবে জানলে?"

"বেন্টন বললো আমাকে। এটাও বললো যে, ঝামেলামুক্তভাবে ব্যবহার করার জন্যে লাইসেন্সও পেয়েছো," মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মন্তব্য করলো, "খারাপ নয়।"

"বেন্টন তোমাকে আমার ড্রেসের সাইজও বলেছে নাকি?" ইচ্ছের বিরুদ্ধে খাবারগুলো মুখে পুরতে পুরতে প্রশ্ন করলাম তাকে। এই মুহূর্তে আমার মোটেও খেতে ইচ্ছে করছে না।

"বেন্টনের তা বলে দেবার প্রয়োজন নেই। তুমি এখনও আট নাম্বারের পোশাক পরো। তোমার ফিগার সেই আগের মতোই আছে—সেই জর্জটাউনে আমরা যখন একসাথে ছিলাম।"

"তুমি যে একটা ইতরের বাচ্চা সেটা বীরপুরুষের মতো স্বীকার করার জন্য তোমাকে বাহাবা না জানিয়ে পারছি না। যাইহোক, একটা বিষয় জানতে আমার খুব ইচ্ছে করছে, বেন্টন ওয়েসলিকে তুমি কেমন ক'রে খুঁজে বের করলে? আর শুধু খুঁজে বের করেছো বললে ভুল হবে, তার সাথে আমাকে নিয়ে খোশগল্পও করেছো।"

"কে!" আমার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণেই হয়তো মার্ক কাঁটা চামচগুলো টেবিলে ওপর নামিয়ে রাখলো। "বেন্টনকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনি—তোমার চাইতেও আগে। এখনও তোমার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না? তোমাকে কি নিওন লাইটের আলোতে সব দেখিয়ে দিতে হবে?"

"হ্যা, আকাশে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করাতে হবে, মার্ক। কারণ কোন্‌টা বিশ্বাস করবো আর কোন্‌টা করবো না সেটাই বুঝতে পারছি না। এমনকি তুমি যে কে, সেটাই জানি না। আমি তোমাকে মোটেও বিশ্বাস করি না। সত্যি কথা বলতে, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে খুনও করতে পারো।"

গম্ভীর মুখে মার্ক চেয়ারে হেলান দিলো। "আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছো, সেজন্য দুঃখিত। দুঃখিত এ কারণে যে, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না। এটাই স্বাভাবিক, কারণ এই পৃথিবীর খুব কম লোকেই আমার সত্যিকারের পরিচয় জানে। এমনও সময় আসে যখন নিজের কাছে নিজেকেই অপরিচিত বলে মনে হয়। এগুলোর কিছুই তোমাকে এর আগে বলার প্রয়োজন হয় নি, কিন্তু এখন বলার সময় এসেছে।" মার্ক একটু থামলো। "বেন্টনকে তুমি যখন থেকে জানো, তারও অনেক আগে থেকে তিনি আমাকে জানেন—যখন আমি একাডেমিতে ছিলাম, তখন থেকে।"

"তুমি একজন এজেন্ট?" অবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"হ্যা।"

"না।" কিছু না ভেবেই প্রতিবাদ জানালাম আমি, "না! ঈশ্বরের দোহাই লাগে, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলবে না!"

একটা কথাও না বলে বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটার কাছে গিয়ে ডায়াল করলো মার্ক।

BanglaBook.org

"এদিকে এসো," আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো। এরপর রিসিভারটা ও আমার হাতে ধরিয়ে দিলো।

"হ্যালো?" আমি সহজেই গলাটা চিনতে পারলাম।

"বেন্টন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কে? তুমি ঠিক আছো তো?"

"মার্ক এখানে আছে," আমি বললাম, "ও আমাকে খুঁজে বের করেছে। হ্যা, বেন্টন আমি ঠিক আছি।"

"ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি যোগ্য লোকের হাতে পড়েছো। ও তোমাকে সব খুলে বলবে।"

"আশা করি ও আমাকে সব খুলে বলবে। বেন্টন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। গুডবাই।"

মার্ক আমার হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে নামিয়ে রেখে টেবিলের কাছে ফিরে এসে দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো মার্ক।

"জ্যানেট খুন হওয়ার পর আমি আইন ব্যবসা ছেড়ে দিলাম। কে, কেন ছাড়লাম এখনও তা ঠিক মতো জানি না, কিন্তু সেটা অবশ্য তেমন কোনো ব্যাপারও নয়। ড্রেটয়টে দিন কয়েক আমি ফিল্ড অফিসার হিসেবে কাজ করলাম। এরপর গা ঢাকা দিলাম। ওরন্‌ডোর্ক এ্যান্ড বার্জারের হয়ে কাজ করার ব্যাপারটা কৌশল মাত্র।"

"এটা বোলো না, স্পারাচিনোও ফেডারেলের হয়ে কাজ করছে," রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি বললাম।

"আরে না," অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ও বললো।

"মার্ক, এসবের মধ্যে ও জড়ালো কিভাবে?"

"বেরাইলের সাথে প্রতারণা। সম্মানী নিয়ে প্রতারণা করাটা তার নতুন নয়। এর আগেও সে অনেকের সাথে এমন করেছে। তাছাড়া তোমাকে তো বলেছিই, ও বেরাইলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলো। ক্যারি হারপারের বিরুদ্ধে ওকে লেলিয়ে দিয়ে বড় রকমের পাবলিসিটি করার চেষ্টা—আবারো বলছি এরকম সে অনেক করেছে।"

"তাহলে নিউ ইয়র্কে যা বলেছিলে সবই সত্যি।"

"সবকিছু যে সত্যি তা অবশ্য বলবো না। আমি তোমাকে এই মুহূর্তে সবকিছু খুলে বলতে পারছি না।"

"আমার নিউ ইয়র্কে যাওয়ার ব্যাপারটা কি স্পারাচিনো আগে থেকে জানতো?" এই প্রশ্নটা দিন কয়েক হলো আমাকে খোঁচাচ্ছিলো।

"হ্যা। জেনেশুনে ওরকম ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি তোমার কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে চেয়েছিলাম। তাছাড়া ওর সাথে কথা বলার জন্যে উৎসাহিত ক'রে কিছু সুবিধা আদায় করতে চাইছিলাম। ও ধারণা করেছিলো তুমি তার সাথে কথা বলতে রাজি হবে না। সুতরাং আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভলেনটিয়ারের দায়িত্ব পালন করেছিলাম।"

BanglaBook.org

"হায় ঈশ্বর!" আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম।

"মনে হয় সবকিছু আমার আয়ত্তেই আছে। রেস্টুরেন্টে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বুঝতেও পারি নি ও আমাদের পিছু নেবে। যখন পিছু নিলো, তখন বুঝতে পারলাম বড় রকমের ঝামেলা বাঁধতে চলেছে," মার্ক বিস্তারিত খুলে বললো।

"কেন?"

"কারণ ও আমার পিছু পিছু তাড়া ক'রে বেড়াতে লাগলো। আমি অনেকদিন থেকেই জানি ক্ষুদে পারটিন স্পারাচিনোর একজন যোগ্য সহযোগী। তার মতো সে ছ্যাঁচরামী ক'রে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। কয়েকটা নাটিকায় অংশ নেয়া, টিভির কর্মাশিয়াল আর আন্ডারওয়্যারে এ্যাড ক'রে আর কতো পয়সা পাওয়া সম্ভব যে, ওই রেস্টুরেন্টের এতো বিল পরিশোধ করবে। এটা নিশ্চিত, স্পারাচিনো আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলো।"

"পারটিনকে ও পাঠাতে গেলো কেন? ও কি একবারো চিন্তা করেনি যে, দেখা মাত্রই তুমি তাকে চিনতে পারবে?"

"পারটিনকে চেনার ব্যপারে স্পারাচিনো মোটেও ভীত ছিলো না," মার্ক বললো, "উল্লেখ না করলেই নয়, পারটিনকে দেখতে পেয়েই বুঝতে পেরেছিলাম স্পারাচিনোই তাকে পাঠিয়েছে। পাঠিয়েছে এ কারণে যে, আদৌ আমি তোমার সাথে আলোচনা করছি কিনা তা দেখার জন্যে। যেমন সে জেব প্রাইসকে তোমার অফিসে পাঠিয়েছিলো।"

"তুমি একটা কথা বলো, জেব্ প্রাইসও কি একজন দূর্বল অভিনেতা?"

"না। গত সপ্তাহে ওকে আমরা নিউ জার্সি থেকে গ্রেফতার করেছি। অনেকদিন ও কাউকে বিরক্ত করবে না বলেই মনে হচ্ছে।"

"আমার মনে হচ্ছে শিকাগোর ডাইসনারের ব্যাপারটাও মিথ্যে," আমি বললাম।

"ও বাস করে রূপকথার গল্পে। তবে লোকটার সাথে আমার কখনও সাক্ষাত ঘটে নি।"

"রিচমন্ডে আমার সাথে দেখা করতে আসার ব্যাপারটাও তাহলে সাজানোই ছিলো, তাই নয় কি?" আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না।

আমার গ্লাসটা ভরিয়ে দিয়ে ও নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জবাব দিলো মার্ক, "সত্যিকার অর্থে সেদিন আমি সরাসরি ডিসি থেকে গাড়ি চালিয়ে তোমার ওখানে যাই নি, শুধু নিউ ইয়র্ক থেকে প্লেনে চেপেছিলাম। স্পারাচিনো আমাকে পাঠিয়েছিলো তুমি কি ভাবছো সেটা যেনো আমি জেনে আসতে পারি। বেরাইলের খুন হওয়া সম্পর্কে তুমি কতোটুকু জানো ও তা জানতে চেয়েছিলো।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ আমি মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গেলাম।

এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মার্ক, কোনোভাবে কি ও বেরাইলের খুনের সাথে যুক্ত থাকতে পারে?"

"প্রথম দিকে এই কথা ভেবে আমিও ভয় পেয়েছিলাম," ও জবাব দিলো। "হারপারের সাথে ও এক রকমের খেলা খেলছিলো। হারপার হয়তো বেরাইলকে খুনের

BanglaBook.org

জন্যে কাউকে নিয়োগ করেছিলো। ভালো কথা, কিন্তু হারপার খুন হলেন কেন? যতোই সময় যেতে লাগলো আমি সব বিষয় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম কেনোভাবেই ওই খুনগুলোর সাথে স্পারাচিনো যুক্ত থাকতে পারে না। ও আসলে আতংকিত হয়ে উঠেছিলো, যার কারণে আমাকে দিয়ে সব খুঁজে বের করতে চাইছিলো।"

"পুলিশ তার অফিসে গিয়ে হাজির হবে, এমন ভয় কি তার ছিলো? সম্ভবত রয়েলটি স্টেটমেন্টটা মিথ্যা হলে তার ভয় থাকারই কথা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সম্ভবত। আমি শুধু জানি ও বেরাইলের পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলো।"

"তার মামলার ব্যাপারটা কি, এ্যাটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে তার প্রতিহিংসা?"

"এটা বড় ধরণের পাবলিসিটি তৈরি করেছিলো," মার্ক জবাব দিলো। "স্পারাচিনো এথরিজকে ঘৃণা করে। তাকে অপমান করতে পালে সে খুশিই হবে।"

"স্কট পারটিন এখানে এসেছিলো," সংবাদটা আমি তাকে জানালাম। "অবশ্যই বেশি দিন আগে আসে নি। বেরাইলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো সে।"

"মজার ব্যাপার তো," এক টুকরো স্টেক মুখে পুরে বললো।

"তুমি স্পারাচিনোর সাথে কতোদিন যাবত যুক্ত আছো?"

"দু'বছরেরও বেশি হবে।"

"হায় ঈশ্বর," আমি বললাম।

"বুরো বেশ সতর্কতার সাথে সব কিছু গুছিয়ে এনেছে। পল বারকার নামের একজন আইন বিশেষজ্ঞকে আমি কাজের তদারকির জন্যে পাঠিয়েছি। আমার মনে হয় না তাকে খুঁজে বের করতে খুব অসুবিধা হবে। আর খুঁজে বের করা হলে বড়শিতে আঁটকানো কঠিন হবে না। অবশ্যই ও আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, এবং এক সময় মুখোমুখিও হবে। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, কাজের কারণে আমাকে একটা ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফেডারেল প্রোটেকটিভ উইটনেস প্রোগ্রামের আমি একটা অংশের মতো হয়ে গেছি। এটা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন; কিন্তু স্পারাচিনো বিশ্বাস করে আমি টালাহাসিতে থাকার সময় আইন পরিপন্থী কোনো কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম। ফেডারেলের হাতে ধরা পড়ে যাই এবং আমার জবানবন্দীর পুরস্কার হিসেবে তারা আমার বানোয়াট পরিচয় আর অতীত সৃষ্টি করেছে।"

"আইন পরিপন্থী কাজের সাথে আসলেই কি যুক্ত ছিলে?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"না।"

"এথরিজ অবশ্য মনে করে তুমি যুক্ত ছিলে," আমি বললাম। "এ কারণে নাকি তোমাকে জেলও খাটতে হেয়েছে।"

"আমি মোটেও অবাক হচ্ছি না, কে। ফেডারাল মার্শালরা মনে হচ্ছে বুরোর সাথে সহযোগীতা মনোভাবাপন্ন। কাগজে কলমে মার্কস জেমস্ একজন খুবই খারাপ মানুষ। খারাপ আচরণের জন্যে তাকে দু'বছর জেলে কাটাতে হয়েছে।"

"ওরন্‌ডফ এ্যান্ড বার্জারের সাথে স্পারাচিনোর সম্পকের্র কথা নিশ্চয়ই তোমার জানা ছিলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যা।"

"এই সম্পর্ক রক্ষার কারণ কি, মার্ক? আমার তো মনে হয় এতে পাবলিসিটির চেয়েও আরো অন্য কিছু আছে।"

"কে, আমাদের ধারণা সমাজ বিরোধিদের পক্ষে ও মানি লনডারিংয়ের কাজ ক'রে আসছে। নারকোটিকস্‌ থেকেই মূলত টাকাগুলো আসছে। আমাদের আরো বিশ্বাস, ক্যাসিনোর ভেতর থেকে বড় বড় অপরাধীদের একত্রিত ক'রে দল গঠনের চিন্তা করছে। এর সাথে অনেকেই জড়িয়ে পড়েছে, রাজনীতিক, বিচারক, আইন ব্যবসায়ী। এদের নেটওয়ার্ক এতোটাই বিস্তৃত যে বিশ্বাস করাও অসম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টাকে সাধারণ অপরাধ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আইনের রক্ষকরা যদি এতে জড়িয়ে যায় তা কতোটা ভয়াবহ হতে পারে, ভেবে দেখেছো? একের পর এক বিভিন্ন অপরাধের তথ্য আমাদের কাছে জমা হতে থাকে। এ কারণেই আমাকে পাঠানো হয়েছিলো। ভিন্ন পরিচয়ে ওখানে আমার কাজ শুরু হলো। দেখতে দেখতে তিনমাস গড়িয়ে ছয় মাস, তারপর গড়িয়ে গেলো পুরো একটা বছর।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মার্ক, তার প্রতিষ্ঠান আইন সম্মতভাবেই তো কাজ করছে।"

"নিউ ইয়র্ককে স্পারাচিনো নিজের রাজ্যের মতো মনে করে। ওখানে তার প্রচুর ক্ষমতা আছে। ওরন্‌ডর্ফ এ্যান্ড বার্জারে অবশ্য স্পারাচিনো সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। আমি কখনই ওই ফার্মের হয়ে কাজ করি নি। এমনকি তারা আমার নামও জানে না।"

"কিন্তু স্পারাচিনো জানতো," কৈফিয়তের সুরে জানতে চাইলাম, "মার্ক নামেই তোমার পরিচয় দিতে শুনেছি আমি তাকে।"

"হ্যা, ও আমার প্রকৃত নাম জানতো। যেমন তোমাকে আমি বলেছি, বুরো খুবই সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছে। তারা বেশ ভালো একটা কাজ করলো—আমার জীবনী নতুনভাবে লিখলো। অর্থাৎ মার্কের বদলে সবার কাছে আমি পল নামে পরিচিত হলাম।" ও একটু থামলো। ওকে এখন আমার বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছে। "স্পারাচিনো এবং আমি রাজি হলাম আমাকে তোমার কাছে সে মার্ক হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দেবে। অন্য সময় আমার পরিচয় হবে পল। তার হয়ে আমি কাজ করবো। দিন কয়েক তার পরিবারের সাথেও কাটিয়েছি। বলা চলে আমি ছিলাম তার বিশ্বস্ত পুত্র, অন্ততপক্ষে সে তেমনই চিন্তা করতো।"

"আমি জানি ওরন্‌ডফ এবং বার্জার তোমার কথা কখনও শোনে নি," ইতস্তত ক'রে বললাম আমি, "আমি তোমাকে নিউ ইয়র্ক এবং শিকাগোতে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা বুঝতেই পারলো না, কার সম্পর্কে আমি বলছি। আমি ডাইসনারকে ফোন করলাম। সেও তোমাকে চিনতে পারলো না। পালানোর ব্যাপারে আমি যেমন আনাড়ি, গোয়েন্দা হিসেবেও তুমি কিন্তু একেবারে যাচ্ছে তাই।"

BanglaBook.org

খানিকক্ষণের জন্যে মার্ক একেবারে চুপ ক'রে থাকলো।

তারপর মার্ক বললো, "বুরোই আমাকে এর মধ্যে টেনে এনেছে, কে। তুমি দৃশ্যপটে আর্বিভূত হয়েছো, সুতরাং আমি সুযোগগুলো গ্রহণের চেষ্টা করলাম। আবেগ থেকেই আসলে এগুলোর সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। এই আবেগের কারণ তুমি এতে জড়িয়ে গেছো। আমি আসলে একটা বোকা।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবো।"

"তোমার গ্লাসের মদটুকু পান করো, আর কি-ওয়েস্টের আকাশে চাঁদ উঠতে দেখো। এভাবেই তুমি সবচাইতে সেরা প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারো।"

"কিন্তু মার্ক," আমি বললাম। এখন অসহায়ের মতো বুদ্ধি বাতলে নেবার চেষ্টা করলাম, "একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"আমি নিশ্চিত তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে পারো নি, বুঝতে পারবেও না। দীর্ঘ জীবনের সবকিছু এক সন্ধ্যায় বুঝা সম্ভব নয়।"

"তুমি বলেছিলে, স্পারাচিনো নাকি তোমাকে আমার ভাবনাগুলো জেনে নিতে বলেছিলো। ও জানলো কিভাবে তোমার সাথে আমার পরিচয় আছে? তুমি কি তাকে এটা বলেছিলে?"

"বেরাইলকে হত্যার পর এক আলোচনায় তোমার নাম উঠে আসে। ও বললো তুমি হচ্ছো বেরাইলের মেডিকেল এক্সামিনার। আমি ভয় পেলাম, চাইলাম না তোমার সাথে ওর ঝামেলার সৃষ্টি হোক। সুতরাং আগ বাড়িয়ে আমিই মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলাম।"

"তোমার রমণীসেবার প্রশংসা না ক'রে পারছি না," কঠিন কণ্ঠে আমি বললাম।

"তোমার তাই করা উচিত।" ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "তাকে বলেছিলাম, এক সময় আমরা প্রচুর ডেট করেছি। আমি চাইছিলাম স্পারাচিনো তোমার ব্যাপারটা যেনো আমার উপরেই ছেড়ে দেয়। আর সেই তাই করেছিলো।"

"এটাই তাহলে সব কথা?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমি সেরকমটাই ভাবি, তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার মোটিভটার সাথে আরো কিছু ছিলো। মানে মিশ্র একটা মোটিভ।"

"মিশ্র?"

"তোমার সাথে আবার দেখা করার লোভ পরোক্ষভাবে আমাকে প্ররোচিত করেছিলো বলা যায়।"

"তাই তুমি বলে ফেললে।"

"আমি মিথ্যা বলি নি।"

"এখন কি তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলছো?"

"ঈশ্বরের কসম, এখন তোমার সাথে আমি মোটও মিথ্যে বলছি না," ও বললো।

হঠাৎ মনে হলো, এখনও আমি সেই পোলো শার্ট এবং শর্ট পরেই আছি। আমার চামড়া চিটচিট করছে, মাথাতে এক গাদা ময়লা। মার্কের কাছে ক্ষমা চেয়ে টেবিল থেকে উঠে সোজা গিয়ে ঢুকলাম বাথরুমে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর আমার ভেজা শরীর

BanglaBook.org

প্রিয় টেরিক্লথ দিয়ে মুছে বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, দেখলাম বিছানার ওপর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে মার্ক।

বিছানায় মার্কের পাশে বসার সাথে সাথে ও চোখ মেলে তাকালো।

"স্পারাচিনো খুবই ভয়ংকর মানুষ," ওর চুলে মৃদুভাবে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম।

"এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই," ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো মার্ক।

"ও পারটিনকে পর্যন্ত এখানে পাঠিয়েছিলো। আমি কোনোভাবেই বুঝতে পারছি না, ও জানলো কিভাবে বেরাইল এখানে এসেছিলো?"

"কারণ বেরাইল এখান থেকে তাকে কল করেছিলো, কে। পারটিন আগে থেকেই এটা জানতো।"

আমি মাথা নাড়লাম। কথাটা একেবারে অবাস্তব নয়। বেরাইল স্পারাচিনোর ওপর ভরসা করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে। নয়তো পিজে নামের একজন বারটেন্ডারের হাতে নিশ্চয়ই পাণ্ডুলিপিটা দিতো না।

"তুমি যে এখানে ও জানতে পারলে কী করবে, মার্ক?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি। "ও যদি জানতে পারে, আমরা এখানে বসে ওই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে ও কি করবে?"

"হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকবে।"

"সত্যি।"

"যদি মনে করে এ থেকে নিষ্কৃতি পাবে তো আমাদেরকে খুন ক'রে ফেলাও বিচিত্র নয়।"

"সে কি নিষ্কৃতি পেতে পারবে, মার্ক?"

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো, "একেবারেই না।"

• • •

পরদিন সকালে উজ্জ্বল আলোয় আমাদের ঘুম ভাঙলো। এরপর আবারো জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে রইলাম দশটা পর্যন্ত।

যখন মার্ক গোসল এবং শেভ করায় ব্যস্ত, বসে বসে আমি এলোমেলো সব চিন্তা করতে লাগলাম। কি-ওয়েস্টর ছোট্ট সমুদ্র সৈকতটি এ আগে এতোটা রঙীন লাগে নি আমার কাছে। আমি একটা কনডো কিনতে পারি, যেখানে মার্কের সাথে ভালোবাসার আবগাহনে কাটিয়ে দিতে পারি বাকিটা জীবন। সেই ছেলেবেলার পর প্রথম বারের মতো বাইসাইকেলেও চাপতে পারি, খেলতে পারি লন টেনিসও। ধূমপান একেবারে কমিয়ে দিবো, খুবই সামান্য। পরিশ্রম ক'রে নতুন সংসার সাজিয়ে তুলবো, ওই সংসারের নিয়মিত অতিথি হবে লুসি। লুইয়ে মাঝে মাঝেই বেড়াতে যাবো আর পিজে'কে আমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ ক'রে নেবো। সাগরের পানির ওপর সূর্যালোকের খেলা দেখতে দেখতে আমি বেরাইল ম্যাডিসনের শান্তির জন্যে প্রার্থনা করলাম, যে মহিলাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, যার জন্যে আমি আমার জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছি, আর পুণরায় শিখতে পেরেছি ভালোবাসা কারে কয়।

BanglaBook.org

কল্পনায় ভাসতে ভাসতে ন্যাপস্যাক থেকে বেরাইল ম্যাডিসনের পাণ্ডুলিপিটা টেনে বের করলাম। মার্ক ওটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

"আমি যা চিন্তা করছিলাম, সেটাই কি এটা?" ও প্রশ্ন করলো।

"হ্যা। এটাই সেটা, যা তুমি চিন্তা করছিলে," আমি বললাম।

"ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলোতো, কে, এটা তুমি কোথায় পেলে?" টেবিল থেকে ও উঠে দাঁড়ালো।

"বেরাইল এটা তার এক বন্ধুর কাছে রেখে গিয়েছিলো।" পিজেকে খুঁজে বের করা এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আমরা পড়তে লাগলাম বিছনার ওপর।

সকাল গড়িয়ে বিকেল হলো, কিন্তু আমরা কেউই বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। মাঝে শুধু কয়েকবার ওয়েটার এসে স্যান্ডউইচ দিয়ে নোংরা প্লেটগুলো নিয়ে গেলো। বেরাইল ম্যাডিসনের জীবনের পাতাগুলো উল্টিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা মার্কের সাথে আমরা মোটেও তেমন কোনো কথা হলো না। বইটা তার অসাধারণ। পড়তে পড়তে চোখে পানি ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

বেরাইল হচ্ছে গায়ক পাখি, যার জন্ম ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অবস্থার ভেতর। জন্মের পরপরই তার মা'র মৃত্যু ঘটে, বেরাইলের বাবা তকে মানুষ করার জন্যে এমন এক মহিলার কাছে পাঠালেন, যে তার সাথে একদিনে জন্যেও ভালো ব্যবহার করেন নি। নিজের জগত নিজেই তৈরি ক'রে নিলো সে, সম্পূর্ন নিজস্ব মেধায় চমৎকার ছবি আঁকা শিখলো, লেখার অভ্যেসও সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই এসেছে। তার লেখার প্রতিটা শব্দের যেমন স্বাদ গ্রহণ করা যায়, তেমনি গন্ধ এবং স্পর্শও অনুভব করা যায়।

হারপারের সাথে তার সম্পর্কের শুরু যতোটা সুখকর কিন্তু এর শেষটা ততোটাই করুণ এবং তিক্ততায় ভরা। বলা চলে, শেষের এই করুণ অভিজ্ঞতার কারণে বেরাইল মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলো। বেরাইল ক্যারি এবং স্টারলিং হারপার—এই তিনজনের সম্পর্ক শুরু হয়েছিলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে কিন্তু অচিরেই এই সম্পকের্র ভেতর চিড় ধরলো। ওই ম্যানসনটা ক্যারি হারপার বেরাইলের উদ্দেশ্যেই কিনেছিলো। উপর তলার ঘরে, ক্যারি হারপারের খুন হবার রাতে যেখানে আমাকে কাটাতে হয়েছিলো, সেখানেই থাকতো বেরাইল। সেখানেই এক রাতে চুপিসারে উঠে গিয়ে ছিলেন ক্যারি হারপার। ক্যারি বেরাইলের সতীত্ব হরণ করলেন-তখন ও মাত্র ষোলো বছরের এক কিশোরী।

সকালের নাস্তার সময়ও যখন বেরাইল নিচে নেমে এলো না, স্টারলিং হারপার তখন উপরে গিয়ে দেখলেন বিছনার ওপর বিধ্বস্ত অবস্থায় বেরাইল ব'সে ব'সে কাঁদছে। বিখ্যাত ভাই ক্যারি হারপার, বিশপকে সাক্ষী মেনে দত্তক নেয়া কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করেছে। মিস্ হারপার তার বাড়ির অপদেবতার বিরুদ্ধে অন্যরকমের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বেরাইলের সাথে একটা কথাও বললেন না ওই ঘটনা নিয়ে। কোনো প্রশ্নও করলেন না। কিন্তু হালকাভাবে দরজা ভিজিয়ে রাতে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন কেবল।

BanglaBook.org

বেরাইলের ওপর যৌন উৎপীড়ন চলতেই লাগলো—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ও বেড়ে উঠার সাথে সাথে এবং হারপারের পুলিৎজার পুরস্কার লাভের পর গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় এই উৎপীড়ন অবশ্য ধীরে ধীরে কমতে লাগলো। প্রতিরাতেই ক্যারি মদের ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন, সাথে অন্য ড্রাগও গ্রহণ করতে লাগলেন। অর্থ বৈভব ধীরে ধীরে যখন কমতে থাকলো, ঠিক সেই মুহূর্তে তার সাথে পরিচয় ঘটে জোসেফ ম্যাকটাইগুর। নির্মাণ ব্যবসার অবস্থা তেমনভাবে না চললেও নিয়মিত হুইস্কি এবং কোকেনের খরচ তার ঠিকই চলে আসছিলো।

বেরাইলের কাহিনী থেকে জানা যায়, লাইব্রেরি ম্যানটেলের ওপর ঝুলানো পেইনটিংটা মিস্ হারপার তখনই এঁকেছিলেন—এক নিষ্পাপ শিশুর ছবি। এরপর থেকে ক্যারি তার পানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। দিন দিন লেখাও বাদ দিলেন। দিনের পর দিন নিদ্রাহীনতায় ভুগতে লাগলেন। কালপিপারস্ পানশালায় নিয়মিত যাতায়াত শুরু হলো তার। অন্যদিকে এই সময়টুকু মিস্ হারপার নিয়মিত ফোন করতে লাগলেন বেরাইলকে। তার জীবন নিয়ে একটা কাহিনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই তিনি তাকে নিয়মিত ফোন করতেন। মধ্য থেকে স্পাররাচিনোর প্ররোচনায় সত্যিকার অর্থেই এই বই রচনায় হাত দিলো বেরাইল। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে স্পারাচিনো তার চুক্তি ভঙ্গ করলো।

মিস্ হারপারের যখন ক্যান্সার ধরা পড়লো, এর দিন কয়েক বাদেই বেরাইল তার লেখার কাজে হাত দিয়েছিলো। এই দুই মহিলার বন্ধন শেষ পর্যন্ত অটুটই ছিলো। শেষ দিন পর্যন্ত একে অপরের প্রতি ভালোবাসা তাদের এতোটুকুও ম্লান হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এবং ধারণা তার বইয়ের ভেতর চলে এসেছে। আগের বইগুলোর অনেক অংশও এর ভেতর চলে এসেছে। আমি ধারণা করলাম, তার মৃত্যুর পর ড্রেসারে পাওয়া আংশিক যে পাণ্ডুলিপি দেখেছিলাম, সেগুলো এরই অংশবিশেষ। এটা এখন বলা কঠিন, বেরাইল ওই সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি কি মনে ক'রে ড্রেসারের ভেতর রেখেছিলেন। কিন্তু তার লেখাগুলো দেখে মনে হয়েছে, তা অনেক উচ্চ মার্গের এবং কলঙ্কিত ক্যারি হারপারের লেখার চাইতে অনেক মান সম্মত। বেরাইলের লেখার বিষয় জানার পর ক্যারি হারপার ভীত হয়ে পড়েছিলেন, এবং স্পারাচিনোর কারণে তার ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিলো।

বিকেল পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির সমস্ত পাতা উল্টিয়েও কোথাও ফ্রাঙ্কি নামের কোনো উল্লেখ পেলাম না। তার পাণ্ডুলিপির কোথাও এর উল্লেখ নেই, সেই ফ্রাঙ্কি, আমাদের ধারণা যার কারণে তার জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিলো।

আমার মনে হয় কাজটা সে মনোযোগ দিয়েই করেছিলো। আশা করেছিলো, এভাবে অন্তত সময়টাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগতে পারবে।

আমি প্রায় তার পাণ্ডুলিপি পড়ে শেষ ক'রে এনেছি, তখনই মার্ক আমার বাহুতে হাত রাখলো।

"কি হলো?" চোখের পানিতে ভেজা মুখ অন্যদিকে সরিয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

BanglaBook.org

"এই পাতাটা দেখো, কে," যে পাতাটা পড়ছিলাম, তার ওপর আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে বললো মার্ক।

পাণ্ডুলিপির পঁচিশতম পরিচ্ছদের প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়ছিলাম আমি। পেছনের পাতায় আবার চোখ বুলিয়ে আমাকে বুঝে নিতে হলো, আসলে আমি কোথায় ভুল করেছি। ভুলটা অবশ্য সহজেই ধরতে পারলাম, যে পাতাটা আমি কেবলমাত্র পড়তে শুরু করেছি, তা কোনো হাতে লেখা পাতা নয়, বরং ফটোকপি করা পাতা। তাছাড়াও অন্যান্য পাতাগুলোর সাথেও এই ফটোকপির মিল নেই।

"আমার মনে হয় তুমি বলেছিলে এটাই একমাত্র কপি," মার্ক সন্দেহের চোখে বললো।

"আমি তো সেরকমই ধারণা করেছিলাম," অবাক হয়ে জবাব দিলাম।

"ভাবছি, বেরাইল পাতাটার কপি ক'রে আসলটার সাথে গুলিয়ে ফেলেছে কিনা।"

"দেখে তো তেমনই মনে হচ্ছে," আমি মানতে বাধ্য হলাম, "তাহলে আসল পাতাটা গেলো কোথায়? এটা তো ছিঁড়ে ফেলাও হয় নি।"

"আমার মাথায় কিছুই আসছে না।"

"তুমি কি নিশ্চিত, স্পারাচিনোর কাছে এটা নেই?"

"ও যেভাবে বলেছে, তাতে আমার কাছে সে রকমই মনে হয়েছে। ওর কাছে থাকলে আমি সেটা জানতাম। ওর অবর্তমানে অফিসের ভেতর তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি। তার বাড়ির ভেতরেও একইভাবে খুঁজে দেখেছি। তাছাড়া জিনিসটা ওর কাছে থাকলে কথাপ্রসঙ্গে আমাকে সেটা বলতো।"

"পিজে'র কাছে যাওয়া ছাড়া এখন আর অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছি না আমি।"

ডে অফের কারণে পিজে'কে লুইয়ে খুঁজে পাওয়া গেলো না। বাড়িতেও তার পাত্তা পেলাম না। গোধূলির আবছা অন্ধকারে ওকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পৌছলাম স্লপি জো'র একটা বার-এ। ওকে কোনার দিককার একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালাম।

খানিক ইতস্তত ক'রে মার্ককে পরিচয় করিয়ে দিলাম, "পিজে, এ হচ্ছে মার্ক, আমার বন্ধু।"

পিজে বো ক'রে মার্ককে সম্মান জানালো। এরপর বিয়ারের বোতলটা টোস্ট ক'রে আমাদের স্বাস্থ্য কামনা করলো। বার কয়েক চোখ পিটপিট ক'রে ঝাপসা দৃষ্টি পরিস্কার করে নেবার চেষ্টা করলো যেনো পিজে। ওকে দেখে মার্ককে খানিকটা বিস্মিতই মনে হলো।

লোকজনের কথা বলার গুঞ্জন এবং বাজনার শব্দের কারণে খানিকটা গলা চড়িয়ে কথা বলতে হলো আমাকে। "পিজে শোনো, বেরাইলের পাণ্ডুলিপিটার কথা বলছি। ও কি এখানে ওটার কোনো ফটোকপি করেছিলো?"

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মিউজিকের তালে দুলতে দুলতে বললো, "আমি বলতে পারবো না। তেমন যদি করেও থাকেন, আমাকে তা কখনই বলেন নি।"

BanglaBook.org

"কিন্তু, তেমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?" কথা আদায়ের চেষ্টা করলাম আমি, "এমন হতে পারে তোমাদের ওই চিঠিটা যখন কপি করেছিলেন, তখন এটাও করেছিলেন?"

পিটার জেমস শ্রাগ করলো। ওর কপাল থেকে রুদ্রাক্ষের মতো ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝড়ে পড়তে লাগলো এবার। ওর সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে গেছে। অতিরিক্ত পান করার কারণে পিজে অনেকটা পাথরের মতো চুপ ক'রে বসে রইলো।

ওকে অবিচলিত দেখে আবার চেষ্টা করলাম। "পিজে শোনো, একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করো, চিঠি ফটোকপি করার জন্যে ও যখন বাইরে গিয়েছিলো, তখন কি পাণ্ডুলিপিটা ওর সাথে ছিলো?"

"...ঠিক যেনো বগি আর বাকাল..." বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে টেবিল চাপড়াতে লাগলো পিজে।

"পিজে!" আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

"ওহে," স্টেজের দিকে চোখ নিবদ্ধ ক'রে প্রতিবাদ জানালো, "এটা আমার প্রিয় গান।"

সুতরাং আমি বাধ্য হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে পিজেকে তার প্রিয় গান গাওয়ার সুযোগ ক'রে দিলাম। গান পরিবেশনার বিরতির সুযোগে আবার তাকে প্রশ্নটা করলাম আমি। বোতলের অবশিষ্ট বিয়ারটুকু গ্লাসে ঢেলে নিয়ে আমাদের চমকে দিয়ে বললো, "ওই দিন সমস্তটা সময় ন্যাপস্যাকটা ওর সাথে সাথেই ছিলো, বুঝতে পারলেন? আমি তার হাতে জিনিসটা তুলে দিয়েছিলাম, বুঝতে পারলেন? আমিই তার হাতে জিনিসটা তুলে দিয়েছিলাম। সারাদিন এখানে বসে বসে কী যেনো করছিলেন। এরপর তিনি 'কপিক্যাট' অথবা ওদিককার কোথাও গিয়েছিলো। ঐ শালার ন্যাপস্যাকটা তখনও তার সাথেই ছিলো। সুতরাং আপনার ধারণা ঠিক হতেও পারে।" সিগারেট বের করলো সে। "আমার মনে হয় পাণ্ডুলিপিটা তখন তার ন্যাপস্যাকের ভেতরেই ছিলো। চিঠি ফটোকপি করার সময় ওই পাণ্ডুলিপি কপি তো করতেই পারে। আমি কেবল জানি আপনার হাতে যেটা আমি দিয়েছি সেটাই তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।"

"গতকালকেরটা," আমি বললাম।

"হ্যা, গতকালকেরটা।" চোখ বন্ধ ক'রে আবার সে টেবিলে টোকা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

"ধন্যবাদ পি জি," আমি বললাম।

রাতের নির্মল বাতাসে যখন বার থেকে বেরিয়ে এলাম তখন আমাদের দিকে পিজে ফিরেও তাকালো না।

"ওই তুচ্ছ ব্যাপারটুকু জেনে আমাদের আসলে কোনো লাভ হলো না," হোটেলের পথে রওনা হওয়ার পর মন্তব্য করলো মার্ক।

"আমি জানি না কি লাভ হলো," আমি জবাব দিলাম, "তবে নিশ্চিত হওয়া গেলো, চিঠি কপি করার সময় হয়তো বেরাইল পাণ্ডুলিপির কপি ক'রেও থাকতে পারে। আমার মনে হয় না, বেরাইল চলে যাবার পর পিজে ওটার কপি করেছে।"

BanglaBook.org

"ওর সাথে পরিচিত হওয়ার পর আমার কিন্তু মনে হয় নি বেরাইলই ওই কপি করেছে। সত্যি বলতে কি, পিজে যে খুব বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক, তেমন কিন্তু মনে হয় নি আমার।"

"মার্ক, আসলেই ও বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক। ও শুধু কোনো কারণে একটু বেসামাল ছিলো।"

" বেসামাল না, বিপর্যস্ত ছিলো।"

"আমার আকস্মিক উপস্থিতি এবং ভাবসাবের কারণেও হতে পারে সেটা।"

"যদি বেরাইল পাণ্ডুলিপি কপি করে রিচমন্ডে ফিরে গিয়ে থাকে," মার্ক বলে যেতে লাগলো, "তবে তাকে যে খুন করেছে সেটা হয়তো সে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।"

"ফ্রাঙ্কি," আমি বললাম।

"বেরাইলের পর কেন ক্যারি হারপারের পেছনে লেগেছিলো এতে ক'রে তার অবশ্য একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমাদের বন্ধু ফ্রাঙ্কি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলো। বেরাইলের সাথে হারপার একই বিছানায় শুয়েছিলো বলে রাগের চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো সে। প্রতি সন্ধ্যায় হারপারের কালপিপার পানশালায় যাওয়ার কথাটা সে বেরাইলের বই থেকেই জানতে পারে।"

"আমি জানি।"

"ফ্রাঙ্কি সম্ভবত সবকিছু পড়েছে। পড়েই ঠিক করেছে, কখন কোথায় হারপারকে ধরা তার পক্ষে সহজ হবে।"

"সুযোগের চমৎকার সদ্ব্যবহার। মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরবে, আর গাড়ি বেরুনো মাত্র আক্রমণ। অন্ধকার ড্রাইভওয়ে, যেখানে কেউ থাকার কথা নয়, তাই না?" আমি বললাম।

"আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে, সে কিন্তু স্টারলিং হারপারের পিছু নেয় নি।"

"সম্ভবত সে সেটা করতো।"

"তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু সে সুযোগ সে পায় নি," মার্ক বললো, "মহিলা নিজেই সেই কাজটা করাতে তাকে আর সেটা করতেও হয় নি।"

হাত ধরাধরি ক'রে আমরা নিশ্চুপভাবে হাটতে লাগলাম। জুতোর শব্দ ছাড়া তেমন কোনো শব্দ আমরা শুনতে পেলাম না। রুমে ফিরে মদ পান করতে করতে আমি তাকে প্রশ্নটা করলাম।

"এরপর কি, মার্ক?"

"ওয়াশিংটন," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ও জবাব দিলো। "সত্যি বলতে কি, আগামীকালই। জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সমস্ত পকিল্পনাই নতুনভাবে সাজাতে হবে।" ও গভীরবাবে নিঃশ্বাস নিলো, "আরে, আমি আসলে কিছুই জানি না এরপর আমাকে কী করতে হবে।"

"এরপর তুমি কি করতে চাও?"

BanglaBook.org

"আমি জানি না, কে। আমি জানি না এরপর ওরা আমাকে কোথায় পাঠাবে?" রাতের শহর দেখতে দেখতে ও বললো। "আর তুমি বোধহয় রিচমন্ড ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছো না?"

"না, আমি রিচমন্ড ছাড়তে পারছি না। এখন কোনোভাবেই ছাড়া সম্ভব নয়। আমার কাজই আমার জীবন, মার্ক।"

"কাজ আসলে তোমার সবসময়েই জীবন হয়ে ছিলো," ও বললো। "আমার কাজও আমার জীবন, এখানে ভদ্রতা দেখানোর কোনো অবকাশই নেই আসলে।"

ওর কথা শুনে, মুখের অভিব্যক্তি দেখে আমার হৃদয় ভেঙে আসতে চাইলো। আমি জানি তার কথাই ঠিক। যখন আমি আবার কথা বলতে চাইলাম, তখন শুধু চোখ থেকে পানি গড়িয়ে নামতে লাগলো।

আমার বাহুর ওপর ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত মার্ককে আমি আঁকড়ে ধরে থাকলাম। ওর ঘুমের ব্যঘাত না ঘটিয়ে, বিছানা থেকে সাবধানে উঠে আমি জানালার কাছে গিয়ে চেয়ার নিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। বিক্ষিপ্তভাবে আমার ভেতর বিভিন্ন চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো। যতোক্ষণ না ভোরের সূর্য আকাশে উঁকি মারলো, ততোক্ষণ আমি ওখানেই বসে রইলাম।

গোসল সারতে দীর্ঘ সময় নিলাম। গরম পানির ধারা আমার শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাথরুম থেকেই বুঝতে পারলাম মার্ক উঠে পড়েছে। ও সকালের নাস্তার অর্ডার দিলো।

"আমি রিচমন্ড ফিরে যাচ্ছি," বিছানায় ওর পাশে বসে শান্ত কণ্ঠে বললাম।

ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। "তোমার এই আইডিয়াটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না, কে।"

"পাণ্ডুলিপিটা আমি খুঁজে পেয়েছি। তুমি এখন চলে যাচ্ছো, আমি এখানে নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্কি, স্কট পারটিন কিংবা স্পারাচিনোর জন্য এখানে বসে বসে অপেক্ষা করতে পারি না।" আমি তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

"ওরা ফ্রাঙ্কিকে খুঁজে পাচ্ছে না। এটা খুবই বিপদের কথা। এখানে আমি বরং তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি," প্রতিবাদ জানিয়ে বললো সে। "অথবা মায়ামিতে ব্যবস্থা করি। সেটাই বরং ভালো হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে দিন কয়েক থাকতে পারবে।"

"না।"

"কে—"

"মার্ক, ফ্রাঙ্কি বোধহয় ইতিমধ্যেই রিচমন্ড ছেড়ে চলে গেছে। কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ওরা ফ্রাঙ্কিকে খুঁজে পাবে না। সম্ভবত ওরা তাকে কখনই খুঁজেও পাবে না। তাহলে আমি কি করবো? ফ্লোরিডায় সারা জীবন লুকিয়ে থাকবো?"

বালিশে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে সে কোনো কথা বললো না।

ওর হাত আমি মুঠোর ভেতর চেপে ধরলাম, "আমার জীবন, আমার ভবিষ্যত এভাবে নষ্ট হতে দিতে চাই না, মার্ক। তাছাড়া এভাবে দীর্ঘদিন ঝুলেও থাকতে চাই না

BanglaBook.org

আমি। মেরিনোকে ফোন করবো। এয়ারপোর্ট থেকে ও আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে।"

দু'হাতে মার্ক আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমার সাথে ডিসি'তে চলো অথবা দিন কয়েক তুমি কেনটাকিতেও কাটাতে পারো।"

আমি মাথা নাড়লাম। "আমার কিচ্ছু হবে না, মার্ক।"

ও আরো দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। "বেরাইলের ভাগ্যে যা ঘটেছিলো সেটা মুহূর্তের জন্যেও মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না।"

আমিও পারছি না।

একে অপরকে চুমু খেয়ে মায়ামি এয়ারপোর্টে মার্কের কাছ থেকে আমি বিদায় নিলাম। দ্রুত হাটতে লাগলাম। একবারো তার দিকে ফিরে তাকালাম না। আটলান্টায় প্লেন বদলের সময় ছাড়া দীর্ঘপথ আমি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম। মানসিক এবং শারীরিক দু'ভাবেই আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।

গেটের কাছে মেরিনো আমার সাথে দেখা করলো। খানিকক্ষণ তাকিয়ে আমার মুড বুঝে নেবার চেষ্টা করলো সে। কিছু না বলে আমার পেছন পেছন টার্মিনাল পর্যন্ত এগিয়ে এলো। বড়দিন উপলক্ষে সাজানো দোকান এবং বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা বিভিন্ন উপহারগুলো দেখে আমার ভেতরকার বিষন্নতা খানিক কেটে গেলো। আসন্ন ছুটি নিয়ে আমার মোটেও আগ্রহ নেই। মার্কের সাথে কবে আবার দেখা হবে, সে ব্যপারেও নিশ্চিত নই আমি। ব্যাগেজ এরিয়ায় এসে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষায় থেকেও আমার লাগেজের কোনো পাত্তা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম আমার লাগেজ হারিয়ে গেছে। একগাদা ফর্ম পূরণের মতো বিরক্তিকরভাবে কাজটা শেষ ক'রে আমি গাড়িতে চাপলাম। পেছন পেছন মেরিনোও আমার পাশে এসে বসলো।

আমার বাড়ির সামনে যখন গাড়ি পার্ক করলাম, তখন চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পানি জমে আছে সেই আগের মতোই। মেরিনো খানিক আগে জানিয়েছে, আমি চলে যাবার পর অনেক চেষ্টা করেও ওরা ফ্রাঙ্কিকে খুঁজে বের করতে পারে নি। ও কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলো না। বাড়ির সমস্ত অংশ সার্চলাইটের আলোতে পরীক্ষা ক'রে নিলো। পরীক্ষা ক'রে নিলো জানালার কোনো কাঁচ ভাঙা হয়েছে কিনা অথবা কেউ ঘরের ভেতর প্রবেশের চেষ্টা করেছে কিনা। অতি সতর্কতার জন্য আলো জ্বালিয়ে প্রতিটি ঘর পরীক্ষা ক'রে দেখে নিলো সে। অতি সতর্কতার জন্যে ক্লোজেট এমনকি বিছানার নিচগুলোও ভলোভাবে দেখে নিলো।

কফির প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে আমরা কিচেনে প্রবেশ করলাম। আর ঠিক তখনই মেরিনোর পোর্টেবল রেডিও থেকে মেসেজ ভেসে আসার শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

"টু-ফিফ্‌টিন, টেন-থার্টি-থৃ-"

"ধ্যাত্‌!" মন্তব্যটা ক'রে জ্যাকেটের পকেট থকে ছোঁ মেরে রেডিওটা বের ক'রে আনলো মেরিনো।

BanglaBook.org

টেন-থার্টি-থ্রি হচ্ছে মেরিনোর কোড নাম্বার। রেডিওর শব্দটা বুলেটের মতো বাতাসে ছিটকে বেরিয়ে এলো। পেট্রোল কার থেকে এমনভাবে জবাব দেয়া হলো যেনো জেট বিমান উড্ডয়ন করছে। আমার বাড়ির কাছেই একজন অফিসারকে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছে।

"সেভেন-ও-সেভেন, টেন-থার্টি-থ্রি," গোঁ-গোঁ ক'রে কথাগুলো বলতে বলতে সামনের দরজার দিকে ছুটে গেলো মেরিনো।

"গোল্লায় যাক সব! ওয়ালটারস্। ও নিতান্তই একটা বাচ্চা ছেলে!" মেরিনো বৃষ্টির ভেতর অভিসম্পাত দিতে দিতে ছুটে গেলো। যেতে যেতে আমার উদ্দেশ্যে বললো, "ডাক্তার, খুবই সাবধানে থাকবে। দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখো। আমি এখনই তোমার ওখানে কয়েকজন পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করছি!"

কিচেন টেবিলে ব'সে একটা স্কচের বোতল খোলার সাথে সাথেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। ঘরের ছাদে আর জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেনো বাদ্যযন্ত্রের ভিন্ন ধরণের সুর তুললো। আমার সুটকেস হারিয়েছে, সাথে ওর ভেতর রাখা পয়েন্ট থার্টি এইটও। মেরিনোকে এর কিছুই জানানো হয় নি। পরিশ্রমের কারণে আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। অত্যন্ত স্নায়ুবিক দুর্বলতা নিয়ে বিছানায় বসে বেরাইলের পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টাতে লাগলাম।

ভাগ্য ভালো এটা আমি সাথের হ্যান্ডব্যাগের ভেতর রেখেছিলাম। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমি পুলিশ আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মধ্যরাতের খানিক আগে আমর কলিংবেলটা বেজে উঠলো। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

সামনের দরজার পিপহোল দিয়ে বাইরে দেখে নিলাম। মেরিনো যেভাবে বলে গিয়েছিলো, সেরকমই একজন অফিসারকে পাঠিয়েছে ও। হালকা-পাতলা শরীরের এক তরুণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে কালো স্লিকার আর টুপি। মুষলধারার বৃষ্টিতে ওর সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, ঠাণ্ডায় ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। বুকের কাছে একটা ক্লিপবোর্ড ধরে রেখেছে সে।

"কে?" আমি বললাম।

"ওমেগা কুরিয়ার সার্ভিস, বেয়ার্ড এয়ারপোর্ট থেকে এসেছি," ও জবাব দিলো। "ম্যাডাম, আমি আপনার হারিয়ে যাওয়া সুটকেসটা নিয়ে এসেছি।"

"ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ," সন্তুষ্টচিত্তে আপন মনেই বলে উঠলাম কথাটা।

এ্যালার্ম সিস্টেমটা বন্ধ ক'রে আমি দরজার তালা খুললাম।

ফয়ারে সুটকেসটা নামিয়ে রাখার সাথে সাথে আতংকের এক শিহরণ বয়ে গেলো সমস্ত শরীরে। মনে পড়লো, লাগেজ ক্লেইম ফর্মটা ফিলাপ করার সময় আমি অফিসের ঠিকানা ব্যবহার করেছিলাম, বাড়ির ঠিকানা তো আমি কোথাও উল্লেখ করি নি।

BanglaBoi.org

অধ্যায় ১৭

মাথার টুপিটা খুলে নেবার সাথে সাথে ওর কালো চুল বেরিয়ে পড়লো। আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই বললো, "ম্যাডাম, দয়া ক'রে যদি এখানে একটু স্বাক্ষর ক'রে দিতেন।" সে ক্লিপবোর্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিতেই কণ্ঠস্বরগুলো আমার মনে উচ্চারিত হতে শুরু করলো।

"লাগেজগুলো এয়ারপোর্টে দেরি ক'রে এসেছে, কারণ মিঃ হারপারের ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছিলো এয়ারলাইন।"

"তোমার চুল আসলেই কি সোনালী, নাকি ওগুলো ব্লিচ করা, কে?"

"ছেলেটা ল্যাগেজ দিয়ে যাবার পরেই এটা ঘটেছিলো..."

"এখন ওরা সবাই চলে গেছে।"

"গত বছর আমরা এই একই ধরণের কমলা রঙের ফাইবার খুঁজে পেয়েছিলাম। রয় পরীক্ষা ক'রে এবং ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছে এ ধরণের ফাইবার সেভেন ফোর-সেভেন বোয়িং বিমান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিলো একবার..."

"ছেলেটা লাগেজ দিয়ে যাবার পরেই এটা ঘটেছিলো!"

বাদামি রঙের গ্লাভস পরা হাত থেকে ক্লিপবোর্ড এবং কলমটা আমি নিলাম।

আমার নিজের কণ্ঠ নিজের কাছেই অপরিচিত ব'লে মনে হলো। নির্দেশ দেবার ভঙ্গিতে আমি বললাম, "দয়া ক'রে তুমি আমার সুটকেসটা খুলে দেখাও। সুটকেসের সব জিসিসপত্র ঠিক আছে কিনা, তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো কিছুতেই স্বাক্ষর করবো না। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, এর ভেতরকার সবকিছু অক্ষত অবস্থায় আছে।"

খানিকক্ষণের জন্যে তার বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হলো। ওর চোখ জোড়া এমনভাবে বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো, দেখে মনে হলো যেনো ওগুলো স্থানচ্যুত হয়ে টেনিস বলের মতো সুটকেসের ওপর গড়িয়ে পড়বে। সাথে সাথে এতো জোরে আঘাত করলাম যে, হাত তোলারও সুযোগ পেলো না সে। ক্লিপবোর্ড দিয়ে মুখের ওপর আঘাত করেই আমি বুনো জন্তুর মতো দ্রুত ছুটতে লাগলাম।

ডাইনিং স্পেস পর্যন্ত পৌছাতে না পৌছাতে ওর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার পেছন পেছন ও ছুটে আসছে। আমার হৃদপিণ্ড এতো দ্রুত ওঠা-নামা করছে যে, মনে হচ্ছে সেটা বুঝি পাঁজর থেকে বেরিয়ে আসবে। কিচেনে ঢোকার সময় বুচার টেবিলটা ঘুরে যেতেই লাইনোলিয়ামে একটু পা পিছলে গেলো আমার। রেফ্রিজারেটরের পাশের দেয়ালে আঁটকানো ফায়ার এক্সটিনগুইসারটা টেনে নামিয়ে আনলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ও কিচেনে এসে উপস্থিত হলো। যতোটা জোরে সম্ভব ফায়ার এক্সটিনগুইসারের হ্যান্ডেল চেপে ধরে ওর মুখের ওপর ছিটিয়ে দিলাম অগ্নি নির্বাপনের সাদা কেমিক্যাল। তীব্র যন্ত্রণায় ও মুখটা দু'হতে আঁকড়ে ধরলো, আর মেঝের ওপর ছিটকে পড়লো একটা দীর্ঘ ফলার ছুরি। হাতের কাছে তেমন কিছু না পেয়ে স্টোভ থেকে টেনে বের

BanglaBook.org

করলাম একটা লম্বা শিক। টেনিস র‍্যাকেটের মতো ওটা দিয়েই প্রচণ্ড আঘাত করলাম ওর পেটের ওপর। নিঃশ্বাস নিয়ে ধাতস্ত হওয়ার আগেই আবারো আঘাত করলাম। এবার মুখ বরাবর। মোক্ষম আঘাত। আমি জানি, ওর নাক ভেঙে গেছে, কয়েকটা দাঁতও স্থানচ্যুত হয়েছে মাড়ি থেকে। অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে এলো অনাহূত প্রবেশকারী। পাউডারের কারণে মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে ও জোরে জোরে কাশতে লাগলো। পাউডারের কারণে ও ভালোভাবে দেখতেও পারছে না। ওই অবস্থাতেই ও একহাতে আমার গোড়ালি চেপে ধরে অন্য হাতে মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা তুলে নেবার চেষ্টা করলো।

আবারো আঘাত করলাম হাতে ধরে রাখা শিকটা দিয়ে, লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলাম মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা। এরপর ছুটে বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর থেকে। বেরিয়ে আসার সময় টেবিলের কোণায় আঘাত পেলাম তলপেটে, দরজার ফ্রেমের সাথে আঘাত লেগে প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম বুকে।

এলোমেলো পায়ে ছুটতে ছুটতে সুটকেসের কাছে এসে কোনোমতে রুগারটা বের করতে পারলাম। রুগারের দুটো কার্টিজ সিলিন্ডারের মধ্যেই আছে। ইতিমধ্যে ও প্রায় আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। বৃষ্টির শব্দের সাথে সাথে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি। যখন ছুরিটা আমার গলা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, তখনই তৃতীয়বারের মতো চেষ্টা করলাম। ট্রিগার চাপতেই ফায়ারিং পিন প্রিমারে আঘাত করলো। এক ঝলক গ্যাস এবং অগ্নিশিখার মতো বিচ্ছুরিত হয়ে রুগারের নল থেকে তৃতীয় গুলিটা বেরিয়ে এসে আঘাত করলো ওর তলপেটে। কয়েক ফুট দূরে ছিটকে পড়লো ও। উঠে বসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। ঝাপসা চোখে আমার দিকে তাকালো। ওর মুখ রক্তে ভিজে আছে। ছুরিটা তুলে কিছু বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। কাঁপা হাতে আবার গুলি চালালাম আমি। এটা গিয়ে সোজা আঘাত করলো ওর বুকে। ভেজা রক্তের সাথে এ্যাকরিড্ গান পাউডারের গন্ধ এসে লাগলো। ঝাপসা চোখে ও আমার দিকে তাকালো। ওর মুখ রক্তে ভিঁজে আছে। ছুরিটা তুলে কিছু বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। দেখলাম ফ্রাঙ্কি এইমসের চোখ থেকে ধীরে ধীরে আলো নিভে যাচ্ছে।

মেঝের ওপর আমিও শুয়ে পড়লাম। কানে ভেসে আসতে লাগলো বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ। ফ্রাঙ্কির দেহ থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-ওদিক গড়িয়ে যেতে লাগলো ওক্ কাঠের মেঝের ওপর। আমি কাঁদতে লাগলাম। তৃতীয়বার রিং হওয়ার পর রিসিভারটা তুলে নিলাম।

আমি শুধু দুটো বাক্যই বলতে পারলাম "*মেরিনো! হায় ঈশ্বর, মেরিনো!*"

BanglaBook.org

মর্গ থেকে ফ্রাঙ্কির মৃতদেহ সরিয়ে নেবার পূর্ব পর্যন্ত অফিস থেকে ফিরতে পারলাম না। দেখলাম স্টেইনলেস স্টিল টেবিলের ওপর রক্তাক্ত মৃতদেহ পরিস্কার করার পানিগুলো পাইপ দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে—ওগুলো মিশে যাচ্ছে শহরে সুয়ারেজের ময়লা পানির

সাথে। আমি যে ওকে খুন করেছি, তার জন্যে আমার একটুও দুঃখ হলো না। আমার দুঃখ হলো এভাবে ওর জন্ম নেবার জন্যে।

"বিষয়টা এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে," টেবিলের রাখা এক গাদা ফাইলের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মেরিনো বললো, "ফ্রাঙ্কি এক বছর আগে অক্টোবর মাসে রিচমন্ডে এসে উপস্থিত হয়। সেই থেকে ও রেড স্ট্রিটে ডেরা বেঁধেছিলো। এর কয়েক সপ্তাহ পর হারানো ব্যাগ ডেলিভারি দেবার কাজ নেয়। এয়ারপোর্টের সাথে ওমেগা'র এ বিষয়ে একটা চুক্তি আছে।"

আমি কিছুই বললাম না। আগের মতোই লেটার ওপেনার দিয়ে চিঠিগুলো খুলতে লাগলাম। অপ্রয়োজনীয় চিঠিগুলো আমি ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিলাম।

"ব্যাটা কাজের জন্যে ওমেগা'র গাড়িই ব্যবহার করতো। এখানেই ছিলো সমস্যা, গত জানুয়ারি থেকে ফ্রাঙ্কি কোম্পানির গাড়িই ব্যবহার করেছে। ওর একাশি মডেলের মার্কারি লাইনাক্স আগুন লেগে নষ্ট হয়ে যায়। ওটা ঠিক করার টাকা জোগাড় করতে পারছিলো না। গাড়িও নেই, কাজও নেই। আমার মনে হয় এ সময় সে এ্যাল হান্টের কাছে সাহায্য চেয়েছিলো।"

"এর আগে থেকেই কি দু'জনের যোগাযোগ ছিলো?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"ও, হ্যা," মেরিনো জবাব দিলো, "এ বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই, সম্ভবত বেন্টন ওয়েসলির সাথেও যোগাযোগ থাকতে পারে।"

"তোমার এ ধরণের ধারণার কারণ?"

"যুক্তিভিত্তিকভাবেই ধারণা করা যায়," ও বললো, "বছর দেড়েক আগে ফ্রাঙ্কি ছিলো পেনসিলভেনিয়ার বাটলার-এ। আমরা এ্যাল হান্টের বাবার গত পাঁচ বছরের ফোন বিল পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। বিল পরীক্ষা ক'রে দেখেছি হান্ট পাঁচবার কালেক্ট কল রিসিভ করেছিলো। এর প্রতিটিই এসেছিলো পেনসিলভেনিয়ার বাটলার থেকে। এক বছর আগে কালেক্ট কল রিসিভ করেছিলো ডেলাওয়ারের ডুভাল থেকে। এরপর, প্রায় আধডজন কালেক্ট কল রিসিভ করেছে মেরিল্যান্ডের হ্যাগারস্টাউন থেকে।"

"ওই কলগুলো কি ফ্রাঙ্কির কাছ থেকেই এসেছিলো?" প্রশ্ন করলাম তাকে।

"আমরা তা এখনও জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, ফ্রাঙ্কিই বিভিন্ন সময় ওই কলগুলো করেছিলো। সম্ভবত ফ্র্যাঙ্কি তার মা'কে হত্যা করার ব্যাপারটা হান্টকে জানিয়েছিলো। সেজন্যে তোমার সাথে কথা বলার সময় হান্ট অনেক কিছু বলতে পেরেছিলো। আরে, ও কোনো মাইন্ড রিডার ছিলো না। ওর সাইকো শিক্ষক বন্ধুর কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর, ওই কথাগুলো বলায় উৎসাহ বোধ করেছিলো। এমনো হতে পারে ফ্র্যাঙ্কিকে রিচমন্ডে আসার ব্যাপারে হান্টই হয়তো উৎসাহ জুগিয়েছিলো।"

"হান্টের কার-ওয়াশের ব্যাপারে কি বলবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "ওখানে কি ও নিয়মিত যাতায়াত করতো?"

"ওখানকার কয়েকজনের সাথে আমি কথা বলেছি," মেরিনো বললো, "ওদের বর্ণনার সাথে ফ্রাঙ্কির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জানুয়ারির পর থেকে মাঝে মাঝেই

BanglaBook.org

ওখানে ফ্র্যাঙ্কির মতো একজনকে দেখা গেছে। ওর বাড়িতে পাওয়া রিসিপ্ট থেকে জানা যায়, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মার্কারি লাইনাক্সের ইঞ্জিনটা ঠিক করা হয়। ইঞ্জিন ঠিক করতে খরচ হয়েছিলো পাঁচশো ডলার। ওই টাকা সম্ভবত সে হান্টের কাছ থেকেই নিয়েছিলো।"

"তুমি কি মনে করো ওদিন কার-ওয়াশে গাড়ি নিয়ে যাবার পরই বেরাইলের সাথে ফ্রাঙ্কির সাক্ষাৎ হয়েছিলো?"

"আমার ধারণার কথা বলছি তোমায়, ম্যাকটাইগুর বাড়িতে যখন জানুয়ারি মাসে হারানো ব্যাগ দিতে গিয়েছিলো, তখনই সে প্রথম বেরাইলকে দেখেছিলো। এরপর কি হলো? কয়েক সপ্তাহ পর ও যখন হান্টের কাছে টাকার জন্যে ধর্ণা দিতে গেলো, তখন বেরাইলকে সে আবার দেখতে পেলো। এরপর সম্ভবত সে আবারো বেরাইলকে এয়ারপোর্টে দেখতে পেয়েছিলো। কাজের কারণে তাকে সব সময়ই এয়ারপোর্টে যাওয়া-আসা করতে হতো। ওদিন বেরাইল বাল্টিমোরের প্লেনে চেপেছিলো মিস্ হারপারের কাছে যাওয়ার জন্যে।"

"তোমার কি মনে হয় হান্টের সাথে ও বেরাইলকে নিয়ে কথা বলেছিলো?"

"ওটা এখন আর জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তেমন হলেও আমি মোটেও অবাক হবো না। এ থেকে হান্ট কেন আত্মহত্যা ক'রলো, তার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। হান্ট বুঝতে পেরেছিলো তার গুরু ফ্রাঙ্কি বেরাইলকে খুন করবে। কিন্তু সে কিছুই কতে পারে নি। এরপর হারপারের ভাগ্যেও একই রকম পরিণতি নেমে এলো। এসব কারণে হান্ট সম্ভবত নিজেকে অপরাধী মনে করছিলো।"

আমার হাতের ব্যথার কারণে সাধারণ চেয়ারটা পর্যন্ত পেছনে সরাতে পারলাম না। হাতের একটা এক্স-রে করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। একই সাথে সাইকি টেস্টেরও প্রয়োজন আছে। যদিও এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি কাকে দিয়ে করাবো। কেন যেনো নিজেকে আমার নিজের মতো মনে হচ্ছে না। যদিও জানি না কবে এগুলো করা সক্ষব হবে। সত্যিকার অর্থে এখন কোনোভাবেই চুপচাপ ব'সে থাকার মতো অবস্থা নেই।

আমি মন্তব্য করলাম, "ফ্রাঙ্কি বিভ্রান্তিমূলক কল্পনার জগতটির একটা অংশ বেরাইলকে বারবার দেখার পর থেকে ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তার উদ্ভট কল্পনা জীবন্ত এক নারীকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে উঠতে থাকে। প্রথমবার ম্যাকটাইগুর বাড়িতে, এরপর কার ওয়াশ-সেন্টারে, তারপর আবার এয়ারপোর্টে। মানসিক সমস্যাটা তার আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।"

"হ্যা, তখন সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত লোকটি মনে করতে শুরু করলো ঈশ্বর তার সাথে কথা বলছে। বলছে সোনালী চুলের অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির সাথে তার কোনো না কোনো সংযোগ রয়েছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে রোজ এসে গোলাপী কাগজে লেখা আরেকটা টেলিফোন মেসেজ আমার হাতে ধরিয়ে দিলো। মেসেজটা আমি ফাইলে আঁটকে রাখলাম।

BanglaBook.org

"ওর গাড়ির কি রঙ ছিলো?" আরেকটা চিঠি খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলাম। ফ্রাঙ্কির গাড়ি আমার আঙিনার সামনে পার্ক করা ছিলো। পুলিশ আসার পর লাল আলোতে আমি ওটা দেখেছিলাম মনে হয়। এখন ঠিক মনে করতে পারছি না।

"গাঢ় নীল।"

"অথচ বেরাইলের কোনো প্রতিবেশী ওই গাড়িটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারলো না?"

মেরিনো মাথা নাড়লো। "অন্ধকার নেমে আসার পর এবং যদি হেডলাইট নেভানো থাকে, তাহলে অন্ধকারে গাঢ় নীল রঙ দেখার কথা নয়। তাছাড়া গাড়িটা সন্দেহ জাগানোর মতোও নয়।"

"ঠিক বলেছো তুমি।"

"হারপারকে খুন করার সময় সম্ভবত সে গাড়িটা দূরে রাস্তার কাছে পার্ক করেছিলো। ওই টুকু পথ সে হেটে আসা-যাওয়া করেছে।" ও একটু থামলো। "ড্রাইভিং সিটের গদি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।"

"তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না?" একটা চিঠির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"সিটের ওপর সে একটা কম্বল চাপিয়ে রেখেছিলো। সম্ভবত ওটা সে প্লেন থেকে হাতিয়েছিলো।"

"কমলা রঙের ফাইবারের উৎস?" আমি জানতে চাইলাম।

"নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওগুলোর কিছু পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু কেসটা আমরা সাজাতে পেরেছি। ওই কম্বলটায় কমলা-লালে মেশানো সরু সরু স্ট্রাইপ রয়েছে। বেরাইলের বাড়িতে যাওয়ার সময় সম্ভবত গাড়ির সিটের ওপর ওই কম্বলই পাতা ছিলো। ব্যাখ্যা ক'রে ধারণা করা যায়, টেরোরিস্টরা সিটের ওপর ওরকম কম্বল ব্যবহার করেছিলো। কিছু প্যাসেঞ্জার আছে, বিমানে প্রবেশ করার সময় ফ্রাঙ্কির মতোই বসার জন্যে সিটের ওপর কম্বল ব্যবহার করে। প্যাসেঞ্জার এক প্লেন থেকে আরেক প্লেনে চাপে, ফাইবারগুলোও এক প্লেন থেকে আরেক প্লেনে ছড়াতে থাকে। সম্ভবত গৃসে হাইজ্যাক হওয়া প্লেনে এভাবেই কমলা রঙের ফাইবার পাওয়া গিয়েছিলো। সত্যিই অদ্ভুত! ওই মেরিন সেনার রক্তে এরকমই কোনো ফাইবার জড়িয়ে গিয়েছিলো। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না এভাবে এক প্লেন থেকে আরেক প্লেনে কতো ফাইবার ছড়িয়ে পড়ছে।"

"আসলেই এটা কল্পনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার," আমি সমর্থন জানালাম।

"এবং এখন বুঝা যাচ্ছে, ফ্রাঙ্কির পোশাকে কেন এতো বিচিত্র ধরণের ফাইবার লেগে ছিলো। ও ব্যাগেজ এরিয়ায় কাজ করতো। এয়ারপোর্টের প্রায় সর্বত্রই তাকে যাওয়া আসা করতে হতো। তাছাড়া প্রতিটা সময় প্লেনের ভেতর প্রবেশ করতো। কেউ কি বলতে পারবে ও কি করেছে অথবা ওর পোশাকে কতো আবর্জনা মেখেছে?"

"ওমেগা কোম্পানির নিজস্ব পোশাক আছে। তামাটে রঙের পোশাক। ওগুলো কিন্তু ডাইনেল থেকে প্রস্তুত করা।"

BanglaBook.org

“অদ্ভুত তো।”

“ডাক্তার, তোমার কিন্তু জানার কথা,” আমাকে গভীরভাবে নিরীক্ষা ক’রে বললো, “তুমি যখন গুলি করেছিলে, পরনে তার ওই পোশাকই ছিলো।”

আমি মনে করতে পারলাম না। আমার শুধু মনে আছে তার গাঢ় রঙের পোশাকের কথা। আর যা মনে পড়ে তা হলো সাদা রঙ আর রক্তে রাঙানো মুখ।

“ঠিক আছে,” আমি বললাম। “তুমি যেমন বলছো, তেমনই হবে হয়তো। কিন্তু একটা বিষয় আমি বুঝতে পারছি না, ফ্রাঙ্কি বেরাইলের ফোন নাম্বার কোথা থেকে জোগাড় করলো। তার নাম্বার কিন্তু কোনো লিস্টে খুঁজে পাই নি। তাহলে, অক্টোবরের ঊনত্রিশ তারিখে ও যে কি-ওয়েস্ট থেকে ফিরে এসেছে, তা জানালো কি ভাবে? আর ঘোড়ার ডিম আমি যে রিচমন্ড ছাড়ছি, সেটাই বা জানলো কি ভাবে?”

“কম্পিউটার থেকে,” ও ব্যাখ্যা করলো। “প্যাসেঞ্জারের ভিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করা থাকে—ফ্লাইট শিডিউল, ফোন নাম্বার এবং বাড়ির ঠিকানা। আমরা জানতে পেরেছি, ফ্রাঙ্কি প্রায় সময়েই কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করতো। কাউন্টারে এ্যাটেনডেন্ট না থাকলেই সে এই সুযোগকে কাজে লাগাতো। অনেক গভীর রাতে কিংবা ভোর বেলায়। এয়ারপোর্টে তার ভালোই আধিপত্য ছিলো। শান্তশিষ্ট আচরণ, কম কথা বলা—অনেকটা বলা চলে ভেজা বেড়ালের মতো আচরণের কারণে কেউই তাকে সন্দেহ করার মতো আবকাশ পায় নি।”

“ওর স্টেনফোর্ড বাইনেট থেকে জানতে পেরেছিলাম,” শুকিয়ে আসা স্ট্যাম্প প্যাডের ওপর বার কয়েক চেষ্টা ক’রে কালি লাগিয়ে নিতে নিতে বললাম, “ওর ইন্টিলিজেন্সি অনেকের চাইতেই বেশি ছিলো।”

মেরিনো কিছুই বললো না।

ম্লান কণ্ঠে আবার বললাম, “ওর আইকিউ একশো বিশের চাইতেও বেশি ছিলো।”

“হ্যা, হ্যা,” কোনো কারণে অধৈর্য হয়ে বললো মেরিনো।

“আমি শুধু বলার জন্যেই বলছিলাম।”

“ঘোড়ার ডিম। তুমি ওই ধরণের পরীক্ষায় বিশ্বাস করো? নিশ্চয়ই করো না?”

“ওগুলোকে এক ধরণের ভালো ইন্ডিকেটর হিসেবে ধরা যেতে পারে।”

“ওগুলো বাইবেলের বাণী নয়।”

“না, আমি কখনই বলবো না, ইন্টিলিজেন্স কশিয়েন্ট টেস্ট বাইবেলের বাণী,” আমি তাকে সমর্থন জানালাম।

“আমার আইকিউ কতো, তার কিছুই জানি না। আর জানি না বলে আমি খুবই খুশি।”

“তোমার আইকিউ টেস্ট করাতে হবে মেরিনো, খুব শীঘ্রই করাতে হবে।”

“আশা করি তা আমার বোলিং স্কোরের চাইতে বেশিই হবে। এটাই কেবল আমি বলতে পারি।”

“মনে হয় না। অন্তত যতোক্ষণ না তুমি বাজে বোলার হও।”

চশমা খুলে হালকাভাবে আমি চোখ মালিশ করতে লাগলাম। প্রচণ্ড মাথা ব্যথার কারণে কোথাও যে আমার যাওয়া হবে না আমি তাতে এক প্রকার নিশ্চিত।

BanglaBook.org

মেরিনো আবার বলতে শুরু করলো, "আমি সহ সবাই একমত যে, ফ্রাঙ্কি কম্পিউটার থেকেই বেরাইলের ফোন নাম্বার খুঁজে বের করেছে। এরপর সে কয়েকদিন ওর ফ্লাইটের ওপর নজর রাখছিলো। আমার ধারণা, কম্পিউটার থেকেই ও জানতে পেরেছিলো মায়ামি থেকে বেরাইল কবে প্লেনে করে ফিরে আসবে—"

"গাড়ির দরজায় দাগ কখন কেটেছিলো ফ্রাঙ্কি, এব্যাপারে কোনো ধারণা করতে পেরেছো?" মাঝ পথে ওর কথা থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"বাল্টিমোর যাওয়ার সময় বেরাইল যখন গাড়িটা এয়ারপোর্টে রেখে গিয়েছিলো তখনই কাজটা করেছিলো ফ্রাঙ্কি।"

"আমার কাছেও বিষয়টা যুক্তিসংগত মনে হচ্ছে।"

"এ বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।"

"এরপর বেরাইল কি-ওয়েস্ট পালালো," আমি একের পর এক চিঠি দেখে যেতে লাগলাম। "এবং ফ্রাঙ্কি একনাগাড়ে কম্পিউটারের ওপর চোখ বুলাতে লাগলো কবে ও রিচমন্ড ফিরে আসার রির্জাভেশন করেছে। এভাবেই সে তার ফিরে আসার সঠিক সময় জানতে পেরেছিলো।"

"অক্টোবর উনত্রিশের রাত," মেরিনো বললো। "ফ্রাঙ্কি সবকিছুই আগে থেকে জেনে রেখেছিলো। একেবারে সহজ সরল ব্যপার। যেহেতু তার প্যাসেঞ্জার ব্যাগেজ এলাকায় সহজ প্রবেশাধিকার ছিলো, সম্ভবত সে কনভেয়ার বেল্টের ওপর বেরাইলের লাগেজও দেখতে পেয়েছিলো। তার নাম লেখা ব্যাগ দেখে ফ্রাঙ্কি ওটা কনভেয়ার বেল্টের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলেছিলো। এর খানিক বাদেই বেরাইল অথরিটির কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলো, তার বাদামী রঙের টোট্ ব্যাগটা হারিয়ে গেছে।"

মেরিনো অবশ্য উল্লেখ করলো না, আমার ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুণরাবৃত্তি ঘটেছিলো। ও লক্ষ্য রাখছিলো ফ্লোরিডা থেকে কবে আমি ফিরে আসি। ও আমার সুটকেসটা সরিয়ে ফেলে। এরপর আমার দরজায় এসে উপস্থিত হলে আমি তাকে ভেতরে ঢুকতে দিই।

ফ্রাঙ্কি এইম্‌সের নর্থ সাউথ এ্যাপার্টমেন্ট থেকে পুলিশ যে সব জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে তার তালিকা বলে যেতে লাগলো মেরিনো।

ফ্রাঙ্কির বেডরুমে পাওয়া গেছে বেরাইলের টোট্ ব্যাগ, ব্যাগের ভেতর রক্তমাখা ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস। বিছানার পাশে রাখা বড় একটা বাক্স। এই বাক্স সে টি-টেবিল হিসেবেও ব্যবহার করতো। বাক্স ভর্তি নানাবিধ জিনিস। এগুলোর ভেতর আছে—ভায়োলেন্ট পর্নো ম্যাগাজিন, একটা ব্যাগ ভর্তি ছোটো আকারের পিলেট। এ ধরণের পিলেট দিয়েই ক্যারি হায়পারকে হত্যা করেছিলো ফ্রাঙ্কি। এই বাক্সে রাখা একটা খামের ভেতর খুঁজে পাওয়া গেছে বেরাইলের পাণ্ডুলিপির কম্পিউটার ডিস্কেট। দুটো কার্ডবোর্ডের ভেতর খাম ঢুকিয়ে ওপর দিয়ে টেপ লাগানো ছিলো। এরপর পাওয়া গেছে বেরাইলের পাণ্ডুলিপির ফটোকপি। পঁচিশতম পরিচ্ছদের প্রথম পাতা। আসল পাণ্ডুলিপির সাথে যেটা আমরা পেয়েছিলাম, তা ছিলো ফটো কপি করা। বেন্টন ওয়েসলি সূত্র মতে ফ্রাঙ্কি এলোমেলো কিছু পছন্দ করতো না। বেরাইল যে পোশাক ও

BanglaBook.org

সময় পরেছিলো, ফ্রাঙ্কির চোখে হয়তো তা দৃষ্টিকটু লেগেছিলো। ফলে সে আকস্মিক ভাবে তাকে আক্রমণ ক'রে বসে। এমন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আমি শুধু জানি বেরাইল আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই পায় নি। ফ্রাঙ্কি বেরাইলের টোট্ ব্যাগটা সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো, এবং নিজেকে একজন কুরিয়ার বয় হিসেবেই পরিচয় দিয়েছিলো। তাছাড়া ওকে ম্যাকটাইগুর বাড়িতে ক্যারি হারপারের ব্যাগ পৌছে দিতেও দেখেছিলো এর আগে। সুতরাং এখানে দ্বিতীয়বার চিন্তা করার কোনো কারণ থাকার কথা নয়, যেমন আমিও দরজা খুলে দেখার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অন্য কিছু ঘটতে পারে একবারের জন্যে ও চিন্তা করি নি।

"বেরাইল যদি তাকে ঘরের ভেতরে ঢুকতে না দিতো," আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম। আমার লেটার ওপেনারটা উধাও হয়ে গেছে। ঘোড়ার ডিমের জিনিসটা কোথায় যেতে পারে?

"ওকে বেরাইল ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলো," মেরিনো জবাব দিলো। "ফ্রাঙ্কির সবকিছুর ভেতর একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিলো—তার হাসি, ওমেগার পোশাক, ক্যাপ। ও ব্যাগটা খুঁজে পেয়েছে, এর অর্থ তার পাণ্ডুলিপিটাও পাওয়া গেছে। বেরাইল হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলো। ফ্রাঙ্কির প্রতি তার কৃতজ্ঞ হওয়ারই কথা। ফলে ও দরজা খুলে এ্যালার্ম ডিএ্যাকটিভেট ক'রে তাকে ঘরের ভেতরে আসতে দেয়।"

"কিন্তু ও আবার এ্যালার্ম রিসেট করতে গেলো কেন? আমারও বার্গলার এ্যালার্ম সিস্টেম আছে। যদি আমার এ্যালার্ম অন থাকে এবং সে সময় কোনো কুরিয়ার আমার কলিংবেল বাজায়, তাহলে প্রথমে আমি এটা ডিএ্যাকটিভেট ক'রে নিই এবং তারপরই দরজা খুলি। যদি কাউকে বিশ্বাস ক'রে ভেতরে ঢুকতেই দিই, তাহলে কখনই আমি এ্যালার্ম ডিএ্যাকটিভেট ক'রে আবার তা রিসেট করতে যাবো না। ওই ব্যক্তি চলে যাওয়ার পরই তা করবো।"

"গাড়ির ভেতর চাবি রেখে কখন কি গাড়ির দরজা আঁটকে দিয়েছো?" মেরিনো চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকালো।

"এর সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"শুধু আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও।"

"অবশ্যই! অবশ্যই এরকম অনেক ঘটেছে।" লেটার ওপেনারটা খুঁজে পেলাম। এটা আমার কোলের ওপরেই পড়েছিলো।

"এটা কিভাবে ঘটে, ডাক্তার? নতুন গাড়িগুলোতে এরকম জিনিস প্রতিরোধ করার জন্যে সব ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।"

"ঠিক। এটা আমি বেশ সহজেই বুঝতে পারছি। আমার দরজা লক্ করা, অথচ ইগনিশনে আমার চাবিরগোছা ঝুলছে।"

"আমার মনে হয় ঠিক একই কাজ বেরাইলও করেছে," মেরিনো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো আমাকে। "মনে হয়, হুমকি পাওয়ার পর থেকেই এ্যালার্ম সিস্টেমটা চালু করার পর এ্যালার্ম নিয়ে এক ধরণের অবসেশনে ভুগছিলো সে। আমার মনে হয়, ও সব সময়ই এ্যালার্মটা চালু রাখতো। আর এই অহেতুক দুশ্চিন্তা কিংবা গতি জড়তা

BanglaBook.org

থেকেই দরজা বন্ধ করার পর পরই এ্যালার্ম বাটন টিপে দিয়েছিলো সে।" আমার বুককেস পর্যন্ত এগিয়ে এসে মেরিনো ইতস্তত করলো। "ভাগ্য খারাপ। ও অস্ত্রটা কিচেনে রেখেই নেমে এসেছিলো। শয়তানটাকে ভেতরে ডেকে নেবার পর সে তার এ্যালার্ম রিসেট করেছিলো। ভেবে দেখো, ওর মাথার ভেতর কেমন দুশ্চিন্তা কাজ করতো, ও কতোটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলো।"

টক্সিলজি রিপোর্ট আর ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আমি মনোযোগী হয়ে উঠলাম। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম খুবই বিষন্ন লাগছে।

"প্রভু জিশু," মেরিনো শেষ পর্যন্ত অভিযোগের সুরে বললো, "আমি চলে যাওয়ার আগপর্যন্ত তুমি একটু কাজটাজ ফেলে ধীরস্থির হয়ে বসবে? তোমার ব্যাপার স্যাপার দেখে আমার রাগ হচ্ছে।"

"এটা আমার ফিরে আসার পর প্রথম দিন," আমি তাকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। "আমি এগুলো না দেখে থাকতে পারবো না। এই জঞ্জালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো।" আমি কাগজ পত্রগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিলাম। "এসব শেষ করতে আমার একমাস সময় লেগে যাবে।"

"তোমাকে রাত আটটা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। এরপর সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আগে যেমন চলছিলো, তেমন ভাবেই চলতে থাকবে সবকিছু।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে," খানিকটা তীক্ষ্ম কণ্ঠেই বললাম কথাটা।

"তোমার কাছে চমৎকার কিছু কর্মী রয়েছে। তুমি এখানে না থাকলে তারা সবকিছু কতো ভালোভাবে নেয়া যায় সেটা জানে। সুতরাং সমস্যা কি?"

"কোনো সমস্যা নেই," সিগারেট ধরিয়ে আমি কাগজপত্রের ভেতর থেকে এ্যাসট্রেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম।

ডেস্কের কোণা থেকে তুলে নিয়ে এ্যাসট্রেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো মেরিনো।

"এর মানে এই নয় যে, তোমাকে এখানে তাদের কোনো দরকার নেই," ও বললো।

"কেউই এই পৃথিবীতে অপরিহার্য নয়।"

"হ্যা, আমি জানি তুমি এরকমই ভাবছো।"

"আমি এরকম কিছুই ভাবছি না। আমি শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ়," আমার বাম পাশের তাক্ থেকে ডেটবুকটা নিতে নিতে মন্তব্য করলাম। রোজ সবগুলো কাজই এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে। এরপরই শুরু হচ্ছে বড় দিন। কেন যেনো আমার চোখ থেকে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে। কেন, তা অবশ্য আমি জানি না।

টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে মেরিনো শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "ডাক্তার, বেরাইলের বই কেমন লাগলো?"

"ওটা পড়ে তোমার হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারপরও ভালো লাগবে," আমি বললাম। আমার চোখ চকচক ক'রে উঠলো। "বইটা অসাধারণ।"

"হ্যা, ভালো হলেই ভালো। আমি আশা করবো শেষ পর্যন্ত এটা প্রকাশিত হোক। এটা তাকে এক রকম বাঁচিয়ে রাখবে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, আমি কী বলতে চাইছি।"

BanglaBoi.org

"আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছো," গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললাম। "মার্ক চেষ্টা ক'রে দেখছে কী করা যায়। আমার মনে হয় নতুনভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। স্পারাচিনো মনে হয় না এরপর আর বেরাইলের কোনো কিছু নিয়ে ব্যবসা করার চিন্তা করবে।"

"যদি সে চৌদ্দশিকের ভেতরে না থাকে তো। আমার মনে হয় মার্ক চিঠিটার ব্যাপারে তোমাকে বলেছে।"

"হ্যা," আমি বললাম, "ও বলেছে।"

বেরাইলকে লেখা স্পারাচিনোর একটা চিঠি মেরিনো বেরাইলের মৃত্যুর ঠিক পর পরই তার শোবার ঘর থেকে উদ্ধার করেছিলো। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা পড়ার পর মার্ক এর নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে পেরেছে :

> বেরাইল, দেখো কী মজার ব্যাপার, জো ক্যারিকে সাহায্য করছে—আমি আসলেই খুব খুশি হয়েছি। ওদের আমি একসাথে দেখেছিলাম ক্যারি ওই বাড়িটা কেনার সময়। যাইহোক, এটা মনে করো না, আমি এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী কিংবা এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাইছি। জো আমার দেখা সবচাইতে বিশাল হৃদয়ের একজন মানুষ। তার মতো একজন মানুষের সাথে পরিচিত হওয়াটা সত্যি আনন্দের ব্যাপার। আমি আরো কিছু শুনতে পাবো সেই অপেক্ষাতেই রইলাম।

চিঠির ওই অংশটুকুই অনেক কিছু প্রকাশ করেছিলো, যদিও বেরাইল এর ভেতরে কোনো ক্লু খুঁজে পায় নি। আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ, জোসেফ ম্যাকটাইগুর নাম উল্লেখ করার পর বেরাইল বিপজ্জনকভাবে স্পারাচিনোর নিষিদ্ধ জগতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলো সে সম্পর্কে মোটেও সচেতন ছিলো না। সে আরো সচেতন ছিলো না ঐ আইনজীবি কর্তৃক অনেকগুলো নকল কোম্পানি তৈরি ক'রে তার মানি লনডারিং কাজে সহায়তা করার বিষয়টিও। মার্কের বিশ্বাস, ম্যাকটাইগুর বিশাল সম্পদ এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পেছনে স্পারাসিনোর সহযোগীতা ছিলো। আর অবশেষে, ম্যাকটাইগু আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত হারপারকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলো সেটাও ছিলো অনেকটা বেআইনী। কারণ স্পারাচিনো বেরাইলের পাণ্ডুলিপিটা কখনও দেখে নি, তার ভয় ছিলো বেরাইল তার ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু প্রকাশ ক'রে ফেলেছে কিনা সেটা নিয়েই। উধাও হয়ে যাওয়ার পর পাণ্ডুলিপিটা হস্তগত করার জন্যে তার অতি উৎসাহের ব্যাপারটা নিতান্তই লোভের কারণে ছিলো না।

"বেরাইল যেদিন মারা গেলো, দিনটাকে সম্ভবত সে সবচেয়ে শুভ মনে করেছিলো," মেরিনো বললো, "কারণ বইয়ের কাঁটাছেড়া করার ব্যাপারে বেরাইল আর তাকে বাঁধা দিতে পারবে না। যদি কোথাও তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়ে থাকে তাহলে তা সহজেই বাদ দিতে পারবে। এরপর সে চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলো। পুলিশ বিভাগকে বিভিন্ন দোষারোপ করলো, খুনের চেষ্টাও হলো। এ ধরণের পাবলিসিটি

BanglaBook.org

করলে, কে না এর পেছনে দৌড়াবে? এটা যে কোথায় শেষ হতো তার কিছুই বলা সম্ভব নয়—বিশেষ ক'রে হারপারের মৃতদেহের ছবি বিভিন্ন ট্যাবলয়েডে প্রকাশিত হলে..."

"জেব প্রাইসের তোলা ছবিগুলো স্পারাচিনো কখনই তার হাতে পেতো না," আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"দেখো, যেভাবেই বলো না কেন, অযথাই সব হৈ-হট্টগোল। এমনকি আমিও এই বইয়ের পেছনে দৌড়িয়েছি। দিব্যি দিয়ে বলছি, গত বিশ বছরে আমি একটা বইও কিনি নি।"

"খুবই লজ্জার কথা," বিড় বিড় করে বললাম আমি। "পড়াশুনা করা খুব ভালো অভ্যেস। মাঝে মাঝে পড়ার চেষ্টা করবে।"

এর মধ্যে রোজ সাদা রঙের লম্বা একটা বাক্স নিয়ে প্রবেশ করলো, খুব দামি লাল রঙের রিবন দিয়ে চমৎকারভাবে বাধা হয়েছে বাক্সটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার ডেস্কের ওপর একটু খালি জায়গা খোঁজার চেষ্টা করলো। কিন্তু তেমন সুযোগ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওটা আমার হাতেই ধরিয়ে দিলো।

"এটা আবার কি...?" আমি বিড় বিড় করে বললাম কথাটা। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

চেয়ারটা পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে অপ্রত্যাশিত উপহারটা আমার কোলের ওপর নিয়ে ধীরে ধীরে সার্টিনের রিবনটা খুলতে লাগলাম। রোজ এবং মেরিনো উভয়েই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাক্সের ভেতর প্রায় দু'ডজন লাল পাথরের চমৎকার একটি মালা কাপড়ের মতো বিছানো সবুজ টিসুর ভেতর জ্বল জ্বল করছে। বাক্সের ওপর হাত রেখে আমি চোখ বন্ধ ক'রে এর ভেতরের সুবাস নিলাম। এরপর সাদা রঙের খামটা খুলে দেখতে পেলাম একটা ছোট্ট কার্ড।

"জেদ করে যখন চলেই গেলে, জেদ ক'রে এসপেনে স্কিও করতে যেও বড়দিনের পর। তারপর এক পা ভেঙে তুমি আমার কাছে চলে এসো," কার্ডে লেখা আছে। "আমি তোমাকে ভালোবাসি, মার্ক।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG